রত্নগিরি।

আশা—প্রতীক্ষা।

চতুর্থ পর্ব্ব।

সাধুঃ সাধুময়ং পশ্যেৎ ক্রূরঃ ক্রূরময়ং জগৎ।
দর্পণেষু যথা দ্রষ্টা স্বীয়মাকারমীক্ষতে॥

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ দেব ও শ্রীগুণেন্দ্রকৃষ্ণ দেব কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রণেতা

কলিকাতা।
গ্রে ষ্ট্রীট ১১৬ নং
অন্নদা প্রেসে
শ্রীঅম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

আষাঢ়—১২[illegible] সাল।

চতুর্থ পর্ব্বের নির্ঘণ্ট পত্র।

বৃত্তান্ত পৃষ্ঠা।

রত্নগিরি।

আশা প্রতীক্ষা।

চতুর্থ বা পরিশিষ্ট পর্ব্ব।

ষট্‌চত্বারিংশ কাণ্ড।

সহযোগ বাণিজ্য,—চতুরতা!

পাঠক মহাশয়! আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করি। আমাদিগের আশ্বাসবাক্যে হৃদয়বন্ধনপূর্ব্বক আপনারা যে এই আখ্যায়িকা কল্পে পরিব্রাজক যাত্রীরূপে এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন, অধৈর্য্যকে হৃদয়মধ্যে স্থান দান না করিয়া প্রীতিসহকারে যে এতদিন পর্য্যন্ত আশা প্রতীক্ষায় আশ্বস্ত অপেক্ষী, ইহাতে আপনাদিগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অতি সুন্দররূপেই সুপ্রকাশমান। বীজ বপন, অঙ্কুর উদ্গম, নবকিশলয় পল্লবাদিতে পরিশোভিত, অবশেষে ফল পর্য্যন্তও সমুৎপন্ন হইতে দেখিলেন, আমাদিগের নিষেধবাক্য হৃদয়মধ্যে পরিগ্রহণ করিয়া এতদিন যে সেই অপক্ক ফলগুলি শাখা হইতে বিচ্যুত করেন নাই, উপযুক্ত সময় প্রতীক্ষায় কালাতিপাতে যে একাগ্রচিত্ত, ইহাতেই আপনাদিগের গুণ-গরিমা সম্যকরূপেই পরিদৃশ্যমান। আপনারা যে গুণগ্রাহী ইহাই তাহার বিশিষ্টরূপই দৃষ্টান্তস্থল। জগদীশ্বরের কৃপায় আমাদিগের এই আখ্যায়িকা-বৃক্ষের সেই সমস্ত অপক্ক ফলগুলি এতদিনের পর সুপক্কতায় পরিণতোন্মুখ। যে যে শাখায় যে যে ফলগুলির

সুপরিপক্বতা দর্শন করিবেন, আমাদিগের সবিশেষ অনুরোধ, আপনারা সেই সেই ফল বৃন্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তদাস্বাদন গ্রহণ করিতে যত্নবান হউন। আশা—ভরসা, তাহাতে আপনাদিগের রসনা অবশ্যই তৃপ্তিলাভ করিবে, ইহাই আমাদিগের হৃদগত অনুমান। তবে সকলের রসনাই যে এক প্রকার রসাস্বাদনে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে, ইহা কখনই সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হয় না। কেহ কটু, কেহ তিক্ত, কেহ মধুর, কেহ অম্লরসের নিতান্ত পক্ষেই পক্ষপাতী। সুতরাং সেস্থলে সর্ব্বজনগণেরই যে মনোরঞ্জন করিতে সুসমর্থ হইবে, তাহার প্রত্যাশা অতি অল্পমাত্রই সম্ভবনীয়। তবে এস্থলে আমাদের সবিনয় বিজ্ঞাপন, এই আখ্যায়িকা কল্পপাদপমূলে সকল প্রকার রসবারিই আমরা অতি যত্নসহকারে পরিসিঞ্চন করিয়াছি, ভাগ্যবলে তদনুরূপই ফল শাখা প্রশাখার নানাস্থানে যথাযথরূপেই সমুদ্ভূত। আমাদিগের দুরদৃষ্টক্রমে মনোমত প্রার্থনীয় ফলটী সমুৎপাটন না করিয়া ভ্রমক্রমে যদি কেহ ভিন্নরসযুক্ত ফলটী সমাহরণপূর্ব্বক তদাস্বাদন গ্রহণ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে সন্তোষের পরিবর্ত্তে বিরক্তি আসিয়া একেবারেই তাঁহার বদন বিকৃত ভাবাপন্ন করিয়া দিবে, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা নিবারণের সদুপায় কৈ? কিছুমাত্রই ত পরিলক্ষিত হইতেছে না। এক্ষণে সে বিষয়টী আমাদিগের অদৃষ্টের উপরে সম্পূর্ণরূপেই বিনির্ভর। এ ক্ষেত্রে আমাদিগের ও একমাত্র হৃদ্‌বোধ, আশা—প্রতীক্ষা।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে দ্বিতীয় পর্ব্বের প্রারম্ভেই বরদাবাজার রহস্য-নিকেতনের রহস্যমূলক ব্যাপারটী মহাড়ম্বরে পরিবর্ণিত হইয়াছিল। জয়করণ ও ময়নাবিবির স্বভাব চরিত্র কাণ্ডাকাণ্ড কিছু বিশেষরূপেই চিত্রিত করিয়া আপনাদিগের নয়নদর্পণে সন্নিবেশিত করিয়াছিলাম। সে বিষয়ের যথাযথ অনুশীলন না করিলে আমাদিগের আখ্যায়িকা রঙ্গভূমির অভিনেতৃগণের অভিনয়কার্য্য রীতিমত সুসম্পন্ন হয় না বলিয়া এতদিন সেই বিষয়েরই অনুসন্ধানে অভিনিযুক্ত হইয়াছিলাম। আমাদিগের এই আখ্যায়িকার একটী বিশেষ অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়, সুতরাং সে স্থলে তদ্বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা

করিতে অগত্যাই আমাদিগকে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। এক্ষণে শুভ অবসর সমুপস্থিত, আসুন আমারা মূল প্রসঙ্গের সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিতে অবহিতচিত্তে যত্নবান হইতে থাকি।

দিবা অবসান,—বিশ্বরঙ্গভূমে তিমিরবসনা সন্ধ্যাবধূ ধীরে ধীরে সমাগত প্রায়। পাথোজী মহাশয় আপন কর্মচারীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বহির্বাটীর নিম্নতলস্থ কার্য্যাগারে ব্যবসা বাণিজ্যের বিষয় কার্য্যে গাঢ়তর অভিনিবিষ্ট। চতুষ্পার্শ্বে নায়েব, মুন্সী, আমীন, গোমস্তা, সরকার, মুহুরী প্রভৃতি নানা কর্মচারী নানা অবয়বের হিসাব-কিতাব লইয়া আপন আপন হিসাব নিকাশ করিতে একাগ্রনয়নে নিবিষ্টচিত্ত—তন্ময়। প্রভুর নয়নাগ্রে কএকখানি খাতা-বহি ইতস্ততঃ বিস্তৃত ও উন্মুক্ত। তিনি আপন নাসিকায় স্ফাটিকনেত্র আরোপিত করিয়া তাম্রকূটের আরাধনা করিতে করিতে একবার এখানি একবার ওখানি, এইরূপে সকলগুলিই এক একবার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় একজন কর্মচারী আসিয়া বিজ্ঞাপন করিল, "একজন ভদ্রলোক আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। অনুমতি হইলে তাঁহাকে হুজুরের নিকট আনয়ন করি।"

ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিকৃত করিয়া সরল রুক্ষস্বরে পাথোজী মহাশয় কহিলেন, "ভদ্রলোক?—কে হে বাবু?—সন্ধ্যার সময় ভদ্রলোক আবার কে আসিয়াছে?—যাও যাও, এখন যাইতে বল, আর এক সময় দেখা সাক্ষাৎ হইবে।"

"আজ্ঞা, তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন, বলিতেছেন, তাহাতে মহাশয়েরও সমধিক লভ্যের সম্ভাবনা। এখন হুজুরের যেরূপ অভিরুচি।"

লভ্যের কথা শ্রবণে পাথোজীর পর্ব্বভাব অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইয়া গেল। তিনি সম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালন করিলেন। বার্ত্তাবহ সসম্ভ্রমে অভিবাদনপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া অনতিবিলম্বেই ভদ্রপরিচ্ছদধারী একজন ভদ্রলোক সমভিব্যাহারে সেই গৃহমধ্যে আসিয়া পুনঃ প্রবিষ্ট হইল।

অভ্যাগত ভদ্রলোকটী গুর্জ্জর পরিচ্ছদধারী। পাঠক মহাশয়কে ইঁহার আর অধিক পরিচয় দিবার আবশ্যক করে না, ইনি সেই সুপ্রসিদ্ধ বণিক

প্রবর হেমাভাই প্রেমাভাইযেব প্রতিনিধি, বিপন্নের একমাত্র আশ্রয়, মহানুভব ধনজীভাই। পাঠক মহাশযের স্মবণ থাকিতে পাবে, দাতাজী যখন বিপদজালে জড়ীভূত হইযা হুণ্ডী পবিশোধেব নিমিত্ত যে ধনজীভাইযেব নিকট মিযাদেব অতিরিক্ত দুইমাসকাল সময প্রার্থনা কবিযাছিলেন, তাহাতে যে ধনজীভাই সমস্ত ভাব আপন স্কন্ধে গ্রহণপূর্ব্বক দুইমাসেব পবিবর্ত্তে চাবিমাসকাল অবকাশ প্রদানে দাতাজীকে সেইরূপ অনুগৃহীত কবিযা মাহাত্ম্যেব পবাকাষ্ঠা প্রদর্শন কবিযাছিলেন, ইনিই সেই ধনজীভাই। বিষয কর্ম্মের অনুবোধে ইনিই এক্ষণে পাথোজীব সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন কবিতে আগমন কবিযাছেন।

একজন ভদ্রলোক গৃহমধ্যে প্রবেশ কবিল, বিষয কর্ম্মেব অনুবোধে সম্মুখে আসিযা উপস্থিত হইল, সাদবসম্ভাষণ কবা দূবে থাকুক, অপাঙ্গ ভঙ্গীতে অভ্যাগতেব প্রতি পাথোজী মহাশয আসন পবিগ্রহ কবিতে ইঙ্গিতমাত্রও কবিলেন না। প্রভুত্বব্যঞ্জক দৃষ্টিপাতে কেবল তাঁহাব মুখ প্রতি নিবীক্ষণ কবিযা বহিলেন মাত্র।

এই অপ্রত্যাশিত অভদ্রব্যবহাব দর্শনে বিনযদর্শন ধনজীভাই অনুমাত্র ক্ষুব্ধ বা বিবক্ত হইলেন না। প্রশান্তবদনে ধীব গম্ভীবভাবে কহিলেন, "হেমাভাই প্রেমাভাইযেব প্রধান কার্য্যালয হইতে আসা হইযাছে। নির্জ্জন হইলে সাবিশেষ বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন কবিতে পাবি।"

"তুমি তাঁহাদেব কে ?—তাঁহাদেব সহিত তোমাব কিরূপ সম্বন্ধ ? কি এমন গুরুতব ব্যাপাব যে, নির্জ্জন না হইলে পবিব্যক্ত কবা উচিত বোধ কবিতেছ না ? কে তুমি ? তাঁহাদেব কোন কর্ম্মচাবী বুঝি ?"

"হাঁ, কর্ম্মচাবী বটে ,—তবে কোন কোন কার্য্যে তাঁহাবা আমাকে প্রতিনিধি কবিতেও—"

"প্রতিনিধি ?—তুমি ?" অবজ্ঞাসূচক ঈষৎহাস্য কবিযা পাথোজী মহাশয বলিযা উঠিলেন, "প্রতিনিধি ? তুমি ?—আমাব এখানেও প্রতিনিধিরূপে আগমন কবিযাছ নাকি ?"

"হাঁ, এক প্রকাব তাহাই বটে,—তাহাদেব দ্বাবাই প্রেবিত হইযাছি।

"উত্তম, উত্তম,, উপযুক্ত প্রতিনিধি '—শুনিয়া আপ্যায়িত হইলাম। এখন কি কার্য্যের নিমিত্ত আগমন, সেইটাই প্রকাশ করিয়া বল,—সময় নাই, সন্ধ্যা সমাগত, সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে, যাহা কিছু বলিবার আছে, শীঘ্রই সংক্ষেপে বলিয়া যাও।"

"পূর্ব্বেই ত বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, বিশেষ প্রয়োজন,—গুরুতর ব্যাপার,—নির্জ্জন না হইলে প্রকাশ করিবার অনুমতি নাই, সুতরাং—"

বাধা দিয়া হাস্য করিতে করিতে পাথোজী মহাশয় কহিলেন, "অনুমতি ?—এই না বলিলে প্রতিনিধি ?—প্রতিনিধির প্রতি আদেশ প্রদান, সে আবার কিরূপ ব্যবহার ?—তাঁহারা উপযুক্ত ব্যক্তিকেই প্রেরণ করিয়াছেন দেখিতেছি যে ?—যাক সে কথা তোমার সহিত নহে। নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিবার পূর্ব্বে তোমার প্রতি আমার একটী বিষয় জিজ্ঞাস্য এই, যদি তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপেই এ স্থানে আগমন করিয়া থাক, তাহা হইলে নিদর্শন পত্র অবশ্যই তোমার নিকট সংগৃহীত হইয়া আছে সন্দেহ নাই,—অবশ্যই তাঁহারা তোমাকে কোনরূপ বিশ্বাসপত্র প্রদান করিয়া থাকিবেন। সে বিষয়ের প্রত্যুত্তর কি ?"

"হাঁ, কতক কতক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এক প্রকার আমার নিকট সংগৃহীত হইয়া আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই ত উল্লেখ করিয়াছি, নির্জ্জন না হইলে—"

অবজ্ঞাসূচক ঈষৎহাস্য পাথোজী মহাশয়ের অধরপ্রান্তে দ্বিতীয়বার বিভাসিত হইল। ধনজীভাইয়ের কথা অবসান হইবার পূর্ব্বে তিনি ঔদাস্যভাবে কহিলেন, "কতক কতক প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র ?—সম্পূর্ণ নহে ?—কতক কতক ?—ভাল, তোমার কথাতেই আপাততঃ বিশ্বাস করিয়া নির্জ্জন স্থানের আশ্রয় গ্রহণে আমাকে এক্ষণে বাধ্য হইতে হইতেছে। আমার অনুসরণ কর।" এই কথা বলিয়া ক্রোরপতি সওদাগর সদম্ভে পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দ্বিতলস্থ একটী সুপ্রশস্ত কক্ষমধ্যে যাইয়া সমুপস্থিত হইলেন।—ধীরে ধীরে ধনজীভাই অনুগামী। পাথোজী মহাশয় একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশনপূর্ব্বক পদদ্বয় সম্মুখস্থ

পাদপীঠে প্রসারণান্তে ধনজীব দিকে মুখ ফিরাইয়া তাচ্ছিল্যভাবে কহিলেন, "কৈ, নিদর্শনপত্র প্রদর্শন কর দেখি,—কিরূপ অভিজ্ঞানপত্র তাঁহারা তোমাকে প্রদান করিয়াছেন, আমার হস্তে অর্পণ কর দেখি, পাঠ করা যাউক, দেখি, তাঁহাদের তুমি কতদূর বিশ্বাসপাত্র!"

এই নিদারুণ অভদ্রোচিত ব্যবহারে ধনজীভাইয়ের অন্তর অণুমাত্রও উদ্বেলিত হইল না, বরং ঈষৎ হাস্যসহকারে গাত্রবস্ত্রমধ্য হইতে একখানি মোহরাঙ্কিত পত্র বহিষ্করণপূর্ব্বক পাথোজীর প্রসারিত হস্তে সমর্পণ করিলেন।

পত্রে এইরূপ লেখা ছিল :—

"কঙ্কণরাজ্য, প্রধান গদী।"

"পত্রবাহক ধনজীভাই অতি বিশ্বাসপাত্র। আমাদিগের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ। বাণিজ্যব্যাপার সম্বন্ধে ইনি যে কোন প্রস্তাব সমুত্থাপন করিবেন, তাহাতে আমরা সম্পূর্ণরূপেই অনুমোদন করিব। ইহাঁ কর্ত্তৃক যে কোন কার্য্য সম্পাদিত হইবে, তাহা যেন আমরাই সম্পাদন করিয়াছি, এইরূপই বিবেচনা করিয়া লইব।"

"বশম্বদ"

"হেমাভাই প্রেমাভাই।"

পত্রের প্রত্যেক পংক্তি, প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক বর্ণ, যেমনি যেমনি পাঠ সমাপ্ত করিতেছিলেন, বাতকপোতের ন্যায় পাথোজীর অন্তরের ভাব এবং মুখাবয়বও অমনি সেই সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তিনি ত্বরিত-গতিতে পত্রখানি টেবিলের উপর সংস্থাপনপূর্ব্বক সসম্ভ্রম গাত্রোত্থানে ধনজী-ভাইয়ের দক্ষিণহস্ত আপন উভয় হস্তে ধারণ করিয়া বিনম্রভাবে কহিলেন, "আপনি যে মহাত্মাব্যক্তি, আপনার ব্যবহার ও আকৃতি দর্শনে তাহা আমার পূর্ব্ব হইতেই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল, কিন্তু জগতের কুটিলতাভে সাধারণে মধ্যে মধ্যে প্রতারিত হইয়া থাকেন বলিয়া এতক্ষণ আমি ইতস্ততঃ করিতেছিলাম মাত্র। বিশেষতঃ কর্ম্মকাজের ঝঞ্চটে মন অতিশয় বিচলিত, সুতরাং আপনার যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিতে সবিশেষই ত্রুটি হইয়া গিয়াছে,

তজ্জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন! আসন পরিগ্রহ করুন!"

পাথোজীর এই মূর্খজনোচিত আচরণ দর্শনে ধনজীভাই বহুকষ্টে হাস্য সম্বরণপূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন, "আপনি যে বিষয় উল্লেখ করিলেন, তাহা বড় বিচিত্র কথা নহে। বাহ্য-অবয়ব ও মৌখিকবাক্যের সহিত হৃদয়ভাবের তুলনা করিতে গেলে, প্রায়ই "বিষকুম্ভ পয়োমুখ" এই নীতিবাক্যের সার্থকতা উপলব্ধ হইয়া থাকে! ইহাতে সময়ে সময়ে অনেক-কেই প্রতারিত হইতে হয়, সুতরাং তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন!—এখন যে কার্য্যের জন্য আগমন, তাহা আমি সংক্ষেপেই পরিব্যক্ত করিতেছি; অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যেই—"

"অর্দ্ধদণ্ড কেন?—সংক্ষেপে কেন? সময়মত বলিবেন।—পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন,—তৎপরে ধীর সুস্থিরচিত্তে সময়মত বিজ্ঞাপন করিবেন এখন।"

"না, পরিশ্রান্ত আর কি? তবে মহাশয়ের সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় নাকি বহির্ভূত হইয়া যায়, সেই নিমিত্তই যাহা কিছু চিন্তা!"

সহাস্যবদনে পাথোজী মহাশয় কহিলেন, "সন্ধ্যা আহ্নিকের নিমিত্ত চিন্তা কি? ঈশ্বরোপাসনার আবার কালাকাল কি?—ঈশ্বরের নামগ্রহণ সকল সময়েই করা যাইতে পারে, তজ্জন্য আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না। বিশ্রাম করুন, সময়মত তখন মনোভাব ব্যাখ্যা করিয়া বলিবেন। উতলা হইবার প্রয়োজন নাই!"

পাথোজীর এইরূপ আপাতমনোহর কপটবাক্য শ্রবণে ধনজীভাইয়ের অধরপ্রান্তে ঘৃণাব্যঞ্জক হাস্যবিভা অতি ক্ষীণরূপে বিভাসিত হইল। তড়িৎ-গতিতে সে ভাব সংগোপনপূর্ব্বক প্রশান্তবদনে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ফরাসী ইংরাজে সম্প্রতি তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছে; সেই সামরিক যজ্ঞের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য উভয় পক্ষেরই প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। এদেশীয় বণিকদিগের নিকট হইতে তাহারা এক্ষণে অধিক সুদে মধ্যে মধ্যে অনেক টাকা কর্জ্জের হিসাবে গ্রহণ করিতেছে। এক্ষণে হেমাভাই প্রেমা-

ভাইয়ের অভিপ্রায়, এই সময় বিবেচনামত মুদ্রা এবং পণ্যদ্রব্যাদি তাঁহাদের নিকট সরবরাহ করিতে পারিলে সমধিকই লভ্যের সম্ভাবনা। কেমন, আপনার এ বিষয়ে অভিমত কি?"

"হাঁ, উপস্থিত অবস্থায় এরূপ প্রত্যাশা অবশ্য অবশ্যই করা যাইতে পারে, এক্ষণে মহাশয়ের অভিপ্রায়?'

"আজ্ঞা, আমাদের গদীর আন্তরিক অভিলাষ একজন বিচক্ষণ অর্থব্যবহারকুশলী লোকের পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা। কারকারবার সম্বন্ধে মহাশয়ের ন্যায় সুদূরদর্শী—"

"আজ্ঞা, সেটী তাঁহাদের অনুগ্রহ মাত্র।" সাহ্লাদে এই কএকটী কথা সমুচ্চারণপূর্ব্বক পাথোজী মহাশয় তৎপরে কিঞ্চিৎ গম্ভীরস্বরে পুনরায় কহিলেন, "তা এখন ও বিষয়ে মহাশয়ের বক্তব্য কি? আমার দ্বারা যদি কোন উপকার দর্শে, তাহা আমি এখনই করিতে সর্ব্বতোভাবেই প্রস্তুত।"

"বক্তব্য অপর কিছুই নহে, হেমাভাই প্রেমাভাইয়ের আন্তরিক ইচ্ছা, আপনি তাঁহাদের সহিত এই কার্য্যে সমস্বত্রভাবে সংমিলিত হয়েন। কারণ তাঁহারা সবিশেষই পরিজ্ঞাত আছেন যে, আপনার ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী কর্ম্মক্ষম, সুবিবেচক লোকের সহিত বাণিজ্যব্যাপারে সংলিপ্ত হইলে, একের স্থানে দশগুণ পরিমাণে লভ্য হইবার বিলক্ষণই আশা ভরসা। সেই নিমিত্তই—"

সহাস্যআস্যে পাথোজী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "যথোচিত বাধিত হইলাম,—সেটী তাঁহাদের সবিশেষই অনুগ্রহ!—আমারও ইহাতে সম্পূর্ণ অভিমত—তাঁহাদের সহিত এইরূপ নৈকট্য বাণিজ্যসম্বন্ধে সংবদ্ধ হওয়া আমার পক্ষে অতীব গৌরবেরই বিষয়!—সর্ব্বান্তঃকরণেই অনুমোদনীয়!"

"শুনিয়া সুখী হইলাম।' ধীরভাবে ধনজীভাই কহিলেন, "শুনিয়া সুখী হইলাম!—তবে, আর একটী কথা। এ বিষয়ে সংলিপ্ত হইলে, মধ্যে মধ্যে মুদ্রা ও পণ্যদ্রব্যাদির আদান প্রদান নিতান্তই আবশ্যক হইবে। আমাদের মূলগদী বহুদূরে সংস্থাপিত, সে স্থান হইতে আদায় আঞ্জাম বড় সহজ ব্যাপার নহে। সময়মত অর্থাদি সরবরাহ করিতে না পারিলে, লভ্যের হিসাবে বড়ই বিঘ্ন ঘটায়—"

"হাঁ, মুদ্রাদির অসঙ্কুলান হইলে সে দিকে নিদারুণ গোলযোগ ঘটিবারই সম্ভাবনা বটে।—ভাল, আমাকে কি করিতে বলেন?—কি করিলে সকল দিকে সুবিধা হইতে পারে?"

"আজ্ঞা, প্রয়োজনমত মুদ্রাদির সরবরাহ করা—অথবা আমার প্রদত্ত মিয়াদি-হুণ্ডীতে মহাশয়ের স্বাক্ষর করিয়া দেওয়া। তাহা হইলেই সকল দিকে সুবিধা হয়। সুদের বিষয়ে কথা এই—"

"ভাল, তাহার উত্তর পরে প্রদান করিতেছি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, পণ্যদ্রব্যের বিষয় কিরূপ অবধারণ করিতেছেন? সে বিষয়ের কিরূপ ব্যবস্থা স্থির করা হইয়াছে?"

"আজ্ঞা, পণ্যদ্রব্য আমাদের মালখানায় প্রচুর পরিমাণেই সংগৃহীত হইয়া আছে। প্রয়োজন হইলে মহাশয়ও আমাদের নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন।"

"ভাল, টাকা সরবরাহ করিতে স্বীকৃত আছি কিন্তু তাহার সুদবোধের বিষয় কিরূপ হইবে? তাহার নিয়মাবলিই বা কি? কতদিনের মধ্যেই বা পরিশোধ—"

ধনজীভাই বাধা দিলেন,—পাথোজীর কথায় তিনি এই প্রথমবার বাধা দিয়া স্থির গম্ভীরভাবে কহিলেন, "আজ্ঞা, প্রাপ্তি দিবস হইতে একমাসের মধ্যে,—মিতি কাটাইয়া লওয়া যাইবে,—হেমাভাই প্রেমাভাইয়ের মূলগদী প্রতিভূ।—কেমন, ইহাতে বোধ হয় মহাশয়ের কোনরূপ বাধা বা আপত্তি না থাকিতে পারে?"

"বাধা?—আপত্তি?" সোৎসুকে সওদাগর পাথোজী কহিলেন, "বাধা?—আপত্তি?—কিছুমাত্র নহে।—হেমাভাই প্রেমাভাই প্রতিভূ, ইহাতে আমি কেন, ইহাতে নবাব সাহেবেরও কোনরূপ সন্দেহ বা আপত্তি হইবার অণুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। তবে কথা এই, কত টাকার প্রয়োজন, কত টাকা প্রাপ্ত হইলে, মহাশয়েরা সুবিধা বিবেচনা করিতে পারেন?"

"এক্ষণে তাহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? সময়ক্ষেত্রে সে বিষয়ের সিদ্ধান্তপত্র। এক্ষণে তাহা পরিব্যক্ত করিতে কিরূপে সক্ষম হইতে পারি?"

"তথাপি? তাহার একটা নির্দ্ধারণ নাই? কত টাকার প্রয়োজন, অনুমানেও ত তাহার একটা সিদ্ধান্ত করিয়া দিতে পারেন?"

"কিরূপে বলিব?—কত টাকার আবশ্যক, এখন হইতে তাহা আমি কিরূপে অনুমান করিয়া বলিব?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে ধনজীভাই হাস্য করিতে করিতে পুনরায় কহিলেন, "কেন, সংখ্যা না জানিতে পারিলে পাথোজী মহাশয়ের গদী, অর্থের সংযোজনা করিতে কি নিতান্ত পক্ষেই অসমর্থ?"

গর্ব্বিতভাবে ক্রোরপতি সওদাগর সুগম্ভীরস্বরে দম্ভসহকারে কহিলেন, "মহাশয়! এরূপ ভাবনা আপনার অন্তর হইতে একেবারে স্থানান্তরিত করিয়া দিউন। যদি দুই চারিলক্ষ মুদ্রারও সহসা আবশ্যক হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও আমার গদী বিনা সংবাদে তৎক্ষণাৎই তাহা প্রদান করিতে পারিবে।"

"মহাশয়! অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। এরূপ সংখ্যা—"

ভাব গ্রহণে অসমর্থ হইয়া পাথোজী সাহঙ্কারে বলিতে লাগিলেন, "বাধা দিবেন না, যাহা বলি অনুগ্রহ করিয়া তাহাতে মনোনিবেশ করুন। বলিতেছি কি, যদি দুই চারি, এমন কি পাঁচলক্ষ নগদ মুদ্রারও আবশ্যক হইয়া পড়ে, তাহাও আমার গদী প্রদান করিতে মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ইতস্ততঃ করিবে না। নিশ্চয় জানিবেন, এত অধিক মুদ্রারও অধিপতি আমি!"

আশ্চর্য্যভাবে ধনজীভাই বলিয়া উঠিলেন, "পাঁচলক্ষ? বলেন কি? অ্যাঁ? এই পরিমাণ নগদ মুদ্রা—"

প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম না হওয়াতে পাথোজী উদাস্যব্যঞ্জক হাস্যসহকারে সগর্ব্ববচনে পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "হাঁ, এত টাকাই আমার গৃহে সদাসর্ব্বদাই সংরক্ষিত হইয়া থাকে।—আশ্চর্য্য বিবেচনা করিবেন না, এত অধিক নগদ মুদ্রা প্রার্থনামাত্রেই প্রদান করিতে সমর্থ হইতে পারি! এতদূর বহুব্যাপৃত কারকারবার আমার।"

ধনজীভাই আর ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না, হো হো শব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন। হাস্যরসের কথঞ্চিৎ সমতা হইলে সেই ভাবেই বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়! ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন! বলি, এই যৎসামান্য মুদ্রায়

আমাদের গদী কি এমন উপকার উপলাভ করিতে সক্ষম হইবে? পাঁচলক্ষ! এই সংখ্যাকেই কি আপনি প্রচুর বলিয়া বিবেচনা করেন?—পাঁচলক্ষ! এই অর্থে যানবাহনের ব্যয়াদি কার্য্যও সম্যকরূপে সঙ্কুলান হইবে কি না, তাহাতেই যে সম্পূর্ণরূপ সন্দেহ?—মার্জ্জনা করিবেন, ইহার দশগুণ পরিমাণের হুণ্ডী আমার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেছে! আপনার ঐ অকিঞ্চিৎকর মুষ্টিপরিমিত মুদ্রায় হেমাভাই প্রেমাভাইয়ের এই উপস্থিত কারবারের পক্ষে কি এমন সবিশেষ উপকার দর্শিতে পারে?" এই শেষ কএকটী কথা উচ্চারণ করিতে করিতে কঙ্কণরাজ্যের মূলগদীর প্রতিনিধি বস্ত্রমধ্য হইতে দুইখানি স্বাক্ষরিত দর্শনীহুণ্ডী বহিষ্করণপূর্ব্বক পাথোজীর সম্মুখস্থ টেবিলের উপর সংস্থাপিত করিলেন।

ক্রোরপতি সওদাগর স্থিরনেত্রে গম্ভীরভাবে অভিনিবেশপূর্ব্বক পত্র পাঠে অভিনিযুক্ত। পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না। পত্র দুইখানির আয়তন যদিও ক্ষুদ্রতম, বর্ণিতভাগগুলি যদিও অল্পমাত্র পরিমাণ, দেখিতে যদিও নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু তাহার প্রকৃত মূল্য অর্দ্ধকোটি রৌপ্যমুদ্রার অপেক্ষাও অধিক। একখানি মি[illegible] অপরখানি দাতাজী মহাশয়ের উপর ররাতি চিঠি। ঐ মূল্যের নিখাদ স্বর্ণ পত্রবাহক ধনজীভাইকে প্রদান করিবার নিমিত্ত হেমাভাই প্রেমাভাইয়ের অনুরোধ লিপি।

পাথোজীর ন্যায় চরিত্রের ব্যক্তির পক্ষে ইহাই যথেষ্ট দিব্যজ্ঞান। মুদ্রা যাহার একমাত্র অভীষ্ট ও আরাধ্যদেবতা,—স্বর্ণ ও রৌপ্য যাহার পক্ষে ঐহিক ও পারত্রিক সুখ সমূহের একমাত্র নিদানীভূত কারণ,—যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রজত ধাতুর অধিকারী, সে ব্যক্তি নির্গুণ হইলেও সর্ব্বগুণে সর্ব্ব প্রকারে সমলঙ্কৃত,—গণ্ডমূর্খ হইলেও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত অপেক্ষাও জ্ঞানালোক বিভূষিত,—নরহন্তা মহাদস্যু প্রবঞ্চক ও বিশ্বাসঘাতক মহাপাতকী হইলেও লোকের নিকট পরমধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত,—আত্মবঞ্চক নিদারুণ কৃপণ হইলেও মহাবদান্যবর উপাধিতে পরিশোভিত,—ভূত পিশাচাপেক্ষা বিকৃত কলেবর হইলেও রুক্মিণীকুমার কামদেব অপেক্ষাও সমধিক রূপবান,

ইহা বলিয়াই যাহার অন্তরমধ্যে সুদৃঢ়রূপে, সুনিশ্চয়মতে অবধারণা, তাহার পক্ষে এই দুইখানি আদর্শপত্রই সবিশেষ উপদেশপ্রদ, তাহার পক্ষে এই দুইখানি পত্রই সংসারের দিব্যজ্ঞানের একমাত্র অদ্বিতীয় নিদর্শন।

আত্মম্ভরী সওদাগার মহাশয় ঐ দুইখানি পত্র প্রত্যর্পণ করিবার সময় অভ্যর্থনার উপর অভ্যর্থনা, সম্বর্দ্ধনার উপর সম্বর্দ্ধনা, এবং অভিবাদনের উপর অভিবাদন করিতে করিতে ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে কহিলেন, "আজ্ঞা, সে বিষয়ের আর পরিচয় প্রদান করিবার আবশ্যক কি? হেমাভাই প্রেমাভাইয়ের স্বাক্ষরিত সামান্য একখানি পত্রও আমাদের ন্যায় পণ্যজীবী বণিকের পক্ষে মহামূল্যবান দলীল দস্তাবেজ, ইহা ত পূর্ব্বেই মহাশয়ের নিকট বিস্তারিতরূপে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে। এবং আপনিও যে তাহাদের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ, সেই গদীর এক প্রকার সর্ব্বময় কর্ত্তা, ইহাও ত ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছিলাম, তবে আর কষ্ট স্বীকারে ওরূপ সমুজ্জ্বল অভিজ্ঞান প্রদর্শন করিবার আবশ্যকতা কি?"

"আজ্ঞা, অপর কারণ কিছুই নহে, কেবল আপনার হৃদবোধের নিমিত্ত মাত্র!—বিশেষতঃ দুই, পাঁচ বা দশলক্ষমুদ্রার আনুকূল্য লাভার্থে আপনার ন্যায় বিপুল ধনশালী সওদাগরের নিকট এরূপ অনুরোধপত্র প্রেরণ করিবার অণুমাত্রও অভিপ্রায় ছিল না! ওরূপ সামান্য মুদ্রার প্রয়োজন হইলে অন্যরূপে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতাম!—অধিক সংখ্যা—"

অনুরোধপত্র দুইখানি পাঠ করাতেই পাথোজীর হৃদয় পূর্ব্ব হইতে একেবারেই নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছিল।—তিনি যে অতুল ধনের অধিকারী,—গুর্জ্জর দেশের মধ্যে তিনি যে একজন প্রধানতম সম্ভ্রান্ত বণিক, ইহা বলিয়া তাঁহার হৃদয় যে উৎকটতম আত্মাভিমানে সদাসর্ব্বদাই স্ফীত হইতে থাকিত, সে ভাব অদ্য তাহার অন্তর হইতে এককালে সম্পূর্ণরূপেই তিরোহিত হইয়া গেল। কিন্তু ধনজীভাইয়ের নিকট তিনি যে অপদস্থ হইবেন,—তাঁহার চক্ষে তিনি যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত বণিক বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকিবেন, ইহা তিনি কোনক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। সামান্য অবস্থাপন্ন বণিক জ্ঞানে হেমাভাই প্রেমাভাই হয় ত তাঁহার সহিত

কারবারবার করিতে আদৌ সঙ্কুচিত হইবেন,—তাঁহার হীনতা দর্শনে ধনজী-ভাই হয় ত মনে মনে তাঁহাকে হেয়জ্ঞান করিয়া উপস্থিত কার্য্য হইতে একেবারেই হতাশ করিয়া দিবেন, এই আশঙ্কাতে পাথোজী মহাশয় অতিশয়ই ব্যতিব্যস্ত। সুতরাং কঙ্কণ-প্রতিনিধির বাক্যের উপসংহারকাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই মস্তক কণ্ডুয়ণ করিতে করিতে বিনীতভাবে কহিলেন, "আজ্ঞা, নিবেদন করিতেছি কি, কত টাকার প্রয়োজন, তাহা আমাকে বিজ্ঞাপন করিলে ভাল হয় না? যে কোন সংখ্য মুদ্রা হউকই না কেন, যদিও আমি তাহা তৎক্ষণাৎই উপস্থিত করিতে সমর্থ হইব বটে, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে কোনরূপ আভাস প্রাপ্ত হইলে আমার পক্ষে কতক কতক সুবিধা হইবার সম্ভাবনা। সেই নিমিত্তই আপনার প্রতি এইরূপ উপরোধ অনুরোধ।"

"ইহাতে আর আপনার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? আপনি হইলেন ক্রোরপতি! দশ বিশক্রোর টাকার কারকারবার আপনার,—সময়ে সংবাদ প্রাপ্ত না হইলে তাহাতে আর আপনার পক্ষে হানিই বা কি আছে?"

পাথোজী মহাশয় অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ধনজীভাই তাঁহাকে দশ বিশ কোটি মুদ্রার অধীশ্বর বিবেচনা করিয়াছেন শুনিয়া, পাথোজী মনে মনে অতুল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ধনজীভাইয়ের বাক্য অবসান হইলে তিনি সহাস্যবদনে কহিলেন, "আজ্ঞা না, বিশেষ কোন হানি নাই বটে, তথাপি পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ প্রাপ্ত হইলে যোগাড়যন্ত্র করিবার পক্ষে কিছু কিছু সুবিধা হইতে পারে, সেই নিমিত্তই মহাশয়কে এত অধিক করিয়া অনুরোধ করিতেছি।"

"আপনি যখন সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সরলভাবেই উত্তর প্রদান করা আমার পক্ষে উচিত কার্য্য হইতেছে।—ত্রিশ, চাল্লিশ,—আর যদি নিতান্ত অধিকই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে পঞ্চাশতলক্ষ পর্য্যন্তও—"

"পঞ্চাশত?—বলেন কি?—এত অধিক?—যে আজ্ঞা, তাহাই সরবরাহ করিতে স্বীকার পাইলাম। তবে একটী কথা এই যে, যে সময় মহাশয়ের আবশ্যক হইবে তাহার দুই এক দিবস পূর্ব্বে সংবাদ প্রদান করিলেই ভাল হয়।"

" দুই এক দিন কেন ? সপ্তাহের পূর্ব্বেই তৎসংবাদ পাইতে পারিবেন। কেমন, সন্তুষ্ট হইলেন ত ? আর কোন বিঘ্ন বাধা নাই ?"

' বিঘ্ন বাধা আমার কোনকালেই নাই !" সহাস্যআস্যে পাথোজী মহাশয় কহিলেন, " বিঘ্ন বাধা আমার কোন কালেই নাই। মহাশয়ের গদীকে ঋণ দান করিব, তাহাতে আর ওজর আপত্তি কি ? ভাল, এই কথই ধার্য্য হইয়া রহিল, মুদ্রার প্রয়োজন হইলে সপ্তাহের পূর্ব্বে—" কথা সমাপ্ত করিবার অবসর পাইলেন না। গৃহদ্বার উন্মোচন করিয়া একটী যুবতী স্ত্রীলোক এই অবসরে সহসা তন্মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। অপরিচিত লোক দর্শনে যুবতী শশব্যস্তে বহির্গত হইবার উপক্রম করিলে তিনি তাহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "মা ' অপসৃত হইবার প্রয়োজন নাই, ইনি আমার অতিশয় আত্মীয় বন্ধু, কুটুম্ব বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। ইহাঁর সাক্ষাতে আগমনের কিছুমাত্রই লজ্জা দ্বিধা নাই। প্রণাম কর, ইনি তোমার মাননীয় খুল্লতাত মহাশয়" যুবতীকে এই কএকটী কথা বলিয়া তৎপরে ধনজীর দিকে মুখ ফিরাইয়া পুনরায় কহিলেন, "এটী আমার প্রাণাধিকা একমাত্র কন্যা।—নাম ইন্দুবালা, কিন্তু আমি ইহাকে চাঁদবিবি বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকি।—মা আমার অতিশয় সৎস্বভাবা।—বড়ই লজ্জাবতী। প্রণাম করত মা। খুল্লতাত মহাশয়কে প্রণাম কর।"

অর্দ্ধোন্মুক্ত অবগুণ্ঠন নাসাগ্র পর্য্যন্ত আকর্ষণপূর্ব্বক ইন্দুবালা সলজ্জ কুণ্ঠিত-ভাবে দুই একপদ অগ্রসর হইয়া ধনজীর চরণে প্রণিপাত করিল। " কল্যাণ-মস্তু, সচ্চরিত্রাভব।" ইতিবচনে আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া ধনজীভাই মুহূর্ত্ত পরে প্রফুল্ল অথচ গম্ভীরভাবে পুনরায় কহিলেন, "সুখে থাক, যাহাঁরে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, তিনি যেন তোমার প্রতি বিমুখ না হয়েন, প্রতারণা অথবা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করেন, ন্যস্ত ধনে যেন বঞ্চিত হইতে না হয়।"

ইন্দুবালার কপোল যুগল সহসা আরক্তভাব ধারণ করিল, আশীর্ব্বচন শ্রবণে তাহার বক্ষস্থল বিকম্পিত হইয়া উঠিল। এ আশীর্ব্বাদের অবশ্যই কোন নিগূঢ় মর্ম্ম পরিবিদ্যমান আছে মনে করিয়া মুহুর্মুহু তাহার ললাট-দেশে স্বেদবিন্দুমালা বিনির্গত হইতে লাগিল। পরক্ষণেই ভাবান্তর,—গাঢ়

মর্ম্ম বিবর্জ্জিত — ঘটনাক্রমে অকস্মাৎ হয় ত আশীর্ব্বাদকের রসনা হইতে ঐরূপ আকস্মিকবাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকিবে; মনে মনে এই ভাবের উদয় হওয়াতে অপূর্ব্ব লজ্জাশীলার সংশয়বাতবিতাড়িত সংক্ষুব্ধ হৃদয় কিয়ৎ পরিমাণে সময়োচিত শান্তিলাভ করিল। আশ্বস্তচিত্তে অবগুণ্ঠনবতী মন্থর-গমনে পিতার বামপার্শ্বে যাইয়া দণ্ডায়মান রহিল।

বদনমণ্ডল বসনাচ্ছাদিত থাকাতে পিতাঠাকুর লজ্জাবতী যুবতী কন্যার তৎকালীক আরক্তগণ্ড ও স্বেদসিক্ত ললাটদেশ দর্শন করিতে পাইলেন না। কন্যার কুণ্ঠিতভাব দর্শনে তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক স্নেহপূর্ণস্বরে কহিলেন, "কেন মা, লজ্জা পাইতেছ কেন?—সঙ্কোচ করিবার ত কারণ নাই?—ইনি তোমার খুল্লতাত ইহাঁকে আর লজ্জা কি? এখানে কেন আসিয়াছ মা?"

অতি মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে ইন্দুবালা উত্তর করিল, "সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় হইয়াছে, সেই নিমিত্ত সংবাদ দিতে আসিয়াছি।"

"সন্ধ্যা আহ্নিকের যে কিছু বিলম্ব আছে মা! তুমি এক কর্ম্ম কর; তোমার এই খুল্লতাত মহোদয় বহুদূর হইতে সমাগত, ইহার কিছু উপযোগের উদ্যোগ করিয়া দাও।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে ধনজীর দি... নিক্ষেপপূর্ব্বক পাথোজী মহাশয় মৃদুমন্দ হাস্যসহকারে পুনরায় কহিলেন, "আপনাকে এ অনুগ্রহ করিতে হইবেই হইবে। বিশেষতঃ আপনি শ্রান্ত ক্লান্ত, যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করা নিতান্তই আবশ্যক।"

"আজ্ঞা, মার্জ্জনা করিবেন। আমারও সন্ধ্যা আহ্নিক কার্য্য সমাপিত হয় নাই, সুতরাং নিরুপায়। আর উপযোগের নিমিত্ত ব্যস্ত হইবার কারণ কি? যেরূপ সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হওয়া হইয়াছে, তাহাতে নিত্য নিত্যই সাক্ষাৎ ঘটনার বিলক্ষণই সম্ভাবনা। ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি?"

অভ্যাগতের অস্বীকার শ্রবণে পাথোজী মহাশয় কন্যাকে সম্বোধনপূর্ব্বক সুস্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, "তবে মা তুমি অন্তঃপুরে গমন কর, আমি শীঘ্রই অনু-সরণ করিতেছি।"

ইন্দুবালা বিদায় হইল। মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া ধনজীভাই কহিলেন, "আপনার কন্যাটী অতিশয় শান্তশীলা, আর লজ্জাগুণে সবিশেষই বিভূষিতা।

এরূপ কন্যার পিতা হওয়া বড় সামান্য সৌভাগ্যের পরিচয় নহে; এবং যে ব্যক্তি ইহার স্বামী, তাহারও অদৃষ্টকে ধন্য বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।"

এই প্রশংসাবাদ শ্রবণে পাথোজী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ খিন্নস্বরে কহিলেন, "মহাশয় ওকথা আর উত্থাপন করিবেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে কন্যাটীর অদ্যাপিও পরিণয়কার্য্য সুসম্পন্ন হয় নাই। এই বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়া অবস্থাতেই কালাতিপাত করিতেছে।"

আশ্চর্য্যভাব প্রকাশে ধনজীভাই কহিলেন, "বলেন কি? অনূঢ়া?—এত অধিক বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়া রাখিয়াছেন? কেন?—পাত্রস্থ করিবার কি প্রতিবন্ধকতা ছিল?"

"আজ্ঞা, অপর প্রতিবন্ধক কিছুই নহে, তবে উপযুক্ত সৎপাত্রের অভাবেরই নিমিত্ত।"

"অভাব? সেকি? কন্যার উপযুক্ত একটীও সৎপাত্র প্রাপ্ত হইলেন না? এই গুর্জ্জরদেশমধ্যে আপনার জামাতা হইবার যোগ্য, এরূপ একটীও কি সৎপাত্র মনোনীত করিতে পারিলেন না?"

"আজ্ঞা, প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কুলমর্য্যাদাবিশিষ্ট ভদ্রসন্তান অনেক বারই প্রাপ্ত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু সকলেই নিঃসম্বল ও দরিদ্র, সুতরাং অগত্যাই আমাকে তৎকার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হইয়াছিল।"

"কেন, তাহাতে আর বিঘ্ন বাধার বিষয় কি হইতে পারে?—গুণবান সৎপাত্র যদি প্রাপ্ত হইয়াই ছিলেন, তবে তাহাকে কন্যা দানে পরাঙ্মুখ হইলেন কেন? নিঃস্ব!—তা তাহাতেই বা আপনার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? আপনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, অথচ পুত্রসন্তানে চিরবঞ্চিত, সুতরাং আপনার ঐ চাঁদবিবিই এই সমস্ত অতুল ধনরাশির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী! সে স্থলে গুণবান নিঃস্ব পাত্রে কন্যারত্ন সম্প্রদানপূর্ব্বক স্বগৃহেই ত তাহাকে প্রতিপালন করিতে পারিতেন? তাহা না করিলেন কেন?"

"তাহার একটী কারণ আছে।" কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া পাথোজী মহাশয় কহিলেন, "তাহার একটী বিশিষ্ট কারণ আছে। নিঃস্ব পাত্রে কন্যা দান করিলে বৈবাহিক সম্বন্ধে তত্দূর সুগৌরব নাই সেই নিমিত্তই কন্যাটী—"

বাধা দিয়া সাগ্রহে ধনজীভাই কহিলেন, "ধনে মানে কুলে শীলে সকল বিষয়েই আপনি প্রধানতম, তবে এই জনপদবাসী সম্ভ্রান্ত ধনবানগণ আপনার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধবন্ধনে অনাস্থা প্রদর্শন করিলেন, ইহারই বা কারণ কি?"

"আজ্ঞা, তাহা ত বলিতে পারি না; কিন্তু চাক্ষুস প্রত্যক্ষ ঘটনা ত সেইরূপ হইয়াই দাঁড়াইয়াছে,—সম্ভ্রান্তবংশসম্ভূত একটী পাত্রও ইহার পাণিগ্রহণ করিতে অগ্রসর হয় নাই।"

"তাই ত, বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার!—ভাল মহাশয়! আপনার কন্যার বয়ঃক্রম কত?—এ ধারে ত দিব্য হৃষ্টাঙ্গী দেখিতেছি, বয়ঃক্রম কত হইয়াছে মহাশয়?"

"এই সবে সপ্তবিংশতি অতীত, অষ্টাবিংশতিতে পদার্পণ করিয়াছে মাত্র!"

"এত অধিক?" সচিন্তিতভাবে ধনজীভাই কহিলেন, "এত অধিক? তবে সে দিকে সুবিধা হইবার ত উপায় দেখিতেছি না। তাই ত!"

আগ্রহসহকারে পাথোজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, এ কথা প্রয়োগ করিলেন কেন?—এরূপ বাক্য ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য কি মহাশয়?"

"তাৎপর্য্য?—একটী সুপাত্রের সুবিধা!—গুণবান, ধনবান, শ্রীমান, সকল দিকেই মনোমত; কিন্তু ও দিকে যে বিষম বৈষম্য!—তাহারা স্বীকার পাইবে কেন!"

"তাহারা? কাহারা?—কিসের বৈষম্য? কি বিষয়ের?"

"আজ্ঞা, আপনার কন্যার বিবাহের কথাই বলিতেছিলাম। দুহিতাটী বয়স্থা, সুতরাং তাহারা স্বীকার পাইবে কেন?—পাত্রের বয়স পঞ্চদশের অধিক হইবে না—"

বাধা দিয়া সোৎসুকে সওদাগর মহাশয় কহিলেন, "আজ্ঞা, তাহাই যদি হয়, আপনার সন্ধানে যদি কোন একটী সদ্বংশীয় সৎপাত্রই পরিবিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ত আর কিছুরই প্রতিবন্ধকতা থাকে না, সকল দিকেই ত সুপ্রতুল?—সকল দিকেই ত সুবিধা হইয়া দাঁড়ায়?"

"কৈ! সুবিধা আর হয় কোথায়? পাত্রীর বয়ঃক্রম অষ্টাবিংশতি, পাত্রের বয়স পঞ্চদশ মাত্র,—সুবিধা আর কোথায়? স্বীকার পাইবে কেন? বিশেষতঃ দম্পতি মিলনের সঙ্গতি হইবারই বা পন্থা কোথায়?"

"কেন মহাশয়, সঙ্গতির অভাব বুঝিলেন কিসে? সন্ধানে যদি ঐরূপ উপযুক্ত পাত্রই বিদ্যমান থাকে, তবে আর সঙ্গতি না হইবার বিশিষ্ট হেতুই বা কি আছে মহাশয়?"

"নয় কিসে? কন্যার বয়স অষ্টাবিংশতি, সুতরাং কিরূপে যোটাযোট হইয়া উঠে?—স্বীকার পাইবে কেন? শাস্ত্রেই বা ব্যবস্থা দিবে কেন?"

"সচঞ্চলভাবে পাথোজী মহাশয় কহিলেন, "সে কথা পরে বলিতেছি,— ভাল মহাশয়! জিজ্ঞাসা করি, উপস্থিত পাত্রটীর দেহযষ্টির গঠন কিরূপ! দেখিতে হৃষ্টপুষ্ট বটে ত?"

"হাঁ, তাহাতে আর দ্বিধা মাত্র নাই, বিলক্ষণই হৃষ্টপুষ্ট।—কিন্তু তাহাতে কি হইল?—এ দিকে যে—"

"হইল না? --বিলক্ষণই হইল!—যেখানে অঙ্গসৌষ্ঠব তাদৃশ প্রফুল্ল প্রণালীতে সুগঠিত ও পরিবর্দ্ধিত, সেখানে মিলন সঙ্গতির পক্ষে অপ্রচুরতা আর কোথায় থাকিতেছে?"

সাশ্চর্যাভাবে ধনজীভাই বলিয়া উঠিলেন, "বিলক্ষণ মহাশয়! বলেন কি! এ দিকে যে দ্বাদশ বৎসরের ন্যূনাধিক্য!—কন্যা যে এ দিকে সপ্ত-বিংশতির সীমা অতিক্রম করিয়া বসিয়াছে! এ বিবাহে আর্য্য শাস্ত্র অনুমোদন করিবে কেন!—লোক সমাজে নিন্দনীয় হইবে যে!—রাজযোটকমতে এরূপ বিবাহ আর্য্য-সমাজের অভিসম্পাদ স্বরূপ!—সে বিষয়ের কিরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন আপনি!"

"বিলক্ষণ! অভিশপ্ত হইবে কেন?—উত্তমই ত রাজযোটক!—আমার কন্যার বয়ঃক্রমই বা কত!"

ধনজীভাই সেইভাবেই কহিলেন, "সেকি মহাশয়! এই না আপনি বলিলেন অষ্টাবিংশতিতে পদার্পণ করিয়াছে! আবার বলিতেছেন, বয়ঃ-ক্রমই বা কত?—এ কিরূপ কথা!"

উত্তেজনা করিয়া সুচতুর পিতাঠাকুর কহিলেন, "বিলক্ষণ ! কে বলিল অষ্টাবিংশতি ? এই সবে পঞ্চদশ মাত্র ? বলেন কি ?"

"সেকি মহাশয় ? আত্মমুখেই স্বীকার পাইয়াছেন সপ্তবিংশ অতীত, অষ্টাবিংশে পদার্পণ, এখন আবার পঞ্চদশ বলিয়া প্রচার করিতেছেন, এ আবার কি রহস্য !"

"বিলক্ষণ ! কে বলিয়াছিল ? শুনিবার ভুল ! প্রফুল্ল অঙ্গসৌষ্ঠব দর্শনে লোকে তাহার ঐরূপ বয়সই ধার্য্য করিয়া লয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে !—চতুর্দ্দশ বিগত, পঞ্চদশ সমাগত !"

"কে জানে মহাশয় ! আমার কর্ণে যেন সপ্তবিংশ ও অষ্টাবিংশ এইরূপ দুই শব্দই প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল !—এইরূপ এখন পর্য্যন্তও আমার শ্রুতিশক্তির অখণ্ড বিশ্বাস । তাই বলিতেছি—"

উত্তেজিতস্বরে পাথোজী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "ভাল ! ভুল ! ভুল ! শ্রুতিশক্তির শোচনীয় প্রতারণা !—স্মৃতিশক্তির বিপর্য্যয় ভ্রম !—লোকে বলে, আমি না—পিতা আমি—আমি জানি পঞ্চদশ !—ঠিক জানি—পূর্ণাঙ্গী দর্শনে লোকে তাহাকে অষ্টাবিংশতি বর্ষীয়া অনুমানে রাষ্ট্র করিয়া থাকে বটে,—আমিও হয় ত আপনার সমক্ষে বাক্যচ্ছলে সেইরূপ জনশ্রুতি অনুসারে পরিচয় দিয়াছি মাত্র ! বাস্তবিক পঞ্চদশ ! পঞ্চদশ ! পঞ্চদশ !"

"তবে আর আপত্তি উত্থাপন বৃথা ! বিস্ময়বিমোহিত সংশয় আন্দোলিতচিত্তে কিঞ্চিৎ মন্থরভাব প্রকাশে ধনজীভাই বহিলেন, "তবে আর আপত্তি উত্থাপন বৃথা ! তবে আর রাজযোটকে বিঘ্ন বাধাই বা কি আছে ?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে ধীর গম্ভীরভাবে কথঞ্চিৎ মৃদুস্বরে পুনরায় কহিলেন, "আমি সেই সম্বন্ধই স্থির করিতে যত্নবান হইব ! কিন্তু একটী কথা মহাশয়কে এই সময় নিবেদন করিয়া রাখি । পাত্রটী রাজবংশসম্ভূত, বলিতে কি অস্মদ্দেশাধিপতির অতি নিকটস্থ জ্ঞাতি ভ্রাতার ঔরসজাত পুত্র ! এ সম্বন্ধ স্থির করিতে পারিলে মহাশয়ের সৌভাগ্য গৌরবের আর সীমা পরিসীমা থাকিবে না ! পুত্রবধূকে বিস্তর ধনরত্ন প্রদান করিতে বরকর্ত্তার একেবারেই স্থির নিশ্চয় ! তবে কথা এই, আপনার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ

হইতে স্বীকৃত হইবেন কি না, সেইটীই কেবল সন্দেহস্থল ! তা দেখা যাউক, কি হইতে কি হইয়া উঠে! যত্নের ত্রুটি কখনই আমার দ্বারা প্রদর্শিত হইবে না !"

সোৎসুকে, সানন্দে, সাগ্রহে, বিজয়ী পাথোজী বলিতে লাগিলেন, "তা বটেই ত ! তা বটেই ত ! আমার কন্যা কি আপনার স্নেহাধিকারিণী নহে ? বিশেষতঃ বিবাহ কার্য্যের যৎসামান্য সাহায্য করিলেও তাহাতে সবিশেষ পুণ্যলাভ হইয়া থাকে ! আপনি মহাত্মাব্যক্তি আপনাকে আর অধিক করিয়া বলিবার আবশ্যক হইতেছে না ! "

"যথেষ্ট অনুগৃহীত হইলাম ! অবশ্যই চেষ্টা করিয়া দেখিব, তবে এখন বিধাতার নির্ব্বন্ধ, তিনি এখন যেরূপ ইচ্ছা করিবেন, কার্য্যেতেও সেইরূপ পরিণত হইবে ! কিন্তু এই সময় মহাশয়কে একটী বিষয়ে সাবধান করিয়া রাখি। আমি যে এই সম্বন্ধের নিমিত্ত যোগাড়যন্ত্র করিতেছি, ইহা যেন ঘূণাগ্রেও প্রকাশ হইয়া না পড়ে ! বরকর্ত্তা জানিতে পারিলে হয় ত এ বিষয়ে সম্মতিদান করিতে আদৌ অগ্রসর হইবেন না ! সাবধান ! তাঁহার পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধের বিষয় কেহ কেহ জল্পনা করিতেছে, এ কথা যেন তাঁহারা অণুমাত্রও অবগত হইতে না পারেন !—আর একটী কথা !—আপনার সহিত যে বাণিজ্য সংযোগ সংস্থাপিত হইল, এ কথাও আপনি কাহারও নিকট পরিব্যক্ত করিবেন না ! বিশেষ অনুরোধ,—কোন নিগূঢ় কারণ, প্রচার হইয়া পড়িলে নানা দিক হইতে বিঘ্ন বাধা বিসংঘটিত হইবার সম্ভাবনা ! প্রকাশ করিবেন না ! "

বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে বিস্মিতভাবে পাথোজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? আপনার সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে সংবাদ্ধ হইয়াছি, কি উপায়ে এ কথা গোপন করিতে সক্ষম হইতে পারি ? সরকার, মুহুরী ও আর আর কর্ম্মচারী, ইহাদের নিকট অপ্রকাশ রাখিবার সম্ভবনা আর কোথায় ? খাতাপত্র দলীল দস্তাবেজ সমস্তই যখন তাহাদের হস্তে, সে স্থলে—"

মৃদুমন্দ হাস্যসহকারে বাধা দানে ধনজীভাই প্রশান্তবদনে কহিলেন, "না, আমার ভাবার্থ তাহা নহে ! হেমাভাই প্রেমাভাইয়ের নাম, তাঁহাদের

সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে সংবদ্ধ, এ সমস্ত বিষয় সংগোপন করিতে অনুরোধ করিতেছি না! কেবল ধনজীভাইয়ের নামটী মাত্র অপ্রকাশ রাখিবার অনুরোধ! বরকর্ত্তার সহিত আমার সবিশেষ আলাপ পরিচয়, আপনার এখানেও সদা সর্ব্বদা গমনাগমন করিয়া থাকি, এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে ভাবী বিবাহ কার্য্যের নানামতে বিঘ্ন উৎপাদন হইতে পারে! ধনজীভাইয়ের নাম একেবারে অপ্রকাশিত রাখিবার সেই নিমিত্তই আমার এতদূর আগ্রহ ও আকিঞ্চন! অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকেও সে কথা নিষেধ করিয়া দিবেন! দেখিবেন, আপনার অসাবধানতায় সকল বিষয় যেন পণ্ড হইয়া না যায়!"

বিনা দ্বিরুক্তিতে সওদাগর মহাশয় স্বীকার পাইয়া নানামতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই বিষয়ের আরও দুই একটী কথোপকথন হইবার পর ধনজীভাই তাঁহার নিকট হইতে বিদায় হইয়া আসিলেন। বিদায়কালীন পাথোজী মহাশয় বহির্দ্বার পর্য্যন্ত অনুগমনপূর্ব্বক সম্মান সম্বর্দ্ধন করিতে ত্রুটি করিলেন না।

সপ্তচত্বারিংশ কাণ্ড।

রহস্যপূর্ণ ক্রিয়া কলাপ!

পাঠক মহাশয়! বিনতস্বভাব পরমলজী ডাক্তার লেবিকে "ভীমগড়" তদন্তের ফলাফল পরিজ্ঞাত করিয়া তৎপরে কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ের আপনি কিছুমাত্রই অবগত নহেন; আসুন, সে তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত একবার পরমলজীর আবাসভবনের অভ্যন্তরভাগে অলক্ষিতভাবে প্রবেশ করি। অনুমান হইতেছে, তাহা হইলেই আমাদের মনোভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপেই সুসিদ্ধ হইবে। এই কার্য্য প্রণালী অবলম্বন

করিলেই আমরা সফল মনোরথ হইতে পারিব। আসুন, সেই পন্থাই অবলম্বন করা যাউক।

অপরাহ্ন বেলা চারিঘটিকা অতীত। পরমলজী আপন বিশ্রাম কক্ষাভ্যন্তরে উপবিষ্ট হইয়া সম্মুখস্থ একটী বালকের অধ্যাপনা কার্য্যে গভীরতর অভিনিযুক্ত। এই বালকটী যে কে, পাঠক মহাশয় তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন। জন্মদাতা পিতা কর্ত্তৃক নিতান্ত নির্দ্দয়রূপেই পরিত্যক্ত, ঘটনাক্রমে পরমলজী কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রতিপালিত সেই নিরাশ্রয় অপোগণ্ড দীন বালক!—জয়করণ মহাপাত্রের তদানীন্তন রহস্য-নিকেতনের উপেক্ষিত, অবহেলিত, সদ্য প্রসূত সেই অনাথ বালক।

গৃহস্বামীর সম্মুখে একটী মধ্যবিধ আয়তন টেবিলের উপর লেখনী মস্যাধার দুই চারিখানি শুভ্র কাগজ এবং কএকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠ্য-পুস্তক বিশৃঙ্খলভাবে সতন্ত্র সতন্ত্র স্থানে ইতস্ততঃ সংরক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। বালকের বামহস্তে একখানি উন্মুক্ত পাঠ্য-পুস্তক। বালক তন্মধ্য হইতে দুই একটী পদ, উর্দ্ধোচ্চ সুস্পষ্টস্বরে উচ্চারণপূর্ব্বক পরমলজীর পরিশ্রমের সার্থকতা অবাধেই সপ্রমাণ করিয়াদিতেছে। এমন সময় রুদ্ধ বহির্দ্বারদেশে উপর্য্যুপরি দুই তিনবার করাঘাতের ক্ষীণ শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। পরমলজী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ধীর পাদবিক্ষেপে প্রকাশ্য দ্বারটী উন্মোচন করিয়াদিলেন। উন্মুক্ত হইবামাত্রই বলদেবজীর হিসাবরহি, দলীলপত্র সংরক্ষণ করিবার নিমিত্ত ওসমান আলির নির্ব্বাচিত প্রবীর নামধারী কৃষ্ণবর্ণ মূক ও বধির বালকটী তৎক্ষণাৎ তন্মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পাঠক মহাশয়! স্মরণ থাকিতে পারে, বলদেবজী একটী নিরীহ ভৃত্যের প্রয়োজন ওসমান আলির নিকট বিজ্ঞাপন করাতে বিষনজীর সহকারী মহাশয় তাঁহার নির্ব্বাচিত যে একটী কৃষ্ণবর্ণ দাসরূপী মূক বালক পরমলজীর দ্বারা তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই অভ্যাগত বালকটীই সেই বালক,—ওসমান আলির মনোনীত শুভ্র উষ্ণীষধারী এ-ই সেই মূক ও বধির বালক ভৃত্য!

প্রবীরচাঁদ বিশ্রামগৃহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র পবৃমল্জী তৎপ্রতি প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টি বিনিক্ষেপ করিলেন। অভ্যাগত ভৃত্য গৃহস্থিত বালকের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে গৃহান্তরে প্রেরণ করিবার অভিপ্রায় সঙ্কেতে পরিব্যক্ত করিল।

"বালক, ইহাকে স্থানান্তর করিবার আবশ্যকতা কি?" পবৃমল্জী মহাশয়ও সেই প্রণালীমত তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন।

প্রবীরচাঁদ নিরস্ত হইল না।—"গোপন বিষয় গোপনেই প্রকাশ করা উচিত।" পুনরায় তাহার ভাবভঙ্গীতে এইরূপ অর্থই প্রকাশ পাইতে লাগিল।

পবৃমল্জী আর আপত্তি করিলেন না,—প্রতিপালিত বালকটীকে গৃহান্তরে গমন করিবার নিমিত্ত অতি কোমলস্বরে আদেশ প্রদান করিলেন। বালক বিদায় হইয়া যাইল। নির্জ্জন হইলে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, মূক বালক লেখনোপযোগী উপকরণাদির আবশ্যকতা সাঙ্কেতিকভাবে বিজ্ঞাপন করিল।

প্রার্থিত দ্রব্য সমুচয় পবৃমল্জী মহাশয় অগ্রসারিত করিয়াদিলেন। প্রবীরচাঁদ তৎসমুদয়ের সাহায্যে একখানি সুদীর্ঘ লিপি, বর্ণযুক্ত করিয়া পরমল্জীর সম্মুখে সংস্থাপনপূর্ব্বক উত্তর প্রতীক্ষায় গৃহস্বামীর প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিপাতিত করিয়া রহিল।

পত্রখানি এইরূপে বর্ণবদ্ধ হইয়াছিল :—

"বলদেবের দলীলপত্র যে স্থানে সংরক্ষিত হইয়া থাকে, তাহার সন্ধান এতদিনেই পর প্রাপ্ত হইয়াছি! অদ্য রাত্রেই তাহা হস্তগত করিতে হইবে। বলদেব বাটীতে নাই—স্থানান্তরে। এই উপলক্ষে তাহা সংগ্রহ করিবার সবিশেষই সুবিধা।—আপনার সাহায্য প্রয়োজন হইতেছে, এই গৃহ ভিন্ন কোথায়ই বা তাহা লুক্কায়িত করিয়া রাখি!—সুতরাং সাহায্যের প্রয়োজন। অপর লোক নিযুক্ত করিলে প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা!—গণ্ডগোল হইয়া পড়িবে!—যে স্থানে আমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয়, রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সেই স্থানে অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন, দলীলপত্র আর অন্যান্য কাগজ-পত্র সমস্তই আপনার হস্তে সমর্পণ করিব!"

পাঠ করিতে করিতে পব্মলজীর অন্তরে যৎকিঞ্চিৎ ক্রোধের আবির্ভাব হইল। বধিরের কর্ণে কোন কথাই প্রবেশ করিবে না অনুমানে, তিনি হৃদয়বেগ সম্বরণপূর্ব্বক পাত্রোত্তর এইরূপে সন্নিবেশিত করিয়াদিলেন :—

"চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন? এই ঘৃণিত কার্য্য করিতে হইবে? কি সাহসে হৃদয়বন্ধনপূর্ব্বক এই জঘন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিতে সাহস প্রাপ্ত হইলি? চমৎকার কার্য্যানুষ্ঠান! বাতুল হইয়াছিস্ নাকি? পুনর্ব্বার অনুরোধ করিলে তোর পক্ষে কখনই সুমঙ্গল হইবে না।"

পরস্পরের মনোভাব যদিও লিপি দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইতেছিল, কিন্তু সে বিষয়ের বারবার উল্লেখ করিলে শ্রুতিকঠোর ও স্রোতভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা বিবেচনায়, সে কার্য্য হইতে আমরা মধ্যে মধ্যে বিরত হইলাম। সচরাচর উত্তর প্রত্যুত্তর যেরূপে বিবর্ণিত হইয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে সেই পন্থারই অবলম্বন করা যাইল।

এই সকল লাঞ্ছনাবাক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রবীরচাঁদের চিত্তবিকার কিছুমাত্র সংঘটিত হইল না। ধীর গম্ভীরভাবে প্রত্যুত্তর করিল :—

"ওসমান আলির উপদেশ স্মরণ করিয়া দেখুন! যে কোন কার্য্য হউকই না কেন, তাহাই সম্পাদন করিতে তাঁহার সবিশেষই অনুজ্ঞা! তবে আর আপনার ইতস্ততঃ করিবার কারণ কি?"

"ইতস্ততঃ? সে আবার কি কথা!—নীতিবিরুদ্ধকার্য্যে হস্তক্ষেপ, ইহা কি ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম! একজন নীচবংশসম্ভূত সামান্য ভৃত্যের নিকটেও উপদেশ লইতে হইবে? ভৃত্য উপদেশ দাতা?—সে উপদেশ আবার এইরূপ?—চমৎকার উপদেশ বটে! পাপিষ্ঠ! আমার সম্মুখ হইতে অপসৃত হইয়া যা!—নতুবা তোর কিছুতেই আর রক্ষা থাকিবে না।"

প্রবীরচাঁদ অটল।—এই কএকটী ভীতিপ্রদবাক্য পাঠ করিয়াও তাহার অন্তরমধ্যে অণুমাত্রও আশঙ্কার উদ্রেক হইল না। তাহার শান্ত গম্ভীর লেখনী হইতে এই কএকটী শব্দ বিনিসৃত হইয়া পড়িল :—

"সাবধান! ওসমান আলির আদেশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন না! আমার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে এখনই আপনি যত্নবান হউন!"

পদ্মলক্ষ্মী আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। পাঠ সমাপ্ত হইবামাত্র ক্রোধ কম্পিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তোর ইচ্ছামত ?—দাসানুদাসের এই পৈশাচিক উপদেশ গ্রহণ—" বলিতে বলিতে সহসা তাঁহার জ্ঞানোদয়। প্রবীর যে মুক ও বধির, সে বিষয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনোমধ্যে সমুদিত হইল। বহুকষ্টে মনোবেগ সংযমনপূর্ব্বক লেখনী গ্রহণে এই কএকটী বর্ণ সংযোজনা করিয়া দিলেন :—

"ওসমান আলির অনুজ্ঞা কি চৌর্য্যবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ? তাঁহার আদেশের তাৎপর্য্যও কি তাহাই ?—পাপিষ্ঠ!—নরাধম—!—নৃশংস!—নারকী!"

প্রবীরচাঁদ কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করিল না, অকম্পিত হস্তে এই কএকটী শব্দ সমঙ্কিত করিয়া দিল।—

"ওসমান আলির আদেশ, ইহাতে আর উচিত অনুচিত নাই! তাঁহার সেই সমস্ত পূর্ব্ববাক্য একেএকে স্মরণ করিয়া দেখুন! 'এই বালক পত্রের দ্বারা অথবা অপর কোন উপায়ে আপনার মনোভাব তোমার নিকট প্রকাশ করিলে, তাহা তুমি তৎক্ষণাৎই পালন করিও! যে কোন কার্য্যই হউক না কেন, বিজ্ঞাপন মাত্রেই সহস্রকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহা তুমি সম্পাদন করিতে তন্মুহূর্ত্তেই যত্নবান হইও,—কিছুমাত্রও ইতস্ততঃ করিও না!—এ অনুজ্ঞাটী তোমার হৃদয়ে যেন প্রগাঢ়রূপেই সমঙ্কিত হইয়া থাকে,—সাবধান! কদাচ যেন তাহার অন্যথা না হয়।' এ সমস্ত কথা তিনিই তৎকালে ব্যবহার করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইবেন না! অবহেলা করিলে তিনি আপনার উপর অতিশয়ই অসন্তুষ্ট হইতে পারেন! বিবেচনা করিয়া কার্য্য করুন!"

"হাঁ, এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার অর্থ কি একজনের সর্ব্বনাশ করা?—যে কোন কার্যের অর্থ কি একজন গৃহস্থের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ?—তিনি মহাত্মা ব্যক্তি তাঁহার কথার ভাব কখনই এরূপ হইতে পারে না! তুই নীচ প্রকৃতির লোক, জঘন্য ব্যবসা অবলম্বী, তোর ঐরূপ বলিয়া যে অনুমিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রই বা কি?

দূর হ, নারকী কীট দূর হ। আমায় আর উত্ত্যক্ত করিস্ না, চলিয়া যা,—নরহত্যা পাপ হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দান কর্!"

এই সমস্ত সুতীক্ষ্ণ কঠোরবাক্য পাঠ করিয়াও প্রবীরচাঁদের চিত্ত তিল-মাত্রও উদ্বেলিত হইল না। বরং মৃদুমন্দহাস্য তাহার অধরপ্রান্তে অস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। মসীভাজনের সাহায্যে এই কএকটী সুতীক্ষ্ণ শব্দ বিন্যাস করিতে কিছুমাত্রই সঙ্কোচ করিল না:—

"আপনার শরীরে কি কণামাত্রও ভয়ের উদ্রেক হয় না? কোন্ সাহসে ওসমান আলির বাক্য অবহেলা করিতে সমুদ্যত হইতেছেন? তিনি রুষ্ট হইলে আপনাকে আর কে রক্ষা করিবে? একেবারেই যে নিষ্পেষিত হইয়া যাইবেন? প্রবোধিত হউন, আমার ইচ্ছামত—"

আর পারিলেন না,—পরমলজী মহাশয় এই লিপির শেষ অংশ পাঠ পরিসমাপ্ত করিতে একেবারেই নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন। প্রচণ্ড হৃদয়োচ্ছ্বাসে উন্মত্ত প্রায় হইয়া ভীম জলদগম্ভীর নিনাদে চীৎকাররবে বলিয়া উঠিলেন, "তোর ইচ্ছা? দাসানুদাসের আন্তরিক অভিলাষ পরিপূরণে মনোনিবেশ?—যথেষ্ট! যথেষ্ট!—এই প্রকার হৃদয়ভেদী শব্দ সমুচয় পাঠ করিয়াও তোর মস্তক যে কেন দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলাম না, ইহাই এক আশ্চর্যের বিষয়!—এখনও যে তোর কলুষিত মস্তক তোর ঐ ঘৃণিত স্কন্ধদেশে শোভমান হইয়া আছে, তাহাও এক—" বলিতে বলিতে তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, নিদারুণ ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন। চকিতবেগে আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দৃঢ়মুষ্টি সংবদ্ধে প্রবীরচাঁদকে আঘাত করিবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে প্রধাবিত হইলেন।

ক্ষিপ্রগামিনী হরিণীর ন্যায় কাষ্ঠময় টেবিল ব্যবধানে অবস্থিত হইয়া প্রবীরচাঁদ পরমলজীর প্রতি এক হৃদয়ভেদী সুতীক্ষ্ণদৃষ্টি বিনিক্ষেপ করিল। মোহন মন্ত্র প্রভাবে উর্দ্ধফণা ভুজঙ্গ যেমন অবনত শিরে নিরুদ্ধচেষ্ট হইয়া কুণ্ডলীবদ্ধ হইতে থাকে, পরমলজীও এই মূক বালকের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রভাবে সেইরূপ নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পদমাত্রও অগ্রসর হইতে সাহস প্রাপ্ত হইলেন না,—স্তম্ভিতভাবে গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রবীরচাঁদ সেই প্রণালীতে উত্তর দান করিল :—

"উত্তেজিত হইবেন না, মনোযোগী হউন। আপাতদৃশ্য জঘন্য বলিয়া অনুমিত হইতেছে বটে, কিন্তু গূঢ় ব্যাপার শ্রবণ করিলে, একদণ্ডের নিমিত্তও আপনি আর ইতস্ততঃ করিবেন না। তবে কথা এই, কারণ জানিবার প্রয়াস না পাইলে, সবিশেষই বাধিত হইব। অন্ধের ন্যায়ই এই কার্য্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হউন, তাহাতে ওসমান আলি আপনার উপর অতিরাদই সন্তুষ্ট হইবেন! এখন আপনার যেরূপ অভিরুচি।"

পরমলজীর মন পূর্ব্ব হইতেই নিদারুণ সন্দেহে পরিপূরিত হইয়াছিল, এক্ষণে এই সকল গভীরভাবপূর্ণ বাক্যমালা পাঠে সেই সন্দেহ দ্বিগুণিতরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার হৃদয়কে একেবারেই আলোড়িত করিয়া তুলিল। তিনি সন্দিগ্ধমনে কম্পিত হস্তে এই কএকটী শব্দ কষ্টসহকারে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন :—

"সবিশেষ কারণ না জানিলে এ কার্য্যে অভিনিযুক্ত হওয়া উচিত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না। যখন কোন গুরুতর ব্যাপারে সংলিপ্ত হইতে হইবে, তখন অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কিরূপে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইতে পারি? বিশিষ্ট কারণ থাকিলে অবশ্যই এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করির, প্রকাশ করিয়া বল।"

অধরৌষ্ঠ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া প্রবীরচাঁদ সেই পত্রিকার নিম্নভাগে এই কএকটী পংক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া দিল :—

"মিনতি করি, জানিবার প্রয়াস পাইবেন না; অন্ধের ন্যায়ই কার্য্য সম্পাদন করিতে সচেষ্টিত হউন! তাহাতে ওসমান আলি আপনার উপর অধিকতরই পরিতুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই।'

পরমলজীর মস্তক সঞ্চালনে তাঁহার হৃদয়ের অসম্মতি স্পষ্টতররূপে প্রতীয়মান হইল। অগত্যাই প্রবীরচাঁদ সন্ত্রস্তভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক ক্ষিপ্রহস্তে কএকটী কথা বর্ণযুক্ত করিয়া সেই কাগজখানি অতি সন্তর্পণে পরমলজীর প্রসারিত করে সমর্পণ করিল।

পাঠ করিতে করিতে পরমলজীর বিস্ময়ের আর ইয়ত্তা রহিল না।

একবার হস্তস্থিত পত্রের প্রতি, আরবার মূক ভৃত্যের ধীর গম্ভীর বদন প্রতি তাঁহার ভয়চকিতনয়ন ক্ষণে ক্ষণে সংস্থাপিত হইতে লাগিল। সহসা ছিন্নমূল তরুর ন্যায় প্রবীরচাঁদের চরণতলে নিপতিত হইয়া হতাশস্বরে কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ক্ষমা করুন। ক্রীতদাসের প্রতি কৃপাকটাক্ষ বিতরণ করুন! আমি অতি যৎসামান্য কীট পতঙ্গ মাত্র। আমাকে বিদলিত করিলে আপনার ন্যায় মহাত্মা প্রাণীর কি আর অধিক সুগৌরব হইতে পারে? আমি প্রভু ওসমান আলির দাস, আপনি সেই অসীম ক্ষমতাপন্ন ওসমান আলির হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। আপনার সামান্য ক্রোধ উদ্দীপ্ত ভ্রূকুটি দর্শন করিলে প্রভু ওসমান আলির আহার নিদ্রা পরিত্যাগ হইয়া থাকে, আমি কোন্ কীটানুকীট! বিস্তর কটুকাটব্য প্রয়োগ করিয়াছি,—আপনার আজ্ঞা বারবার অবহেলা করিয়াছি,—অনুরোধ উপরোধ কিছুমাত্রই গ্রাহ্য করি নাই,—ভবিষ্যতের দিকে তিলমাত্রও দৃষ্টি রাখি নাই,—আমি অন্ধ,—অজ্ঞান,—মূর্খ। আপনার মহিমা পরিজ্ঞাত হইতে কি প্রকারে সমর্থ হইব? পুত্র সহস্র অপরাধ করিলেও গর্ভধারিণী জননী কখনই সেই দোষ—সেই সমস্ত নিদারুণ দোষ হৃদয়মধ্যে মুহূর্ত্তের নিমিত্তও স্থান দান করেন না!—এই দৃষ্টান্তই আপনার পক্ষে যথেষ্ট!—এ বিপন্নের প্রতি দয়া প্রকাশ করুন। নতুবা এ হতভাগা আপনার কোপানলে সবংশেই ভস্মীভূত হইয়া যায়!"

উৎসাহব্যঞ্জকভাব প্রদর্শনে প্রবীরচাঁদ পর্ম্মলজীকে আপন চরণতল হইতে উত্তোলন করিবার নিমিত্ত তাঁহার উভয় হস্ত ধারণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে কোমলভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সভয়ে স্বহস্ত প্রত্যাকর্ষণ করিয়া পর্ম্মলজী পূর্ব্বের ন্যায় সেই ভাবেই বলিতে লাগিলেন, "একি? আপনি করেন কি?—আমার অঙ্গ স্পর্শ করেন কেন? তাহাতে যে আপনার অপমান হইবে?—আমি আপনার দাসানুদাস। এরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইবার কখনই আমি যোগ্যপাত্র নহি!—স্বীকার করুন, ক্ষমা করিয়াছেন প্রকাশ করিয়া বলুন, তবেই চরণ ত্যাগ করিব, নতুবা ঐ চরণে আমার এই কলুষিত মস্তক ঘাত প্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণিত করিয়া ফেলিব! আমাকে দগ্ধীভূত করিয়া

ফেলিবেন না! আমি আপনার নিতান্তই শরণাগত!—গোহত্যা—নরহত্যা—ব্রহ্মহত্যা—যে কোন কার্য্য করিতে অনুজ্ঞা করিবেন, এ অধীন অন্ধের ন্যায় তৎকার্য্য সাধন করিতে তৎক্ষণাৎই অগ্রসর হইবে!—আপনি স্বর্গীয়দেবতা, আর আমি একজন নারকী প্রেত!—আমি আপনার—" আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, প্রবলতম হতাশসিন্ধু উছলিত হওয়াতে তিনি সকাতরে অস্ফুটস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। দরদরধারে নয়নাশ্রু বিগলিত হইয়া তাঁহার উভয় গণ্ড ও ভূমিতল একেবারে আপ্লুত করিয়া তুলিল।

পরমলজীর এই সমস্ত সকরুণ বাক্যাবলী শ্রবণে প্রবীরচাঁদের হৃদয় একেবারেই বিগলিত। সস্নেহনয়নে আপন ওষ্ঠে অঙ্গুলী প্রদানপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিবার নিমিত্ত বারবার সে ব্যক্তি ইঙ্গিত করিতে লাগিল।

অনুতাপী পরমল্ ধীরে ধীরে ভূমি হইতে সমুত্থান করিয়া কহিলেন, 'আদেশ লঙ্ঘনে মহাপাপ, সেই নিমিত্তই চরণতল পরিত্যাগ করিলাম। নতুবা ঐ চরণে এই প্রাণ বিসর্জ্জিত হইতই হইত। এক্ষণে এই ক্রীতদাসের একটীমাত্র আবেদন!—আপনার সহিত যে সমস্ত কুব্যবহার করিয়াছি, তাহা যেন উদারচেতা ওসমান আলি পরিজ্ঞাত হইতে না পারেন! তাঁহার দয়ার সুশীতল ছায়াতলে পূর্ব্বের ন্যায় যেন আমি শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হই। এ দীনের ইহাই সবিশেষ নিবেদন!—আপনি ভিন্ন সে অনুগ্রহ লাভের আর উপায়ান্তর নাই!—অনাথের প্রতি দয়া প্রকাশ করুন!"

প্রবীরচাঁদ লিপিবন্ধে এ সমস্ত কথার উত্তর দান করিল না,—কেবল ওষ্ঠাধরে পুনর্ব্বার অঙ্গুলী সংস্থাপনপূর্ব্বক অধিক কথা কহিতে বারবার নিষেধ করিতে লাগিল।

শশব্যস্তে একখানি কাষ্ঠাসন প্রবীরচাঁদের পার্শ্বদেশে সংরক্ষিত করিয়া পরমলজী সসম্ভ্রমে কিঞ্চিৎদূরে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বালক আসন পরিগ্রহ করিল না, কেবল আকার ইঙ্গিতে সন্তোষভাব বিজ্ঞাপন করিল মাত্র। তদ্দর্শনে পরমলজী যোড়হস্তে বিনীতভাবে কহিলেন, "আপনার শুভাগমনেই আমার এই পর্ণকুটীর সুপবিত্র হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই! তবে প্রদত্ত আসনে মুহূর্ত্তের নিমিত্তও উপবেশন করিলে,

বলদেবজীর আবাসভবনের পশ্চাৎভাগের দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক প্রবীরচাঁদ একটী মধ্যবিধ গঠনের পেটিকাহস্তে বহির্গত হইয়া আসিল। সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্য দিয়া সতর্ক পাদবিক্ষেপে কিয়ৎদূর অগ্রগমনে ধীরে ধীরে উপর্য্যুপরি দুই তিনবার করতালি প্রদান করিল। সহসা পরমলজী দ্রুতপদে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রবীরচাঁদ তাঁহার হস্তে সেই পেটিকাটী প্রদান করিলে পর তিনি সবিনয়ে সসম্ভ্রমে প্রণত হইয়া নিঃশব্দে সে স্থান হইতে বিদায় হইয়া আসিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ কাণ্ড।

কথোপকথন,—হস্তান্তরের সূত্রপাত!

পাথোজী একাকী আপন গদীতে উপবিষ্ট। নিকটে কেহই নাই, একাকী মনে মনে নানা প্রকার চিন্তা করিয়া আপনা আপনিই প্রফুল্ল হইতেছেন। হেমাভাই প্রেমাভাইয়ের সহিত সহযোগ বাণিজ্যে বিলক্ষণ দশটাকা লাভ হওয়াতে প্রধান সহকারী ধনজীভাইয়ের প্রতি আজকাল তাঁহার সবিশেষই অনুরাগ। তিনি এই সহযোগ বাণিজ্যের প্রধান সংযোগ কর্ত্তা, তাঁহা হইতেই এই নূতন উপার্জ্জনের সূত্রপাত, তাহার উপর আবার সেই ধনজীভাই এতদিনের পর ইন্দুবালার পরিণয় বিধানের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, এই সকল বিষয়ের আন্দোলন করিয়াই ধনজীর প্রতি তিনি এতাদৃশ অনুরক্ত; সেই নিমিত্তই তিনি তৎকালে তাদৃশ প্রফুল্লিত, এবং সেই নিমিত্তই তাঁহার বদনমণ্ডল এতাদৃশ সুপ্রসন্ন। সহসা একজন প্রহরী আসিয়া মহারাজ বিষণচাঁদের আগমন বার্ত্তা বিঘোষণ করিয়া দিল। পাথোজী শশব্যস্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মহারাজের প্রত্যুদ্গমনার্থ স্বয়ং দ্বারদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অজস্র প্রীতি সম্ভাষণ পরিবর্ত্তিত হইবার পর উভয় মিত্র গৃহমধ্যে সংপ্রবিষ্ট হইয়া এক একখানি কাষ্ঠাসনের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

পরিশ্রান্ত ভাব অপনোদন হইলে মহারাজ বিষণচাঁদ প্রসন্নবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিষয় কর্ম্ম কিরূপ চলিতেছে? বাণিজ্য সংসারের সমস্ত মঙ্গল ত?

পাথোজী মহাশয়ের আশু প্রত্যুত্তর, "আজ্ঞা, আপনার কৃপায় এক্ষণে সকল দিকেই সুমঙ্গল। বিশেষতঃ সুপ্রসিদ্ধ বণিকপ্রবর হেমাভাই প্রেমাভাইয়ের গদীর সহিত অংশ সংশ্রব হওয়াতে আজকাল আমার দিনক্ষণই দশটাকা উপার্জ্জন হইতেছে।"

"উত্তম! শুনিয়া সুখী হইলাম! কিন্তু ইন্দুবালার বিবাহের কতদূর? এতদিন সে বিষয়ের কি কিছু স্থির করিতে পারিয়াছেন? সুপাত্রের কি কোন প্রকার যোগাড় হইয়াছে?"

পাথোজী যদিও উপস্থিত বিবাহসম্বন্ধ সম্বন্ধে সবিশেষই আনন্দিত,—যদিও ধনজীভাই বহুল অর্থ ও সুপাত্র লাভের পূর্ণ আশ্বাস প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সমস্তই যদিও তাঁহার মনে মনে সমুজ্জ্বলরূপে জাগরূপ রহিয়াছে, কিন্তু থাকিলে কি হয়? ধনজীর নিষেধ, সেই নিষেধবাক্য স্মরণ হওয়াতেই অগত্যা তাহাকে তদুত্তর প্রদানে নিরস্ত থাকিতে হইল। প্রকৃত তত্ত্ব গোপন করিয়া কিঞ্চিৎ বিমর্ষভাব প্রকাশে কহিলেন, "না মহাশয়! এ পর্য্যন্ত ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই। কতদিনে যে প্রজাপতি সুপ্রসন্ন হইবেন, তাহাও ভবিষ্যগর্ভে নিহিত। ইতিপূর্ব্বেই যে একটী সুপাত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, বিধির নির্ব্বন্ধে আমাদের দুরদৃষ্ট ক্রমে সেটী ত অকস্মাৎ কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে! ভবিষয় মহাশয় ত সম্যকরূপেই সুপরিজ্ঞাত। তদবধি এ পর্য্যন্ত ত আর কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই।"

হয় নাই,—হইবার আকার নহে,—এ পর্য্যন্ত কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই,—উপস্থিত হইলেও বিধি নির্ব্বন্ধে সে সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, ইত্যাকার যত কথাই পাথোজীর বদন হইতে বিনির্গত হইতে লাগিল; উৎসাহে, আনন্দে, আশ্বাসে, মহারাজ বিষণচাঁদ উত্তরোত্তর ততই অন্তরে অন্তরে অন্তরানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রকাশে মৌখিক আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া পরিবর্ত্তিতস্বরে বিমর্ষভাবে কহিলেন, "তাই ত! তবেই ত! আহা! এ পর্য্যন্তও বিবাহ হইল না! বড়ই দুঃখের বিষয়! বয়সও ত এ

দিকে ক্রমে ক্রমে অধিক হইয়া আসিতেছে। তা আপনি কেন একটু—বিশেষরূপ চেষ্টা—”

“চেষ্টা?—তাহার কি কিছু ত্রুটি হইতেছে? কিন্তু পাই কৈ? উপযুক্ত সুপাত্রের যোগাযোগ সংঘটন হইয়া উঠে কৈ?”

“সে কথাও সত্য।” মৃদুস্বরে বিষণচাঁদ কহিলেন, “সে কথাও সত্য। সুপাত্র না পাইলে অমন সুন্দর কন্যারত্নটী কি অসার অপদার্থ কূপে নিহিত করা যায়? তদপেক্ষা বরং যাবজ্জীবন তাহাকে চির-কুমারী করিয়া রাখাও সর্ব্বাংশেই শ্রেয়স্কর।”

“সকলই জগদীশের হাত।” দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগে পাথোজী মহাশয় কহিলেন, “সকলই জগদীশের হাত!” এই কএকটী কথা উচ্চারণ করিয়া গুপ্তানন্দে জৃম্ভণ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বগতবাক্যে আপনা আপনি কহিলেন, “জগদীশ সত্য!”

“তাহার আর সন্দেহ কি?—সকল বিষয়ের প্রভুই জগদীশ্বর!” অন্যমনস্কভাবে এই একটী কথা উচ্চারণ করিয়া যেন কোন পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল, এই ভাবে মহারাজ বিষণচাঁদ সাগ্রহে ভঙ্গীক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাল মহাশয়। সে দিকের কি হইতেছে? জয়করণের পান্থনিবাস ত বন্ধ, অনেকদিন ত সেটী লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছে, তদবধি আপনার এ দিকের ব্যাপার কি উপায়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে? নূতন একটী যোগাড়যন্ত্র করিয়া তুলিয়াছেন কি?”

“আর নূতন!—সময় কৈ!—বিষয় কর্ম্মের ঝঞ্জাটে সদাসর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত, সময় থাকে কোথা?—মহাশয়ের কিরূপ? রীতিমত কাজ কর্ম্ম রীতিমত চলিতেছে ত?”

“কিছুই না!—জলস্পর্শও না!” হাস্য করিতে করিতে বিষণচাঁদ কহিলেন, “কিছুই না! জলস্পর্শও না! নির্জ্জলা!!! খাঁটি! উপবাস!”

“এরূপ? তবে আসুন না, পুনরায় ময়নাবিবির আশ্রয় গ্রহণ করা যাউক! কি বলেন?”

“ময়না? তাহার আর কি আছে? সে দিনও নাই, সে ক্ষণও নাই, সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই! মঙ্গলচাঁদ নামক এক ব্যক্তি তাহার সর্ব্বনাশ

করিয়া গিয়াছে। দোকানপাট বন্ধ হইবার পর তাহার যাহা কিছু সম্বল সংস্থান ছিল, তৎসমস্তই মঙ্গলচাঁদের উদরশায়ী! সুতরাং ময়না এখন প্রকৃতরূপ ময়না হইয়া, রাধাকৃষ্ণ নাম গ্রহণে উদরপোষণের জন্য গুর্জ্জরের দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে!"

"আহা! তাহা ত হইতেই পারে! অভিভাবক না থাকিলে অবীরা স্ত্রীলোকের সচরাচর এইরূপ দশাই ঘটিয়া থাকে বটে। অছী বলুন, অভিভাবক বলুন, এক ছিলেন বলদেব, তা তিনি ত এখন নিজের দায়েই ব্যতিব্যস্ত। সুতরাং কে আর তাহার পর্য্যবেক্ষণ করিবে? কাজেই ময়না এক্ষণে অনাথিনী ভিখারিণী।"

বিষণচাঁদ গম্ভীরভাবে কহিলেন, "হাঁ, আপাততঃ বলদেবজী ব্যতিব্যস্ত বটেন, কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই ত ময়নাবিবির প্রতি তাঁহার নিরন্তর তাচ্ছিল্য ও ঔদাস্যভাব। পূর্ব্ব হইতেই ত তিনি ক্ষমতাপত্র অনুসারে —"

"আজ্ঞা, তাহার একটী কথা আছে!" বলদেবের চির-পক্ষ-সমর্থনকারী পাথোজী মহাশয় বাজবাক্যে বাধা দিয়া কহিলেন, "আজ্ঞা, তাহার একটী কথা আছে! বলদেবজী সময় প্রাপ্ত হন নাই! হুলস্থুল ব্যাপারের সময় সচরাচর সকল স্থলেই ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকেই থাকে। জয়করণকে লইয়া তখন চতুর্দ্দিকেই টানাটানি; সুতরাং আদায় আঞ্জামের বন্দোবস্ত করিবার আর সময় পাইয়াছিল কোথায়? তাচ্ছিল্যও নহে, ঔদাস্যও নহে, সময়াভাব! আর যে সময় যৎকিঞ্চিৎ সুবিধা হইবার সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র, সেই সময়েই তাঁহার নিজের বিষয় লইয়াই সহসা মহান গণ্ডগোল! কাজেই সময় পাইয়াছিল কোথায়?"

"সে কথা সত্য!— কিন্তু দলীলপত্রের কথা ত আমার কোনক্রমেই বিশ্বাস হয় না। প্রবীরচাঁদের দ্বারা সে কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে, ইহা ত আমার কোনক্রমেই হৃদয়মধ্যে স্থান গ্রহণ করে না।—ওসমান আলির লোক সে, বিশেষ জানা শুনাও আছে, বিশ্বাসী নিরীহ বলিয়াও তাহার ধ্রুব বিশ্বাস! সে বালকের দ্বারা যে এরূপ জঘন্য কার্য্য সমাহিত হইবে, ইহা ত কথনই বিশ্বাস যোগ্য নহে। ওসমান—"

"তবে পলাতক হইল কেন?" বিষণচাঁদের বাক্য সমাপ্তির অবসর না দিয়াই পাথোজী ব্যগ্র ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তবে পলাতক হইবার কারণ কি? যদি নিরীহ ও নিষ্কলঙ্কী, তবে সেই দিবস হইতে নিরুদ্দেশ হইল কি জন্য? দলীল দস্তাবেজ অপহৃত, আর সেই দিন হইতে প্রবীরচাঁদও তিরোহিত! ইহার রহস্যভেদক অর্থ কি মহাশয়?"

"হাঁ, আপাতদৃশ্যে কটু বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে বটে, কিন্তু আমার ত অণুমাত্রও সন্দেহ হয় না। সে যখন ওসমান আলির বিশ্বাসী, তখন তাহার এতাদৃশ কুৎসিত কার্য্যে সংলিপ্ত হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। ভাল, বলদেবজী এখন কোন্ পন্থা অবলম্বী?—সে ব্যক্তি এখন কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে?"

"আপনি কোন্ বিষয়ের আজ্ঞা করিতেছেন? অপহৃত দলীলপত্রের কথা?"

"না, সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না, বিষয় কর্ম্মের বিষয়, অর্থ সম্বন্ধের কথা!—বলি, দলীলপত্র শূন্য হওয়াতে তাঁহার বিষয় কর্ম্ম এক্ষণে কিরূপ প্রণালীতে নির্ব্বাহিত হইতেছে?"

"বড় কষ্ট।" সাহানুভূতি ভাব প্রকাশে সওদাগর মহাশয় গম্ভীরবদনে কহিলেন, "বড়ই কষ্ট। কেহই আর তাঁহাকে গ্রাহ্য করে না!—অধীনস্থ প্রজারা রাজস্ব প্রদানে পরাঙ্মুখ,—দলীলপত্রের অভাবে অধমর্ণগণ তাঁহার উত্তমর্ণ সম্পর্ক স্বীকার করিতে একেবারেই অসম্মত!—মহা বিপদ, বড়ই বিভ্রাট! বিচারালয়ের সাহায্য গ্রহণার্থ এই সে দিন আমারই নিকট হইতে প্রায় একলক্ষমুদ্রা ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, কিরূপ প্রজাবর্গ ও বিশ্বাসঘাতক অধমর্ণগণকে তিনি যে কোনরূপে আপন অধীনে আনয়ন করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা ত কোনক্রমেই সম্ভবপর বলিয়া বিবেচনা হইতেছে না। আশা ভরসা সমস্তই এক দলিলের উপর সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করিতেছে! তাহারও উপায় আপনি,—আপনি কিঞ্চিৎ মনোযোগী না হইলে, সে ব্যক্তি ত একেবারেই ধনে প্রাণে মারা যায়। আপনি শান্তিরক্ষক, আপনার কৃপা দৃষ্টি তাঁহার উদ্ধার পাইবার একমাত্র পন্থা! আপনিই তাঁহার এক মাত্র উপায়, আপনিই তাঁহার সর্ব্বময় প্রভু!"

অবশ্য! অবশ্য! সেকি? বন্ধুলোকের উপকার সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বসময়ে সর্ব্বতোভাবেই আমাদের সংসাধন করা পরিবর্ত্তব্য। সে বিষয়ে চিন্তা নাই, ওসমান আলি প্রত্যাগত হইলে, তাহার একটা বিহিত বিধান অবশ্য অবশ্যই উদ্ভাবন করিয়া লইব! তবে যা যৎকিঞ্চিৎ বিলম্ব মাত্র! ওসমানের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা।"

"ওসমানের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা" এই কএকটী বাক্য শ্রবণমাত্র সহসা যেন পাথেজীর মনে কোন একটী নিগূঢ় বিশেষ ভাবের আবির্ভাব হইয়া উঠিল,—তিনি ব্যগ্রভাবে আগ্রহাতিশয় সহকারে সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ হাঁ, ভাল কথা স্মরণ হইয়াছে বটে। সে বিষয়ের কি হইল? ওসমানের দৌত্যকার্য্যের সংবাদ কি?—সেই ভীষণ প্রতিজ্ঞাকারী ধূর্ত্ত নরাধম রঞ্জনলালের অনুসন্ধানের বিষয় কতদূর? পাপিষ্ঠের সংবাদ এ পর্য্যন্ত কি কিছুই সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়েন নাই?"

"সেই কথাই ত বলিতেছি!" রোমাঞ্চিতগাত্রে বিকম্পিতকণ্ঠে সন্ত্রস্ত-ভাবে মহারাজ বিষণচাঁদ কহিলেন, "সেই কথাই ত বলিতেছি। সেই নিমিত্তই ত ওসমান আলির যৎকিঞ্চিৎ বিলম্ব। আরও ছয় মাসের অবকাশ গ্রহণ করিয়াছে। সেই—"

শশব্যস্তে সওদাগর মহাশয় বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অবকাশের কথা ত বিশেষরূপই জানিতে পারিলাম! কিন্তু মূল বিষয়ের সুসংবাদ কি? যে উদ্দেশে যাত্রা, সে বিষয়ের কত দূর? পাপিষ্ঠকে ধৃত করিবার আর বিলম্ব কত?"

"হইয়াছিল,—হস্তগত হইতে হইতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।—ওস-মানের পত্রেই অবগত হইয়াছি যে, ইতিমধ্যে তাহাকে এক দিন ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে পারে নাই!—স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে,—অপর স্থানে লুক্কায়িত! বরদায়—"

"অপর স্থানে? তবে ধৃত করেন নাই কেন? এত দীর্ঘকাল তাহাকে আপনি এরূপ নিরাপদে মুক্তপথে বিচরণ করিতে দিতেছেন কেন?—ধৃত করিয়া ফেলুন না?"

প্রভাশূন্য নীরস হাস্য মহারাজ বাহাদুরের অধরপ্রান্তে স্তিমিতভাবে সমুদিত হইল। কুটিল ওষ্ঠভঙ্গী করিয়া তিনি নৈরাশ্যব্যঞ্জকস্বরে কহিতে লাগিলেন, "কি উৎপাত! তাহাতে কি আমার অনিচ্ছা? কিন্তু পারি কৈ? প্রকৃত সন্ধান হইয়া উঠে কৈ? যদি স্থানেরই নির্দ্দিষ্ট হইবে, যদি তাহার বাসস্থানেরই নিশ্চিত সন্ধান পাইবে, তাহা হইলে ধৃত করিতে কি আর দণ্ড পলও বিলম্ব হইয়া থাকে?—ওসমান এতদিনে কবে সে কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিত! চেষ্টায় আছে, অঙ্গীকার করিয়াছে, যত সত্ত্বর পারে, আমাদের সাধারণ পাপ-বৈরীকে অবশ্য অবশ্য ধরিয়া দিবেই দিবে!"

"আর কবে?—কতদিনে?" হতাশস্বরে পাথোজী মহাশয় কহিলেন, "আর কবে? কতদিনে? প্রায়ই ত শুনিতে পাই,—হইল,—হইবে,—হইতেছে,—আর কতদিনে?"

"এত উতলা হইলে কাজ হয় না! সহজ ব্যাপার নয়, আটঘাট অবরুদ্ধ শয়নকক্ষে যে লোক অবাধে, সচ্ছন্দে, প্রচ্ছন্নভাবে, প্রবেশ করিতে পারে, তাহাকে কি সামান্য চতুর বলিয়া বিবেচনা করা হইতেছে? বিশেষতঃ সে এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সতর্ক,—হয় ত সশঙ্কচিত্তে বরদার সীমা হইতে গুপ্তভাবে পলায়িত!—সুতরাং সে স্থলে অতি সাবধানে বিশেষ সতর্কতার সহিত নূতন নূতন কৌশলজাল বিস্তার করা অতীব আবশ্যক! সেই নিমিত্তই ওসমান আলির আর ও অতিরিক্ত ছয়মাসকাল অবকাশ প্রার্থনা!"

মহারাজ বিষণচাঁদের সূক্ষ্ম হেতুবাদপূর্ণ এই শেষ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া পাথোজী মহাশয় একেবারেই নিস্তব্ধ। দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় করিতে তিনি আর কোন প্রবলতর হেতু প্রাপ্ত হইলেন না। ধ্যান-নিমগ্ন ঋষির ন্যায় গম্ভীর স্তম্ভিতভাবে নীরবে যেন যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া রহিলেন। গৃহ নিস্তব্ধ, জনশূন্য, জীবশূন্য, গভীর কূপের ন্যায় ভয়ানক নিস্তব্ধ!

কএক মুহূর্ত্ত অতীত।—সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মহারাজ বিষণচাঁদ ঈষৎ হাস্যসহকারে অথচ কথঞ্চিৎ গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "বলি, সওদাগর মহাশয়! কেবল বিশ্রাম্ভালাপের নিমিত্তই আমার এখানে আগমন করা হয় নাই, আনুসঙ্গিক বিষয় কর্ম্মেরও কিছু কিছু বিশ্রাম্ভালাপ অবশিষ্ট

আছে। আমার প্রভু, প্রধান শান্তিরক্ষক দলওয়ার খাঁর বিশেষ প্রয়োজন, কিঞ্চিৎ অর্থের আবশ্যক। তাহার কি কিছু সুবিধা হইতে পারে? সুদের সুবিধা বিলক্ষণ! কি বলেন?"

"কেন মহাশয়? আমাকে এরূপ অনুজ্ঞা করিতেছেন কেন? আপনিও ত একজন অতুল ধনের অধিকারী, আপনিই ত প্রদান করিতে পারেন? তবে আমার প্রতি এরূপ উপরোধ কি জন্য? মহাশয়"

"পারি বটে, কিন্তু তাহার একটী কথা আছে, নিগূঢ় মর্ম্ম কথা! আমি তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী। প্রভু খাতক, অধীন মহাজন হইলে যেরূপ ঘটনা হইয়া থাকে, বুঝিতেই পারেন, পরিশোধ প্রাপ্তির প্রত্যাশা থাকে না! আমি যদি আমীর দেলওয়ারকে ঋণ প্রদান করি, তাহা হইলে আদায়ের পক্ষে বড়ই বিষম বিভ্রাট। বাধ্য বাধকতানুরোধে প্রত্যর্পণ প্রার্থনা করিতে সমর্থ হইব না। আদায়ের পক্ষে নানারূপ বিঘ্ন ব্যাঘাত, বড়ই বিষম গণ্ডগোল!" ধীরভাবে এই সমস্ত কথা সমুচ্চারণে মহারাজ বিষণচাঁদ আপন পূর্ব্বাভিপ্রায় পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক পরক্ষণেই চটুলতাসহকারে পুনরায় কহিলেন, "সেই নিমিত্তই বেনামীতে তৃতীয় হস্ত প্রয়োজন!"

"তবে আপনিই কি আমার নামে আকাঙ্ক্ষিত মুদ্রা প্রদান করিতে অভিলাষ করেন,—বেনামে ঋণ প্রদান করিতে সেই নিমিত্তই কি যত্নশীল? তৃতীয় হস্তের কি এইরূপই অর্থ?"

"না, তাহা নহে! আপনিই রীতমত দলীলাদি গ্রহণ করিয়া ঋণ দান করিবেন, আদায়ের গোলযোগ হইলে আমিই তজ্জন্য দায়ী থাকিব; বেনাম শব্দের এ-ই অর্থ, আমার বাক্যের ইহাই যথার্থ ব্যাখ্যা।"

"আমারেই তবে টাকা দিতে হইবে? বেনাম কথাটী তবে কেবল নাম মাত্রই ব্যবহার?"

"না, তাহা নহে!" মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক মহারাজ বিষণচাঁদ বাহাদুর কহিলেন, "না, তাহা নহে! বেনাম কথাটী কেবল নামমাত্র ব্যবহার নহে! আপনার তহবিল হইতে টাকা দিতে হইবে বটে, কিন্তু আমিই তাহার

প্রতিভূ। তাঁহার অজ্ঞাতে আমার নিকট হইতেই আপনি বিধি ব্যবস্থামত লেখা পড়া করিয়া লইতে পারেন।”

“যে আজ্ঞা; এরূপ স্থলে সম্মত আছি! কিন্তু পরিমাণ কত?—কত-টাকা তাঁহার প্রয়োজন?’

“পঞ্চদশলক্ষ মাত্র। মহামহিম দেলওয়ার খাঁর কেবল এ-ইমাত্র প্রয়োজন!”

“এতটাকা? ” সবিস্ময়ে পাথোজী মহাশয় উচ্চারণ করিলেন, “এত-টাকা? ভাল, আপনি যখন মধ্যস্থলে, আপনি যখন প্রতিভূ, তখন আর তর্ক বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন। টাকা ডুবিবে না, সুতরাং আমারও আর এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংশয় বা আপত্তি পরিবিদ্যমান নাই, থাকিবার সম্ভাবনাও থাকিতেছে না!”

তাহাই ধার্য্য হইল। মহারাজ বিষণচাঁদ একখানি প্রতিভূপত্রে স্বাক্ষর করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ঊনপঞ্চাশত্তম কাণ্ড।

কৃতজ্ঞতার উদ্বোধন,—অলৌকিক ব্যবহার!

পঞ্চ অহোরাত্রি অতীত।—ষষ্ঠম দিবসের নিয়মিত কার্য্য রীতিমত পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক সহস্ররশ্মি স্বীয়কর সঙ্কুচিত করিয়া অস্তাচলের অন্তরালে প্রগাঢ়রূপে লুক্কায়িত। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, রাত্রি চারিদণ্ড অতিবাহিত। মতিমান দাতাজীর পুত্র শ্রীমান সুন্দরজী, বরদানগরস্থ বাণিজ্য নিকেতনের একটী নিভৃত কক্ষমধ্যে উপবিষ্ট। গৃহটী নির্জ্জন নহে,—পাঠক মহাশয়ের পূর্ব্ব পরিচিত ইদলজী পার্শ্বদেশে সতন্ত্র আসনে উপবেশন করিয়া আছেন। সেই ইদলজীর সহত সুন্দরজীর নানা বিষয়িনী কথা বার্ত্তা চলিতেছে, ইত্যবসরে একজন

পরিচারক আসিয়া বিজ্ঞাপন করিল, "হেমাভাই প্রেমাভাই মহাজনের গদী হইতে একটী ভদ্রলোক আসিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত, কর্ত্তা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ ;—কি অনুমতি হয় ?"

হেমাভাই প্রেমাভাই নাম শ্রবণ করিবামাত্রই দাতাজী-পরিবারের অন্তরে কৃতজ্ঞতাসূচক এক প্রকার অপূর্ব্ব নবীন ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সুন্দরজীর হৃদয়েও এ ক্ষেত্রে সেই চিরন্তন ভাবের সমুদ্ভব হইতে অবশিষ্ট রহিল না। তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; সাগ্রহে শশব্যস্তে বার্ত্তাবহকে অনুজ্ঞা করিলেন, "এখনই লইয়া আইস!—কর্ত্তা মহাশয় এক্ষণে গৃহে উপস্থিত নাই,—তথাপি—তথাপি বিশেষ সমাদরপূর্ব্বক এখনই তাঁহারে—আমার নিকটেই লইয়া আইস!"

ভৃত্য বিদায় হইয়া যাইল। এ দিকে সুন্দরজীও ক্রমশঃ অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিলেন,—ভৃত্যের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না,—সেই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অপূর্ব্ব ভাবটী প্রশ্রয় গ্রহণে ক্রমশই তাঁহার হৃদয়কে অধিকতর আকুলিত করিয়া তুলিতে লাগিল ;—ভৃত্যের প্রত্যাগমন-কাল পর্য্যন্ত আর প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সহসা সোৎসুকে আগ্রহসহকারে আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বয়ং তিনি অপেক্ষিত দ্বারদেশে গমন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় মধ্যপথে পূর্ব্বকথিত অনুচর সহচর এবং একটী অদৃষ্টপূর্ব্ব অভিনব অপরিচিত মূর্ত্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সন্দর্শন হইল,—সাদর সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে প্রাগুক্ত উপবেশনগৃহে সমানয়ন করিলেন।

আসন পরিগ্রহের পর বিনয় বিনম্র সুন্দরজী সবিনয়বাক্যে আগন্তুককে সম্বোধনপূর্ব্বক বিনম্রবচনে কহিলেন, "পিতা বাটীতে নাই, কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে সম্প্রতি বরোজনগরে গমন করিয়াছেন, অন্ততঃ তিন চারিমাস মধ্যে প্রত্যাগত হইবেন না। যদি কোন বিশেষ গুরুতর কার্য্য উপস্থিত থাকে, আমারেই অনুমতি করুন, নচেৎ আমি পিতার নিকট দূত প্রেরণ করিব।"

"কার্য্যটী কিছু গুরুতর বটে; জটিল গুরুতর বিষয়কার্য্য! তিনি উপস্থিত থাকিলে সুন্দররূপে—এই দণ্ডেই তাহার মীমাংসা হইয়া যাইত। কিন্তু কি

করা যায়, ঘটনাক্রমে তিনি এক্ষণে এই রাজধানীতে অনুপস্থিত! আপনার নিকটেই আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, দূত প্রেরণ করা আর না করা শ্রবণপূর্ব্বক আপনিই তাহার বিহিত বিধান করিবেন!"

"মহাশয়ের নাম?—কঙ্কণরাজ্য হইতে আগমন, পরিচারক মুখে তাহা আমি এইমাত্রই শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু মহাশয়ের নাম?"

"পেস্তনজী!" আগন্তুক কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া উত্তরদান করিলেন, "আমার নাম পেস্তনজী!"

"আপনিই কি হেমাভাই প্রেমাভাইয়ের প্রতিনিধি?"

"আজ্ঞা হাঁ! তাঁহারা আমারে প্রতিনিধি বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকেন! সদর গদী সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় কার্য্যের ভার আপাততঃ আমার উপরেই সমর্পিত! নিয়োগপত্র এবং বিশ্বাসপত্রও তাঁহারা আমারে প্রদান করিয়াছেন! সঙ্গেই আছে!"

"ভাল মহাশয়!" সকৌতুহলে সুন্দরজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল মহাশয়! ধনজীভাই নামে তাঁহাদিগের একজন বিশ্বাসভাজন প্রতিনিধি ছিলেন, সে মহাত্মা এক্ষণে কোথায়?"

"পাটনায়!—বঙ্গদেশের পাটলীপুত্র নগরে!"

"কতদিন তিনি সেখানে গমন করিয়াছেন?"

"প্রায় দুই বৎসর!"

"আপনি কি তবে তাঁহারই কর্ম্মে অভিনিযুক্ত?"

"ঠিক তাঁহার পদেই অভিসিক্ত নহি বটে. কিন্তু আজকাল গুর্জ্জররাজ্যে সর্ব্বপ্রকার কারকারবারে আমিই তাঁহাদিগের একমাত্র ক্ষমতা প্রাপ্ত, সর্ব্বপ্রকার ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি। আর তিনি বঙ্গরাজ্যের সর্ব্বভার প্রাপ্ত সর্ব্বময় কর্ত্তা,—সে রাজ্যের সমস্ত বাণিজ্য কার্য্যের সর্ব্বনির্ব্বাহক একমাত্র প্রতিনিধিই তিনি!"

"তাঁহার সহিত কি মহাশয়ের আলাপ পরিচয় আছে?" সোৎসুকে সুন্দরজী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহানুভব ধনজীভাইয়ের সহিত কি মহাশয়ের আলাপ পরিচয় আছে?"

প্রচ্ছন্ন ঈষৎহাস্য করিয়া পেস্‌তন্‌জী মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "বিশেষ-রূপেই! বিশেষতঃ যে দৌত্যে আমার আগমন, কঙ্কণ-প্রতিনিধি ধনজীভাইও সে দৌত্যকার্য্যে কোন অংশেই অসংলিপ্ত নহেন! তিনি—"

"অসংলিপ্ত নহেন?" সংশয়াকুলভাবে একান্ত ব্যগ্র হইয়া শ্রীমান সুন্দবজী তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আবার কিরূপ মহাশয়? এই আপনি কহিলেন, তিনি এ দেশে নাই, বঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধি, বঙ্গদেশের পাটলীপুত্র নগরে তাহার অবস্থান, অথচ এই উপস্থিত বিষয়ে অসংলিপ্ত নহেন, এ কথার অর্থ কি মহাশয়?"

"ক্রমে জানিবেন! আমাদিগের এই উপস্থিত কথোপকথন যতই অগ্রসর হইবে, যে নিমিত্ত আমার আগমন, এক এক করিয়া সে বিষয়ের যতই আমি পরিব্যক্ত করিতে থাকিব, ততই আপনি আপনার জিজ্ঞাসিত তত্ত্বের সবিশেষ বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন!"

"যে আজ্ঞা! অনুমতি করুন। তবে বিষয় কর্ম্মের আলাপ প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মহাশয়কে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি; বলি, উদারচেতা ধনজীভাই কতদিনে আবার এ রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবেন? শীঘ্র কি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে?"

"শীঘ্র নহে, দ্বাদশবর্ষের মধ্যে প্রত্যাগত হইবার সম্ভাবনা নাই! আবার শুনিতেছি, পাটনা হইতে নাকি তাঁহারে উৎকলরাজ্যে যাত্রা করিতে হইবে, তাহা হইলে বিংশতি বৎসর পরেও যে প্রত্যাগত হইবেন, এরূপ ত কিছুতেই বিবেচনা হইতেছে না!"

"হায়! কি দুর্দ্দৈব!" দীর্ঘ নিশ্বাসসহকারে শ্রীমান সুন্দবজী হতাশস্বরে কহিলেন, "হায়! কি দুর্দ্দৈব!—এই দীর্ঘকালমধ্যে সাক্ষাৎ হইবে না? এত অধিক কালেরমধ্যেও প্রত্যাগত হইবেন না? হায়! ভাল মহাশয়! পাটনার কোন্ স্থানে তাঁহার অবস্থান?"

"তাহার ঠিক নাই! পাটনাই তাঁহার ঠিকানা বটে, কিন্তু সদাসর্ব্বদা এক স্থানে অবস্থান করেন না, কাজকর্ম্ম উপস্থিত থাকিলে তথায় আগমন করেন মাত্র। তাঁহার নিরন্তর অবস্থিতি পাটনায় নহে!"

" সেখানকাব গদীতে অন্বেষণ কবিলেও কি সংবাদ জানিতে পাবিব না ? সে গদীটী কোন্ নামে সুপ্রসিদ্ধ মহাশয ? "

" নাম ঠিকই আছে, শাখা-গদী বলিযাই তাহা তথাকাব সকলেব-নিকটেই সুপবিচিত ! কিন্তু তাহা হইলেই বা কি হইবে ? তিনি ত আব অষ্ট প্রহরকাল সেখানে উপস্থিত থাকেন না ? "

" গদীর গোমস্তা ?" সাগ্রহে সুন্দবজী মহাশয জিজ্ঞাসা কবিলেন, "গদীব গোমস্তা ? তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কবিলেও কি সে অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইতে পাবিব না ?"

"কিরূপে প্রাপ্ত হইবেন ? পূর্ব্বেই ত বিজ্ঞাপন কবিলাম, অষ্টপ্রহর সেখানে তাঁহার অবস্থান নহে। তথায় তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। আজ এথানে কাল ওখানে, পবশ্ব সেখানে, এইরূপেই তিনি নিত্য নিত্য নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন ! সুতবাং গদীব কর্ম্মচাবীরা কিরূপে তাঁহাব নিশ্চিত সমাচার প্রকাশ করিতে পাবিবে ? "

" তবে উপায কি ?—কিছুতেই কি তাঁহাব সাক্ষাৎ প্রাপ্তিব আশা ভরসা নাই ? "

" কৈ ? কিছুই ত দেখিতে পাইতেছি না !" পেস্তনজী মহাশয মৃদুস্ববে এই কএকটী বাক্য উচ্চাবণপূর্ব্বক তৎপবে সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা কবিলেন, " ভাল মহাশয। আপনি যে বাবম্বাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধনজীভাই মহাশযেব সংবাদ জানিবাব নিমিত্ত এতদূব আগ্রহ প্রকাশ কবিতেছেন, ইহাব প্রকৃত হেতু কি মহাশয ? "

" হেতু ?" উত্তেজিতভাবে উত্তেজিতস্ববে শ্রীমান সুন্দরজী বলিযা উঠিলেন, " হেতু ?—বিশেষ হেতু পবিবিদ্যমান। সে হেতু আমাদেব অন্তব হইতে কথনই বিলুপ্ত হইবার নহে ! হৃদযের প্রত্যেক শিবায শিবায গ্রথিত হইযা রহিয়াছে ! "

" বিশেষ কাবণ অবশ্যই থাকিতে পাবে ! কিন্তু এমন কি বিশেষ হেতু মহাশয যে, আপনি তাহাব নিমিত্ত দুই চাবিশত ক্রোশ দূবস্থিত প্রদেশ পর্য্যন্তও অগ্রসব হইতে প্রস্তুত ! এমন কি বিশেষ হেতু মহাশয ? "

"হায়! দুই চারিশত ক্রোশ! হৃদয় ভাব অবগত নহেন, সেই নিমিত্তই বোধ হয় আপনি ওরূপ কথার উল্লেখ করিতেছেন! দুই চারিশত কি? পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তে গমন করিলেও যদি সেই মহাত্মার দর্শন লাভ করিতে পারা যায়, তাহাতেও আমার এই চির কৃতজ্ঞ হৃদয় ক্ষণ মুহূর্তের নিমিত্তও অপ্রস্তুত নহে! সংখ্যা পরিমিত দূর ক্রোশ ত অতি তুচ্ছেরই কথা!"

এই শেষ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া পেস্তনজীর প্রশান্ত বদনমণ্ডল ঈষৎ আলোহিত বর্ণ ধারণ করিল। স্থিরনেত্রে অবিরাম দৃষ্টিতে সম্মুখস্থিত সুন্দরজীর উৎসাহপূর্ণ মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ যেন মূকের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। বহুকষ্টে সে ভাব গোপনপূর্বক যেন অতিশয় কৌতূহলে সমাবিষ্ট, এইরূপ ভাব প্রকাশে মৃদুমন্দস্বরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মহাশয়, এতদূর আগ্রহ ও আকিঞ্চন প্রকাশ করিতেছেন কেন? কি এমন কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে, যাহাতে আপনি এতদূর সমুৎসাহে সমুৎসাহিত, এবং এতদূর দুঃসাধ্য সাধনে একান্তই দৃঢ় সঙ্কল্প? যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে—"

"প্রতিবন্ধক?" বাধা দিয়া সমুৎসাহিত সুন্দরজী সমুত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "প্রতিবন্ধক? কিছুমাত্র না! অণুমাত্রও না! ইহাতে বরং আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির সম্পূর্ণই সম্ভাবনা! কারণ, তিনি যদি ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া স্বয়ংই আমাদের সমীপে ঘটনাক্রমে উপস্থিত থাকেন, সেই সময় আমারা যদি অসঙ্কোচে অকুণ্ঠিত হৃদয়ে তাঁহার সমক্ষেই তাঁহার গুণানুবাদ পরিকীর্ত্তন করি, তাহা হইলেই তাঁহার মুখভঙ্গী, নয়নভঙ্গী ইত্যাদি অবয়বের বিকৃতাবস্থা দর্শনে তিনিই যে আমাদের পরমোপকারী অভীষ্টদেব, অনায়াসেই তাহা আমরা অবধারণ করিয়া লইতে পারিব! মহাশয়! পূর্ব্ব কথা নিবেদন করিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। আমার পিতাঠাকুর মহাশয়ের যখন নিতান্তই দুঃসময়, তাঁহার পতনকাল যখন একান্তই আসন্ন, নিষ্ঠুর মহাজনগণের উৎপীড়নে যখন তিনি চতুর্দ্দিকেই ব্যতিব্যস্ত,—হেমাভাই প্রেমাভাইয়ের দাবীমুদ্রা পরিশোধ করিতে যখন তিনি নিতান্তই অসমর্থ, সেই সময় দেব-প্রেরিত হইয়াই

যেন সেই মহাত্মা ধনজীভাই আমাদিগের বরোজনগরের আবাসভবনে পদার্পণ করেন। পিতা নিরুপায়, বিপদজালে জড়ীভূত, তৎকালে সেই আকস্মিক সমাগত সাধু মহাত্মা ধনজীভাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই পিতাকে আকাঙ্ক্ষাধিক সময় প্রদানে সেই মহাবিপদ সাগর হইতে সমুদ্ধার করিয়াছিলেন। সে বিপত্তি সাগরে তিনি কর্ণধার না হইলে কোনক্রমেই আমাদিগের আর পরিত্রাণ লাভের অণুমাত্রও সম্ভাবনা ছিল না। আমরা একেবারে—"

"তাহা হইতে পারে।" বাধা দিয়া উদাসীনভাবে পেস্তনজী কহিলেন, "তাহা হইতে পারে। হয় ত মূল গদীর অনুমতি ছিল, সেই নিমিত্তই সময় প্রদান করিয়া থাকিবেন। নতুবা বিনা অনুমতিতে কার্য্য করা, অধীনস্থ কর্ম্মচারীর পক্ষে এককালেই সাধ্যাতীত!"

"আজ্ঞা, তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে? আপনাদের মূল গদীকে বারবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, বারবার তাঁহারা মূল বিষয়ে একেবারেই অস্বীকার করিয়াছেন। এমন কি, ধনজীভাইয়ের নাম পর্য্যন্তও অস্বীকার! সেই নামে তাঁহাদিগের যে কোন একজন প্রতিনিধি ছিলেন, এ কথাও তাঁহারা—"

"সেকি?" আশ্চর্য্যভাব প্রকাশে পেস্তনজী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "সেকি? এ কথার অর্থ কি? অস্বীকার? ইহার তাৎপর্য্য কি? তিনি আমাদের গদীর বহুদিনের বিশ্বাসভাজন প্রতিনিধি, এক প্রকার সর্ব্বময় প্রভু! গদী তাঁহারে অস্বীকার করিলেন এ রহস্যের ভাব কি? তাই ত?"

"আজ্ঞা, তাহাই ত নিবেদন করিতেছি। আরও শুনুন, কেবল অবকাশ প্রদান মাত্র নহে, ঋণমুদ্রা পরিশোধ করিবার দায় হইতেও আমাদিগের অব্যাহতি লাভ হইয়াছিল। প্রাপ্তি-স্বীকৃত হুণ্ডীগুলি পিতার স্বকীয় বাণিজ্য-গৃহস্থিত সিন্দুকমধ্যেই—"

"সিন্দুকমধ্যেই প্রাপ্ত? প্রাপ্তি-স্বীকার পর্য্যন্তও স্বাক্ষরিত? সে আবার কিরূপ? এ আবার কি অলৌকিক ব্যাপার?"

"আজ্ঞা, তাহাই ত নিবেদন করিতেছি। অলৌকিক ব্যাপারই ত বটে! পিতাঠাকুর মহাশয় সেই নিমিত্তই ত উহাকে দেবদূতের কার্য্য বলিয়াই বিশ্বাস করেন। আপনাদের গদীর যখন সমস্তই অস্বীকার,—ঋণ অস্বীকার,—নাম

অস্বীকার,—সংস্রব অস্বীকার,—সমস্তই অস্বীকার,—অথচ ধনজীভাইয়ের বিদ্যমানতা,—মূল-গদীর উপর তাঁহার নর্ম্মমূল অক্ষুণ্ণ প্রভুত্ব,—এই কথা আপনার মুখেই যখন এইমাত্র শ্রবণ করিলাম, তখন সেই সমস্ত টাকা তাঁহার ভিন্ন অপর কাহার হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে ?"

"অসম্ভব! ইহাও কি বিশ্বাসযোগ্য ? নিঃস্বার্থভাবে এতটাকার মমতা পরিত্যাগ, ইহাও কি কখন যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া অনুমিত হয় ?"

"বলেন কি মহাশয় ?" পূর্ব্বের ন্যায় কিঞ্চিৎ উত্তেজিতস্বরে সুন্দরজী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "বলেন কি মহাশয় ? এ ক্ষেত্রে ইহা ভিন্ন আর কিরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিপথে আনিতে পারে ? আর এক কথা। প্রাপ্তি-স্বীকৃত হুণ্ডীর সহিত একখানি স্বুবর্ণ পদক! সেই পদকগাত্রে কৃতজ্ঞতা সূচক সমুজ্জ্বল বর্ণাঙ্কিত নিদর্শনপত্র। "কৃতজ্ঞতার নিদর্শন,। কুসীদ প্রদত্ত মূলধন অপরিশোধ্য!" যদি নিঃস্বার্থভাবে প্রদত্ত না-ই হইবে, তবে সেই কাঞ্চনপদকে ঐরূপ বর্ণাবলী সমঙ্কিত হইয়া থাকিবেই বা কেন ? বিবেচনা করুন দেখি—"

"তবেই ত ঠিক হইয়াছে!" ছিদ্রান্বেষী পেস্তনজী এই সূত্র প্রাপ্ত হইয়া সকৌতূহলে বাধা দিয়া কহিলেন, "তবেই ত ঠিক হইয়াছে! আপনার পিতা হয় ত এক সময়ে তাঁহাকে বিশেষরূপে অর্থানুকূল্য অথবা অন্য কোন প্রকার অসামান্য অভাবনীয় উপকার করিয়া থাকিবেন, সেই জন্যই হয় ত তিনি—"

"এক কপর্দ্দকও না!—উপকারের নামগন্ধও নাই!—আলাপ পরিচয় পর্য্যন্তও বিরহিত! এরূপ স্থলে নিঃস্বার্থ দান ভিন্ন আর কি সিদ্ধান্ত উপলব্ধ হইতে পারে ?"

"তাই ত ? এমন করিলেন কেন ? ঋণ নয়, আনুকূল্য নয়, অন্য কোন প্রকার উপকারও নয় তবে প্রচ্ছন্নভাবে এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্য কি ? তাই ত ?"

পেস্তনজীর এই সন্দেহাকুলিত চিন্তাকুলবাক্য শ্রবণে সুন্দরজী পক্ষ সমর্থনবাক্যে বলিতে লাগিলেন, "পুনঃ পুনঃ তাহাই ত নিবেদন করিতেছি, স্বার্থ বিরহিত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উৎসর্গ না করিলে সে ক্ষেত্রে তিনি সে

পন্থা অবলম্বন করিবেনই বা কেন? সেই কারণেই আমার স্থির সিদ্ধান্ত, স্থির বিশ্বাস যে, সে সমস্তই তাঁহার নিজের টাকা।"

"অসম্ভব! অসম্ভব! কখনই না, কখনই না! তাঁহার এতটাকার সংস্থান নাই,—এতটাকার অধিকারীই তিনি নহেন! দৃষ্টান্তস্থলে বলিতেছি, পাটনার নৈমিত্তিক খরচপত্র বিনির্ব্বাহের নিমিত্ত এই সে দিন মূল গদী হইতে তিনি দুইলক্ষ টাকা ঋণ স্বরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন; সুতরাং বিবেচনা করুন, শত শত লক্ষমুদ্রা নিঃস্বার্থে উৎসর্গ করিতে তাঁহার কতদূর সাধ্য সামর্থ্য?"

"একি কথা মহাশয়? এইমাত্র আপনি কহিলেন, ধনজীভাই আমাদের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা,—আবার বলিতেছেন, দুইলক্ষ টাকা ঋণ, এ আবার কিরূপ কথা মহাশয়?"

"হাঁ, কার্য্যে সর্ব্বেসর্ব্বাই বটেন, কিন্তু অপব্যয়-স্রোতে অতিরিক্ত ব্যয় করিলে তাহার নিমিত্ত কে আর দায়ী হইতে আসিবে? সুতরাং আশ্রয়দাতা গদী মহাজন, আশ্রিত প্রতিনিধি ঋণগ্রাহী খাতক!"

"যাহাই বলুন, যে হেতুই প্রদর্শন করুন, কিন্তু কিছুতেই আমার হৃদয়ের সুনিশ্চল দৃঢ় বিশ্বাস কোনক্রমেই বিচলিত হইবার নহে! সে সমস্তই তাঁহার নিজের টাকা।"

"ভাল, তর্ক মুখে স্বীকার করা গেল সে টাকা তাঁহার নিজেরই!" ঈষৎগম্ভীরভাবে পেস্তনজী কহিলেন, "ভাল, তর্ক মুখে স্বীকার করা গেল সে টাকা তাঁহার নিজেরই! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কি উদ্দেশে আপনি দুই চারিশত ক্রোশ দূরে, বঙ্গদেশের পাটলীপুত্র নগরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাত্রা করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প? তৎপ্রদত্ত টাকাগুলি প্রতিশোধ করিবার নিমিত্তই কি?"

"গ্রহণ করিলে ত কৃতকৃতার্থ হই। কিন্তু যে মহাত্মা,—যে পরোপকারী সাধু মহাত্মা, আমাদিগের উপকার সাধন করিয়া অবধি নিরুদ্দেশ, তদবধি যিনি আর দর্শন দান করিয়া আমাদের পরিবারকে চরিতার্থ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন না, তদবধি যিনি আপনার প্রকৃত অভিধানটী পর্য্যন্ত গোপন

করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি যে আমাদের প্রদত্ত পরিবেশিত অর্ঘ প্রতিগ্রহ করিবেন, সে আশা কি কখন,—আমি বলি, সে দুরাশা কি কখন আমার হৃদয়ে তিলমাত্রও স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে? তবে—আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, দর্শনের নিমিত্ত,—দূরদেশে গমনের নিমিত্ত,—আমার এতদূর আগ্রহ, এতদূর আকিঞ্চন কি জন্য?—জন্য? কেবল তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন মাত্র! সেই মহাপুরুষের চরণ বন্দনা করিয়া এই দীন-হৃদয়ের চিরকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এইমাত্র অভিলাষ,—কেবল এইমাত্র আকিঞ্চন।"

"ও হরি তবেই ত সব হইল।" ঊর্দ্ধভাগে হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক গম্ভীর বদনে সুগম্ভীরস্বরে পেন্‌নত্তজী কহিলেন, "ও হরি তবেই ত সব হইল! কিছুই হইবে না, সমস্ত আকিঞ্চনই বৃথা!"

"কেন কেন মহাশয়, এরূপ আজ্ঞা করিলেন কেন?—আকিঞ্চন বৃথা হইয়া যাইবে, এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবার অভিপ্রায় কি?"

"কৃতজ্ঞতায় অবিশ্বাস! সংসারের কোন কৃতজ্ঞতায় তিনি বিশ্বাসস্থাপন করেন না! একদিন এই প্রসঙ্গে তাঁহার সহিত আমার নানারূপ তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল, অনেক বাদানুবাদের পর, তিনি উদাসভাবে হাস্য করিয়া তাচ্ছিল্যভাবে কহিয়াছিলেন, 'সংসারে কৃতজ্ঞতা শব্দ কেবল কথার কথা মাত্র! জগতে কৃতজ্ঞতা নাই! যে যখন যাহার নিকট উপকার প্রাপ্ত হয়, কেবল সেই সময়েই শিষ্টাচারের অনুরোধে মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে মাত্র! তাহা বাদে এই প্রতারণাপূর্ণ ঐন্দ্রজালিক সংসার, প্রকৃত আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় একেবারেই পরিবর্জ্জিত!' সেই নিমিত্তই বলিতেছি, কৃতজ্ঞতায় তাঁহার কিছুমাত্রই বিশ্বাস নাই!"

"হায়! এ কি কথা?—সংসারে তবে তাঁহার কি পদার্থে অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস?" সবিস্ময়ে সঙ্কুচিতচিত্তে সুন্দরজী মহাশয় পুনরুচ্চারণ করিলেন, "সংসারে তবে তাঁহার কি পদার্থে অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস? যদি তিনি ভাগ্যক্রমে এখানে উপস্থিত থাকিতেন, কোন প্রকারে যদি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে সমর্থ হইতাম, দণ্ডেকমাত্র ধৈর্য্যসহকারে আমাদিগের এই কাকুতি মিনতি পরিপূর্ণ সকরুণ কৃতজ্ঞতা তাঁহার শ্রবণকুহরে কণামাত্রও যদি প্রবেশ করিতে পাইত

তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম, প্রকৃত কৃতজ্ঞতায় সংসারী জীবের হৃদয়তন্ত্রী তন্ত্রে তন্ত্রে নিনাদিত হইতে পারে কি না,—পাষাণ প্রতিমা হইলেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতারসাভিষেকে তাহা শোণিত মাংসে পরিণত হইয়া সকরুণ সহানুভূতি-রসে নির্মাণ হইয়া যাইত কি না, সে বিষয়ের দৃষ্টান্তস্থল তিনিই তন্মুহূর্ত্তে সেই ক্ষেত্রেই হইতে পারিতেন। সেই জন্যই—'

বাধা পড়িল।—"মার্জ্জনা করিবেন" ইতি সংক্ষিপ্তবাক্যে প্রস্তাবনা বন্ধ করিয়া ধৈর্য্যশীল পেস্তনজী অধৈর্য্যভাবে গাত্রোত্থান করিলেন। আরক্তিম কপোলদেশ এবং আলোহিত লোচন যুগল পরিমলবাহী সুরঞ্জিত রুমালে সমাবৃত করিয়া গৃহপার্শ্বস্থ একটী বিমুক্ত বাতায়নদ্বারে সমুপনীত হইলেন। নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতে করিতে ক্ষুৎ-কাশ-জৃম্ভনসহকারে কএক মুহূর্ত্তকাল সেই স্থানে অতিবাহিত করিয়া পুনরায় আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক প্রশান্তভাবে কহিলেন, "এই অভদ্রোচিত প্রতিবন্ধকতার নিমিত্ত বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা! উহা আমার স্বাভাবিক বিকৃতি,—পুরুষানুক্রমে ধরাবাহিক উহা এক সাংক্রামক ব্যাধি! সময়ে সময়ে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন না করিলে শ্বাস প্রশ্বাস যেন অবরুদ্ধ হইয়া যায়। সেই সংক্রামক ব্যাধির দ্বারা সমাক্রান্ত হইলেই প্রবল পবন প্রবাহের আবশ্যক হইয়া থাকে। তন্নিমিত্তই—"

"তজ্জন্য কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? ব্যাধিবিরোধে এরূপ ঘটনা ত সচরাচরই সংঘটিত হইয়া থাকে, সে নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনার আবশ্যক কি? ফরাসী ডাক্তার—নামটী কি ভাল—হাঁ—হাঁ—মহোদয় ইভান দেবি। তিনিও এইরূপ ব্যাধি বোধে মধ্যে মধ্যে সমাক্রান্ত হইয়া থাকেন। স্বয়ং আমি একদিবস একস্থানে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ক্ষমা প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া সহানুভূতিসহকারে আকস্মিক ব্যাধিগ্রস্ত অভ্যাগতের প্রতি সুপ্রসন্ন নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক স্নেহপূর্ণস্বরে সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আপনি কেমন আছেন? সে ভাবটী অপসারিত হইয়া গিয়াছে ত?"

"সম্পূর্ণরূপেই!" পেস্তনজী বিনম্রভাবে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, সম্পূর্ণরূপেই।—এইমাত্র আপনি যে সমস্ত কথা পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন, প্রকৃত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা কাহাকে বলে, স্বরূপ চিত্র করিয়া যাহা আপনি

জগত সংসারকে প্রদর্শন করিতেছিলেন, তাহা সমস্তই সত্য,—অখণ্ডনীয় জাজ্বল্যমান সত্য।—যাঁহার উদ্দেশে আপনি এই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে একান্তই সমুৎসুক, সে ব্যক্তি যদি এই সময়ে এ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া স্বকর্ণে ইহার কণামাত্রও শ্রবণ করিতে পাইতেন, তাহা হইলে জগতের কৃতজ্ঞতায় তাঁহার আর অবিশ্বাস করিবার বিন্দুমাত্রও অবসর থাকিত না,—পূর্ব্ব সংস্কার একেবারেই খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া যাইত। অন্ততঃ দাতাজী-পরিবারের অন্তরে যে স্বভাবতঃ যথার্থ কৃতজ্ঞতা পরিবিদ্যমান আছে, কৃতজ্ঞতাসহকারে ইহা তাঁহারে অবাধে বিশ্বাস করিতে হইতই হইত।”

“তাহা আমি বলি না। তিনি বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, কিন্তু আমাদের কৃতজ্ঞ-হৃদয় তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে চিরআবদ্ধ! ইহ সংসারে ইহ শরীরের ধমনীতে কণামাত্রও শোণিতস্রোত যতদিন পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতে থাকিবে ততদিনই আমাদের এই চিরকৃতজ্ঞহৃদয় হইতে সে কৃতজ্ঞতা কদাচই অপসারিত হইবার নহে। চিরদিন অব্যাহত রহিয়াছে, চিরদিন অব্যাহত রহিবে, কদাচই অপসারিত হইবে না, হইবে না, হইবে না।”

“তাহা ত বটেই,—তাহা ত আমি চক্ষুস প্রত্যক্ষেই পরিদর্শন করিয়াছি! কিন্তু যে নিমিত্ত আমার আগমন, সে বিষয় পরিব্যক্ত করিবার নিমিত্ত আমাকে যৎকিঞ্চিৎ অবসর—”

আজ্ঞা হাঁ, যথার্থ বটে। যথার্থ বটে! হৃদয়োচ্ছ্বাস ধারণ করিতে অসমর্থ হওয়াতে অগত্যাই আমারে এতদূর অগ্রসর হইতে, এতদূর প্রতিবন্ধকতা করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল!— অনুমতি করুন?”

“কিঞ্চিৎ নির্জ্জন হইলে ভাল হয়।” ইদলজীর দিকে নেত্রপাতপূর্ব্বক পেসুতনজী কহিলেন, “কিঞ্চিৎ নির্জ্জন হইলে ভাল হয়!”

“কোন বাধা নাই।” বক্তার অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া সুন্দরজী তৎক্ষণাৎ পার্শ্ববর্ত্তী ইদলজীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, “ইদল্! কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত তুমি—”

আর বলিতে হইল না, সংক্ষেপে সঙ্কেত বুঝিবামাত্রই ইদলজী আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

গৃহ নির্জ্জন হইল। সুন্দরজীর প্রশ্নপূর্ণদৃষ্টি পেসুতনজীর প্রতি বিনিক্ষিপ্ত হওয়াতে তিনি মনোগত ভাব এইরূপে পরিব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। "সম্প্রতি ইংরাজ ফরাসীতে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বিগ্রহ সমুপস্থিত! সেই যুদ্ধে—"

"তাহা ত শুনা হইয়াছে! তাহার সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কি?"

"তাহারা ভারতবর্ষের টাকা চাহে! এ দেশীয় মহাজনের নিকট হইতে অধিক সুদে টাকা আর সামরিক বিভাগের নিমিত্ত নানারূপ দ্রব্যসামগ্রীর তাহাদের নিতান্তই আবশ্যক। এ সময় এই উভয়বিধ বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারিলে নিশ্চয়ই দশটাকা লভ্য হইতে পারে। মহাশয়ের ইহাতে অভিমত কি?"

"হাঁ, বিবেচনামতে কার্য্য করিলে সবিশেষই লাভের সম্ভাবনা। কিন্তু আমার প্রতি মহাশয়ের আদেশ কি?"

"অপর কিছুই না, কেবল উভয় গদীর সেই বিষয়ে একত্রে সংবদ্ধ হওয়া মাত্র।"

"সংবদ্ধ? মহাশয়ের গদী না পাথোজীর সহিত সেই বিষয়ে আবদ্ধ আছে?—সকলেই ত এই কথা বলাবলি করিয়া থাকে, তবে কতদূর সত্য, তাহা আমি—"

"না মিথ্যা নহে, আমরা ঐরূপেই সম্মিলিত হইয়াছি বটে, কিন্তু—"

"তবে?" সংশয়াকুলিতচিত্তে সুন্দরজী বলিয়া উঠিলেন, "তবে? এক জনের সহিত যদি বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াই থাকে, তবে আবার তৃতীয় ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ বন্ধন করিবেন কেন?"

"আজ্ঞা, তাহার একটী গূঢ় কারণ আছে!" চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক পেসুতনজী কহিলেন, "আজ্ঞা, তাহার একটী বিশিষ্ট কারণ আছে! পাথোজী মহাশয় এ দিকে অতি অমায়িক লোক বটেন, কিন্তু বাণিজ্য ব্যাপারে তাঁহার তত দূর পারদর্শিতা নাই, বড়ই স্বেচ্ছাচারী, যাহা একবার ধরেন, তাহা আর সহজে পরিত্যাগ করিতে চাহেন না! যে হুণ্ডী ক্রয় করিতে নিষেধ করা হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহাই তিনি ক্রয় করিয়া বসেন!—অমুক ব্যক্তিকে পণ্য দ্রব্য সরবরাহ করিলে সুবিধা হইবে না, এরূপ উপদেশ যখনই তাঁহাকে

প্রদান করিয়াছি, তখনই তাহাতে তাঁহার ঔদাস্যভাব!—তখনই তিনি সেই বিষয়ের বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন!"

"পাথোজী অতি অমায়িক লোক" ইত্যাকার কএকটী শব্দ শ্রবণগোচর হইবামাত্রই সুন্দরজীর অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাস্যরেখা প্রতিভাত হইল। তিনি অনন্যমনে সেই বিষয়েরই তোলাপাড়া করিতেছিলেন, পেস্তনজীর অন্যান্য বাক্যাবলী তাঁহার কর্ণকুহরে অতি ক্ষীণরূপেই প্রতিশব্দিত হইতেছিল মাত্র। অভ্যাগতের শেষ কএকটী কথা উচ্চারিত হইবার সময় সহসা তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, তিনি সোৎসুকে জিজ্ঞাসু করিলেন, "এরূপ স্থলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেও ত করিতে পারেন,—সুপরামর্শে যখন তাঁহার একেবারেই অনাস্থা,—কোন কথাই যখন তিনি মনোমধ্যে স্থান দান করেন না, তখন অংশী সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়া দিলেও ত দিতে পারেন, তাহা না করেন কেন?"

"তাহার আর উপায় কৈ?" কিঞ্চিৎ হতাশস্বরে পেস্তনজী উত্তর করিলেন, "তাহার আর উপায় কৈ?—আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাও ত তাহাই, কিন্তু সে ব্যক্তি অব্যাহতি প্রদান করিতে চাহে না যে?"

সাশ্চর্য্যে সুন্দরজী মহাশয় কহিলেন, "অনিচ্ছা স্বত্বেও বিষয় কর্ম্মে সংযুক্ত থাকিতে হইবে?—ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও তাহার সহিত কারবারবারে বিজড়িত থাকিতে হইবে? ইহার অর্থ কি মহাশয়?"

"আজ্ঞা, একেএকে নিবেদন করিতেছি।—সহযোগ বাণিজ্যে সংলিপ্ত হইবার সময় পরস্পর এইরূপ সর্ত্তে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া আছি যে, উভয়ের অভিমত না হইলে কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইবেন না!"

"তাহা ত বুঝিলাম!—এরূপ সর্ত্তে স্বীকারপত্র স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছেন, তাহা যেন সম্পূর্ণরূপেই হৃদয়ঙ্গম হইল। কিন্তু যেস্থলে অভ্যাগতার পক্ষে এরূপ বিঘ্ন ব্যাঘাত,—পাথোজী মহাশয় যখন সমস্ত কথাই অবহেলা করিয়া থাকেন,—আপনার সদুপদেশ যখন একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছেন, তখন আর সেই স্বীকারপত্রের সর্ত্তাদি কিরূপে বলবৎ থাকিতে পারে? এই সকল হেতু প্রদর্শনে অবাধেই ত আপনারা সেই সহযোগ বাণিজ্য রহিত করিয়া দিতে পারেন?"

"আচ্ছা, অবাধে আবশ্যক কৈ? তাহাতে যে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ অতীব আবশ্যক? আমাদের গদী সে প্রণালী অবলম্বন করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক।—ধর্ম্মাধিকরণে প্রবেশ, তাঁহারা অতিবাদই ঘৃণা করিয়া থাকেন। সেই নিমিত্তই ত এই বিষম বিভ্রাট, নতুবা কোন্‌কালেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতাম!"

"তবে আপনাদের উপায়?—আইন সঙ্গত ন্যায় সঙ্গত কার্য্যে যখন আপনাদের এইরূপ বিদ্বেষ তখন তাহার আর অপর সুপ্রশস্ত উপায়?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া সুন্দরজী হাস্য করিতে করিতে পুনরায় কহিলেন, "সমধিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহার সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে সংবদ্ধ হইয়া থাকিবেন নাকি?"

"সেই নিমিত্তই ত মহাশয়ের নিকট আগমন।" গম্ভীরভাবে গম্ভীরস্বরে পেস্তনজী কহিলেন, "সেই নিমিত্তই ত মহাশয়ের নিকট আগমন! যাহাতে আমাদের গদী ক্ষতিগ্রস্ত বাণিজ্য ব্যাপার হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, সেই নিমিত্তই ত মহাশয়ের সহিত সমসূত্রে সংলিপ্ত হইবার ইচ্ছা! সেই নিমিত্তই ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ সংশ্রব রাখিতে নিতান্তই অভিলাষী।"

"এ গদীর সহিত সম্বন্ধ বন্ধনে সংযুক্ত হইলে পাথোজীর অবিমৃষ্যকারিতা হইতে কিরূপে রক্ষা পাইতে পারেন? এ গদার সহিত সংশ্রব রাখিলে সে দিকের ক্ষতি কিরূপেই বা সম্পূরণ হইয়া যাইবে?"

"তাহার একটী কথা আছে। সে দিকের যে ক্ষতি সেই ক্ষতিই সহ্য করিতে হইবে বটে, কিন্তু এ দিকের নিশ্চিত লাভ একেবারেই স্থির সিদ্ধান্ত! অনিবার্য্য! অখণ্ডনীয়!"

"সে কিরূপ মহাশয়? সে দিকের ক্ষতি, আর এ দিকের লাভের বিষয় একেবারেই স্থির নিশ্চয়, এ কথার মর্ম্ম কি মহাশয়?"

"বুঝিতে পারিলেন না?" হাস্য করিতে করিতে পেস্তনজী মহাশয় কহিলেন, 'ইহা আর বুঝিতে পারিলেন না? বলিতেছি কি, আমার অমতে পাথোজী মহাশয় যে যে বিদেশীয় হুণ্ডী ক্রয় বিক্রয় করিবেন,—

তাঁহার মনোনীত পাত্রে যে যে পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করিতে সমুৎসুক হইবেন, সেই সেই হুণ্ডী এবং সেই সেই পণ্যদ্রব্যের প্রাপ্তি-স্বীকারপত্র মহাশয়ের গদী ক্রয় বিক্রয় করিলে সমধিক লভ্য হইবার সমধিকই সম্ভাবনা। এই ব্যাপারে আমাদের গদীরও একাংশ মহাশয়ের সহিত বিশেষরূপেই নির্দ্ধারিত রহিল।"

"বুঝিলাম।—কতক কতক হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি। আরও কিছু অধিক ব্যাখ্যা করিয়া বলিলে ভাল হয়। অনুগ্রহ প্রকাশে কৃতকৃতার্থ করিতে অনুমতি করুন।"

"বলিতেছি কি," এইমাত্র বলিয়া চকিতশঙ্কিত গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক মৃদুস্বরে—মৃদু অথচ ধীর গম্ভীরস্বরে পেস্তনজী পুনর্ব্বার কহিলেন, "বলিতেছি কি, আমার অনভিমতে যে সমস্ত কার্য্য পাথোজী মহাশয়ের দ্বারা সমাধি হইবে, কোন বিষয়টীতে ক্ষতি, আর কোন্ বিষয়টীতে অতিরিক্ত লভ্যের এক প্রকার স্থির নিশ্চয়, তাহা আমি বিশ্বাসী লোক, অথবা গোপনীয় পত্র দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই মহাশয়কে বিজ্ঞাপন করিয়া পাঠাইব। আপনি সেই উপদেশমত কার্য্য করিবেন; তাহা হইলে আমাদের লভ্যের আর সীমা পরিসীমা থাকিবে না। এখন মহাশয়ের যেরূপ অভিরুচি।"

"তাই ত, কার্য্যটী অতিশয় গুরুতর, দুরূহ ব্যাপার! বিনা পরামর্শে সহসা এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে কিরূপে সাহস প্রাপ্ত হইতে পারি? পিতার অনুজ্ঞা না হইলে—"

"কেন, আমার প্রতি কি আপনার সন্দেহ হইতেছে?—কুপরামর্শ দানে পাছে আপনার কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করি, ইহাই বুঝি মনোমধ্যে ধারণা হইতেছে?—সম্ভাবনাও তাহাই!—অপরিচিত লোকের উপর কিরূপেই বা এতদূর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন? ভাল, সে আপত্তি খণ্ডন করিয়া দিতেছি।—আমার অন্তর যে খল কপটতা পরিশূন্য তাহার প্রমাণ এখনই আমি মহাশয়কে প্রদর্শন করিতেছি।" এই কথা বলিয়া পেস্তনজী মহাশয় একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা মধ্য হইতে দুইখানি মলিন কাগজ বহিষ্করণ পূর্ব্বক সুন্দরজীর হস্তে অর্পণ করিলেন।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে বিনম্র প্রকৃতি ধনজীভাই যে দুই-খানি অনুরোধপত্র গর্ব্বিত স্বভাব পাথোজীকে প্রদর্শন করাতে ক্রোধপতি সওদাগরের ভাবগতিক যেন বাতকপোতের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়। তিনি তাঁহারে সম্বর্দ্ধনার উপর সম্বর্দ্ধনা অভিবাদনের উপর অভিবাদনপূর্ব্বক একেবারেই আপ্যায়িত করিয়া দিয়াছিলেন, এই দুইখানিই সেই অনুরোধ পত্র. ইহাই পেস্তনজী মহাশয় শ্রেষ্ঠীতনয়ের করকমলে সমর্পণ করিলেন।

ত্বরিতনয়নে তৎপ্রতি নেত্রপাতপূর্ব্বক সুন্দরজী মহাশয় সোৎসুকে কহি-লেন, "আজ্ঞা, আপনি যে একজন সম্ভ্রান্তব্যক্তি এ পত্র প্রদত্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহা আমার হৃদ্‌প্রত্যয় হইয়াছে। তবে ও দুইখানি প্রদর্শন করিবার তাৎপর্য্য কি ?"

"অপর কিছুই না। কেবল মহাশয়ের হৃদ্‌বোধের নিমিত্ত। আমার উপদেশে যদি আপনাদের গদী এক কপর্দ্দকও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন, তাহা হইলে ঐ মুদ্রা হইতেই আপনি তাহা কর্ত্তন করিয়া লইবেন। কেমন, এক্ষণে বোধ হয় আপনার হৃদ্‌প্রত্যয় হইয়া থাকিবে ? আমি বিশ্বাসযোগ্য পাত্র কি না তাহা—"

"আজ্ঞা, বিশ্বাস অবিশ্বাস নাই,—প্রত্যয় অপ্রত্যয় নাই,—আমার ভাবার্থ আদৌ আপনি সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন কি ? কারণ আমার ইতস্ততঃ, তাহা আপনার বোধগম্য হয় নাই। ভাল, মহাশয়কে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বলি, আপনাদের গদীর সহিত যদি এ কার্য্যে সংলিপ্ত হইতে হয়, তাহা হইলে পাথোজীর সহিত কি সাক্ষাৎ সংশ্রবে আসিতে হইবে ?"

"হাঁ হইবে বৈ কি ? টাকার আদান প্রদান, হুণ্ডী অথবা পণ্যদ্রব্যের প্রাপ্তি-স্বীকারপত্র ক্রয় বিক্রয় করিতে হইলে, পাথোজীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ নিতান্তই অনিবার্য্য !"

উদ্বিগ্নচিত্তে সুন্দরজী মহাশয় কহিলেন, "তাই ত, পাথোজীর সহিত পুনরায় ঘনিষ্ঠতা, ঐটীই ত দোষের কথা,—সেই নিমিত্তই আমার ইতস্ততঃ,-ভাল মহাশয়! অপর কি কোন উপায় নাই ? বিনা সাক্ষাতে আমাদের এই উপস্থিত কার্য্যটী কি নির্ব্বাহিত হইতে পারে না ?"

"কিরূপে হইবে? অধিক টাকার আদান প্রদানের সময় পাথোজী মহাশয় স্বয়ই সেই কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন, সুতরাং অন্য উপায় হইবার আর সম্ভাবনা কোথায়?"

"তবেই ত বিষম বিভ্রাট। পিতাঠাকুর বোধ হয় ইহাতে কোনক্রমেই সম্মত হইবেন না। তাই ত কি করা যায়?" মৃদুমন্দস্বরে এই কএকটী কথা আপনা আপনি উচ্চারণপূর্ব্বক শ্রীমান সুন্দরজী বিমর্ষবদনে নীরব হইলেন।

"কেন মহাশয়, তাহাতে আর ক্ষতি বুঝি কি? পাথোজীর সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন হইলে আমাদের এই উদ্দিষ্ট বিষয়ের পক্ষে বিঘ্ন বাধাই বা কি সংঘটিত হইতে পারে? আপনার পিতাঠাকুর ইহাতে অসম্মত হইবেনই বা কেন? তাঁহার ইহাতে আপত্তি কি?"

"মহাশয়! সে অনেক কথার কথা। তবে সংক্ষেপে এইমাত্র পরিব্যক্ত করিতে পারি যে পাথোজী মহাশয় আমার পিতার সহিত এককালে অতিশয় নিদারুণ দুর্ব্যবহার বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। সেই পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত—"

"মহাশয়! এই পত্রখানি একবার পাঠ করিতে যৎকিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করুন দেখি।" এই কএকটী কথায় বাধা দানে সেবতনজী মহাশয় আর একখানি ক্ষুদ্র পত্র সুন্দরজীর হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক গম্ভীরবদনে পুনরায় কহিলেন, "এই পত্রখানি একবার পাঠ করুন দেখি,—তৎপরে ন্যায় অন্যায়, স্বীকার অস্বীকারের কথা।"

সুন্দরজী পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল:

"বঙ্গা[illegible], পাটনা।"

"[illegible]।"

"[illegible]!"

"পত্রবাহক সেবতনজী আমাদের অতি বিশ্বাসভাজন পাত্র। ইনি যে কোন বিষয়েই প্রস্তাব করিবেন, আপনি তাহাতে অনুমোদন করিলে আমি আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিব।

ভরসা করি আমার এই সানুনয় নিবেদন হৃদয়মধ্যে গ্রহণ করিয়া লইবেন।'

"'দাসানুদাস"
"ধনজীভাই।"

তড়িৎগতিতে সুন্দরজীর শিরায় শিরায় অননুভূত আনন্দ-তরঙ্গ উদ্বেলিত। হৃদয়ে মুখমণ্ডলে কৃতজ্ঞতার পূর্ণ নিদর্শন সুস্পষ্টরূপে পরি-দৃশ্যমান। আনন্দ বিহ্বলচিত্তে পত্রখানি দেবদুর্লভ ধনের ন্যায় একবার মস্তকে, পরক্ষণে বক্ষে, পুনরায় বক্ষাঞ্চলে রক্ষা করিয়া কৃতজ্ঞতার পরা-কাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সাদরে উষ্ণীষমধ্যে সেখানি সংরক্ষিত করিয়া আনন্দ গদগদ চিত্তে সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "এত দিনের পর সার্থক জীবন! হায়! পিতাঠাকুর সমুপস্থিত নাই! এ আনন্দের অংশী হইবে কে? এত দিনের পর চিরপূজ্যাবস্ত মস্তকোপরি রক্ষা করিতে সুসমর্থ হইলাম। হায়! অদ্য কি আনন্দের দিন! পিতা—"

কিঞ্চিৎ বিরক্তস্বরে বাধা দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে পেস্তনজী মহাশয় কহিলেন, "আপনার হৃদয় যে চিরকৃতজ্ঞতায় পরিপ্লুত, তাহা ত আমি ইতিপূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি! এক্ষণে আমার প্রস্তাবিত বিষয়ের সদুত্তর কি?"

সুন্দরজীর আনন্দনির্ঝরতরঙ্গ যেন পাষাণ খণ্ডের সংঘাতে তৎক্ষণাৎই প্রতিরোধ প্রাপ্ত হইল। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় বিমর্ষবদনে কুণ্ঠিতস্বরে প্রত্যু-ত্তর করিলেন, "তাই ত, পাথোজীর সহিত পুনরায় সংস্রব স্থাপন, পিতা মহাশয় কি ইহাতে অনুমোদন করিবেন?"

"ইহাতে তাঁহার অনভিমত হইবে কেন? পাথোজীর সহিত যদি আপনাদের কোনরূপ মনোবাদই থাকে, তাহা হইলেও ত কোন প্রবল বাধা উপস্থিত দেখিতেছি না? যদি বলেন মান হানি, তাহাতেই বা ন্যায়সঙ্গত আপত্তি কোথায়? আপনি কিছু আর তাঁহার গদীতে পদার্পণ করিতেছেন না, সেই আপনার এখানে আগমনপূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া যাইবে, সুতরাং আপত্তি আর স্থান প্রাপ্ত হইতেছে কোথায়?"

"আজ্ঞা না, মান হানির নিমিত্ত নহে। যাহার সহিত বহুকাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছি, তাহার সহিত পু বায বিষয় কর্ম্মে সংলিপ্ত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারি না। স্থির নিশ্চয়,—পিতাঠাকুর ইহাতে অবশ্য অবশ্যই অসম্মতি দান করিবেন।"

"ভাল, ন্যায়সঙ্গত বাক্যেও যদি আপনার এতদূর অনাস্থা, অন্ততঃ ধনজীভাইয়ের পত্রের প্রতিও দৃষ্টি রাখা আপনাদের পক্ষে উচিত কার্য্য হইতেছে। তাঁহারই অনুরোধ—স্বীকার করুন।"

বিষাদপূর্ণবদনে শ্রীমান সুন্দরজী নীরসকণ্ঠে কহিলেন, "মহাশয়! বৈষয়িক কার্য্যে প্রায় সচরাচর একরূপ অনেক বিষয়ই উপস্থিত হইয়া থাকে যে, কোন একটী বিশেষ বিষয় সাধন জন্য সাধুলোকের উপরোধ করা একেবারেই অকর্ত্তব্য! করিলেও তাহা প্রতিফলিত হইয়া থাকে না। আমাদের উপস্থিত বিষয়েও সেইরূপ।—ধনজীভাইয়ের নিমিত্ত আমরা প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে পারি, কিন্তু—"

উত্তর শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পেস্তনজীর মুখমণ্ডল বিভিন্নভাব ধারণ করিতে লাগিল। কথা সাঙ্গ করিতে তিনি আর অবসর প্রদান করিলেন না। সহসা আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্লেষগর্ভস্বরে বিরক্তবদনে কহিলেন, "উত্তম! দাতাজী-পরিবারের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা কতদূর প্রগাঢ়, যাইবার সময় তাহা বিলক্ষণরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলাম।" এই কএকটী কথা উচ্চারণ করিয়া তিনি দ্বারাভিমুখে ধীরে ধীরে পদচালনা করিতে লাগিলেন।

এই সমস্ত শ্লেষপূর্ণবাক্য শ্রবণে সুন্দরজীর হৃদয় সুতীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর অশনি দ্বারা যেন একেবারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। কৃতজ্ঞতা—সংঘাতপ্রাপ্ত কৃতজ্ঞতায় সুন্দরজীর হৃদয়কে একেবারে ভয়ঙ্কররূপে বিলোড়িত করিয়া তুলিল, তিনি আর স্থিরভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বিদ্যুৎগতিতে প্রধাবিত হইয়া গমনোদ্যোগী পেস্তনজীর উভয় কর দৃঢ়রূপে ধারণপূর্ব্বক অতি কাতরস্বরে উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "যাইবেন না—যাইবেন না—মিনতি করি প্রত্যাবৃত্ত হউন! অনুরোধ—অনুরোধ—আসন গ্রহণ করুন।"

বিফল হইল না।—এই কাকুতি মিনতি শ্রবণে পেস্‌তন্‌জী মহাশয় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। উভয়ে পুনর্ব্বার আসন পরিগ্রহ করিবার পর শ্রেষ্ঠী তনয় সুন্দরজী পূর্ব্বের ন্যায় উত্তেজিতস্বরে পেস্‌তন্‌জীকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, "মহাশয় মার্জ্জনা করিবেন, এ মূঢ়ের দুর্ব্বুদ্ধিতা মনোমধ্যে স্থান দান করিবেন না। ধনজীভাইয়ের অনুরোধ—দেবাদেশ তুল্য অলঙ্ঘনীয়! তাঁহার আজ্ঞায় প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জিত হইতে পারে, সামান্য নিয়মভঙ্গ ত অতিশয় তুচ্ছেরই কথা!—তাঁহার অনুরোধ—তাঁহার আজ্ঞা, অবশ্যই আমাদিগের শিরোধার্য্য!—যাহা বলিলেন, তাহাই করিতে প্রস্তুত!—তাঁহার অনুজ্ঞা হইলে পদ্মথাজীর চরণতলেই বিলুণ্ঠিত হইতে পারি, পুনর্ম্মিলিত হওয়া ত অতি যৎসামান্য লৌকিক ব্যাপার!"

সুন্দরজীর এই সরল ভক্তিযুক্ত বাক্যাবলী শ্রবণে পেস্‌তন্‌জীর নয়ন প্রান্তে দুই একটী অশ্রুবিন্দু বিনির্গত হইল। রুমালে নেত্র আচ্ছাদনপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত নীরব হইয়া রহিলেন। কিঞ্চিৎ পরে মুখাবরণ অপসারিত করিয়া সস্নেহস্বরে কহিলেন, "তবে এই কথাই স্থির! এ সম্বন্ধে লেখাপড়া যাহা কিছু করিবার আবশ্যক, আপনি সে সমস্ত কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। আর আমাদিগের দেয় দলীলাদিতে স্বাক্ষর এবং মোহরাঙ্কিত করিয়া শীঘ্রই আপনার সন্নিধানে পাঠাইয়া দিব।"

পেস্‌তন্‌জী গমনোদ্যত হইলে সাগ্রহে সানুনয়ে শ্রীমান সুন্দরজী কহিলেন, "মহাশয়! বিস্মৃত হইয়া যাইতেছেন যে? হুণ্ডী দুইখানি গ্রহণ করিবেন না?—এতটাকার হুণ্ডী কি এইরূপে ফেলিয়া যাইতে হয়?"

"না, ফেলিয়া যাইব কেন? উহা ত মহাশয়কেই প্রদত্ত হইয়াছে। মির্জ্জিতিয়ার সাহেবের গদী হইতে নগদ মুদ্রা অথবা স্বর্ণ আনয়নপূর্ব্বক জমা করিয়া লইবেন,—আপনারই নামে জমা করিয়া রাখিবেন। দ্বিতীয় হুণ্ডীখানিও সেইরূপ করিলে সবিশেষই বাধিত হইব। বিস্মৃতক্রমে ফেলিয়া যাইব কেন?"

"সেকি মহাশয়? আপনি এ কিরূপ আজ্ঞা করিতেছেন?—আপনার টাকা আমরা গ্রহণ করিব কেন?—আর যদি ভাঙ্গাইয়াই আনিতে হয়, তবে

আমার নামে জমা করিয়া রাখিবার আবশ্যক কি? মহাশয়ের টাকা, মহাশয়ের নামে জমা করিলেই ত ভাল হয়।"

"না না, উহাতে আর প্রতিবন্ধক দান করিবেন না। যেরূপ বলিলাম সেইরূপ করিলে সবিশেষই অনুগৃহীত হইব!—এ গদীতে ঐ টাকা বিন্যস্ত করিয়া রাখিবার আর একটী বিশিষ্ট কারণ এই, এত অধিক টাকা নিরাপদে রক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান —"

বাধা দানে ঈষদ্ধাস্যসহকারে সুন্দরজী মহাশয় কহিলেন, "এতটাকার কারকারবার আপনাদের, অথচ টাকা রাখিবার নিরাপদ স্থান একটীমাত্রও প্রাপ্ত হইলেন না? আর যদি তাহাই হয়, তবে আমার নামে জমা করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য কি?"

"বাক্‌বিতণ্ডায় তর্ক বিতর্কে আমি একেবারেই অনভ্যস্ত! বিশেষতঃ জমা করিয়া রাখিতে সবিশেষ দোষই বা আর কি আছে?"

শ্রীমান সুন্দর নিরুপায়,—যে ভাবে যে স্বরে পেস্‌তনজী মহাশয় এই কএকটী কথা সমুচ্চারণ করিলেন, তৎশ্রবণে তিনি আর বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিলেন না। বারবার বাদানুবাদ করিলে অভদ্রতা এবং সেই সঙ্গে ভাবী অংশীর প্রতি সন্দেহ ভাব প্রকাশ পায় বিবেচনায়, অগত্যাই তাহাকে সে বিষয় হইতে নিরস্ত হইতে হইল। বিশেষতঃ মুদ্রাদি হস্তান্তর করিতেছেন না, তৎপরিবর্ত্তে বরং সমধিক মুদ্রা তাঁহার গদীতেই সংন্যস্ত হইয়া থাকিতেছে। এরূপ অবস্থায় অকাট্য আপত্তি উত্থাপনের পন্থাই বা আর কোথায়? এই সকল কারণে অপারগমান হইয়াই তিনি তাহাতে সম্মতি দান করিলেন। শিষ্টাচার বিনিময়ের পর বিদায়গ্রাহী পেস্‌তনজী দ্বারদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন, সহসা কোন কথা স্মরণ হওয়াতে ত্বরিতপদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অতি কোমলস্বরে ব্যগ্রভাবে আগ্রহসহকারে কহিলেন, "আর একটী কথা! আমাদের অদ্যকার এই সহযোগ বাণিজ্যের ব্যাপার পাথোর্জী মহাশয়ের যেন ঘৃণাগ্রেও কর্ণগোচর না হয়!"

পেস্‌তনজী সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

পঞ্চাশত্তম কাণ্ড।

বাণিজ্য সংঘাত!

বরদা রাজধানীর সমৃদ্ধিশালী মহাজনমণ্ডলীর আবাসপল্লীমধ্যে প্রধান রাজপথপার্শ্বে একটী উচ্চ বিস্তৃত সুরম্য হর্ম্ম্যে হেমাভাই প্রেমাভাইদের শাখা-গদী বা ধনশ্রীভাইদের কার্য্যালয় সংস্থাপিত। অট্টালিকার গঠন প্রণালী এবং বাহ্যিক দৃশ্য দর্শনে কোন একটী সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট লোকের আবাসভবন বলিয়া সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে। ধনবান মহাজনগণের অট্টালিকার সিংহদ্বার যেরূপ প্রহরী বা রক্ষীর দ্বারা সদাসর্ব্বদাই পরিবেষ্টিত, এ বাটীতে তাহার পূর্ণাভাব স্পষ্টরূপেই পরিদৃশ্যমান। দ্বারে একজন মাত্র দ্বার-রক্ষক। আবাসের অভ্যন্তরভাগ অতি রমণীয়রূপে সুসজ্জিত। সুপ্রসিদ্ধ মহাজন বলিয়া হেমাভাই প্রেমাভাই যেমন সর্ব্বজন সমক্ষেই সসম্মানিত, বাণিজ্য ব্যাপারে তাঁহাদের যেরূপ অসংখ্য মুদ্রা আদান প্রদানে বাহুল্যরূপে বিনিযুক্ত, এ শাখা গদী দর্শন করিলে, পাঠক মহাশয়ের পূর্ব্ব সংস্কার অন্তর হইতে তৎক্ষণাৎই অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। প্রধান প্রধান মহাজনগণের গদীতে যেরূপ বহুল জনসমাগম,—নানা কার্য্যসূত্রে, নানা দিক্‌দেশ হইতে নানা জাতীয় ব্যবসায়ী লোকের গমনাগমন, প্রতি মুহূর্ত্তে অসংখ্য স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার সুমধুর ঝণাৎকার শব্দ কর্ণকুহরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া লক্ষ্মীর পূর্ণাধিষ্ঠানের জীবন্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকে, লেখকমণ্ডলী যেরূপ শ্রেণীবদ্ধে যথাযথ স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক মসীপাত্রসহযোগে হংস-পুচ্ছের উচ্ছেদ সাধন করিয়া চঞ্চলার সহোদরা মুখরা বাক্‌দেবীর আবির্ভাবের জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ করিয়া দেয়, এ গদী সেরূপ দৃশ্যে একেবারেই বিবর্জ্জিত। কার্য্যালয়ে একজন মাত্র নায়েব, একজন মাত্র মুহুরী, একটী মাত্র বার্ত্তাবহ, আর দুই তিনটী অনুচর পরিচারক মাত্র অভিনিযুক্ত হইয়া আছে। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা স্তূপে অপরাপর নায়েবের

বক্ষস্থল পর্য্যন্ত যেরূপ বিপ্রোথিত হইয়া যায়, ধনজীভাইয়ের প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয় সে সুখস্পর্শ হইতে নিতান্তই পরিভ্রষ্ট। উপযুক্ত রীতিমত খাতা-পত্রেরও সম্পূর্ণ তিরোভাব। কএকখানি ছিন্ন বিছিন্ন মসীলিপ্ত অসার কাগজপত্র মুহুরী মহাশয়ের সম্মুখভাগে অযত্নসহকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে মাত্র। বার্ত্তাবহেরও সজীবতা নাই,—বিশ্ববিমোহিনী নিদ্রা-দেবীর কুহকজালে সে ব্যক্তি পূর্ব্বরূপই সমাচ্ছন্ন। এরূপ ধনশালী মহাজনের কার্য্যালয়ের এরূপ শোচনীয় অবস্থা কি কারণে সংঘটিত,—কার্য্যদক্ষ পারদর্শী লক্ষ্মীমন্ত ধনজীভাই কি কারণে সে দিকে ভ্রমক্রমেও দৃষ্টিপাত করেন না,—কেনই বা তাঁহার এরূপ অত্যদ্ভুত ঔদাস্যভাব? আমাদিগের কাহিনীর সহিত কিছুদূর অগ্রসর হইলেই পাঠক মহাশয় তাহা আপনি অনায়াসেই সুবিদিত হইতে পারিবেন।

নবনবতি দণ্ড অতীত। পেস্তনজীর সহিত সরলহৃদয় শ্রীমান সুন্দরজীর সহযোগ-বাণিজ্য বিষয়ের কথোপকথন পরিসমাপ্ত হইবার পর নবনবতি দণ্ড অতিবাহিত। দশম ঘটিকার স্থানে যথা নিয়মে অবস্থান করিয়া জগচ্চক্ষু সূর্য্যদেব একাদশ উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত স্বভাবদত্ত অখণ্ডনীয় নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। জগতের সকল প্রাণীই স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম সম্পাদনে ব্যতিব্যস্ত। এমন সময় ধীর পাদবিক্ষেপে ধনজীভাই আপন কার্য্যালয়ে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমন দর্শনে প্রধান কর্ম্মচারী বিনীতভাবে নিবেদন করিল, "পাথোজী মহাশয় উপরকার গৃহমধ্যে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার কিঞ্চিৎ চঞ্চলভাব, অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে আপনার তত্ত্ব বারম্বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বোধ হয় কোন গুরুতর বিষয়ের পরা-মর্শের নিমিত্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষী।"

অলক্ষিতে হাস্য করিয়া ধনজীভাই কহিলেন, "যে নিমিত্ত তাঁহার আগমন, তাহা আমার পূর্ব্ব হইতেই জানা আছে! তুমি তাঁহাকে "হরিতাক্ত" গৃহে পাঠাইয়া দিও, আমি সেই স্থানেই অপেক্ষা করিয়া থাকিব।"

পাঠক মহাশয় অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, "হরিতাক্ত" গৃহ আবার কি?—এরূপ অদ্ভুত শব্দে ধনজীভাই কেনই বা সে গৃহের এরূপ

নাম বিধান করিলেন?—কক্ষগাত্র—কক্ষসজ্জা—কক্ষদৃশ্য সমস্তই সমবর্ণানুরঞ্জিত—হরিতাক্ত। আসন, কৌচ, আলোকাধার, পুষ্পগুচ্ছাশ্রয়, যবনিকা, গালিচা প্রভৃতি সমস্তই হরিদ্বর্ণ। ধনজীভাই সেই নিমিত্তই "হরিতাক্ত' কক্ষ বলিয়া নামকরণ করিয়াছেন।

ত্বরিতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ধনজীভাই সমস্ত বাতায়নগুলি ক্ষিপ্রহস্তে অবরুদ্ধ করিয়া, নাসিকার উপর স্ফাটিকচক্ষু সংস্থাপন করণানন্তর একখানি আসনে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন। দুই তিনমুহূর্ত্ত পরে অনুচর সমভিব্যাহারে পাথোজী মহাশয় গৃহদ্বার সমীপে সমুপস্থিত। অভ্যন্তর অন্ধকার দর্শনে তিনি ভৃত্যের প্রতি অপাঙ্গ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্তিস্বরে কহিলেন, "একি? এখানে আমাকে লইয়া আসিলে কেন? প্রিয়বন্ধু ধনজীভাই কোথায়? এখানে আনিবার প্রয়োজন কি?"

অনুচর উত্তর দান করিবার পূর্ব্বেই গৃহমধ্য হইতে গম্ভীরস্বরে প্রত্যুত্তর হইল, "আমি এইখানেই আছি, প্রবেশ করুন। চক্ষুরোগে আলোক অসহ্য, সেই নিমিত্তই অন্ধকারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।"

সন্তর্পণ পাদবিক্ষেপে প্রসারিত হস্তে অগ্রসর হইয়া পাথোজী মহাশয় একখানি আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক হতাশ বিকৃতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—বড়ই কুসংবাদ,—বিষম বিপদ,—সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ।"

আশ্চর্য্যভাব প্রকাশে ধনজীভাই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিসের কুসংবাদ? কিসের বিপদ?—কি হইয়াছে?'

কম্পিতকণ্ঠে অসংলগ্নবাক্যে পাথোজী মহাশয় উত্তর করিলেন, "ইংরাজ—ইংরাজ—যুদ্ধ—ফরাসী—পরাজয়—সর্ব্বনাশ—আর রক্ষা নাই, রক্ষা নাই!"

"উতলা হইবেন না, স্থির হউন। ইহা আর কুসংবাদ কি? ফরাসীর পরাজয়ে আমাদের আর ক্ষতি বৃদ্ধি কি?"

'না না তাহা নহে,—ইংরাজদেরই পরাজয়! আর অভ্যুদয়ের উপায় নাই! প্রতি দুর্ভেদ্য দুর্গই ফরাসীদিগের হস্তগত। কি উপায়?—ইহার সৎপরামর্শ কি মহাশয়?"

"বলেন কি? এতদূর কাণ্ড হইয়াছে?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে ধনজীভাই সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাল মহাশয়! সম্প্রতি না ইংরাজদিগের স্বাক্ষরিত ঋণপত্র কএকখানি অপরাপর গদীতে বিক্রয় করা হইয়াছিল? পণ্যদ্রব্যের প্রাপ্তি-স্বীকারপত্র কএকখানি না—"

"না না, বিক্রয় আর করা হইয়াছে কোথায়? এবং পণ্যদ্রব্য ও নগদ মুদ্রা এই গত মাহায় তাহাদিগকে সরবরাহই করা হইয়াছিল।"

'হাঁ হাঁ, এখন সম্পূর্ণই স্মরণ হইয়াছে বটে। ইংরাজেরাই আমাদিগের নিকট ঋণী। সর্ব্বসমেত তাহাদিগের নিকট আমাদের কত টাকা পাওনা? মহাশয়ের কি স্মরণ আছে?"

"প্রায় সার্দ্ধ এককোটি। কি হইবে মহাশয়? ধনে প্রাণে মারা যাই যে?"

"স্থির হউন।" প্রবোধবাক্যে ধনজীভাই কহিলেন, "স্থির হউন! উতলা হইবেন না, সকল বিষয় হইতেই সার পদার্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে,—স্থিরচিত্তে সমালোচনা করিলে সকল বিপদ হইতে সহজেই উত্তীর্ণ হওয়া যায়। উত্তেজিত হইবেন না, আসুন, ধীরভাবে পরামর্শ করা যাউক।"

এই প্রবোধবাক্য শ্রবণে পাথোজী মহাশয় যেন আকাশের পূর্ণ-চন্দ্রিমা হস্তগত করিতে সমর্থ হইলেন। আশার আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া তিনি ধনজীভাইয়ের প্রশান্ত বদনমণ্ডল সোৎসুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আশ্বাসদাতা পাথোজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই উপস্থিত ব্যাপারের পরামর্শে মনোনিবেশ করিবার পূর্ব্বে মহাশয়কে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বলি, এ সংবাদ আপনি কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলেন?—কে আপনার সংবাদ দাতা?"

"কেন, সেই বটুলাল? যাহাকে আপনি দূতরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন? কার্য্যদক্ষ পরিণামদর্শী ও বিশ্বাসী বলিয়া যাহার প্রশংসাবাদ আপনি সদাসর্ব্বদাই করিয়া থাকেন, সেই ইহার সংবাদ দাতা,—তাহারই প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি!"

"বটে? এরূপ? কিন্তু আমার ইহাতে প্রত্যয় হইতেছে না! বটুলাল বিশ্বাসী ও কার্য্যদক্ষ বটে, কিন্তু তথাপি সে ব্যক্তি মেড়ুয়াবাদী! হয় ত এক শুনিতে আর এক শুনিয়াছে'—হয় ত প্রকৃত সংবাদ সংগ্রহ করিতে আদৌ সমর্থ হয় নাই।— হয় ত সে ব্যক্তি প্রতারিত হইয়া থাকিবে!"

"আজ্ঞা না, প্রতারিত নয়। শ্রবণ নয়, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ দর্শন। সমরে ইংরাজদিগের পরাজয়, ইহা সে ব্যক্তি স্বচক্ষেই দর্শন করিয়াছে। বটুলালের আত্মীয় অথচ আমারও অতি বিশ্বাস ভাজন এক ব্যক্তি সেই কথিত সমর ক্ষেত্রের সন্নিকটেই সমুপস্থিত ছিল, তাহার পত্রও ঐ বটুলাল দ্বারাই সমানীত হয়। সুতরাং অবিশ্বাসের কারণ আর কোথায়? অবিশ্বাস, অলীক বা বিভ্রম, কিরূপে মনোমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে?"

"এরূপ ব্যাপার?—তা তাহারই বা চিন্তা কি? কারকারবারে প্রবৃত্ত হইতে গেলে, লভ্য ও ক্ষতি এ উভয়বিধ ঘটনাই স্থির নিশ্চয়। অদ্য কোন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত, কল্য হয় ত অপর একটী সামান্য বিষয়েই সমধিক লভ্যের—"

"হাঁ, আপনারা প্রশান্তভাবে ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন বটে। কোটি কোটি মুদ্রার আহরণ ও বিসর্জ্জনে যে গদী অহরহই চির-অভ্যস্ত, দুই দশ লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন বা তদ্বিপরীতে তাহাদের পক্ষে সবিশেষ আর ইষ্টানিষ্ট কি? কিন্তু আমি যে অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, আমার পক্ষে দুই দশ সহস্র মুদ্রা হস্তচ্যুতই যে যথেষ্ট! ইহাতেই যে আমার গদীর সম্পূর্ণরূপেই উচ্ছেদ সাধন হইয়া যায়?"

ঔদাস্যভাবে ঈষদ্ধাস্য করিয়া ধনজীভাই কহিলেন, "আমি সে কথা বলিতেছি না, আমার প্রকৃত ভাবার্থও তাহা নহে,—আমার কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই, এই উপস্থিত দুর্ঘটনায় যদি আমরা কোনরূপ কল-কৌশল অবলম্বন করিতে পারি, তাহা হইলে ক্ষতির বিষয়টী আমাদের অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়া যাইতে পারে! আমি সেই কথাই মহাশয়কে নিবেদন করিতেছিলাম।"

সাগ্রহে সৌৎসুকে পর্যাপ্তে পাথোজী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান আপনার মঙ্গল করুন,—আপনি মৃত দেহে জীবন দান করিলেন! আপনার বুদ্ধি প্রাখর্য্য চিরদিনের নিমিত্ত অটুট ও অক্ষুণ্ণ হইয়া থাকুক! আপনি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি অবতীর্ণ। আপনার কৌশলটী কি? কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা এই উপস্থিত শোচনীয় ব্যাপার হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি? আপনি কিরূপ পরামর্শ স্থির করিয়াছেন?"

পাথোজীর স্তুতি ও প্রশংসাবাদে অনাস্থা প্রদর্শন এবং তাঁহার শেষ কএকটী কথায় উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া ধনজীভাই মৃদুমন্দস্বরে সওদাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি, এ সংবাদ আপনি কোন্ সময়ে প্রাপ্ত হইলেন? বটুলাল কখন আসিয়া আপনাকে এ সংবাদ প্রদান করিয়াছে?"

"অদ্য প্রত্যূষে!—এই বেলা নবম ঘটিকার সময়!"

"তবে আর চিন্তার বিষয় কি?" সাহ্লাদে ধনজীভাই বলিয়া উঠিলেন, "তবে আর চিন্তার বিষয় কি? সকল দিকেই সুমঙ্গল।"

"কিসে—কিসে—কিরূপে মহাশয়?—সকল দিকেই সুমঙ্গল স্থির নিশ্চয়, এক কপর্দ্দকও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না, ইহা আপনি কি কৌশলে সমাধা করিয়া লইবেন?"

"না না, তাহা নহে, একটী কপর্দ্দকও যে ক্ষতি হইবে না, আমার কথার আভাসে এরূপ ভাব কখনই প্রকাশ পাইতেছে না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, যত সল্প পরিমাণেই আমাদের এই সম্ভাব্য ক্ষতি—"

"আজ্ঞা, তাহা হইলেও যে সর্ব্ব রক্ষা!" বাধা দানে এই পর্য্যন্ত বলিয়া পাথোজী মহাশয় তৎপরে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনার কলকৌশলটী কি? কি কারণে আপনি সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন যে, চিন্তার বিষয় নাই,—কি উপায় আপনি ধার্য্য করিয়াছেন মহাশয়?"

"বুঝিতে পারিলেন না?" প্রশান্তভাবে ধনজীভাই কহিলেন, "বুঝিতে পারিলেন না? যখন এ সংবাদ এ রাজ্যমধ্যে বিশেষরূপে প্রকাশ হইয়া

পড়ে নাই, কোন্ পক্ষের জয়, আর কোন্ পক্ষের পরাজয়, এ কথা যখন এ রাজ্যমধ্যে অনেকেই অপরিজ্ঞাত, তখন এ বিষয়ের একটা না একটা উপায় অবশ্য অবশ্যই হইয়া উঠিবে। বিশেষ সতর্কভাব সহিত হুণ্ডী ও মালামালের প্রাপ্তি স্বীকারপত্রগুলি এই সময় বিক্রয় করিতে পারিলে, সমধিকই সুবিধা হইবার সম্ভাবনা। সেই কথাই আমি এতক্ষণ মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলাম।"

পাথোজী মহাশয় সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "উত্তম কল্পনা। তাহাই করা যাউক। রাষ্ট্র হইবার পূর্ব্বে এ কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিতে পারিলে সকল দিকেই সুমঙ্গল বটে।" বলিতে বলিতেই ভাবান্তর,—তৎপরেই তিনি বিমর্ষবদনে পুনরায় কহিলেন, "কিন্তু একেবারে এতটাকার হুণ্ডী সহসা বিক্রয় করিতে যাইলে, লোকের মনে যে সন্দেহ সমুদিত হইবে? তাহার কিরূপ ধার্য্য করিয়া লইলেন?"

"হাঁ, তাহা হইতে পারে বটে।" সচিন্তিতভাবে আন্দোলিতস্বরে ধনঞ্জীভাই কহিলেন, "হাঁ, তাহা হইতে পারে বটে! ভাল, একেবারে সমস্ত হুণ্ডী বিক্রয় না করিয়া অংশে অংশে পরিত্যাগ করিলে কি কার্য্যকর হইতে পারে না?"

"তাহাতে যে আর একটী বিশেষ দোষ পড়ে? একরূপ কার্য্যে সময় সাপেক্ষ। দুই পাঁচ, আর যদি নিতান্ত অধিকই হয়, দশ দিবস পর্য্যন্ত এ সংবাদ রাষ্ট্র হইতে কালবিলম্ব হওয়ার সম্ভব।—তাহার পর কি হইবে? একবার রটনা হইলে ত আর নিস্তার নাই, তখন তাহার উপায় কি? বিশেষতঃ অংশে অংশে বিক্রয় করিতে হইলে দুই দশজন দালালের সাহায্য গ্রহণ নিতান্তই আবশ্যক। তাহারা এ গদী ও গদী—এইরূপ দুই দশ স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে, সুতরাং নানা লোকে নানামত সন্দেহ—"

"হাঁ, আমাদের এই উপস্থিত অবস্থায় একরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইবারও কিছু বিচিত্র কথা নহে! তাই ত বিষম বিভ্রাট! কি পন্থা অবলম্বন করা যায়?"

"আচ্ছা, আমার বিবেচনায় এককালে সমস্ত হুণ্ডীই বিক্রয় করিয়া ফেলা। তাহাতে যদি কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়,

তাহাও আমাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই পরিবর্জ্জনীয়। কি বলেন মহাশয়? আপনার ইহাতে অভিমত কি?"

"এ ক্ষেত্রে এইরূপে বিচরণ করাই আমাদের পক্ষে সবিশেষ মঙ্গলদায়ক। তবে তাহাই স্থির। এককালে বিক্রয় করাই তবে যুক্তিযুক্ত। এক সময় মধ্যে দুই দশ গদীতে অংশে অংশে পাঠাইয়া দেওয়াই তবে আপনার মনোভিপ্রায়?"

"আজ্ঞা না, তাহা নহে। এককালে বিক্রয় করাই সুপরামর্শ বটে, কিন্তু দুই দশজনের নিকটে নহে, একের স্থানেই।"

"একের?—এক গদীতে এককালে বিক্রয়?—সেরূপ ধনী গদী এ অঞ্চলে কয়টাই বা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে? সার্দ্ধ এককোটি মুদ্রার দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় বিনিময় করিতে সমর্থ, এরূপ ধনবান মহাজন এ রাজ্যে কয়টাই বা সমবস্থিত?"

"কেন, গুর্জ্জরমধ্যে কি একটীমাত্রও ধনী মহাজন প্রাপ্ত হওয়া যায় না? একেবারেই কি সুদুর্লভ?"

"না, আমি তাহা বলিতেছি না। আমার কথার ভাবার্থও তাহা নহে। বরদানগরে প্রধানতম ধনী অতি অল্পমাত্রই পরিদৃশ্যমান, আমি সেই কথাই মহাশয়কে বিশেষ করিয়া বিজ্ঞাপন করিতেছিলাম। এ প্রদেশে দাতাজী, মুরারজী আর মিজিতিয়ার সাহেব, ইহাঁরাই উচ্চতর ধনী বলিয়া পরিগণিত। বহু ব্যাপৃত কারকারবারও ইহাঁদের।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে কিঞ্চিৎ মৃদুমন্দ হাস্যসহকারে ধনজীভাই পুনরায় কহিলেন, "ইহার মধ্যে কাহাকে আপনি মনোনীত করেন? আমাদের এই নিদারুণ জঠরানল নির্ব্বাপিত করিবার নিমিত্ত কোন্ শিকারটীকে আপনি নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন?"

পাথোজী মহাশয়ও হাস্য করিলেন। চিন্তান্দোলিত হৃদয়ে যেরূপ হাস্য হওয়ার সম্ভব, সেইরূপ নীরস হাস্য করিয়া কহিলেন, "আপনার কাহার উপর স্থিরলক্ষ্য?—আমাদের এই কৌশল-বাগুরায় কোন্ ব্যক্তি সহজেই জড়ীভূত হইতে পারে?—সহজ উপায় কোন্‌টী?"

পড়ে নাই, কোন্ পক্ষের জয়, আর কোন্ পক্ষের পরাজয়, এ কথা যখন এ রাজ্যমধ্যে অনেকেই অপরিজ্ঞাত, তখন এ বিষয়ের একটা না একটা উপায় অবশ্য অবশ্যই হইয়া উঠিবে। বিশেষ সতর্কভাব সহিত হুণ্ডী ও মালামালের প্রাপ্তি স্বীকারপত্রগুলি এই সময় বিক্রয় করিতে পারিলে, সমধিকই সুবিধা হইবার সম্ভাবনা। সেই কথাই আমি এতক্ষণ মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলাম।"

পাথোজী মহাশয় সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "উত্তম কল্পনা! তাহাই করা যাউক। রাষ্ট্র হইবার পূর্বে এ কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিতে পারিলে সকল দিকেই সুমঙ্গল বটে।" বলিতে বলিতেই ভাবান্তর,—তৎপরেই তিনি বিমর্ষবদনে পুনরায় কহিলেন, 'কিন্তু একেবারে এতটাকার হুণ্ডী সহসা বিক্রয় করিতে যাইলে, সকলের মনে যে সন্দেহ সমুদিত হইবে? তাহার কিরূপ ধার্য্য করিয়া লইলেন?"

"হাঁ, তাহা হইতে পারে বটে!" সচিন্তিতভাবে আন্দোলিতস্বরে ধনজীভাই কহিলেন, "হাঁ, তাহা হইতে পারে বটে! ভাল, একেবারে সমস্ত হুণ্ডী বিক্রয় না করিয়া অংশে অংশে পরিত্যাগ করিলে কি কার্য্যকর হইতে পারে না?"

"তাহাতে যে আর একটী বিশেষ দোষ পড়ে? এরূপ কার্য্যে সময় সাপেক্ষ। দুই পাঁচ, আর যদি নিতান্ত অধিকই হয়, দশ দিবস পর্য্যন্ত এ সংবাদ রাষ্ট্র হইতে কালবিলম্ব হওয়ার সম্ভব।—তাহার পর কি হইবে? একবার রটনা হইলে ত আর নিস্তার নাই, তখন তাহার উপায় কি? বিশেষতঃ অংশে অংশে বিক্রয় করিতে হইলে দুই দশজন দালালের সাহায্য গ্রহণ নিতান্তই আবশ্যক। তাহারা এ গদী ও গদী—এইরূপ দুই দশ স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে, সুতরাং নানা লোকে নানামত সন্দেহ—"

"হাঁ, আমাদের এই উপস্থিত অবস্থায় এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইবারও কিছু বিচিত্র কথা নহে। তাই ত বিষম বিভ্রাট! কি পন্থা অবলম্বন করা যায়?"

"আজ্ঞা, আমার বিবেচনায় এককালে সমস্ত হুণ্ডীই বিক্রয় করিয়া ফেলা। তাহাতে যদি কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়,

তাহাও আমাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই পরিবর্জ্জনীয়। কি বলেন মহাশয়? আপনার ইহাতে অভিমত কি?"

"এ ক্ষেত্রে এইরূপে বিচরণ করাই আমাদের পক্ষে সবিশেষ মঙ্গলদায়ক। তবে তাহাই স্থির। এককালে বিক্রয় করাই তবে যুক্তিযুক্ত। এক সময় মধ্যে দুই দশ গদীতে অংশে অংশে পাঠাইয়া দেওয়াই তবে আপনার মনোভিপ্রায়?"

"আজ্ঞা না, তাহা নহে। এককালে বিক্রয় করাই সুপরামর্শ বটে, কিন্তু দুই দশজনের নিকটে নহে, একের স্থানেই।"

"একের?—এক গদীতে এককালে বিক্রয়?—সেরূপ ধনী গদী এ অঞ্চলে কয়টাই বা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে? সার্দ্ধ এককোটি মুদ্রার দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় বিনিময় করিতে সমর্থ, এরূপ ধনবান মহাজন এ রাজ্যে কয়টাই বা সমবস্থিত?"

"কেন, গুর্জ্জরমধ্যে কি একটীমাত্রও ধনী মহাজন প্রাপ্ত হওয়া যায় না? একেবারেই কি সুদুর্ল্লভ?"

"না, আমি তাহা বলিতেছি না। আমার কথার ভাবার্থও তাহা নহে। বরদানগরে প্রধানতম ধনী অতি অল্পমাত্রই পরিদৃশ্যমান, আমি সেই কথাই মহাশয়কে বিশেষ করিয়া বিজ্ঞাপন করিতেছিলাম। এ প্রদেশে দাতাজী, মুরারজী আর মিজিতিয়ার সাহেব, ইহারাই উচ্চতর ধনী বলিয়া পরিগণিত। বহু ব্যাপৃত কারকারবারও ইহাঁদের।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে কিঞ্চিৎ মৃদুমন্দ হাস্যসহকারে ধনজীভাই পুনরায় কহিলেন, "ইহার মধ্যে কাহাকে আপনি মনোনীত করেন? আমাদের এই নিদারুণ জঠরানল নির্ব্বাপিত করিবার নিমিত্ত কোন্ শিকারটীকে আপনি নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন?"

পাথোজী মহাশয়ও হাস্য করিলেন। চিন্তান্দোলিত হৃদয়ে যেরূপ হাস্য হওয়ার সম্ভব, সেইরূপ নীরস হাস্য করিয়া কহিলেন, "আপনার কাহার উপর স্থিরলক্ষ্য?—আমাদের এই কৌশল-বাগুরায় কোন্ ব্যক্তি সহজেই জড়ীভূত হইতে পারে?—সহজ উপায় কোন্টী?"

"কেন, মিজিতিযার সাহেব? সে ব্যক্তি ত অত্যন্তই দুঃসাহসী; অধিক লভের আকার দেখিলে প্রায়ই ত সে ব্যক্তি বাতুলের ন্যায়ই অগ্রসর হইয়া থাকে! তাহাকেই মনোনীত করিয়া লওয়া যাউক না কেন?"

"আজ্ঞা না, সে দিকে কিছুমাত্রই সুবিধা হইবে না। লোকটা যতই দুঃসাহসী হউক না কেন? কিন্তু স্বভাবদত্ত একটী সুতীক্ষ্ণ অভিজ্ঞান-শক্তি তাঁহার বিলক্ষণরূপেই পরিবিদ্যমান। এরূপ অধিক মূল্যের ঋণ ও পণ্য দ্রব্যের প্রাপ্তি-স্বীকারপত্র তাঁহার নিকট বিক্রয় করিতে যাইলে সে ব্যক্তি কোনরূপ দ্বিধাভাব তৎক্ষণাৎই গ্রহণ করিয়া লইবে। হিতে বিপরীত হইবার সম্ভাবনা। তদপেক্ষা বরং মুরারজীর গদীতে সে বিষয়ের একটা উপায় চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক।"

"উত্তম কল্প। তাহাই স্থির, তাহাই ধার্য্য হইয়া রহিল।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে কোন কথা স্মরণ হওয়াতে ধনজীভাই পুনরায় কহিলেন, "কিন্তু ও দিকে যে বিষম বিভ্রাট! মুরারজী মহাশয় যে আপাততঃ এ রাজধানীতে সমুপস্থিত নাই, সে বিষয়ের কিরূপ ধার্য্য করিবেন বলুন দেখি?"

"তাহাতে আর আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কি? তাঁহার উপস্থিত আর অনুপস্থিতিতে আমাদের আর বিঘ্ন বাধাই বা কি আছে? গদীতে কর্ম্মচারীগণের ত আর অভাব আশঙ্কা নাই? সুতরাং আমাদের কার্য্য অবাধেই সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে। তজ্জন্য আপনি চিন্তান্বিত হইবেন না।"

"চিন্তা নাই, সেকি কথা মহাশয়? বিনা অনুমতিতে তাহার কর্ম্মচারীরা কি এত অধিক মুদ্রার কারকারবার করিতে সহসা সাহস প্রাপ্ত হইতে পারে? কখনই না,—অসম্ভব।"

"হায়! তবে আর উপায় কি?" ক্ষুণ্ণমনে হতাশস্বরে পাথোজী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "হায়! তবে আর উপায় কি? আমাদিগের শেষ অবলম্বন মুরারজী, দৈব বিপাকে তাঁহারও এ সময়ে তিরোভাব! বৃথা চেষ্টা, অদৃষ্টই বলবান।" এই শেষ কএকটী কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আপন ললাটদেশে বারবার করাঘাত করিতে লাগিলেন।

তাঁহার এই ভাব দর্শনে ধনজীভাই বহুকষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া সান্ত্বনা-

বাক্যে কহিলেন, "মহাশয় স্থির হউন। ইহা উতলার কর্ম্ম নহে। যদিও আমাদের এই উপস্থিত অবস্থাটী একেবারেই নৈরাশ জনক বটে, কিন্তু সমস্ত উপায় এখনও একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় নাই। এখনও একটী উপায় অবশিষ্ট আছে। দাতাজী মহাশয়ের গদী আমাদের এই কর্ম্মক্ষেত্রে এখন পর্য্যন্তও অবাধে অক্ষুণ্ণভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। আসুন, আমাদের ধন প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার গদীকেই এস্থলে হেতুভূত করিয়া লওয়া যাউক। তাহারও এক্ষণে বিলক্ষণ সুবিধা। দাতাজী আপাততঃ এ নগরে সমুপস্থিত নাই, পুত্রের প্রতি কর্ম্মভার সমর্পণপূর্ব্বক তিনি এক্ষণে বরোজবাসী হইয়াছেন। এই সুযোগে যদি আমরা স্বকার্য্য সাধনে সমুদ্যত হই, তাহা হইলে কোন বিষয়েরই আর চিন্তা থাকিবে না। সুন্দরজী বালক, অপরিণামদর্শী, কাজ কর্ম্মে তাহার কিছুমাত্রই পারদর্শিতা নাই, এ প্রস্তাব উত্থাপন করিলেই সে ব্যক্তি অন্ধের ন্যায়ই তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে। তবেই বিবেচনা করুন, ইহাতে আমাদের পক্ষে কতদূরই সুমঙ্গল।"

"আজ্ঞা, সে কথা সত্য, সে দিকে কৌশলজাল বিস্তার করিলে সহজেই সে ব্যক্তি জড়ীভূত হইয়া পড়িবে বটে, কিন্তু সে দিকে যে একটী ভয়ানক প্রতিবন্ধক,—আমার দ্বারা কোন কার্য্যই সমাধা হইবে না!" ঝটিকা-বর্দ্ধবেগে এই কএকটী কথা উচ্চারণ করিয়া পাথোজী মহাশয় সোৎসুকে পুনরায় কহিলেন, "ঐ কথাই স্থির বটে, কিন্তু আমার দ্বারা কিছুমাত্রই সুফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই। তবে আর এক উপায়,—আপনিই তথায় গমন করুন! আপনার দ্বারা সে গদী সবিশেষই উপকৃত, দুরবস্থার সময় অতিরিক্ত সময় প্রদান করাতে সে যাত্রায় সে গদীর অভ্যুদয় সাধন হইয়াছিল। এ উপকার কোনকালেই তাঁহারা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। আপনি তাহাই করুন, স্বয়ংই তথায় পদার্পণপূর্ব্বক আমাদের এই নিমজ্জিত সহযোগ বণিজ্যের উদ্ধার সাধনে কৃতসঙ্কল্প হউন।"

মনোযোগসহকারে এই সমস্ত বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে ধনজী-ভাই বলিয়া উঠিলেন, "অতিরিক্ত সময়? কে বলিল অতিরিক্ত সময়? আমাদের মূল-গদী প্রদত্ত পাঁচমাস সময় হইতে বরং আমি কৌশলক্রমে

সার্দ্ধ তিনমাসই প্রদান করিয়াছিলাম। ঘটনাক্রমে এ সংবাদ জানিতে পারিয়া দাতাজী মহাশয় এক্ষণে আমার উপর খড়্গাহস্ত হইয়াছেন! আমার নামটী মাত্র উচ্চারিত হইলেই তাঁহারা একেবারে অগ্নি-অবতার হইয়া উঠেন! এমন কি, দৈবাৎক্রমে সহসা যদি আমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাঁহারা আমার গাত্রে নিষ্টিবন পরিত্যাগ করিতে কোনক্রমেই ক্ষান্ত থাকেন না' এবং অমঙ্গল দর্শনে লোকে যেমন হরিনাম স্মরণ করিয়া থাকে, ইহাঁদিগেরও সেই ভাব! পাপ জ্ঞানে সেই দিনেই তাঁহারা দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, যেন সে পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন, এইরূপেই অনুমান করিয়া থাকেন! তাই বলিতেছি, যখন আমার সহিত তাঁহাদের এরূপ আচার ব্যবহার, তখন আমার দ্বারা যতদূর কার্য্য সমাধা হইবে, আপনিই তাহা বিবেচনা করিয়া লউন।"

"এরূপ?—তবে ত সমস্তই বিপরীত! জনরবের শত রটনা শোচনীয়রূপে প্রতারিত করিয়াছে! দাতাজীর অভ্যুদয়ের একমাত্র কারণই যে আপনাদের গদী, পরম্পরায় ইহাই ত আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল! কিন্তু এক্ষণে আপনার এই সমস্ত নিগূঢবাক্য শ্রবণে পূর্ব্বসংস্কার আমার অন্তর হইতে একেবারেই দূরীভূত হইয়া গেল। তাই ত, কি করা যায়?—তবে আমাদের এই উপস্থিত বিষয়ের উপায়ান্তর কি?—অপর কোন কৌশল উদ্ভাবন করিতে মনোনিবেশ করুন!"

প্রশান্ত গম্ভীর অথচ কিঞ্চিৎ বিকৃতস্বরে ধনজীভাই কহিলেন, "কলকৌশল ত পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়া দিয়াছি,—সমস্ত কথাই ত আপনি অবগত হইয়াছেন,—এ স্থলে ইহা ভিন্ন আর কি উপায়ান্তর আছে? আপনিই তথায় গমন করুন, নতুবা একেবারেই মারা যাইতে হইবে! আর এক কথা! দাতাজীর গদীতে আমার নাম ভুলক্রমেও প্রকাশ করিবেন না! করিলে, সকল দিকেই অসুবিধা হইয়া দাঁড়াইবে! সাবধান! সাবধান! আমার নাম যেন সেখানে ঘূণাগ্রেও প্রকাশিত হইয়া না পড়ে! আপনি বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন!—মনকে দৃঢ় করুন! বৃথা লজ্জা

শতকরা আট টাকা মাত্র! অর্দ্ধের মূল্য প্রাপ্ত হইলেও যে পরম মঙ্গল!—তাহা হইলেই যে অদৃষ্টকে শতসহস্র প্রকারেই ধন্যবাদ করা যায়? আট দশটাকা ত অতি ক্ষুদ্রেরই কথা।"

"আঃ? না না, এরূপ শোচনীয় অবস্থা আমাদের কখনই এ পর্য্যন্ত সংঘটিত হয় নাই। আপনি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন। উতলা হইলে কার্য্যের হানি। এত অধিক ক্ষতি স্বীকারে—"

বাধা দিয়া কম্পস্বরে পাথোয়া মহাশয় কহিলেন, "আপনাদের ইহাতে আর ক্ষতি বৃদ্ধি কি?—পরেই ত নিক্ষেপণ করিয়াছি, দুই এককোটি মুদ্রা লাভালাভে আপনাদের কি এমন হানি বৃদ্ধি হইতে পারে? কিন্তু আমি অতি ক্ষুদ্রপ্রাণী, আমি বেচারা একেবারেই মারা যাই যে?"

"সেকি মহাশয়? আপনি এ কিরূপ আজ্ঞা করিতেছেন? ক্ষতি হইলে কাহার না অন্তর নিদারুণ ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়? যত বড় ধনী গদী হউক না কেন ক্ষতির ব্যাপারে কে আর অম্লান বদনে সহ্য করিয়া আসিতে পারে? আমি সে কথা বলিতেছি না, সে কথা আমার মানসপটে উদয়ই হয় নাই, আমার অভিপ্রায় এই যে, উপ-কিন্তু ব্যাপারে এতদর ক্ষতি স্বীকার করিয়া চৌগুলি বিক্রয় করিবার অত্যুদো প্রয়োজন কি? সেই কথাই মহাশয়কে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে সমুৎসুক হইয়াছিলাম। আমার আন্তরিক অভিপ্রায়ও তাহাই।"

"আপনি ত বলিলেন, ক্ষতি স্বীকারের প্রয়োজন কি? কিন্তু এ স্থলে ইহা ভিন্ন আর কি উপায় অবলম্বিত হইতে পারে? "সমূলস্তু বিনশ্যতি" না হইয়া ক্ষুদ্রাংশও যদি সংরক্ষণ করা যায়, তাহাও যে আমাদের পক্ষে সর্ব্বাংশেই শ্রেয়স্কর?"

"যে আজ্ঞা, তাহাই করুন। কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিতমত যেরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইবে, আপনি তদনুসারে কার্য্য করাতে অবাধে—স্বচ্ছন্দ-রূপেই প্রবৃত্ত হইবেন। তবে কথা এই, সুরুবক্সী মহাশয়ের নিকট সমধিক আগ্রহ কোনরূপেই প্রকাশ করিবেন না। যদিও সে ব্যক্তি নিতান্তই বালক,—ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে যদিও তাঁহার সবিশেষ পারদর্শিতা নাই,

কিন্তু হইলে কি হয়? আপনার আগ্রহাতিশয্য দর্শন করিলে নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি আমাদিগের উপর অতিরিক্ত প্রশ্রয় প্রদান করিবে। তাই বলিতেছি, উতলা হইবেন না, —বিচলিত হইবার কারণ নাই, আকুলিত হইলে নানা-মতেই অসুবিধা। ধীর প্রশান্তভাবে তাঁহার চক্ষে ধূলি প্রদানপূর্ব্বক আপন কার্য্য সমুদ্ধার করিয়া লইবেন। ইহাই আমার সার উপদেশ,—ইহাই আমার বিশেষ বক্তব্য,—এবং ইহাই আমার আন্তরিক অভিপ্রায়।'

তাহাই ধার্য্য হইল।—কালবিলম্ব না করিয়া মল্লোপর মহাশয় দ্রুতপাদ-বিক্ষেপে দাতজা মহাশয়ের প্রধান গদীতে সমুপস্থিত হইলেন। অপরাহ্ণে গমন করিবার কথা ছিল, কিন্তু শুভকার্য্যে বিলম্ব করিলে কার্য্যহানি একেবারেই অনিবার্য্য, লঙ্কাধিপতি দশাননোক্ত এই নীতিবাক্য স্মরণ হওয়াতে তিনি তদ্দণ্ডেই সেই স্থানে যাইয়া সমুপস্থিত। প্রতি শতে পঞ্চ-ষষ্টিমুদ্রা ক্ষতি স্বীকারে হুণ্ডী ও পণ্যদ্রব্যের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র বিক্রয় করিয়া আকাশের পূর্ণচন্দ্রিমা যেন হস্তগত হইল, এইরূপ জ্ঞানে তথা হইতে তিনি বিদায় হইয়া আসিলেন। সুন্দরজীর চক্ষে পাথোজী মহাশয় বিসদৃশ হইলেও সামাজিকতার অনুরোধে তিনি তাঁহাকে মৌখিক অভ্যর্থনা করিতে তিল-মাত্রও শিথিলযত্ন প্রকাশ করিলেন না।

* * * * * *

* * * * * * *

* * * * * *

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার এক সপ্তাহ পরে বাণিজ্যবাজারে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ! ফরাসীরা সমরে পরাস্ত, ইংরাজদিগের সম্পূর্ণ জয়লাভ। সপ্তদিবস পূর্ব্বে যে হুণ্ডীর মূল্য পঞ্চত্রিংশৎ মুদ্রাও অধিক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, ঘটনাস্রোতে কার্য্যগতিকে সেই বস্তুই একশতাধিক পঞ্চ মুদ্রাতেও প্রাপ্ত হওয়া অতীব দুর্ঘট। পণ্যদ্রব্যের প্রাপ্তি-স্বীকারপত্রেরও সেই ভাব। অপদার্থ জ্ঞানে যাহাকে স্পর্শমাত্র করিতেও সে দিবস কেহই অগ্রসর হয়েন নাই, সময়গুণে তাহাই আবার অদ্য দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্যরূপে প্রতীয়মান।—

অলৌকিক ব্যাপার! একের ক্ষতি, অপরের লাভ,—ভয়ানক বাণিজ্য সংঘাত!

এই সময়ে একটী বন্ধু ধনজীভাইয়ের সমীপস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এবারে আপনাদের গদী পাথোজীর সহিত সম্বন্ধবন্ধনে সবিশেষই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।"

তাহাতে ধনজীভাইয়ের সহর্ষ রহস্যপূর্ণ প্রত্যুত্তর, "সে দিকে ভয়ঙ্কর অপরিহার্য্য ক্ষতি হটে, কিন্তু অপর একদিকে লাভের আর সীমা পরিসীমা নাই।"

একপঞ্চাশত্তম কাণ্ড।

অপূর্ব্ব সংযোগ.—ধর্ম্মভেরী নিনাদিত।

পাঠক মহাশয়! এই সুবিস্তৃত পরিবর্ত্তনশীল আখ্যায়িকাবৃক্ষের সর্ব্বপ্রথম কাণ্ডেই বাহ্যাড়ম্বরবিহীন একটী সংসামান্য পরিণয় সভায় আপনাদিগের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ সন্দর্শন, আর পরার্দ্ধশতের আদিকাণ্ডে সেই প্রকার আর একটী অনাড়ম্বর বিবাহ সমিতিতে আপনারা আর একবার অধিষ্ঠান হউন। পূর্ব্বাধ্যায়ে [illegible] অতীত উপাধিধারণপূর্ব্বক অনন্তকালের অনন্ত উদরে একেবারেই বিলীন হইয়া গিয়াছে। বন্দরনগরে তদানীন্তন ভাগ্যলক্ষ্মীর ক্রীড়া-পুত্তলী, সম্রান্ত সওদাগর পাথোজী মহাশয়ের আবাসভবনে এই প্রস্তাবিত বিবাহ-সভার অধিবেশন। ইহাতে আপনাদের নয়নতৃপ্তি ও চিত্তবিমুগ্ধকর অনেক বিষয়ই পরিদর্শন হইতে পারিবে। আসুন, আমরা অনন্যমনে এই সভায় সমাগত ভদ্রলোকবর্গের ক্রিয়াকলাপগুলি ধীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করি।

পাথোজীর একমাত্র দুহিতার আজ শুভপরিণয় সংঘটনের উপক্রম।

ইতিপূর্ব্বে ধনজীভাই তাঁহার নিমিত্ত যে সম্বন্ধ স্থিরীকৃত করিয়াছিলেন, এবং অবাধে সচ্ছন্দে সত্বরে যে বিষয়টী সুসম্পন্ন হইয়া যাইবার নিমিত্ত পিতাঠাকুরের ততদূর আগ্রহ ও আকিঞ্চন, ঘটনাক্রমে পাথোজীর অদৃষ্ট-গুণে তাহাই অদ্য সমাহিত হইবার শুভ অবসর উপস্থিত। সওদাগর মহাশয়ের অবস্থা এক্ষণে পূর্ব্ব হইতে অনেক প্রকারেই পরিবর্ত্তিত। রেলওয়ার খাঁকে তিনি ইতিপূর্ব্বে পঞ্চাশ শতসহস্র মুদ্রা ঋণস্বরূপ যাহা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার পুনঃপ্রাপ্তির আশা। তিনি এক্ষণে একেবারেই বিবর্জ্জিত —প্রতিভূপত্র একেবারেই রসাতলে নিক্ষিপ্ত। নানা কারণে মহারাজ রিষভচাঁদের বিষয় বিভবে হস্তক্ষেপ করিবার উপায়ান্তর নাই বলিয়া সেই ঋণ ও জামিননামা পত্রখানি একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পাথোজী মহাশয় আপনার পরিশ্রমোপার্জ্জিত সেই অতুল বিত্তরাশি হইতে সহসা বিবর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার উপর আবার দারিদ্র্য সহচর।—বিপদ একাকী আগমন করে না, দুর্ভাগ্যের অনুবর্ত্তনেই সেই কুটিল উপদেব আপনা হইতেই নিজ প্রিয়বন্ধু দুরদৃষ্টের অনুসরণ সঙ্গে সঙ্গেই করিয়া থাকে। পাথোজীর ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। এই অভিনব দুর্দিনের উপর আবার কএকটী শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত। কএকখানি গদী সহসা হস্তসঙ্কোচ করাতে তিনি একেবারেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ভাগ্যলক্ষ্মীর সুপ্রসন্ন দৃষ্টিপাতে অতি যৎসামান্য মুহুরীর পদ হইতে একেবারে তিনি কোটিপতি উপাধি গ্রহণ করিতে অতি সহজেই সুসমর্থ হইয়াছিলেন! এক্ষণে সেই চঞ্চলা দেবীর সকোপনয়নে নিপতিত হওয়াতে তাঁহার অবস্থা অনেক অংশেই বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। পতনোন্মুখ মান সম্ভ্রম এবং বিত্ত বিভব পুনরার্জ্জনের নিমিত্ত বিশ্ববিমোহিনী, জগতের জীবনরূপিণী অনন্ত আশার মোহময় কুহকজালে জড়ীভূত হইয়া সেই বিষয়ের চিন্তাতেই তিনি এক্ষণে অহরহই ব্যতিব্যস্ত। এই উপস্থিত বিবাহে কন্যার বহুলক্ষ নগদ মুদ্রা যৌতুকস্বরূপ এবং কএক লক্ষ টাকার হীরক হেমাদির অলঙ্কার প্রাপ্তির নিশ্চিত সম্ভাবনা জানিয়াই সওদাগর মহাশয় তদবলম্বনেই আপনার আধোগামী ভাগ্যচক্রের

শোচনীয়গতি পরিবর্ত্তনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। কন্যা-কর্ত্তার অর্থলাভ লালসায় এতদূর পরিমাণে দৃঢ় বিশ্বাস যে, স্বয়ং স্বচক্ষে পাত্র পরিদর্শন, পরীক্ষা, বা সবিশেষ আভ্যন্তরিক তথ্যানুসন্ধানের অবসর মাত্রও প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন নাই। স্বতঃপ্রবৃত্ত ঘটক ধনজীভাই তাঁহাকে যেরূপ পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি তদনুসারেই এ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। ধনজীভাইয়ের নির্দ্দেশ, তথ্য গ্রহণ অনাবশ্যক! অম্বরাধিপতির জ্ঞাতি ভ্রাতার ঔরসজাত পুত্র, ধনে মানে কুলে শীলে সর্ব্বাংশে বিশেষরূপেই শ্রেষ্ঠতম! অপর অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন! বিশেষতঃ দশদিকে বিঘোষণ হইলে নানারূপ বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, হয় ত বরকর্ত্তা এরূপ অবিখ্যাত বংশসম্ভূত ব্যক্তির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধনে অসম্মত হইতে পারেন, ইত্যাকার নানারূপ হেতুবাদ প্রদর্শনে ধনজীভাই তাঁহাকে একাল পর্য্যন্ত নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সহযোগ বাণিজ্যের অংশীর উপর তাহার অটল ও অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস অবলম্বনে অবিচলিতচিত্ত থাকাতে সে দিকে মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তিনি ভ্রম ক্রমেও দৃষ্টিপাত করেন নাই। এমন কি, তাঁহার ভাবী বৈবাহিক ও ভাবী জামাতার বসবাসের স্থানটীও তিনি একেবারে অনভিজ্ঞ। যত শীঘ্রই এই শুভপরিণয়-কার্য্য অবাধেই সুচারুরূপে পরিসমাপ্ত হইয়া যায়, তন্নিমিত্ত তিনি উৎকণ্ঠিতমনে বরপাত্রের শুভাগমনের আশা প্রতীক্ষা করিয়া আছেন।

পাথোজীর সুবিস্তৃত আবাসভবনের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণেই এই বিবাহসভা অধিবেশিত। সভাস্থল অতি সুন্দররূপেই সংশোভিত। উপরে কারুকার্য্যখচিত মখমলের চন্দ্রাতপ। বিলম্বিত অসংখ্য ঝাড়, বর্ত্তিকালোকে প্রতিফলিত। সুগন্ধী কুসুমমালা প্রতি ঝাড় সংস্পর্শ করণানন্তর চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। ঝাড়গুলির নিম্নভাগে নানাবর্ণের কুসুমরাজী গুচ্ছাকারে সংবদ্ধ হইয়া সভাস্থলের অনুপম শোভা অতি রমণীয়রূপে সম্পাদন করিয়া দিতেছে। প্রাঙ্গণের চারিপার্শ্বের স্তম্ভসমূহের গাত্র সুশ্যামল পত্র এবং সদ্যোৎপাটিত লতিকায় চারি চারি অঙ্গুলী ব্যবধানে সমাবৃত। নানা জাতীয় কুসুমনিচয়

তাহার যথাস্থানে সন্নিবেশিত হওয়াতে সেই সুন্দর দৃশ্যকে আরও অধিক নয়নতৃপ্তিকর করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচীর গাত্রে নানা দৃশ্যের চিত্রপট, শিরে শিরে নানা বর্ণের ক্ষুদ্রকায় পতাকাবলী সংস্থাপিত। বিবিধ রঙ্গে সুরঞ্জিত ইরাণী গালিচায় প্রাঙ্গণ-ভূমি সম্পূর্ণরূপেই সমাচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে। বরপাত্রের উপবেশনের নিমিত্ত একখানি রৌপ্যময় সুখাসন প্রাঙ্গণের উত্তরভাগের সমমধ্যস্থলে সংরক্ষিত হওয়াতে সভাস্থলীর শোভা আরও অধিক পরিমাণে সম্বর্দ্ধনশীল। দুইটী অল্পবয়স্ক রূপবান বালক মনোরম বেশে শ্বেত চামর হস্তে প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। সভা-প্রাঙ্গণের প্রত্যেক পার্শ্বে যথাযথ স্থানে স্বর্ণ ও রৌপ্যবিনির্ম্মিত আসা, সোটা ভল্লাস্ত্র, এবং প্রতিফলিত ভীষণ অসি হস্তে ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধারণে অনুচর সহচর ও প্রহরীরা গম্ভীরভাবে অবস্থান করিতেছে। বরদানগরের প্রায় সমস্ত ধনবান সমব্যবসায়ী মহাজন, এবং পাথোজী মহাশয়ের পরিচিত মিত্র ও কুটুম্ববর্গের সমাগমে সভা কুট্টিমটী একেবারেই পরিপূরিত। অমাত্য বন্ধু বান্ধব এবং আপরাপর আমন্ত্রিত লোকজনের সম্বর্দ্ধনায় কন্যা-কর্ত্তার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণ শশব্যস্তে চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। সুমিষ্ট আলাপনে সকলের চিত্তরঞ্জন করিবার নিমিত্ত পাথোজী স্বয়ংই অভিনিযুক্ত। পরিণয়োৎসব-সভামণ্ডল হইতে এক প্রকার অস্পষ্ট অস্ফুট আনন্দ-কোলাহলে সন্তরমত সম্পূরিত।

যাঁহার সবিশেষ উদ্যোগে, আত্যান্তিক সহায়তায় আজিকার এই পরিণয়োৎসব কার্য্যটী সমুপস্থিত,—যিনি এই বিবাহের প্রধান নিয়োগকর্ত্তা, যাঁহার আন্তরিক ইচ্ছায় কন্যাকর্ত্তা পাথোজী মহাশয়ের চিরঅভিলাষ পূর্ণ হইবার উপক্রম; সেই কার্য্যদক্ষ পারদর্শী ধনজীভাই মহাশয় এক্ষণে কোথায়? তাঁহাকে এখানে দেখিতে পাইতেছি না কেন? বরপক্ষ হইতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা যৌতুক এবং হীরক রত্নাদির অলঙ্কার আনিবার নিমিত্ত অদ্য প্রাতেই তিনি পাথোজীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক আপন কার্য্যে প্রস্থান করিয়াছেন।

উপস্থিত বিবাহসভায় মহারাজ বিষণচাঁদের অধিষ্ঠান হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল বিমর্ষ, পরিশুষ্ক ও মলিন। পাথোজীর কন্যার সহিত তাহার

যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, সেই কুৎসিত প্রেমের ক্রীড়া-পুত্তলীটী এতদিনের পর হস্তপরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, সেই নিমিত্তই কি তিনি হতাশ্বাস ও অস্থির-চিত্তে এই সভাকুট্টিমে অবস্থান করিতেছেন? নিষণচাঁদ সেরূপ প্রকৃতির লোক নহেন,—সামান্যা একটী কুলবালার বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ অস্থির ও উচাটনচিত্ত হইবেন তাহার আর সম্ভাবনা কোথায়? সুবিমল প্রেম কাহাকে বলে, সহকারী শান্তিরক্ষক মহাশয় সে বিষয়ে একবারেই অনভিজ্ঞ। তবে কি?—কেন তাঁহার এরূপ পরিম্লান ভাব?—তাঁহার একমাত্র সহায় ও অবলম্বন, সর্ব্ববিষয়ে হিতসাধক এবং সুখসম্পদের সবিশেষ প্রতুলকর্ত্তা মহামান্য আমীর দেওয়ান খাঁ সম্প্রতি পরলোকগত। সেই কারণে তিনি নৈরাশ্য সমুদ্রের গভীরতম রসাতলে নিমজ্জিত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে এরূপ বিষাদমূর্ত্তি বিশিষ্টরূপে প্রদর্শন করিতেছেন। প্রধান শান্তিরক্ষকের কার্য্যকালিক থাকাতে ওর্ত্তবর জামলে তাঁহার অভিবাদই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ পরিবিদ্যমান ছিল। কি আমীর কি সাধারণ কি সামান্য অবস্থাপন্ন কোন ব্যক্তিই তাঁহার চক্ষে প্রতি-যোগী বলিয়া অনুমিত হইত না। এ পর্য্যন্ত তিনি সকলকেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করিয়া আসিতে ছিলেন কাহারও মান সম্ভ্রমের প্রতি ভ্রমক্রমেও দৃষ্টি রাখেন নাই। তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদরবারে অভিযোগ করিলেও কিঞ্চিন্মাত্র ফলপ্রদ হইত না। আমীর দেওয়ান খাঁর বলে সহজেই তিনি সে দায় হইতে তৎক্ষণাৎ উদ্ধার প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার ক্রিয়াকলাপ আচার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া যে সে আমীর ওমরাহেরা এত দিন অগত্যা শান্তভাব ধারণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের এক্ষণে শুভ অবসর সমুপস্থিত। সহায় বিহীন দর্শনে বহুজনে গুরুতর অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে এক্ষণে তাহারা আনয়ন করেন। সে আবেদন বৃথা হইয়া যায় নাই। সরকার হইতে সে বিষয়ের তদন্ত করিবার ভার দুই তিনটী সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীর প্রতি সমর্পিত হইয়াছিল। বিচারের দিন সমুপস্থিত হইলে তিনি ধর্ম্মাধিকরণে এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে, আমার প্রধান সহায় ও দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ওসমান আলি সম্প্রতি কিছুদিনের নিমিত্ত অবসর গ্রহণে স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছে। সমস্ত হিসাবপত্র, সমস্ত কাগজপত্রই তাহার নিকট সংরক্ষিত,—

সে ব্যক্তির প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত এই গুরুতর ব্যাপারের সাবকাশ প্রার্থনা। আদালত হইতে তাহাই গ্রাহ্য হইল,—কিন্তু যে পর্য্যন্ত এই তদন্ত এক প্রকার পরিশেষ হইয়া না যায়,—যে পর্য্যন্ত তিনি নির্দ্দোষীরূপে আপনাকে সপ্রমাণ করিতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার সমস্ত বিষয়াদি রাজকোষে জব্দ হইয়া থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবেন না,—এই সর্ত্তে তিন মাসকাল অবকাশ গ্রহণ করিতে তিনি অবাধেই সক্ষম হইলেন। উদ্বিগ্নচিত্তে ওসমান আলির প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় তিনি এক্ষণে সংক্ষুব্ধহৃদয়ে দিন গণনা করিতেছেন। কোথায় কি অবস্থায় কি ভাবে ওসমান আলি অভিনিযুক্ত, সে বিষয়ে মহারাজ বাহাদুর সম্পূর্ণরূপেই অনভিজ্ঞ। সুতরাং তাঁহার চিন্তাস্রোতের আর অবধি নাই, মন একেবারেই উদ্বেলিত, হৃদয় একেবারেই আকুলিত। এই সকল কারণেই মহারাজ হিরণচাঁদের বিষণ্ণভাব, আর সেই নিমিত্তই তাহার বদনমণ্ডল পরিশুষ্ক ও পরিম্লান।

আমন্ত্রণ রক্ষার্থ আর একটী সুপরিচিত ব্যক্তি এ সভায় উপস্থিত। ইনি সেই বলদেবজী, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও ইনি এই উৎসব ব্যাপারে অভিলিপ্ত হইয়াছেন কেন?—কি সুখে ইহাঁর এখানে আগমন?—একমাত্র পাথোজী মহাশয়ের কৃপাকটাক্ষ আশা ভরসা। ঋণ আদায়ের নিমিত্ত সওদাগর মহাশয় আদালতে ইহাঁর নামে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া অবশিষ্ট সমস্ত বিষয়, এমন কি, ভদ্রাসন বাটীখানিও ক্রোক জব্দ করিবার আদেশ লইয়াছেন। যাহাতে সেই ব্যাপারটী আশু সম্পাদিত না হয়, সময় পাইলে নানারূপ উপায় উদ্ভাবনে এ দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন, এই নিমিত্তই তাঁহার এখানে আগমন, এবং সেই নিমিত্তই তিনি এই পরিণয় মহোৎসবে প্রফুল্লমুখে সমাগত।

ইন্দুবালার কি ভাব? এই মহোৎসব-কার্য্য-রঙ্গ-ভূমের প্রধানা অভিনেত্রী ইন্দুবালার কি মনে মনে আনন্দ অনুভব হইতেছে?—পিতাঠাকুর ইহার নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন? হিন্দুসামাজিকতার নিয়মে পরিণয় কার্য্যে পুত্র কন্যার মতামতের নিমিত্ত

কে কোথায় আর অপেক্ষা করিয়া থাকে? এ স্থলে পাথোজী মহাশয়েরও সেই পন্থা অবলম্বন। আর বিবাহ বিষয়ে ইন্দুবালার মনের ভাব অতি শোচনীয়রূপে বিপর্য্যস্ত। তাহার হৃদয়ে সুখ নাই, নয়নে দীপ্তি নাই, অন্তর অতিশয়ই সচঞ্চল। পাত্রটী কিরূপ, নয়নগ্রাহী কি কুৎসিত আকার, তাহার স্বভাব চরিত্রের সহিত মনোমিল হইবে কি না, এ সকল বিষয়ে ইন্দুবালা একেবারেই অপরিজ্ঞাত। এ অবস্থায় তাহার হৃদয়ে প্রণয়াঙ্কুর কি প্রকারে সমুদ্ভব হইতে পারে? বিশেষতঃ সে যখন গুপ্ত-প্রেমের অধিনায়িকা, অবকাশ প্রাপ্ত হইলেই সে যখন বিষণচাঁদের সহিত গোপন সাক্ষাৎ করিতে ক্ষণকালের নিমিত্তও ইতস্ততঃ করিয়া থাকে না, তখন তাহার পক্ষে এই উপস্থিত সম্বন্ধ বন্ধন কতদূর হৃদয়গ্রাহী, পাঠক মহাশয়ই তাহা বিবেচনা করিয়া লউন। কামিনীর মনোভাব যখন এরূপ সাংঘাতিক-রূপে পরিণত, বিষণজীকে তখন আপন প্রকৃত অবস্থা পরিব্যক্ত করিয়া ইহার একটা বিহিত বিধানের চেষ্টা পায় নাই কেন?—করিয়াছিল, দূতীর দ্বারা এ সংবাদ বিষণজীর নিকট ইতিপূর্ব্বেই প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্রই ফলপ্রদ হয় নাই। বিষণজীর এখন সে ক্ষমতা নাই, সে প্রভুত্ব নাই, সে মান সম্ভ্রম নাই, কিছুই নাই! সুতরাং সহকারী শান্তিরক্ষক মহাশয় প্রণয়িনীর আন্তরিক অভিলাষ পূর্ণ করিতে একেবারেই অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন। অধিকন্তু তিনি এক্ষণে নিজের ব্যাপারে ভয়ানকরূপেই বিজড়ীভূত, পরের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে এক্ষণে তাঁহার মন সে দিকে প্রধাবিত হইবেই বা কেন? সুতরাং পাথোজী কন্যা ঘটনাস্রোতমুখে নিজ ভাগ্য অর্পণপূর্ব্বক নিরাশ হতাশ্বাসে ভগ্নান্তঃকরণে এই বিবাহের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

সভাস্থ আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে অধিকক্ষণ আর অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল না। অনধিক বিলম্বেই বরপক্ষের আগমনসূচক বাদ্যধ্বনি, সহযাত্রী-গণের আনন্দ কোলাহল প্রবলরূপে আসিয়া পাথোজীর আবাসভবনের সম্মুখস্থ রাজপথ পরিকম্পিত করিয়া তুলিল। মহাডম্বরে সমধিক সমুজ্জ্বলভাবে বরপক্ষ ধীরে ধীরে অগ্রসর। সেই সুবিস্তৃত রাজপথের উভয় পার্শ্বে

শ্রেণীবদ্ধভাবে আলোকরাশি হস্তে অনুচর সুশৃঙ্খলাবদ্ধে পদ সঞ্চালন করিয়া আসিতেছে। সর্ব্বাগ্রে একদল বাদ্যকর. তৎপরে আরোহী-হীন মণিমুক্তাখচিত সুবেশ ভূষিত অশ্ব শ্রেণী, উষ্ট্রদল, হস্তীযূথ পরে পরে পরিচালিত। নিষ্কাসিত অসি হস্তে কতিপয় বীরবেশী যোদ্ধা অসিক্রীড়া—অস্ত্র সঞ্চালনে সবিশেষ নৈপুণ্যতা প্রদর্শনে প্রমত্ত। সুসজ্জিত অশ্ববাহিত সুরম শকটাবলি, চিনাংশুক বস্ত্রমণ্ডিত মহাপায়া, চতুর্দ্দোল, শিবিকা, সুবেশী বাহক স্কন্ধে যাত্রার সুষমা পরিবর্দ্ধন করিয়া চলিয়াছে। তৎপরেই আর একদল সামরিক বাদ্যকর,—তাহারা জয়োল্লাস বাদ্যে আনন্দোচ্ছ্বাস তালে তালে সম্যকরূপে প্রবাহ করিতে অভিনিযুক্ত। স্বর্ণ এবং রৌপ্য বিনির্ম্মিত আসা. সোটা, চামর, বীজন, ছত্র, বল্লম প্রভৃতি ধারণে রক্ষিগণ এবং অনুচরবর্গ অভিগমনে তৎপর। কতিপয় কুলবালা সুবেশ ভূষণে বিভূষিতা হইয়া কিঙ্করীগণকে লাঞ্ছনা প্রদানে মাঙ্গল্য সঙ্গীতে সুধাবর্ষণ করিতে করিতে আনন্দ হৃদয়ে ধীরে ধীরে পাদবিক্ষেপ করিতেছেন।—তাহার পরেই হেমখচিত সমুজ্জ্বলবেশে হীরক মণিমুক্তালঙ্কারে সুসজ্জিত স্বয়ং বরপাত্র। সুশোভিত অতি সুন্দর অশ্বচালনে সে ব্যক্তি ধীরে ধীরেই গমনশীল। অশ্বটী যেন বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর নিক্কণে বিমোহিত হইয়া তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রগামী পুরোবর্ত্তীগণের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। সর্ব্বশেষে সম্ভ্রান্ত বরযাত্রীগণ। তাহারা কেহ শকট, কেহ অশ্ব, কেহ হস্তী, আর কেহ কেহ বা নরযানে সমারূঢ় হইয়া এই চিত্তসন্তোষকর দর্শনগ্রাহী দৃশ্য সমূহের অনুবর্ত্তী হইতে শ্লাঘ্যভাবেই পশ্চাদ্‌গামী।

অনতিবিলম্বে বর, বরযাত্র, আত্মীয়বর্গ ও অনুচর সহচর, পাথোজী মহাশয়ের সভা-কুট্টিমের সিংহদ্বারে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। কন্যাকর্ত্তা এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা সুমিষ্ট আলাপনে যথারীতি এবং যথাযথ সম্বর্দ্ধনা করিতে অণুমাত্রও ত্রুটি প্রকাশ করিলেন না! সানন্দমনে পাত্র সমভিব্যাহারে বরযাত্রীগণ সভাতলে সমুপবিষ্ট। এই উপস্থিত পরিণয়োৎসবের বরকর্ত্তা কে? কোন্ ব্যক্তি এরূপ মহাড়ম্বরে, এরূপ সমুজ্জ্বলভাবে বরপক্ষের

শুভাগমনের সবিশেষ অধ্যক্ষতা করিয়া আসিলেন?—কেবল একমাত্র দাতাজীর পুত্র শ্রীমান সুন্দরজীকেই পাত্রপক্ষ হইতে সর্ব্ব বিষয়েই কর্ত্তৃত্ব এবং অভ্যর্থনা কার্য্যে অতিবাদ সংলিপ্ত দেখিতেছি বলিয়া তাঁহাকেই আমরা এই অনুষ্ঠিত বিবাহের বরকর্ত্তা বা অধ্যক্ষরূপে নির্ব্বাচন করিয়া লইলাম।

আমন্ত্রিতগণের শিষ্টাচার কুশল প্রশ্ন এবং সুমিষ্ট সম্ভাষণে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত। কন্যাপক্ষীয় পুরোহিত ঠাকুর পাথোজী মহাশয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন, "শুভ কর্ম্মের আর বিলম্ব কি? শুভ কার্য্যে বিলম্ব করিলে নানামতে বহু বাধা সংঘটিত হইতে পারে। শাস্ত্রীয় নিষেধবাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিবেন না। প্রথানুসারে পাত্রীকে এই সময়েই সভাস্থ করিতে যত্নবান হউন।"

"অবহেলা নহে, অনাস্থা প্রদর্শন নহে, ইতিপূর্ব্বেই লোক প্রেরণ করা হইয়াছে। এইক্ষণে—এই মুহূর্ত্তেই তাহারা কন্যাকে সমানয়ন করিবেন এখন।"

পুরোহিত মহাশয় পুনরায় কহিলেন, "আজ্ঞা—তথাপি, আপনি যাই-লেই ভাল হয়। লগ্নভ্রষ্ট হইয়া গেলে কলঙ্ক রাখিবার আর স্থান থাকিবে না। আপনার ধর্ম্মের সংসার হইাতে বিন্দুমাত্র কলঙ্কচিহ্ন সমঙ্কিত হইলে আপনার পক্ষে তাহা নিতান্তই নিন্দনীয়। কালবিলম্ব না করিয়া সত্বরেই—"

"আজ্ঞা হাঁ, পুরোহিত মহাশয় যথার্থ ভাবই পরিব্যক্ত করিয়াছেন। প্রথামত কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিতে হইলে সমধিক সময়েই বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। আপনি কিঞ্চিৎ উদ্যোগী হইয়া এই শুভ কার্য্যটী শীঘ্র শীঘ্রই আরম্ভ করিয়া দিউন।" পুরোহিতের বাক্য পরিসমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই পশ্চাৎদিকে হইতে এই কএকটী শব্দ সহসা বিনিসৃত হইয়া পড়িল। এ ব্যক্তি কে?—কাহার এই কণ্ঠস্বর সভামধ্য হইতে বিনির্গত হইয়া পুরোহিতের বাক্য অনুমোদন করিতে তিলমাত্রও বিলম্ব করিল না? সমর্থন-কারী অপর কেহই নহেন, ওসমান আলির বিশ্বস্তপাত্র দুর্জ্জন পীড়িত নিগৃহীত পরমলজী। ইনি এখানে কেন? যে সভায় বিষণজীর সমাগম, কি সাহসে পরমলজী সে সভায় সমাগত হইয়াছেন? বিষণজীর আর সে কাল নাই,

পূর্ব্ব ক্ষমতা একেবারেই তিরোহিত,—বিষদন্ত আমূল পর্য্যন্তই উৎপাটিত,—তবে আর তাঁহাকে ভয় কি? জনশ্রুতিতে এবং চাক্ষুস প্রত্যক্ষে এই সমস্ত অনুধাবণ করিয়াই পরমলজী এই সভায় অকুতোভয়েই সভাস্থ হইয়াছেন।

"যে আজ্ঞা, এখনই যাইতেছি।" পুরোহিতকে এইমাত্র উত্তর দানে আশ্বস্ত করিয়া স্থন্দরজীকে সম্বোধনপূর্ব্বক পাথোজী মহাশয় মৃদুস্বরে পুনরায় কহিলেন, "আজ্ঞা, যৌতুকাদি বিষয়ের সংবাদ কি? এইমাত্র শুনিতে পাইলাম, সে সমস্ত মহাশয়ের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে,—সে সংবাদ কতদূর সত্য?"

"আজ্ঞা হাঁ, আমারই নিকট সংগৃহীত হইয়া আছে বটে, অনুমতি করিলে এখনই সে বিষয়ের একটা শেষ করিয়া ফেলিতে পারি। কিন্তু মাল্য-বিনিময় এবং শুভদৃষ্টি ইত্যাদি কার্য্য সমাহিত হইবার পর, সকলের সমক্ষে সেগুলি প্রদান করিলে দেখিতে শুনিতে ভাল বোধ হয় না?"

"উত্তম—উত্তম—তাহাই করিবেন।" সাহ্লাদে এই কএকটী কথা সমুচ্চারণপূর্ব্বক পাথোজী মহাশয় অন্দরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অনতিবিলম্বে পাত্রের বামপার্শ্বে আর একখানি রজতাসন সংস্থাপিত হইল। পাথোজীর নিকটাত্মীয় কতিপয় ভদ্রলোক একখানি কাষ্ঠপীঠে বয়স্কা ইন্দুবালাকে বহনপূর্ব্বক সেই শূন্যাসনে উপবেশন করাইয়া দিলেন। বরপাত্রটী কিরূপ, তাহার অঙ্গসৌষ্ঠবই বা কতদূর সুন্দর প্রণালীতে সংগঠিত, এবং অপরাপর বিষয় দর্শন করিবার নিমিত্ত অবগুণ্ঠন মধ্যে হইতে ইন্দুবালা সবিশেষই চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। কনকখচিত অতি স্থূল পট্টবসনে কেশ নখাগ্র পর্য্যন্ত সমাচ্ছাদিত, সীমন্ত হইতে অবগুণ্ঠনাগ্র পর্য্যন্ত গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলদামে সমাবৃত থাকাতে দৃষ্টি একেবারেই সংরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং বহু আয়াসেও পাথোজী-কন্যা সফল মনোরথ হইতে পারিল না।

কৌলিক প্রথানুসারে সভাজন সমক্ষে পাত্রীর অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত হইয়া থাকে, ইহা ভিন্ন কন্যার মুখমণ্ডল ভবিষ্যতে দর্শন লাভ নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার জানিয়াই আমন্ত্রিত সভামণ্ডলী—বিশেষতঃ বরযাত্রীগণ সবিশেষ ঔৎসুক্যসহকারে মণ্ডলাকারে উভয় আসনের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন

করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পাত্রী, বামপার্শ্বে সংস্থাপিত হইবামাত্রই রমণীগণ শঙ্খরব, মাঙ্গল্যধ্বনিতে সভাস্থল প্রতিশব্দিত করিয়া তুলিল। চারিদিক হইতে কুসুমনিচয় পরিবর্ষণ হইতে লাগিল। আসনস্থ ইন্দুবালা আসনসহ পাত্রের বামপার্শ্ব হইতে নীত হইয়া সম্মুখভাগে পুনরায় সংস্থাপিত হইল। কৌলিক প্রথামত পুরোহিত মহাশয় বর ও কন্যাকে আসন বিনিময় করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। ইন্দুবালা ধীরে ধীরে আসন হইতে সমুত্থিত, উন্নত দেহযষ্টি দর্শনে সভাস্থ সকলে পাছে তাহাকে অধিক বয়স্কা বলিয়া অনুমান করিয়া লয়েন, এই ভাবিয়া বুদ্ধিমতী ললনা লজ্জাভারে যেন নিতান্তই অবসন্ন, এমনি ভাব প্রকাশে অবনত মস্তকে অবনত পৃষ্ঠে কুব্জাকারে মন্থর গমনে আসন বিনিময় কার্য্য সমাধা করিয়া লইল। কন্যাপক্ষের পুরোহিত মহাশয় এক একগাছী ফুলদাম, পাত্র ও কন্যার করে সমর্পণপূর্ব্বক পরস্পরে বিনিময় করিবার নিমিত্ত সুমিষ্টস্বরে অনুমতি প্রদান করিলেন। তৎ শ্রবণে পদ্মলজ্জী মহাশয় সকৌতূহলে বলিয়া উঠিলেন, "সেকি মহাশয়? ইহারই মধ্যে মাল্য বদল কি? শুভদৃষ্টির পূর্ব্বে মাল্য বদল, সে আবার কিরূপ মহাশয়? নূতন প্রথা অবলম্বন করিবেন নাকি? প্রধান কার্য্যে এরূপ শোচনীয়রূপে ব্যতিক্রম কেন?"

হাস্য করিতে করিতে পুরোহিত মহাশয় কহিলেন, "না না, ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা কোথায়? বিস্মৃত হইব কেন? প্রথামত সকল কার্য্যই সমাহিত হইবে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া পাত্রীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে করিতে কন্যাকে সম্বোধনপূর্ব্বক অতি কোমলস্বরে পুনরায় কহিলেন, "মা! একবার অবগুণ্ঠনটী উন্মোচন কর দেখি, চক্ষু দুটী—"

কথা পরিসমাপ্ত করিবার অবসর পাইলেন না। ইন্দুবালা মুখাবরণটী কিঞ্চিৎ বলে সম্মুখভাগে আকর্ষণপূর্ব্বক বক্ষদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত করিয়া দিল। পুরোহিত মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "কেন মা, এত অধিক লজ্জা কিসের? সকলেই ত এ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, তবে আর এত অধিক লজ্জা করিবার কারণ কি মা? হস্ত ত্যাগ কর।" এই কথা বলিয়া অবগুণ্ঠনবতীর মুখাবরণটী সম্পূর্ণরূপেই উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

ইন্দুবালার নয়নদ্বয় একেবারেই নিমিলিত, সলজ্জকুণ্ঠিতভাবে অবনত মস্তকে উভয় চক্ষু উভয় হস্ত দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিয়া রহিল। প্রবৃত্তি দানে প্রবোধবাক্যে পুরোহিত মহাশয় পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "ছি মা! এত অধিক কি লজ্জা করিতে আছে?—হস্তদুটী অপসারিত করিয়া ফেল দেখি,—লগ্নের সময় অতিবাহিত হইবার আর অধিক বিলম্ব—"

কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ত্বরিত পাদবিক্ষেপে কন্যার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া লজ্জাবতী কামিনীর উভয় হস্ত কোমলভাবে আকর্ষণ করিতে করিতে সস্নেহবচনে পিতাঠাকুর কহিলেন, "মা আমার সতীলক্ষ্মী!—বড়ই লজ্জাশীলা! এত লোকের সমাগম, সুতরাং লজ্জাভরে একেবারেই সঙ্কুচিতা!—মা! হস্তদুটী অপসৃত কর,—চক্ষুদুটী উম্মিলন কর,—শুভ সময়ে শুভ দৃষ্টি শুভ লগ্নমধ্যেই সম্পাদিত হইয়া যাউক!"

ইন্দুবালার নিমিলিত চক্ষুদ্বয় ধীরে ধীরে উন্মিলিত, পাত্রের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত হইবামাত্রই তাহার সর্ব্বশরীর এক ভীষণ বৈদ্যুতিক বলে সহসা যেন প্রকম্পিত হইয়া উঠিল! পদনখ হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত প্রকম্প-মান। হৃদয় শূন্যময়, উভয় কর দৃঢমুষ্টে সংবদ্ধ। নাসারন্ধ্র হইতে ঘনঘন শ্বাস প্রশ্বাস সবেগেই প্রবাহমান। হস্তস্থিত কুসুমদাম হস্ত হইতে পরিভ্রষ্ট এবং ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পদতলের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।

ইন্দুবালার ভাব ভঙ্গীর প্রতি অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক উপস্থিত দর্শক-মণ্ডলী হইতে এক ব্যক্তি নীরসকণ্ঠে সহসা বলিয়া উঠিলেন, "একি? প্রথমেই এই? শুভদৃষ্টির প্রারম্ভেই এরূপ শোচনীয় দুর্ঘটনা? পুরোহিত মহাশয় ইহার ব্যবস্থা? ইহার সদ্‌যুক্তি?"

কন্যা-পুরোহিত গম্ভীরবদনে প্রত্যুত্তর করিলেন, "ইহাতে আর ক্ষতি বৃদ্ধি কি? এরূপ ঘটনা ত অনেক স্থানেই পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে, তাহাতে আর চিন্তার বিষয় কি? তাহার ব্যবস্থাও ত নির্দ্ধারিত হইয়া আছে। হস্তচ্যুতি মাল্যের ব্যবস্থাই তিনছড়া! পণ্ডিতমণ্ডলী ইহাই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এ স্থলে ইহাই যুক্তিসিদ্ধ, তজ্জন্য আর চিন্তার বিষয় কি?

তাহাই হইল। শশব্যস্তে পাথোজী মহাশয় ত্রিকণ্ঠী ফুলদাম আনয়ন

পূর্ব্বক স্নেহময়ী কন্যার হস্তে তৎক্ষণাৎই অর্পণ করিলেন। ইন্দুবালার অলস হস্ত তাহা গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু মন সে স্থানে অবস্থিত নাই, কোন্‌-দিকে কোন্‌কালে তাহা আপনা হইতেই পলায়িত। শূন্যনয়নে শূন্য হৃদয়ে হতাশস্বরে তাহার কণ্ঠ হইতে এই কএকটী কথা বিনিসৃত হইল। "পিতা—পিতা—নির্জ্জন—নির্জ্জন বাক্যালাপ অতীব আবশ্যক! বিবাহ স্থগিত—নির্জ্জন—নির্জ্জন!"

"সেকি মা? এরূপ কথা কেন?—ওরূপ অমঙ্গলবাক্য কি এ সময় ব্যবহার করিতে আছে? সচরাচর এরূপ সম্বন্ধ সংযোগ হওয়া বড় সহজ ব্যাপার বটে?—অম্বরাধিপতির ভ্রাতৃপুত্রবধূ, ইহা কি সামান্য সৌভাগ্যের পরিচয়? স্থির হও, উদ্বিগ্ন হইও না, মাল্য বিনিময় কর।" এই কথা বলিয়া পাত্রগলে মাল্য প্রদানের নিমিত্ত পাথোজী মহাশয় কন্যার হস্ত ধারণপূর্ব্বক তৎকার্য্য সম্পাদনে সমুদ্যত হইলেন।

পুনরায় কুসুমদাম ভূতলে বিনিক্ষিপ্ত!—ইন্দুবালার হস্তভ্রষ্ট হইয়া শ্রিকণ্ঠীদাম পুনরায় ভূমিতলে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। সভাস্থ সকলেরই আন্দোলিত হৃদয়। উপর্য্যুপরি দুই দুইবার ফুলদাম পরিভ্রষ্ট দর্শনে ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় দর্শকমণ্ডলীর হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সমুদ্ভব হইল। অনেকেরই অন্তর সংশয় সন্দেহে কথঞ্চিৎ সমাচ্ছন্ন, কএক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত সকলেই শিহরিত। সভাস্থল হইতে এক প্রকার মৃদু অস্ফুট শব্দ বিনিসৃত হইয়া এই পুষ্পদামের হস্তচ্যুতি যে পাথোজী অথবা তৎকন্যার ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের এক নিদানীভূত সূত্রপাত, তাহাই তৎকালে এক প্রকার বিঘোষণ করিয়া দিতে লাগিল।

বলদেবজী অগ্রসর হইয়া পুরোহিত মহাশয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক গম্ভীর-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! এবারে ইহার শাস্ত্রীয় সদ্যুক্তি কি? দুই দুইবার যখন এইরূপ শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত, তখন সে বিষয়ের অখণ্ডনীয় বিধি ব্যবস্থা কি?"

কিঞ্চিৎ বিকৃতস্বরে পুরোহিত মহাশয় প্রত্যুত্তর করিলেন, "শোচনীয় ব্যাপার আবার কিসের? আপনা হইতে হস্তচ্যুত হইলে তাহার এক সতন্ত্র

কথা ছিল ; কিন্তু এবারে ত আর সেরূপ ঘটনা সমুপস্থিত হয় নাই, হস্ত আন্দোলনই ইহার প্রকৃত কারণ। ব্যস্ততা প্রযুক্ত পাধোজী মহাশয়ের হস্ত সঞ্চালনেই কুসুমদাম পরিভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং উহাকে দৈবী ঘটনা বলিয়া কিরূপে আর উল্লেখ করা যাইতে পারে? তা—তথাপি, সকলের হৃদ্‌বোধের নিমিত্ত ঋষি-উপদেশই এ স্থলে ব্যবহার করা যাউক!—মালা—মালা—ছযছড়া—ছযছড়া!"

পুষ্পদাম সমানীত হইল। সুগন্ধী পুষ্পের রাশীকৃত গ্রথিত মাল্য পুরোহিত মহাশয়ের পুরোভাগে সমাহৃত। পুষ্পরাশিমধ্য হইতে উল্লিখিত সংখ্যক সংগ্রহ করণানন্তর স্বস্তি বচন প্রয়োগে পাত্রী হস্তে সমর্পণ করিবার সময় কন্যাকে সম্বোধনপূর্ব্বক উৎসাহব্যঞ্জকস্বরে পুরোহিত ঠাকুর কহিলেন, "মা! এ সকল কার্য্যে এরূপ চাঞ্চল্যভাব প্রদর্শন করা একেবারেই নিষিদ্ধ! চিত্ত সংযমনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও! অনেক ভদ্রলোকই এ সভায় সভাস্থ হইয়াছেন, সকলের চক্ষুই তোমার উপর সন্ন্যস্ত,—লও, কুসুমদাম গ্রহণ কর, মনে মনে নারায়ণ স্মরণ করিয়া ভাবী স্বামীর গলদেশে অবহিতচিত্তে সমর্পণ কর!"

ইন্দুবালার হস্ত সঙ্কোচ। "ভাবী স্বামী" এই শব্দ শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহার সর্ব্বশরীর এক তীব্রতরবেগে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। শত শত বৃশ্চিক এককালে দংশন করিলে লোকের শরীর যেরূপ ভয়ানক-জ্বলনে বিদগ্ধ হইতে থাকে, সভাসীনা ইন্দুবালারও সেইরূপ অবস্থা। "ভাবী স্বামী" এই সামান্য বাক্য শ্রবণেই পাধোজী-কন্যা তৎক্ষণাৎই উন্মত্তা প্রায়। মস্তক নিদারুণরূপে বিঘূর্ণিত,—হৃদয় অতিশয় উদ্বেলিত,—বোধাবোধ এককালেই পরিশূন্য। পুরোহিত দত্ত পুষ্পহারনিচয় সবেগে সুদূরে বিনিক্ষেপপূর্ব্বক জ্ঞানশূন্য প্রমত্তের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "ভাবী স্বামী?—কাহাকে?—নিজ গর্ভজাত পুত্রকে?—ও বালকটী আমার পুত্র,—গর্ভজাত পুত্র,—গর্ভজাত!"

"কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! এ আবার কি কথা? এ আবার কি অদ্ভুতকাণ্ড? পুরোহিত মহাশয়! পুষ্পদাম স্পর্শ করিয়া দিলে কি কার্য্য-

হব হয় না?—মায়ের চিত্তটী কিঞ্চিৎ উদ্ভ্রান্ত দেখিতেছি, মাল্য বিনিময় কার্য্যটী এ অবস্থায় আমার দ্বারা সম্পাদিত হইলে কি শাস্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে না?" ঝড়গতিতে এই সমস্ত কথা উচ্চারণপূর্ব্বক পাথোজী মহাশয় পুরোহিতের বদনমণ্ডলের প্রতি সোৎসুকে দৃষ্টিসংযত করিয়া রহিলেন।

"কেন চলিবে না?" কন্যা-পুরোহিতের আশু প্রত্যুত্তর, "কেন চলিবে না? স্পর্শ করিয়া দিলেও কার্য্যকর হইতে পারে! এ ক্ষেত্রে ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় কি? মাল্য—মাল্য—গুচ্ছ গুচ্ছ মাল্য!"

"কোন্ শাস্ত্রে, কি পুরাণে এরূপ বিধি ব্যবস্থা সম্বদ্ধ?" ইন্দুবালা আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক তীব্রনয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি বিনিক্ষেপ করিতে করিতে পূর্ব্বের ন্যায় চীৎকাররবে বলিয়া উঠিল, "কোন্ শাস্ত্রে, কি পুরাণে এইরূপ বিধি ব্যবস্থার উল্লেখ হইয়া আছে? পুত্রের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলে দোষ স্পর্শে না, এ কথা কোন্ ঋষি প্রয়োগ করিয়াছেন? আপনাদের কি ধর্ম্ম দিকে দৃষ্টিপাত নাই?—ধিক! ধিক! ধিক!"

"হায় উন্মাদিনী!" ললাটে করাঘাত করিতে করিতে বিকৃতকণ্ঠে ভগ্ন-হৃদয়ে পাথোজী মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "হায়! একমাত্র কন্যা উন্মাদিনী! সহসা উন্মাদরোগে সমাক্রান্তা! উপদেবের কুটিল দৃষ্টিপাতেই এই অনর্থ কাণ্ড সংঘটিত! হায়! কি হইবে, কি করিলে—"

"না পিতা, আমি উন্মাদিনী নহি!" ঈষৎ আন্দোলিতস্বরে ইন্দুবালা সেই ভাবে কহিল, "না পিতা, আমি উন্মাদিনী নহি! উপদেবের কুটিল দৃষ্টিও আমার প্রতি বিনিক্ষিপ্ত হয় নাই! সচ্ছন্দ মনে, সুস্থ শরীরে, মুক্তকণ্ঠে সর্ব্ব সমক্ষেই প্রকাশ করিতেছি, এ বালক আমারই পুত্র,—পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত,—জীবিতাবস্থাতেই বিপ্রোথিত, আমার গর্ভজাত এই অনাথ বালক!"

"প্রমাণ—প্রমাণ—প্রমাণ!" সভাস্থ সকলের বদন হইতে সমস্বরে সমকালে বিনিঃসৃত হইল, "প্রমাণ—প্রমাণ—প্রমাণ! তুমিই যে ইহার গর্ভ-ধারিণী জননী, সে বিষয়ের সবিশেষ প্রমাণ?"

"প্রমাণ?—দৃষ্টিনিক্ষেপ কর,—বালকের বদন প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই সবিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারিবে! ঐ জড়ুল,—ললাটের মধ্যভাগে ঐ

রক্তবর্ণের জড়ুল। এ বালক যে আমারই গর্ভজাত আমিই যে উহার গর্ভ-ধারিণী জননী, ঐ জড়ুলই এ স্থলে জীবন্তরূপে পরিচয় প্রদান করিয়া দিতেছে।—যদি আরও অধিক প্রমাণের আবশ্যক হয়, তাহাও উপস্থিত, এখনই তাহা প্রদান করিতেছি!” এই শেষ কএকটী কথা বলিতে বলিতে ইন্দুবালা সহসা দ্রুতবেগে প্রধাবিত হইয়া বিষণচাঁদের হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক প্রমত্তের ন্যায় পুনরায় বলিতে লাগিল, “এই—এ ব্যক্তিই উহার জন্ম-দাতা পিতা! ইহারই ঔরসে এই বালকের জন্ম! ময়নাবিবির তদানীন্তন পান্থনিবাসে এই বালক জন্ম পরিগ্রহণ করে! বিষণচাঁদ প্রকাশ করিয়া বল, তুমিই আমার প্রাণবল্লভ কি না,—তোমার সহিত আমার গন্ধর্ব্ববিধানে পরিণয়কার্য্য সমাহিত হইয়াছিল কি না,—সেই পরিণয়ের জাজ্জ্বল্যমান একমাত্র ফল স্বরূপ যে এই বালক, তাহা সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ করিয়া আমার হৃদয়ভার লাঘব করিয়া দাও! বল,—বল,—এই বালক তোমার ঔরসজাত কি না, প্রকাশ করিয়া বল!”

ইন্দুবালার অভিনয় কার্য্যের প্রারম্ভেই বিষণচাঁদের মন এক প্রকার আলোড়িত এবং বালকের ললাটমধ্যস্থ রক্তবর্ণ জড়ুল দর্শনে মনোমধ্যে নিদারুণ সন্দেহের সমুদ্ভব হইয়াছিল। প্রণয়িনীর এই সমস্ত রোসকত্তা বাক্য শ্রবণে সেই সন্দেহ এক্ষণে দৃঢ়তর বিশ্বাসে পরিণত হইল। নায়িকার এই শেষ কএকটী সকাতর সানুরোধশব্দ তাঁহার শ্রবণপুটে প্রতিঘাত হইবামাত্রই তিনি একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। হৃদয় সংযম করিতে তাঁহার আর অণুমাত্রও ক্ষমতা রহিল না। এ স্থানে যেন কেহই উপস্থিত নাই, সভাপ্রাঙ্গণ যেন একেবারেই জনমানব পরিশূন্য, জনাকীর্ণ সভাস্থল যেন একেবারেই মহাপ্রাণী বিবর্জ্জিত, তাঁহার চক্ষে তৎকালে যেন তাহা বলিয়াই প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি ইন্দুবালার স্কন্ধোপরি বামহস্ত সংস্থাপন, এবং দক্ষিণহস্তে তদীয় দক্ষিণবাহু কোমলভাবে ধারণ করিতে করিতে কম্পিতকণ্ঠে বাতুলের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, “যথার্থ! যথার্থ! কণামাত্রও অসত্য নহে! যথার্থই আমি ইহার জন্মদাতা পিতা! কিন্তু ভ্রমক্রমেই ইহাকে বিপ্রোথিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম!—এ অপোগণ্ড

যে জীবিত, তৎকালে আমার তাহা তিলমাত্রও উপলব্ধি হয় নাই,—জানিতে পারিলে কখনই সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম না,—কখনই না! কখনই না!"

সভাস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই নিস্তব্ধ, স্তম্ভিত, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কএক মুহূর্ত্ত নীরব, নিশ্চল! এই বিরাট সভামণ্ডপে আমন্ত্রিত সর্ব্বজন সমক্ষে নায়ক নায়িকা আপনাপন মনোভাব প্রকাশ করিবার পরক্ষণেই চারিদিক হইতে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ সমুত্থিত হইয়া সভাটী একেবারে পরিপূরিত করিয়া তুলিল। মহাগণ্ডগোল, ভীম কোলাহল, সভাস্থল ভয়ানকরূপে বিলোড়িত। সকলেরই মুখমণ্ডল ঘৃণা ও শ্লেষব্যঞ্জক। উচ্চরবে নানা জনে নায়ক নায়িকাকে নানাবিধ অভিধান প্রদানে নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। "আহা! পাত্রীটী বড়ই লজ্জাশীল।" কেহ এই কথা উচ্চারণ করিবামাত্র তাঁহার পোষকতার নিমিত্ত অপর একজন কহিলেন, "সেই লজ্জার জন্যই ত এতক্ষণ অবগুণ্ঠন উন্মোচনে ততদূর অসম্মতি জ্ঞাপন! আহা! যথার্থই সতীলক্ষ্মী বটে! পঞ্চকন্যার মধ্যে একজন!" তাঁহার বাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতেই অপর একজন কহিলেন, "কন্যাকর্ত্তার যথার্থই অনুমান, পাত্রীর প্রতি উপদেবের কুদৃষ্টি সঞ্চার! কিন্তু আমার মতে সঞ্চার নহে, একেবারেই পূর্ণগ্রাস! সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষ উপদেব স্বয়ংই মূর্ত্তিমানরূপে দণ্ডায়মান!" পুরোহিতকে সম্বোধনপূর্ব্বক আর একজন বলিয়া উঠিলেন, "ব্রাহ্মণ ঠাকুর! হস্ত পরিভ্রষ্ট মাল্যের ত তৎকালে বিলক্ষণ ব্যবস্থাই প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু এ দিকের উচিত ব্যবস্থা কি? গয়াধামে পিণ্ড দানই না ইহার শাস্ত্রীয় যুক্তি? ইহাতে আপনার পক্ষে বরং সমধিকই লভ্যের সম্ভাবনা! পিণ্ডদানের সময় নানা প্রকারে দক্ষিণাদি সংগ্রহ করিবার সবিশেষই উপায় হইতে পারিবে! তবে যা যৎকিঞ্চিৎ বিলম্ব মাত্র! জন্মদাতা পিতার পরলোকগমনকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকা!"

কএক মুহূর্ত্তমধ্যেই সভাস্থল এক প্রকার জনমানব পরিশূন্য! বিরণচাঁদ, পাথোজী ও তৎকন্যার গুণ গরিমা পরিকীর্ত্তন করিতে করিতে সুন্দরজী, পরমমল্জী এবং পাথোজীর অধীনস্থ কএকজন কর্ম্মচারী ব্যতীত আমন্ত্রিত

সকল ভদ্রলোকই সে স্থান হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। বিচিত্র সংঘটন, ধর্ম্মভেরী নিনাদিত!

দ্বিপঞ্চাশত্তম কাণ্ড।

সংশ্রব রাখিবার ফল!

সভাস্থল সম্পূর্ণ নীরব ও নির্জ্জন হইলে শ্রীমান সুন্দরজী সওদাগর মহাশয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কোমলস্বরে কহিলেন, "আমন্ত্রিত ভদ্রলোক-দিগের সহিত অনুগমন করা আমার পক্ষে সবিশেষই কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। কিন্তু বিশেষ কারণে তৎকার্য্য করিতে আমি তৎকালে প্রযাস মাত্রও পাই নাই!—এই শোচনীয় ব্যাপার ঘটিত ষড়যন্ত্রে হয ত আমিও গাঢ়তর অভিনিযুক্ত আছি, ইহা বলিয়া মহাশয়ের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া সম্ভব। যাহাতে সে ধারণা আপনার মন হইতে এককালেই দূরীভূত হইয়া যায়, যাহাতে আমাকে একজন ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া নির্দ্দেশ না করেন, সেই নিমিত্ত আমার এখানে এতক্ষণ পর্য্যন্তও অবস্থান। আপনার ভ্রম অপ-নয়ন করিবার নিমিত্তই মহাশয়ের সহিত দুই একটী কথোপকথনের অভি-লাষ। পাত্রটী যদিও আমাদের গদী হইতে সেরূপ আড়ম্বরের সহিতই সুস-জ্জিত হইয়া আসিয়াছে বটে, সমস্ত ব্যাপার যদিও আমারই দ্বারা সমা-হিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু নিয়োগকর্ত্তার আন্তরিক গূঢ় অভিপ্রায় বিষয়ে একে বারেই অনভিজ্ঞ। সে ব্যক্তি যেরূপ পরামর্শ প্রদান করিয়াছিল, তদনু-সারেই কার্য্য করিতে আমি বাধ্য হইয়াছিলাম। বিশেষতঃ এ বিষয়ের প্রধান নায়ক, আপনাদের নিতান্তই অন্তরঙ্গ,—নানা কার্য্যে মহাশয়ের সহিত সে ব্যক্তি নানারূপেই জড়ীভূত, সুতরাং আপনার আত্মীয় জ্ঞানে তাঁহার কথায় অবিশ্বাস—"

বাধা দানে সাশ্চর্য্যভাবে ব্যগ্রতাসহকারে পাথোজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিষয়কার্য্য জড়ীভূত?—আমার অন্তরঙ্গ?—বলেন কি? কে সেই ব্যক্তি?"

"কেন হেমাভাই প্রেমাভাইয়ের শাখা-গদীর প্রতিনিধি?—আপনার সহিত সহযোগ-বাণিজ্যে যে ব্যক্তি প্রধান অংশী?"

"আপনি কাহাকে উল্লেখ করিতেছেন?—ধনজীভাইকে?"

"না না, ধনজীভাই কেন?—পেস্তনজী!—আপনার অন্তরঙ্গ মিত্র পেস্তনজী।"

"পেস্তনজী? সে আবার কে?—এ আবার কি নূতন নাম?"

"বলেন কি মহাশয়? পেস্তনজীর সহিত আপনার আলাপ পরিচয় নাই? তাঁহার সহিত আপনার সংশ্রবমাত্রও নাই? এ আবার কি কথা?"

"মহাশয়ের কথার ভাব কি?" কিঞ্চিৎ বিরক্তিস্বরে পাথোজী মহাশয় কহিলেন "মহাশয়ের কথার ভাবার্থ কি? কাহার উদ্দেশে আপনি এরূপ বাক্য ব্যবহার করিতেছেন?"

"কেন, সেই পেস্তনজীর উদ্দেশে? সে ব্যক্তি আপনার একজন অংশী, অথচ তাহার নাম স্মরণ হইতেছে না?—বলেন কি? এই উপস্থিত ঘটনায় আপনার চিত্ত কি এতাধিক উদ্ভ্রান্ত যে, প্রধান অংশীর নামটী পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়া গেলেন?—অ্যাঁ?"

"হাঁ, মন আমার অতিশয় আকুলিত বটে, বুদ্ধিও সেই সঙ্গে অনেক পরিমাণে হ্রাসতা প্রাপ্ত, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবার এখনও অনেক কাল-বিলম্ব আছে! আবার বলি, পেস্তনজী নামে যে কোন একজন লোক এই বরদানগরে অবস্থান করিতেছে, সে বিষয়ে আমি একেবারেই অনভিজ্ঞ! তাহার সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধে সংলিপ্ত হওয়ার কথা দূরে থাকুক, বরং তাহার নাম পর্য্যন্তও অবগত নহি! এমন কি, "পেস্তনজী" এই শব্দটী আপনার মুখ হইতে এই প্রথমবারই আমার কর্ণগোচর হইল!"

"সেকি? তবে সমস্তই প্রতারণা? সকল দিকে সকল স্থলেই ছল চাতুরী? তা তাহারই বা বিচিত্র কি? যখন ধীরভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত বিষয়

মনে মনে সমালোচনা করিয়া ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে সে লোক এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, তখন যে সে ব্যক্তি কে, তাহার আশু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। লোকটা অতিবাদই সুচতুর বটে, তবে তাহার কার্য্য প্রণালী নিতান্তই জঘন্যাত্মক,—নিতান্তই নিন্দনীয়,—আর তাহার মনোবৃত্তিকুল নিতান্তই নীচরুচি বিশিষ্ট।"

"যে-ই হউক, যাহার দ্বারাই এই ষড়যন্ত্র কার্য্যটী সমাহিত হইয়া থাকুক, কিন্তু আমারই ইহাতে সর্ব্বনাশ! আমিই একেবারে মারা যাইলাম!"

প্রবোধবাক্যে শ্রীমান সুন্দরজী কহিলেন, "মহাশয় অধীর হইবেন না, সাহসে হৃদয়বন্ধনপূর্ব্বক উপস্থিত বিপদ হইতে যাহাতে উদ্ধার পাইতে পারেন, সে বিষয়ে যত্নবান হউন! আপনার গুপ্ত-শত্রুটী কে,—কাহার দ্বারা আপনি এই নিদারুণরূপে অবমানিত হইলেন, আমার অবশিষ্ট কাহিনী শ্রবণ করিয়া যদি তাহার নির্ণয় করিতে—"

"আর নির্ণয়! যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে!—ভাল, প্রকাশ করিয়া বলুন দেখি, তাহাতে যদি কোনরূপ উদ্দেশ পাইবার পন্থা থাকে?"

সুন্দরজী বলিতে লাগিলেন, "সেই পেস্‌তনজী—সেই প্রবঞ্চক পেস্‌তনজী কিছুদিন পূর্ব্বে আমার নিকট বিজ্ঞাপন করিয়াছিল যে, 'অম্বরাধিপতির ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত পাথোজী-কন্যার শুভবিবাহ স্থির নির্দ্ধার্য্য হইয়া গিয়াছে! নাম সম্ভ্রম অনুযায়ী বহুতর লোকই পাত্রের সহিত আগমন করিবে; আমার বাটী অতিশয় ক্ষুদ্র, তাহাদের বাসোপযোগী সুবৃহৎ বাটী নগরমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া অতীব দুরূহ! বিশেষতঃ নানাবিধ কাজকর্ম্মে জড়ীভূত থাকাতে দেখিয়া শুনিয়া অনুসন্ধান করিয়া লওয়ারও আর অধিক সময় নাই। আপনি যদি কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকারে এ বিষয়ে সাহার্য্য করিতে মনোযোগী হয়েন, তাহা হইলে সমস্ত বিষয়ের উদ্বেগ আমার অন্তর হইতে একেবারেই তিরোহিত হইয়া যায়। অধিক নহে, সমভিব্যাহারী লোকজনকে যথাস্থানে অবস্থান করিতে দেওয়া, এবং বিবাহ দিবসে সেই সমস্ত অনুচর সহচরগণকে শ্রেণীবদ্ধরূপে কন্যার বাটীতে লইয়া যাওয়া মাত্র।' আমি স্বীকার পাইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আপনার আত্মীয় জ্ঞানে এবং অন্যান্য কারণে তাহার উপর

আমার বিলক্ষণই দৃঢ় বিশ্বাস!—বিশেষতঃ যৌতুকের টাকাও আমাদের গদী হইতে প্রদান করিবার নিমিত্ত—"

"যৌতুক?—আপনাদের গদী হইতেই আবার তাহা প্রদান করিবার অনুরোধ?—সে কিরূপ মহাশয়?"

"আজ্ঞা, পেস্‌তনজীর বহু সংখ্যক টাকা আমাদের গদীতে গংন্যস্ত হইয়া আছে। সেই হিসাব হইতেই কএকলক্ষ মুদ্রা আপনাকে প্রদান করিবার নিমিত্ত আমার প্রতি আদেশ প্রদত্ত হয়! তবেই বিবেচনা করুন, এরূপ ষড়যন্ত্র ব্যাপার কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভেদ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন? আমিও যে প্রতারিত, এরূপ ছল চাতুরীতে আমার অনুমোদন সম্ভবে কি না, তাহা মহাশয়ই অনুমান করিয়া লউন!"

"আর অনুমান। সমস্তই পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে!—হায়।—অপমানের একশেষ!"

"কেন, মহাশয় কি আমার প্রতি এখনও অবিশ্বাস করিতেছেন?—আমার কথায় কি মহাশয়ের প্রত্যয় জন্মিতেছে না?"

নীরস হাস্যসহকারে পাথোজী মহাশয় কহিলেন, "আমি সে কথা বলিতেছি না! আমার অদৃষ্টকেই ধিক্কার প্রদান করিতেছি! আপনি প্রবঞ্চনা করিবেন কেন? আমার অদৃষ্টই আমাকে ভয়ানকরূপে প্রতারিত করিয়াছে! কোন প্রবল শত্রু—"

কথা সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই একজন কর্ম্মচারী আসিয়া পাথোজীর কর্ণে কর্ণে মৃদুস্বরে বিজ্ঞাপন করিল, 'বিশেষ প্রয়োজন,—অন্দরের কোন একটী গোপন সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত একজন পরিচারিকা অন্তঃপুরের প্রবেশদ্বার সন্নিকটে অপেক্ষা করিয়া আছে। কিরূপ অনুমতি হয়?"

উত্তর দান না করিয়া পাথোজী মহাশয় সে স্থান হইতে অন্দরাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। কিঞ্চিৎ ইতস্ততের পর পদ্মলজীকে সম্বোধনপূর্ব্বক শ্রীমান সুন্দরজী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! সে কথার অর্থ কি? বিবাহকার্য্য সমাহিত হইয়া না যাইলে যৌতুকাদি প্রদান পেস্‌তনজীর নিষেধ, এ কথা অদ্য বৈকালে আমার নিকট বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন কেন?"

উত্তর দানে সমুদ্যত, এমন সময় পাথোজী মহাশয় ব্যস্তসমস্তে সে স্থানে আগমনপূর্ব্বক বিকৃতমুখভঙ্গী প্রদর্শনে বলিয়া উঠিলেন, 'যথার্থই ইহা ষড়যন্ত্র! কোন প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু দ্বারাই আমি যে এই প্রকার নিদারুণরূপে বিমর্দ্দিত হইয়াছি, এক্ষণে আমার তাহাতে কণামাত্রও সন্দেহ থাকিতেছে না! এই পত্রই তাহার সবিশেষ প্রমাণ দায়ক!" এই কথা বলিয়া একখানি সঙ্কুচিত পত্র সুন্দরজীর গাত্রবসনোপরি সহসা বিনিক্ষেপ করিয়া দিলেন!

পত্রখানি এইরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল:—

"সকল মঙ্গলালয়া শ্রীমতী ইন্দুবালা—"

" পরম ক্ষেমাস্পদেষু!—"

"আমি একটী সামান্যা স্ত্রীলোক, কিন্তু আপনার নিতান্ত শুভ-কামনা করিয়া থাকি। ধনলোভে আপনার পিতা অন্ধ হইয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ অবিহিতপাত্রে আপনাকে সমর্পণ করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন! শিহরিত হইবেন না, নির্ব্বাচিত পাত্রটী অপর কেহই নহে, আপনারই গর্ভজাত পুত্র! জন্ম পরিগ্রহ করিবার পরক্ষণেই যে অপোগণ্ড পিতা কর্ত্তৃক জীবিতাবস্থাতেই বিপ্রোথিত হইয়াছিল, সেই অপোগণ্ডই এক্ষণে সভাতলে সমাসীন! সৌভাগ্যক্রমে জীবন্ত সমাধি হইতে পরিত্রাণলাভ করিয়া এতদিনের পর সে-ই এক্ষণে সভা-কুট্টিমে বিরাজমান! আমার কথার সত্যাসত্য ঐ বালকের উপরেই নির্ভর করিতেছে। তাহার মুখমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলেই সবিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। রক্তবর্ণ জড়ুল তাহার ললাটের মধ্যভাগে বিভাসিত,—দেখিলেই চিনিতে পারিবেন!"

" কস্যচিৎ "

" স্ত্রীলোকস্য।"

পাঠ সমাপ্তে শ্রীমান সুন্দরজী সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পত্রখানি কোন্ সময় সমানীত হয়? আপনার কন্যাকে কোন্ সময় প্রদত্ত হইয়াছে? ইহার বাহক বাহিকাই বা কে?"

"নাম বলিতে পারি না, বাহিকা নিতান্তই অপরিচিতা। বিবাহের কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই এই পত্র একজন কুব্জভাবাক্রান্ত স্ত্রীলোক, আমার কন্যার হস্তে

সমর্পণ করিয়া যায়, ইহাই আমি পরিচারিকার নিকট হইতে এইমাত্র অবগত হইলাম। তাই বলিতেছি, এই সকল ঘটনা দর্শনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রতিহিংসা পরবশ কোন প্রবল শত্রুই এই ষড়যন্ত্রজাল বিস্তারে আমারে এইরূপে নির্যাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিশ্চয়ই ইহা কুচক্রীর কূট কুচক্রান্ত।”

“আজ্ঞা হাঁ, নিশ্চয়! নিশ্চয়!” ধীর গম্ভীরভাবে সুন্দরজী কহিলেন, “আজ্ঞা হাঁ, নিশ্চয়! নিশ্চয়! সংশয়মাত্র একেবারেই বিরহিত! কিন্তু কে সেই প্রবল ব্যক্তি? আপনার গুপ্ত শত্রুটী কে? আমার ব্যাখ্যানুসারে তাহাকে কি মহাশয় নির্ণয় করিয়া লইতে পারিতেছেন?—আপনার অপমানে,—আপনার অধঃপাতে,—আপনার জাতিকুল বিনাশে,—কাহার ইষ্টসাধন, কাহার গুপ্ত আশা সুসিদ্ধ, এবং কাহারই বা জিঘাংসা প্রবৃত্তি সফল হইবার সম্ভাবনা, তাহা কি আপনি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে পারিতেছেন?”

ঊর্দ্ধনেত্রে কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর, পাথোজী মহাশয় সোদ্বেগে বিমর্ষবদনে কহিলেন, “কৈ, না, কাহারও উপর ত সন্দেহ সমারোপিত হইতেছে না!—তবে এক জন,—কিন্তু না,—তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? এরূপ কার্য্যে তাহারই বা প্রতিপত্তি কি? হয় ত সে ব্যক্তিও ইহাঁরই ন্যায় প্রতারিত!—কৈ, না মহাশয়, কাহারও উপরে না!”

সকলেই কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত নিস্তব্ধ। পত্রখানির হস্তাক্ষর দর্শনমাত্রেই পাকমলজীর গাত্র সহসা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনোমধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সমুদ্ভব হওয়াতে তিনি সবিস্ময়ে আপনা আপনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “নিশ্চয় কর্ত্রীঠাকুরাণীরই হস্তাক্ষর। যদিও তাহা এক দিবস মাত্র দর্শন করিয়াছি বটে, কিন্তু একবার নহে, দুইবার নহে, পাঁচবার নহে, উপর্য্যুপরি বারংবার দর্শন ও পর্য্যবেক্ষণ করাতে তাঁহার হস্তাক্ষরগুলি আমার হৃদয়ে স্পষ্টতররূপে সমঙ্কিত হইয়া আছে। তবে কথা এই, তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়? এখন আর তাঁহার সে ভাব নাই, রূপান্তর, অবস্থান্তর, সমস্তই এক্ষণে পরিবর্ত্তিত! বিশেষতঃ সম্প্রতি আমোদনগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক মহারাজ বীরবিক্রমের অন্তঃপুরে রাণী চন্দ্রাবতীর সহিত অবস্থান করিতেছেন। তাই ত!”

পরমলজীর চিন্তাস্রোতে ব্যাঘাত পড়িল। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুন্দরজী মহাশয় সোৎসুকে বলিয়া উঠিলেন, "সে যাহা হউক, এক্ষণে এ অনাথ নিরাশ্রয় বালকটীর উপায় কি? ইহাকে আপনার বাটীতে সংরক্ষিত করিতে বলা, আর এই বিপদের সময় আপনাকে নিদারুণরূপে অপমান করিতে থাকা, এ উভয় কথাই এক প্রকার। তাই ত, কি করা যায়? ইহাকে কাহার নিকট সমর্পণপূর্ব্বক নিশ্চিন্তমনে গৃহে গমন করিতে পারি?" চিন্তান্দোলিত হৃদয়ে এই পর্য্যন্ত বলিয়া সহসা কোন কথা স্মরণ হওয়াতে পরমলজীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপে সাগ্রহে পুনরায় কহিলেন, "আপনিই যখন আনয়ন করিয়াছিলেন, তখন ইহার আবাসস্থান অবশ্যই মহাশয় সুপরিজ্ঞাত, আপনিই এ বিষয়ের—"

মনোভাব পরিব্যক্ত করিবার পূর্ব্বেই পরমলজী মহাশয় প্রশান্তবদনে প্রত্যুত্তর করিলেন, "আগমনের কথা বলিতেছেন কি, এ বালক আমারই বাটীতে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে,—একালপর্য্যন্ত আমিই ইহার একমাত্র অভিভাবক।—চিন্তা নাই, আমিই ইহাকে স্থান দানে মহাশয়দিগের হৃদয়ভার লাঘব করিয়া দিতেছি।"

আশ্চর্য্যপূর্ণনয়নে আগ্রহের সহিত শ্রীমান সুন্দরজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার দ্বারা প্রতিপালিত? সে আবার কি? কতদিন হইতে আপনি ইহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন? কতদিন?"

"জন্ম পরিগ্রহণ করিবার দিবস হইতেই।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া সুন্দরজীকে সম্বোধনপূর্ব্বক পরমলজী মহাশয় গভীরস্বরে পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "যদিও এই বালক আমারই যত্নে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, যদিও আমি ইহাকে মহাশয়ের গদীতে বরবেশে অদ্য অপরাহ্ণে সমানয়ন করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি এরূপ মনে করিবেন না যে, এই ষড়যন্ত্র ব্যাপার সমাধা করিবার নিমিত্ত আমিও একজন প্রধান উদ্যোগী!—তাহা নহে, আপনিও যেরূপে প্রতারিত, কার্য্যক্ষেত্রে অবস্থানুসারে আমার পক্ষেও তদ্রূপ!—আমার কোন শুভানুধ্যায়ী, আমার জীবনদাতা বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না,—তাঁহারই আদেশমত,—তাঁহারই হেতুবাদ শ্রবণে, এ কার্য্য

সম্পাদন করিতে আমি আহ্লাদের সহিতই যত্নবান হইয়াছিলাম। তাঁহার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তিনিই আমাকে বিজ্ঞাপন করেন যে, 'বিষণচাঁদ যদিও ইহার জন্মদাতা পিতা, কিন্তু ইহার গর্ভধারিণী জননী অম্বরদেশাধিপতির একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্রী! তাহার ঐকান্তিক ইচ্ছা, তৎপুত্রটী কোন একটী বিশিষ্ট ঘরে পরিণয়সূত্রে সংবদ্ধ হয়! তাহারও যোগাড় করিয়াছি,—পাথোজী মহাশয়ের কন্যার সহিতই ইহার বিবাহ সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। তুমি কেবল এই বালকটীকে সমভিব্যাহারে লইয়া সুন্দরজীর নিকট সমর্পণ করিয়া আসিও; আর আর সমস্ত ব্যাপার সুন্দরজীর দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া যাইবে। আর এক কথা। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন হইলে সঙ্গোপনে এইমাত্র বিজ্ঞাপন করিও যে, বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া না যাইলে যৌতুক ও অলঙ্কারাদি পূর্ব্ব হইতে কন্যাকর্ত্তা যেন করায়ত্ত করিতে না পারে, পেস্‌তনজীর ইহাই অনুরোধ! এইমাত্র সঙ্কেত করিলেই সুন্দরজী মহাশয় সে সমস্ত বিষয় তৎক্ষণাৎই বুঝিয়া লইবেন। তুমি তাহাই করিও!' পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি আমার জীবনদাতা, তাঁহার কথা আমি বেদতুল্য সত্যজ্ঞান করিয়া থাকি, বিশেষতঃ বালকের এইরূপ অবস্থান্তরের স্থির নিশ্চয় দর্শনে মনে মনে অতিশয় আনন্দ অনুভবও করিয়াছিলাম, সুতরাং দ্বিরুক্তি ব্যতিরেকে অবিলম্বেই মহাশয়ের গদীতে—"

পরমলজীর ব্যাখ্যাবলী সকলেই মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ করিতেছিলেন, কিন্তু পাথোজী মহাশয় আর ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সহসা বাধা দানে কিঞ্চিৎ বিকৃতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সেই ব্যক্তি? কাহার উপদেশে আপনি সেরূপ অদ্ভুতকার্য্য সমাহিত করেন?—কাহার সেই বিমোহন মন্ত্র প্রভাবে আপনি এইরূপ বিমোহিত হইয়া পড়িলেন? তাহার নাম?"

"বলিতে বাধা নাই, তবে শুনিয়া আর কি লাভ? বিশেষতঃ আমার অনুমানে তিনিও হয় ত এ বিষয়ে প্রতারিত হইয়াছেন। সুন্দরজী মহাশয় এবং আমিও যেরূপ ষড়যন্ত্রজালে বিজড়ীত, তিনিও হয় ত সেইরূপ জড়ীভূত হইয়া আমার প্রতি ঐরূপ আদেশ প্রদান করিয়া থাকিবেন! সুতরাং

সে স্থলে তাঁহার নাম প্রকাশ করিয়া বলিলে, আপনার আর তাহাতে কি এমন ইষ্টাপত্তি লাভ হইতে পারে? লাভে হইতে তাঁহাকেও নির্ব্বোধের সহিত পরিগণিত করিয়া লওয়া হইবে মাত্র!"

"আর নাম!" দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পাথোজী মহাশয় কহিলেন, "আর নাম! শুনিয়াই বা তাহাতে আর ফল কি? যাহা হইবার তাহা ঘটিয়া গিয়াছে!—আশা ছিল, বিবাহের যৌতুক মুদ্রাদ্বারা আমার এই পতনশীল ভাগ্যের পুনরুদ্ধারে সফল মনোরথ হইব! হায়! অদৃষ্টগুণে সে বিষয়ের বিপরীত সংঘটন! একেবারেই জাতিচ্যুত!- সভামধ্যে অপমানের—কলঙ্কের একশেষ!—উঃ! বিষণচাঁদ কি পাষণ্ড!—ধর্ম্মের প্রতি, বন্ধুতার প্রতি, সামাজিকতার প্রতি, সম্পূর্ণরূপেই অবহেলা!—ভ্রমক্রমেও সে দিকে দৃষ্টিপাত রাখিল না!—কি আশ্চর্য্য! পুত্রের সহিত বিবাহকার্য্য সমাহিত হইবার উপক্রম দর্শনে ইন্দুবালার চিত্ত সেরূপ বিকার প্রাপ্ত হওয়া বড় বিচিত্র কথা নহে! কিন্তু পাপ বিষণচাঁদ কি ভয়ানক প্রকৃতির লোক!—তাহার কি কিছুমাত্রই ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ রহিল না?—কন্যার বাক্য সমর্থন করিলে আমার অপমানের চূড়ান্ত হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে তাহার একেবারেই দৃষ্টি বিরহিত!—সে যদি সভামণ্ডলে সর্ব্বজন সমক্ষে ওরূপ বাক্য ব্যবহার না করিত, তাহা হইলে কন্যা উন্মাদিনী হইয়াছে, ইহা বলিয়াই সমস্ত বিষয় গোপন করিয়া লইতে পারিতাম! জাতি নাশ, কুল নাশ, মান নাশের নিমিত্ত এক্ষণে আর আমাকে হায় হায় করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে হইত না!"

প্রবৃত্তিদানে কিঞ্চিৎ অনুচ্চস্বরে পদ্মলজী মহাশয় কহিলেন, "ভাল মহাশয়! এক কর্ম্ম করুন না কেন? রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া পাপিষ্ঠকে শাস্তি দিবার চেষ্টা করুন না কেন? প্রলোভন দর্শনে কুলবতী কামিনীকে কুপথগামিনী করা, তাহাকে জাতিকুল হইতে বহিষ্কৃত—"

"তাহার প্রমাণ?" বিমর্ষবদনে শ্রীমান সুন্দরজী কহিলেন, "তাহার সবিশেষ প্রমাণ? প্রলোভন দর্শনে বিষণচাঁদ যে আপন দুষ্প্রবৃত্তি সুসিদ্ধ করিয়াছে, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ?"

"ইহার অধিক প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কিরূপে প্রদর্শন করা যাইতে পারে ?" ঔদাস্য হাস্যসহকারে এই কএকটী কথা সমুচ্চারণপূর্ব্বক পরমলজী মহাশয় বালকের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলেন।

"তাহা ত জানি, কিন্তু প্রলোভনে ধর্ম্মনাশ করিয়াছে, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ কোথায় ? ইন্দুবালাই যে সে পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে! গন্ধর্ব্ব-বিধানে বিবাহ করিয়াছি, সাধারণ সমক্ষে এ কথা প্রযোগ করাতে প্রলোভন কথা আর কিরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে ? এ অভিযোগ আদালতের চক্ষে গ্রাহ্য হইবেই বা কেন ?"

নানামতে প্রবোধবাক্যে পাথোর্জী মহাশয়কে সান্ত্বনা করিয়া সুন্দরজী ও পরমলজী মহাশয়, নীরব নিস্তব্ধ অপ্রতিভ বালক সমভিব্যাহারে সভা-স্থল পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন।

প্রকাশ্য রাজপথে সমুপস্থিত হইলে পরমলজী পালিত শিশুকে সঙ্গে লইয়া এক পন্থা এবং সুন্দরজী মহাশয় অপর পন্থা অবলম্বনে চিন্তাকুলিত হৃদয়ে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

পৌর্ণমাসীর চন্দ্রালোকে সমস্ত প্রদেশ সুস্নিগ্ধভাবে সমুজ্জ্বলরূপেই আলোকময়। রজনীদেবী যেন আপন গরিমায় প্রফুল্লিত হইয়া মৃদুমন্দ হাস্যসহকারে আপন অধিকার স্থান মহানন্দে পরিপূরিত করিয়া দিতেছে। দক্ষিণানীল ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া সেই প্রফুল্লতাকে আরও অধিক পরিমাণে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছে। যান বাহন উপস্থিত থাকিলেও সুন্দরজী তদাশ্রয় গ্রহণ না করিয়া পদব্রজেই আপন গৃহাভিমুখে অগ্রবর্ত্তী। শকটখানি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছে বটে, কিন্তু বহুদূরে, অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে পশ্চাদ্বর্ত্তী। উর্দ্ধভাগে চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি বিনিক্ষেপে তিনি তন্ময়চিত্তে পাদচালনে আপন আবাসভবনের ব্যবধান ক্রমে ক্রমে সঙ্কোচ করিয়া আনয়ন করিতেছেন। পথে জনমানবের সমাগম নাই, কেবল ঝিল্লীকুলের ঝিল্লীরব, উড্ডীয়মান বা কোটরস্থিত নিশাচর পেচকের কর্কশধ্বনি, এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটী শৃগালদলের সমবেত কণ্ঠস্বর ভিন্ন কিছুই আর তাঁহার শ্রুতিগোচর হইতেছে না। জগত নিস্তব্ধ,

জগতের সাম্য প্রকৃতির জীবজন্তু সকলেই নিদ্রাদেবীর কোমল আশ্রয়ে পরম সুখে মায়াজালে বিঘোর অচেতন। সহসা সেই নিস্তব্ধতা বিভঙ্গে একটা সুতীব্র আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইয়া সুন্দরজীর তন্মনস্কভাব তন্মুহূর্ত্তেই অপসারিত করিয়া দিল। তিনি স্থির কর্ণে নিস্পন্দভাবে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। মুহূর্ত্ত পরেই পুনবায় সেইরূপ হৃদয়ভেদী ভয়ানক বিকট চীৎকার। যেন কোন অনাথা রমণী মর্ম্মাহত হইয়া সাহায্য প্রাপ্তির আশায় অন্তিমকণ্ঠে সকাতর প্রার্থনায় সবিশেষই আগ্রহান্বিতা। সুন্দরজীর অন্তরাত্মা মহোদ্বেগে পরিপূর্ণ, শব্দ লক্ষ্যে তিনি তৎক্ষণাৎই কাননাভ্যন্তরে সংপ্রবিষ্ট হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিবামাত্রই পুনরায় সেইরূপ আর্ত্তনাদ তাঁহার শ্রবণপুটে প্রতিঘাত হইল। এবারে চীৎকারধ্বনি নহে, রুদ্ধকণ্ঠে অস্ফুট ক্রন্দন শব্দ মাত্র। তড়িৎগতিতে তিনি ক্ষণকালমধ্যেই কার্য্য-রঙ্গভূমে সমুপস্থিত। ভয়ানক দৃশ্য!—তিনজন দুর্ব্বৃত্ত পাসণ্ড একটী নিঃসহায়া রমণীর উপর পৈশাচিক বল প্রকাশে সমুদ্যত। রমণী প্রায় এক প্রকার সংজ্ঞা শূন্যা—হতচেতনা!—আত্মরক্ষা বা চীৎকার করিতে অবলা একেবারেই সামর্থহীনা। তাহার নির্জ্জীব হস্তদ্বয় এক ব্যক্তির দ্বারা সংগৃহীত, এবং চীৎকার নিবারণের জন্য অপর এক ব্যক্তি তাহার বদনমণ্ডলে বস্ত্রাচ্ছাদনে বিশিষ্টরূপেই ব্যতিব্যস্ত। আপন ঘৃণিত রিপু চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অপর এক ব্যক্তি মহোল্লাসেই সমুদ্যোগী! সুন্দরজী বীর পুরুষ, এই হৃদয়স্তম্ভক ব্যাপার সন্দর্শনে তাঁহার প্রতি লোমকূপ হইতেই যেন অগ্নিকণা বিনির্গত হইতে লাগিল। সিংহপ্রতাপে তিনি তাহাদের সম্মুখীন হইয়া সক্রোধহুঙ্কারে শেষোক্ত ব্যক্তির পৃষ্ঠদেশে বজ্রতুল্য বিষম মুষ্টি বিনিযোগ করিলেন। এক মুষ্টাঘাতই যথেষ্ট!—কবকবলিত রমণীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সে ব্যক্তি উর্দ্ধশ্বাসে পলায়নপর হইল। আপন সঙ্গীর এরূপ কার্য্য প্রণালী অবলোকনে অপর দুই ব্যক্তিরও সেই পন্থা অবলম্বন। উভয় হস্ত চক্রাকারে বিঘূর্ণিত করিতে করিতে বিকট চীৎকারসহকারে উভয়েই মুহূর্ত্তমধ্যে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত।

অবসর প্রাপ্তে বিজয়ী সুন্দরজী রমণীর মুখমণ্ডল হইতে বন্ধনবস্ত্র বিচ্যুত করিয়া দিলেন। চেতন প্রাপ্তা ব্যথিতহৃদয়া কামিনী অতি ক্ষীণস্বরে সোদ্বেগে বলিয়া উঠিল, "অপসারিত হ,—অপসারিত হ,—অঙ্গস্পর্শ করিস্ না,—ছাড়িয়া দে,—ছাড়িয়া দে।"

কণ্ঠস্বর শ্রবণে শ্রীমান সুন্দরজী সবিস্ময়ে চমকিত। সান্ত্বনাবাক্যে উৎসাহব্যঞ্জকস্বরে আশ্বাস দানে কহিলেন, "চিন্তা করিবেন না, পাপেরা পলায়ন করিয়াছে, আপনি বস্ত্রাদি পরিধান করুন।"

ভয়বিহ্বলা কামিনীর হৃদয়ে যেন অমৃতবারি পরিসিঞ্চিত হইল। কম্পিত হস্তে আলুলায়িত কেশপাশ কুণ্ডলীবদ্ধ করিয়া পরিধান বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ সমাচ্ছাদনে ভূমিতল হইতে ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিল। লজ্জাবিনম্র মুখে দুই একপদ অগ্রসর হইয়া যোড়হস্তে বিনীতভাবে কহিল, "আপনি আমার জীবনদাতা, প্রাণের অপেক্ষাও যে ধর্ম্ম, রমণীজনের একমাত্র যে শিরোভূষা মহারত্ন, আপনার কৃপাবই অদ্য তাহা রক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। আপনি আমার উদ্ধারকর্ত্তা, আপনি আমার জীবনদাতা!"

শ্রীমান সুন্দরজী পুনরায় চমকিত। উদ্ধৃত রমণীর মুখমণ্ডল প্রতি দৃষ্টি বিনিক্ষেপ করিবামাত্রই তাঁহার সর্ব্বশরীর সহর্ষে লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মিজিতিয়ার ভবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালীন আশু প্রাণনাশক সঙ্কট হইতে যে রমণী তাঁহাকে সমুদ্ধার করিয়াছিল, যাহার পরিচয় জানিবার নিমিত্ত অহরহই তিনি ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন, এ-ই সেই পূর্ব্বদৃষ্টা যুবতী কামিনী!—দুর্জ্জন কর্ত্তৃক নিগৃহীত অথচ তাঁহারই বাহুবলে সমুদ্ধৃত, এ-ই সেই নবীনা যুবতী রূপবতী চারুদর্শনা!

মহানন্দে গদগদস্বরে সুন্দরজী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!—ভাগ্যবলে এতদিনের পর সম্পূর্ণরূপেই সফল মনোরথ। এতদিনের পর নয়নানন্দদায়িনীর সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিতে সুসমর্থ হইলাম! ঈশ্বরের চরণে কোটি কোটি প্রণাম, গ্রহ সুপ্রসন্ন!"

এই সমস্ত আনন্দধ্বনি শ্রবণে নবীনাবালা সুন্দরজী মহাশয়ের বদন প্রতি সচকিতে একবার দৃষ্টিসংযত করিল। সেই ঈষৎ কটাক্ষই ইহার

পক্ষে যথেষ্ট হইতেও অতিরিক্ত। তরল উষ্ণ শোণিত প্রতি শিরায় সবেগে প্রবাহিত হইয়া তাহার মুখমণ্ডল ঈষৎ লোহিতবর্ণে সুরঞ্জিত করিয়া দিল। প্রার্থিত বস্তু সংপ্রাপ্তে লোকে যেরূপ মহোল্লাসে প্রফুল্লিত হইয়া থাকে, প্রিয় প্রবাসীর সহসা সন্দর্শনে লোকের মন যেরূপ বিমল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, হৃদয়মধ্যে সেই সমস্ত ভাব একত্রিত হইয়া এই নবীনা কামিনীর হর্ষাতিশয্যকে আরও অধিক পরিমাণে পরিপূরিত করিয়া তুলিল। পরম পুলকে পুলকিত হওয়াতে কএক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তাহার একেবারেই বাক্‌রোধ, রসনা হইতে কণামাত্রও বাক্যাবলী বিনিসৃত হইল না। হৃষ্টভাবের কথঞ্চিৎ উপশম হইলে সাহ্লাদে একমাত্র বলিয়া উঠিল, "আপনি—আপনি ?"

কামিনীর কোমল করপল্লব আপন করতলে সংগ্রহ করিয়া আনন্দ-বিহ্বল সুন্দরজী সোৎসুকে আগ্রহসহকারে কহিলেন, "এতদিনের পর আমার সার্থক জীবন! এ অভাজন যে এই যৎসামান্য সাহায্য করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে, ইহাতেই আমি আপন আত্মাকে কৃতকৃতার্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। অধোবদনে অবস্থান কেন? আমি আপনার চিরানুগৃহীত। আমার সহিত অসঙ্কোচে কথা কহিতে আপনার আর সবিশেষ লজ্জাই বা কি আছে ?"

সঙ্কুচিতভাবে হস্তাকর্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিতস্বরে নবীনা বালা বলিতে লাগিল, "একি ? আমার প্রতি এরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন কেন ? আমি একজন সামান্য পরিচারিকা, উঞ্ছবৃত্তি আমার চিরঅবলম্বন। এরূপভাবে কথাবার্ত্তা কহিলে মহাশয়েরই যে মানহানি হইবে ? অধীনস্থ দাস দাসীর সহিত যেরূপ ব্যবহার বিনিয়োগ করিতে হয়, এ স্থলে আপনি তাহাই করিবেন!"

"আপনি দাসী ? তবে এ পৃথিবীতে রাজ্ঞী শব্দে কাহাকে আর বাচ্য করিয়া লওয়া যাইতে পারে ? আপনি আমার জীবনদায়িনী, আমার চক্ষে এই সসাগরা ভূমণ্ডলের সমুজ্জ্বল মুকুট ধারণের একমাত্র অধিকারিণীই আপনি। আপনি আমার শিরোভূষণ, আপনি আমার নয়নানন্দদায়িনী, এবং আপনিই আমার হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী।"

"মহাশয়! উপহাস করেন কেন? চিরদুঃখিনীকে এরূপ বিদ্রূপবাক্যে সম্বোধন করিলে তাহার অন্তরে যে শেলসম প্রতিঘাত হইয়া থাকে? আপনি মহৎবংশসম্ভূত ধনশালী ব্যক্তি, আর আমি একজন সামান্য পরিচারিকা মাত্র! আমার সহিত পরিহাস করেন কেন?"

"পরিহাস? তাহা আবার আপনার সহিত? জীবনদায়িনীর প্রতি উপহাসবাক্য প্রয়োগ? কখনই না! কখনই না! হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রণোদিত হওয়াতেই আন্তরিক ভাব এইরূপেই সমুদ্গত হইয়াছে। বিদ্রূপ? এ কথা মনোমধ্যে কণামাত্রও স্থান দান করিবেন না!" প্রেমপূর্ণস্বরে এই কএকটী কথা সমুচ্চারণপূর্ব্বক সুন্দরজী মহাশয় লজ্জাবতী কামিনীর করপল্লব পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় গ্রহণ করিয়া লইলেন।

লজ্জাবিনম্রমুখী যুবতী ললনা এবারে আর আপন মণিবন্ধখানি সমাকর্ষণ করিয়া লইল না। মধুরতা বর্ষণ করিতে করিতে সুকোমলস্বরে কহিল, "যদি বিদ্রূপবাক্য না-ই হয়, যথার্থ হৃদয়ভাবই যদি পরিব্যক্ত করিয়া থাকেন, তথাপি আমার প্রতি এরূপ সম্ভ্রমসূচক বাক্যাবলী বিনিয়োগ করা কোনক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয় না। অবস্থানুসারে সকল ব্যক্তি সকলের নিকট যথাযথ মান সম্ভ্রম সম্প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমার উপস্থিত অবস্থা বিবেচনায় বাক্যাবলী ব্যবহার করা আপনার পক্ষে সবিশেষই পরিকর্ত্তব্য।"

"বিলক্ষণ! এ আবার কি অদ্ভুত কথার উত্থাপন? ঘটনাক্রমে যদি কেহ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার মহৎ অন্তরের সুমহৎ গুণগুলিও কি সেই সঙ্গে অপনোদন হইয়া যায়? আপনি এ কিরূপ অন্যায় তর্কবিতর্ক করিতেছেন?"

"সে এক স্বতন্ত্র কথা!" সুস্নিগ্ধস্বরে নবীনা বালা প্রত্যুত্তর করিল, "সে এক স্বতন্ত্র কথা! যদিও আমি নিতান্ত হীন জাতি নহি, যদিও আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা উচ্চপদ বিশিষ্ট মান সম্ভ্রমযুক্ত ধনবান ব্যক্তি ছিলেন, জাত্যাংশে যদিও আমি মহাশয়ের তুল্য কুল মর্য্যাদায় অণুমাত্রও ন্যূন নহি, কিন্তু তথাপি এক্ষণে আমি একেবারেই নিঃস্ব। বিশেষতঃ পর অন্নে

…ের গৃহে প্রতিপালিত, অপরের পরিচর্য্যায় দাসীরূপে বিনিযুক্ত হইয়া আছি, সুতরাং সে অবস্থায় আমার প্রতি ওরূপ বাক্য প্রয়োগ, সামাজিক নিয়ম হইতে অতিবাদই সতন্ত্র!”

“হাঁ, সামাজিক নিয়মে এরূপ সম্ভাষণ অকর্ত্তব্য বটে, কিন্তু যাহার দ্বারা প্রাণরক্ষা হইযাছে, আপন অমূল্য জীবনকে তুচ্ছজ্ঞানে যে কোন উদার-চেতা, অপরিচিত লোকের প্রাণরক্ষা করিতে সেরূপ সুতৎপরা, তাহার প্রতি ওরূপ বাক্য ব্যবহার করা কি বর্জ্জিতবিধির অন্তর্গতের নিয়মাবলী নহে?”

সুন্দরজীর এই সোৎসুক প্রশ্নের উত্তর দান না করিয়া প্রেমবিমুগ্ধা কামিনী চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি বিনিক্ষেপপূর্ব্বক সন্ত্রস্তভাবে কহিল, “হস্ত পরিত্যাগ করুন! অপর কেহ এ স্থানে সমুপস্থিত হইলে নানারূপ দূষ্যভাব গ্রহণ করিয়া লইবে! অব্যাহতি দান করুন!”

“ইহাতে আর সবিশেষ অপরাধ কি হইয়াছে? আমাদের এরূপ অবস্থা দর্শন করিলে দূষ্যভাবই বা গ্রহণ করিয়া লইবে কেন? আসুন, ধীরে ধীরে এ স্থান হইতে প্রস্থান করি।”

“আপনাকে আর বুঝাইতে পারিলাম না। সগৌরবে সম্ভাষণ করিলে আপনার পক্ষেই যে মানহানি, এ কথা কতবার আর ব্যাখ্যা করিয়া বলিব?”

“ভাল, তাহাই করিতে প্রস্তুত!” ঈষদ্ধাস্যসহকারে সুন্দরজী মহাশয় কহিলেন, “ভাল তাহাই করিতে প্রস্তুত! “আপনার” পরিবর্ত্তে “তুমি” শব্দ প্রয়োগ করিলে যদি তাহাতে আমার জীবনদায়িনী পরিতুষ্টি লাভ করিতে পারেন, এখন হইতে সেইরূপ বাক্যেই সম্বোধন করা যাইবে। কিন্তু উপযুক্ত এবং ন্যায্য বস্তু বিনিময়ে! আমরা পণ্য ব্যবসায়ী ব্যক্তি, উচিতমূল্য প্রাপ্ত না হইলে দ্রব্যাদি হস্তান্তর করা আমাদের পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ!”

“বিনিময়? সে আবার কি? কিসের বিনিময়? কি বিষয়ের নিমিত্ত আপনি অনুমতি করিতেছেন?”

“সম্বোধনের বিনিময়! সেইরূপ শব্দে আপনিও যদি আমাকে নিয়মিতরূপে সম্বোধন করেন, তবেই তাহাতে প্রস্তুত আছি!”

"ভাল তাহাই স্বীকার!" নবীনা যুবতী সলজ্জভাবে কহিল, "ভাল, তাহাই স্বীকার! তাহাতেই প্রস্তুত! ইহাতে যদি আপনার মনঃক্ষোভ দূরীভূত হইয়া যায়, তাহাতেই আমি প্রস্তুত আছি!"

"সবিশেষ বাধিত হইলাম। এখন হইতে সেইরূপ শব্দেই যে আমাকে সম্বোধন করা হইবে, শুনিয়া অতীব আনন্দ লাভ করিলাম। কিন্তু এখন আমার সেই জীবনদায়িনীর নাম? সে দিবস যিনি আমাকে আসন্নমৃত্যু-মুখ হইতে সমুদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহার সবিশেষ পরিচয়?"

"নাম চন্দ্রভাগা। কিন্তু কোন্‌স্থানে অবস্থান করি, সে বিষয়ের অনুসন্ধান কি আপনি এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন নাই?

"না, কণামাত্রও না! পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই তদন্ত করিয়াছিলাম, কিন্তু কোনক্রমেই সন্ধান প্রাপ্ত হইলাম না।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে হাস্য করিতে করিতে সুন্দরজী মহাশয় পুনরায় কহিলেন, "ভাল, আমারই যেন ত্রুটি হইয়াছিল, কিন্তু তুমি—তুমিই কোন্ সে বিষয়ের সবিশেষ সংবাদ প্রদান করিয়াছিলে?"

"আমার দ্বারা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? আমি স্ত্রীলোক,—পরাধীনা,—অবাধে সর্ব্বত্র গতিবিধি নিতান্তপক্ষেই দুরূহ ব্যাপার। বিশেষতঃ কর্ত্রীঠাকুরাণীরও তাহাতে অনভিমত, সুতরাং ইচ্ছা সত্বেও নিরুপায়! আমারই দুরদৃষ্ট!"

"না না, তোমার নহে, আমারই বটে! তন্ন তন্ন পাতি পাতি অনুসন্ধানেও যখন উদ্দেশ প্রাপ্ত হইলাম না, তখন আমারই দুরদৃষ্ট!" এই কএকটী কথা সমুচ্চারণে সুন্দরজী কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তৎপরে কিঞ্চিৎ গম্ভীরভাবে পুনরায় কহিলেন, "কেবল একটী বাটীর অনুসন্ধান লওয়া হয় নাই মাত্র! এরূপ মহার্ঘমণি যে সেরূপ নিকৃষ্টস্থানে সুশোভিত থাকিবে, যুক্তিপথে সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত না হওয়াতেই সেই বাটীর তদন্ত লইতে নিষেধ করিয়াছিলাম মাত্র! যাক্, সে কথা ইহার সহিত নহে, এখন কোন্ স্থানে কাহার নিকট অবস্থান করিতেছ, তোমার কর্ত্রীঠাকুরাণীরই বা নাম কি, সেইটাই প্রকাশ করিয়া বল, আমি তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া—"

আশ্চর্য্যভাব প্রকাশে চন্দ্রভাগা বলিয়া উঠিল, "কর্ত্রীঠাকুরাণীর নিকট গমন?—কেন?—অভিপ্রায়?"

"ভবিষ্যতে যাহাতে তিনি তোমার উপর বিরূপ না হয়েন, বৃথা সন্দেহ যাহাতে তাঁহার মন হইতে অপসারিত হইয়া যায়, আত্মপরিচয় দানে, আমার প্রকৃত মনোভাব প্রকাশে সকল কথা তাঁহার নিকট ব্যাখ্যা করিয়া বলা।"

"তোমার পরিচয় তিনি বিশিষ্টরূপেই সুপরিজ্ঞাত। ব্যবসা, জাতি, চরিত্র, সকল বিষয়ই তাঁহার জানাশুনা আছে। তবে আর সাক্ষাৎ সন্দর্শনের প্রয়োজন কি?'

'বিশেষ প্রয়োজন, পরে বলিতেছি। এক্ষণে তোমার কর্ত্রীঠাকুরাণীর নাম? কাহার বাটীতে এযাবৎকাল কালাতিপাত করিয়া আসিতেছ, সে বিষয়ের সবিশেষ পরিচয়?"

"ময়নাবিবি। আমার আশ্রয়দায়িনীর নাম ময়নাবিবি' তিনিই আমাকে গ্রাসাচ্ছাদন দানে একালপর্য্যন্ত অনুগ্রহ করিয়া আসিতেছেন।"

সুন্দরজীর হৃদয় যেন শতসহস্র বিষময় কণ্টক দ্বারা ভয়ানকরূপে পরিবিদ্ধ হইল। আরক্তিমলোচনে কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞসা করিলেন, "ময়নাবিবি? কোন্ ময়নাবিবি? জয়করণের পরিত্যক্তা কামিনী সেই সৎস্বভাবা ময়নাবিবি?"

প্রকৃত ভাবার্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া চন্দ্রভাগা প্রশান্তবদনে প্রত্যুত্তর করিল, "হাঁ, তিনিই বটেন। কিন্তু আপনার—না না তোমার বদনমণ্ডল এরূপ বিকৃত ভাবাপন্ন কেন?—কি হইয়াছে?—সহসা কোন রোগে সমাক্রান্ত হইয়া পড়িলে নাকি?"

"যথেষ্ট। যথেষ্ট! ইহাই আমার পক্ষে অতিবাদই যথেষ্ট! সেই নিমিত্ত পরিচয় প্রদানে সেইরূপে ইতস্ততঃ করিবার চেষ্টা?—যাহাতে সমস্ত গুহ্য বিষয় প্রকাশ হইয়া না পড়ে, সেই নিমিত্ত কর্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন নিবারণে সবিশেষ যত্ন ও আকিঞ্চন?—বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি! সমস্ত বিষয় স্পষ্টতররূপেই সুপ্রতীয়মান। দ্বিচারিণী দূর হ, তোর মুখাবলোকনেও মহাপাপ!" উন্মত্তের ন্যায় এই সমস্ত বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে হতাশহৃদয় সুন্দরজী মহাবেগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

চন্দ্রভাগা একেবারেই নির্ব্বাক। এই সমস্ত কথার ভাবার্থ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া অনাথিনী অভাগিনী কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান রহিল। বিস্ময়ভাব তিরোহিত হইলে "কি হইয়াছে, কারণ কি? একপ অন্যায় বাক্য ব্যবহার করিলে কেন?" উত্তেজিতচিত্তে এই সমস্ত কথা বলিতে বলিতে সুন্দরজীর অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত দ্রুতপদে অনুধাবণ করিল, কিন্তু তাঁহাকে আর দেখিতে পাইল না।

ত্রিপঞ্চাশত্তম কাণ্ড।

***

মহাচক্রীর অভেদ্য চক্র!

তিনমাস অতীত।—পাযোজীর সামাজিক অধঃপতনের পর আরও তিনমাস অতিবাহিত। নবাব সরকারে মহারাজ বিষণচাঁদের নামে যে কএকটী গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত, অদ্য তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকাশ্য বিচার। রাজধানীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মুখে সেই একই বিষয়ের জল্পনা, সেই একই বিষয়ের বাদানুবাদ, আর সেই একই বিষয়ের তর্কবিতর্ক। বিষণচাঁদের ন্যায় সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের বিরুদ্ধে কএকটী অভিনব গুরুতর অভিযোগের সূত্রপাত দর্শনে সকলেই কৌতূহলে সমাক্রান্ত হইয়া এই সভাস্থলে সমুপস্থিত হইয়াছেন। তদন্তের ফলাফল পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত সকলেই অতিশয় আগ্রহান্বিত। সাধারণ ধর্ম্মাধিকরণের ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট কক্ষে দর্শকমণ্ডলীর অবস্থান রীতিমত সঙ্কুলান হইবে না বলিয়া অপর একটী স্বতন্ত্র নিকেতনের প্রাঙ্গনমধ্যেই এই সভার অনুষ্ঠান হইয়াছে।

বিস্তৃত সুবৃহৎ সভাপ্রাঙ্গনের উপরিভাগ মখমলময চন্দ্রাতপে সমাচ্ছাদিত। চতুর্দ্দিকে অস্ত্রধারী ভীষণ প্রহরী স্থির গম্ভীর পাদবিক্ষেপে প্রহরিতা কার্য্যে অভিনিযুক্ত। আমীর ওমরাহ, সম্ভ্রান্ত হিন্দু মুসলমান রাজপুরুষ এবং ধনবান মহাজনগণের আবির্ভাবে বিচারস্থল একেবারেই পরিপূরিত। বিশিষ্ট ভদ্রলোক ব্যতীত অপর সাধারণকে প্রবেশ করিতে রক্ষীরা ভীমরবে নিবারণ করিতেছে। সভাস্থল জনসমাকীর্ণ হইলেও নীরব নিস্তব্ধ। এই উপস্থিত বিচার কিরূপে পরিসমাপ্ত হইয়া যায়, তাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলেই আগ্রহচিত্তে নীরবে সমবস্থিত। প্রাঙ্গনের পশ্চিম প্রান্তে সমমধ্যস্থলে নির্দ্দিষ্ট উচ্চ আসনে তিনজন নিযোজিত বিচারপতি গম্ভীরভাবে সমাসীন। তাঁহাদিগের সম্মুখস্থ বামপার্শ্বে উপযুক্ত আসনে বাদী আমীরগণ, সরকারী উকীল, এবং দক্ষিণদিকে প্রতিবাদী মহারাজ বিষণচাঁদ উকিল মোক্তারে পরিবেষ্টিত হইয়া উপস্থিত অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত কথঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিতহৃদয়ে সময় প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। অদূরে একপার্শ্বে অর্দ্ধমণ্ডলাকার অনুচ্চ কাষ্ঠবেষ্টনীমধ্যে সাক্ষীমণ্ডলী সমুপবিষ্ট। মহারাজ বিষণচাঁদ আসামীরূপে পরিগণিত হইলেও তাঁহার উচ্চপদের সম্মানানুরোধে সাধারণ আসামীর আসনের পরিবর্ত্তে তিনি একখানি সতন্ত্র আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার পার্শ্বেই তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী ওসমান আলি নিজ কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন জন্যই যেন চটুলতার সহিত বহুল খাতাপত্র এবং প্রযোজনীয় কাগজপত্র রীতিমত স্থানে সংরক্ষণে ব্যতিব্যস্ত। অপরাধ যেরূপ গুরুতর, সর্ব্বসাধারণে যেরূপ কঠিন দণ্ড কল্পনা করিতেছেন, প্রতিবাদী বিষণচাঁদের মুখমণ্ডল দর্শনে সে ভাব অতি বিশিষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে না। ওসমান আলির উৎসাহে, তাঁহার নানামত অশ্বস্তবচন শ্রবণে মহারাজের চিত্তবেগ অনেক পরিমাণেই লাঘব প্রাপ্ত! তবে যে পর্য্যন্ত বিচারকার্য্য নিষ্পত্তি হইযা না যায়, যে পর্য্যন্ত আসামীর অনুকূলে কোনরূপ সুবিধাজনক আদেশ প্রদত্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত লোকের মন যেমন উৎকণ্ঠা উদ্বেগে পরিপূরিত হইয়া থাকে, ইহাঁর অন্তরেও সেইরূপ ভাবের সমুদ্ভব হইয়া আছে মাত্র।

উপস্থিত সাক্ষীমণ্ডল সকলেই পাঠক মহাশয়দিগের সুপরিচিত। তবে কাহাকে কাহাকে দুই একবার দর্শন, এবং কাহারও কাহারও নাম দুই একবার মাত্র শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া, সহসা আপনাদের স্মৃতিপথে সমুদিত হইতে না পারে বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যসহকারে স্মরণশক্তিকে পরিমার্জ্জন করিলে কোথায় কাহার নিবাস অথবা কোথায় কাহার সহিত প্রথমবার সাক্ষাৎ সন্দর্শন, তাহা আপনারা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতে পারিবেন। সাক্ষীমণ্ডলে সওদাগর পাথোজী, কুসীদ-লোভী বলদেবজী, কৃতজ্ঞচিত্ত পরমলজী, বিষণচাঁদের ক্ষণকাল নিয়োজিত ভুদ্দুলাল, ও তাঁহার একজন পূর্ব্বতন ভৃত্য, এবং একজন পুলিস প্রহরী যথাযথ স্থানে উপবেশন বা দণ্ডায়মান হইয়া আছে।

সকলেই স্থির, নীরব, সপ্রতীক্ষ। নির্দ্ধারিত সময় সমুপস্থিত, বিচার আরম্ভ হইল। যে যে অপরাধে মহারাজ বিষণচাঁদ অভিযুক্ত হইয়াছেন, সরকারী উকিল অকম্পিতকণ্ঠে সুস্পষ্টস্বরে একেএকে তৎসমুদয় পরিবাক্যে বিচার-পতিদিগের সুগোচর করিয়া দিলেন। বিষণচাঁদের বিরুদ্ধে নিম্ন লিখিত চারিটী অপরাধ বিচার্য্য বলিয়া স্থিরীকৃতঃ—

১ম।—রাজসরকারের অর্থ শান্তিরক্ষার কার্য্যে ন্যস্ত না করিয়া যথেচ্ছা ব্যয়, এবং তদ্দ্বারা নিজের বহুতর সম্পত্তি ক্রয় করা।

২য়।—নরহত্যা কার্য্যে সংলিপ্ত, এবং তাহা সমাধা করিবার নিমিত্ত অপর ব্যক্তিকে প্রবৃত্তিদান।

৩য়।—রাজাজ্ঞা পরিচালনে ব্যাঘাৎ উৎপাদন, এবং সেই সূত্রে অপ-রাধীকে সতর্ক করন।

৪র্থ।—ষড়যন্ত্রীদিগের ক্রিয়াকাণ্ড সংগোপনে সংরক্ষণ, এবং রাজ-দ্রোহীকে আশ্রয় প্রদানে রাজনিয়মের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া।

উকিল মোক্তারদিগের উত্তর প্রত্যুত্তর, সাক্ষীগণের প্রদত্ত জবানবন্দী যদিও সে সমস্ত আদালতী এবং অবস্থানুসারে ইতর ভাষায় বিনির্ব্বাহিত হইয়াছিল, কিন্তু আমাদিগের এই আখ্যায়িকায় সেইরূপ ভাষা প্রায় ব্যব-হার করা হয় নাই বলিয়া তাহা আমারা এ স্থলে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য

হইয়াছি। পূর্ব্ব হইতে যে ভাষা অবলম্বনে এই গ্রন্থ বিরচিত হইয়া আসিতেছে, সেই ভাষাই এই স্থানে প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিগৃহীত হইল। এ স্থলে তাহাই আমাদিগের অবলম্বন।

প্রতিবাদের সময় উপস্থিত হইলে ওসমান আলি সমস্ত হিসাবের কাগজপত্র রীতিমত শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বিষণচাঁদের নিয়োজিত উকিল ও মোক্তারের হস্তে একেএকে সমর্পণ করিতে লাগিলেন। সরকারী উকিল কএক ঘটিকাকাল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তৎসমস্ত পর্য্যবেক্ষণের পর বিচারপতি-দিগকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুস্পষ্টস্বরে কহিলেন, "হিসাবপত্র রীতিমত প্রস্তুত হয় নাই, সম্পূর্ণ ভুলই ইহাতে পরিলক্ষিত হইতেছে। জমাখরচ সমস্তই অসম্বদ্ধ, তাহার উপর আবার কএক লক্ষ টাকা অতি-রিক্তরূপে অপব্যয়, এবং বহুতর টাকার হিসাবাদি এই খাতা বহিতে বিবর্ণিত নাই।"

প্রতিবাদ করণার্থ বিষণচাঁদের উকিল দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, "মহারাজ বিষণচাঁদের ন্যায় ধনবান সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যে এই সামান্য কএক লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিতে সমুদ্যত হইবেন, তাহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। আমীর দেলওয়ার খাঁ যদিও সমস্ত ভার ইহাঁরই উপর সমর্পণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিনা অনুমতিতে মহা-রাজ বাহাদুর কোন কার্য্যই সম্পাদন করিতে অগ্রসর হইতেন না। আরও দেখুন, যাহারা শান্তিরক্ষাকার্য্যে নিনিযুক্ত, যাহাঁরা সে বিষয়ে সবিশেষ পারদর্শী, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে, কি উপায়ে, কি কৌশলে, কত গুপ্তচর নিয়োগে, শান্তিরক্ষাকার্য্যটী সমাহিত হইয়া থাকে। সময় বিশেষে, স্থান বিশেষে, বিষয় বিশেষে, গুপ্তচরদিগকে দশটাকার স্থানে শতমুদ্রা প্রদানেও তাহাদের নিকট হইতে রাজকার্য্য সমুদ্ধার করিয়া লইতে হয়। তবেই বিবেচনা করুন, এ বিষয়ে কতদূর ব্যয় বাহুল্য! সুতরাং তাহাকে অপব্যয় বলিয়া কিরূপে আর পরিগণিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে? এরূপ ব্যয়কে অতি সদ্ব্যয় বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া লওয়া উচিত। আর সরকারী অর্থে আপন বিষয়াদি পরিবর্দ্ধিত করিয়া লইবার কথার উত্তর

এই, নানা প্রকার বাণিজ্যে, নানামত উপায়ে, সৌভাগ্য অর্জ্জনের সবিশেষই সম্ভাবনা। বিশেষতঃ বিষণজীর যেরূপ মান সম্ভ্রম, যেরূপ পদ মর্য্যাদা, তাহাতে অনেকেই উপহার সমভিব্যাহারে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার চরণে সমর্পণ করণানন্তর আপন আত্মাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়া যাইতেন। এরূপ অবস্থায় সৌভাগ্য অর্জ্জনের আর বিচিত্র কথাই বা কি আছে?"

সরকারী পক্ষ হইতে আর প্রতিবাদ হইল না। বিচারপতিত্রয় পরস্পর স্থিরৎকরণের নিমিত্ত মৃদুস্বরে পরামর্শ করিয়া প্রধান বিচারপতি, সরকারী উকিলের দিকে দৃষ্টি বিনিক্ষেপপূর্ব্বক ঔদাস্যভাবে কহিলেন, "এ বিষয়ের আদেশ পরে প্রদান করা যাইবে। এক্ষণে দ্বিতীয় অপরাধের বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করা যাউক।"

যে ভাবে এই কএকটী কথা সমুচ্চারিত হইল, তাহাতে দর্শকমণ্ডলী অবাধেই বুঝিতে পারিলেন যে, প্রথম অভিযোগ হইতে বিষণজী মহাশয় সহজেই নিষ্কৃতিলাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

দ্বিতীয় অভিযোগ আরম্ভ হইল। সরকারী উকিল সেই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক প্রথম সাক্ষীকে সাক্ষ্যমঞ্চে সমানীত করিলেন। এ ব্যক্তি সেই ছুন্দুলাল।

প্রশ্ন।—তোমার নাম?

উত্তর।—সেখ ছুন্দুলাল।

প্র।—নিবাস?

উ।—এই দেশেই।

প্র।—ব্যবসা?

উ।—চাকরী।

প্র।—এই অভিযোগের বিষয় তুমি কতদূর সুপরিজ্ঞাত?

উ।—পাথোজী-কন্যাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত একটী সৎপাত্র এ দেশে আসিয়া বাসা করিয়া থাকেন।—কিছুদিন পরেই তাহার হঠাৎ মৃত্যু! মহারাজ বিষণচাঁদ তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলেন!

প্র।—কতদিনের কথা?

উ।—প্রায় দুইবৎসর গত।

প্র।—বিষণচাঁদ কি নিমিত্ত তাহার বধসাধন করিল, সে বিষয় তোমার কতদূর জানা শুনা?

উ।—বিশেষ কারণ জানি না, তবে অনুমান, বিবাহ কার্য্যে বাধা দিবার অভিপ্রায়ে!

প্র।—বিষণচাঁদ কি স্বয়ং স্বহস্তে তাহার প্রাণনাশ করে?

উ।—না, স্বয়ং নহে, স্বহস্তে নহে, অপরের দ্বারায়।

প্র।—কি প্রকারে? অস্ত্রাঘাতে,—না, অপর কোন উপায়ে?

উ।—না, অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা নহে, সাংঘাতিক বিষের সাহায্যে।

প্র।—ইহা তুমি কি প্রকারে অবগত হইলে?

উ।—আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন বলিয়া। কিন্তু পাপকর্ম্ম জানে আমি তাহাতে স্বীকার পাই নাই!

প্র।—তাহার পর?

উ।—তাহার পর অপর ব্যক্তির দ্বারা সে কার্য্য উদ্ধার করিয়া লয়েন।

এই পর্য্যন্ত সরকার হইতে এ ব্যক্তির তদন্তকার্য্য পরিসমাপ্ত হইল। তৎপরে বিষণচাঁদের উকিল সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিষণচাঁদ তোমাকেই যে অনুরোধ করিলেন, ইহারই বা কারণ কি?"

উ।—আমি তাঁহার অনুগত ছিলাম বলিয়া।

প্র।—একমাত্র তুমিই কি তাঁহার অনুগত ব্যক্তি?

উ।—না,—একমাত্র আমি না,—আরও ছিল,—তবে আমার উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

প্র।—তোমার সহিত যখন এ বিষয়ের কথাবার্ত্তা হয়, সে গৃহে তখন অপর কেহ উপস্থিত ছিল?

উ।—এ সকল কথা কি লোক সমক্ষে প্রকাশ করা হইয়া থাকে? কেহই উপস্থিত ছিল না।

প্র।—অপর ব্যক্তির দ্বারা সে কার্য্য সমাহিত হইয়াছে, এ বিষয় তুমি কিরূপে সিদ্ধান্ত করিয়া লইলে?

উ।—সেই বালকের হঠাৎ মৃত্যু দর্শনে।

প্র।—এ কথা তুমি রাজদরবারে এতদিন প্রকাশ কর নাই কেন? এযাবৎকাল গোপন করিয়া রাখিবার অভিপ্রায় কি?

উ।—আজ্ঞা, তিনি বড় লোক, আর আমি একজন যৎসামান্য ভৃত্য মাত্র। আমার কথা লোকে বিশ্বাস করিবে কেন?

প্র।—যদি বিশ্বাসই করিবে না, তবে অদ্য আবার সেই কথা পরিব্যক্ত করিবার নিমিত্ত এতদূর সমুৎসুক হইবার কারণ কি?

উ।—আজ্ঞা, স্বইচ্ছায় কি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি? শুভ অবসর,—দেলওয়ার খাঁ জীবিত নাই, এই সময় কিরণচাঁদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে বৃথা হইয়া যাইবে না, এই সকল পরামর্শ দানে সহসা আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে!

এই শেষ কএকটী বাক্য শ্রবণে কিরণচাঁদের উকিল মহাশয় জয়োল্লাসিত-লোচনে ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, "উত্তম সাক্ষ্য বটে! ইহাকে আর অধিক কথা জিজ্ঞাসা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হইতেছে না। এ ব্যক্তির কথা কতদূর সত্য, তাহা বিচারপতিগণই বিবেচনা করিয়া লইবেন!

পরক্ষণেই পাথোড়ী মহাশয় সাক্ষ্যমঞ্চ অধিকার করিয়া লইলেন। নাম ধাম ব্যবসাদি জিজ্ঞাসাবাদ হইবার পর "পাত্রটী কোন্ দেশ হইতে সমানীত?" এই প্রশ্ন সরকারী উকিল মহাশয়ের মুখ হইতে তৎপরে বিনিসৃত হইল।

উ।—কর্ণাটরাজ্য হইতে।

প্র।—সে ব্যক্তি কি কোনরূপ রোগাক্রান্ত ছিল?

উ।—আজ্ঞা না,—কিছুমাত্রই না। সবিশেষ তথ্য লইয়াই,—নিরোগ শরীর কি না, সে বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করিয়াই কন্যার সহিত বিবাহ দিবার নিমিত্ত সমুদ্যত হইয়াছিলাম।

প্র।—তবে বিবাহকার্য্য সমাহিত না হইবার কারণ?

উ।—পাত্রের আকস্মিক মৃত্যু, সুতরাং সে কার্য্য সুসম্পন্ন হইল না!

প্র।—আকস্মিক মৃত্যু? সে কিরূপ?

উ।—আজ্ঞা, রোগ নাই, কিছুই নাই, কিন্তু এক রাত্রে সহসা তাহার সর্ব্বশরীর কৃষ্ণবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ ধনুষ্টঙ্কার রোগের ন্যায় বক্রভাব প্রাপ্ত, এবং মুখ হইতে প্রগাঢ় ফেনপুঞ্জ অনর্গল বহির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে রোগীকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল।—পরদিন প্রাতেই তাহার প্রাণত্যাগ! সুতরাং আমার বিবেচনায় ইহা স্বাভাবিক মৃত্যু নহে,—অপঘাত।

প্র।—তবে সাংঘাতিক বিষেরই এই কার্য্য? কেমন, নয়?

উ।—আজ্ঞা হাঁ, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

প্র।—ভাল, এ কার্য্যে কাহারও উপর আপনার সন্দেহ বলবৎ হয়?

উ।—হয়, বিষণচাঁদের উপরেই।

সরকার পক্ষ হইতে এই সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদ করা হইল। ওসমান আলি এই সময় বিষণচাঁদের উকিল মহাশয়কে কএকটী কথা বিজ্ঞাপন করিয়া দিলেন। শ্রবণমাত্রই তিনি স্বরিতবেগে আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক কম্পস্বরে সওদাগর পাথোয়ারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, বিষণচাঁদের উপর সন্দেহ হইবার কারণ? পৃথিবীর মধ্যে অপর কেহই সেই ঘৃণিত ব্যাপারে সংলিপ্ত নহে, একমাত্র মহারাজ বাহাদুরই যে অধিনায়ক, এ বিষয় মনোমধ্যে ধারণা হইবার হেতু?"

"বিবাহকার্য্যটী পণ্ড করিয়া দিতে পারিলে তাহার কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য অবাধে সুসিদ্ধ হইয়া যায় বলিয়াই, উহার উপর আমার সন্দেহ বলবৎ হইয়াছে!"

"কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য বটে? ভাল, সেই গুপ্ত উদ্দেশ্যটী কি?" এই প্রশ্ন উকিল মহাশয়ের বদন হইতে বিনির্গত হইবামাত্র তাহার গাত্রবসনীতে সহসা সজোরে টান পড়িল। ইঙ্গিতের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া উত্তর দানোন্মুখ পাথোয়ারীকে বাধা দানে বিক্রতভাবে পুনরায় কহিলেন, "রও! ও কথা পরে হইবে। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, পীড়া উপস্থিত হইলে তাহার কি কোন প্রতীকারের উপায় করা হইয়াছিল?"

পাঠক মহাশয় অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন, এ সঙ্কেতকার্য্যটী কাহার দ্বারা সংসাধিত হইয়াছিল। বিষণজীই যে এই সঙ্কেতকারী, আর ওরূপ প্রশ্ন

বিনিয়োগ করিতে কি কারণে তাঁহার ত্রস্তভাবে নিষেধ, বোধ হয় তাহা আপনাদের সহজেই বোধগম্য হইয়া থাকিবে। পাথোজীর সামাজিক অধঃপতনের কারণ যদিও দেশময় বিলক্ষণরূপেই রাষ্ট্র, তথাপি বিচারপতিদিগের হৃদয়-প্রকোষ্ঠে পুনরায় সেই বিষয়টী নবরাগে সমুদিত হইলে তাঁহারই পক্ষে সবিশেষ অমঙ্গল, মনোমধ্যে এই ভাব অকস্মাৎ সমুদিত হওয়াতে তিনি আপন পক্ষ সমর্থনকারীকে সেইরূপ শশব্যস্তে নিষেধ করিয়া দিলেন।

উকিলের প্রশ্নে পাথোজী মহাশয়ের আশু প্রত্যুত্তর, "হইয়াছিল,—হকিম বৈদ্য অনেকের দ্বারাই তাহার চিকিৎসাপত্র করা হইয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু কার্য্যকর হইল না! সংঘাতিক বিষের উপর কাহার আবার কি ক্ষমতা চলিয়া থাকে?"

প্র।—তোমার আন্তরিক মতামত তোমাতেই সংবদ্ধ হইয়া থাকুক! ভাল, হকিম বৈদ্য ভিন্ন অপর কাহাকেও কি সমানয়ন করা হইয়াছিল?

উ।—আজ্ঞা, তাহারও কোন ত্রুটি হয় নাই,—ফরাসী ডাক্তার লেরি মহোদয়কেও চিকিৎসার নিমিত্ত লইয়া গিয়াছিলাম।

প্র।—তোমার সহিত কি লেরি সাহেবের আলাপ পরিচয় ছিল?

উ।—তৎকালে ছিল না বটে, কিন্তু এখন তাঁহার সহিত আমার অতিশয় আলাপ—হৃদ্যতা!

প্র।—সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না! বলি, সেই বালকটী যখন ঐরূপ সাংঘাতিকরূপে সমাক্রান্ত হয়, তখন লেরি ডাক্তারকে লইয়া যাইবার জন্য তুমি কিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলে?

উ।—বিষণচাঁদের সুপারিসপত্র গ্রহণে।

প্র।—রোগ দর্শনে ডাক্তার সাহেব কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন?

উ।—তাঁহার অভিপ্রায়ে আর আইসে যায় কি?

বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া অতি তীব্রস্বরে উকিল মহাশয় কহিলেন, "আমার প্রশ্নের উত্তর দান কর! বৃথা বাক্যব্যয়ে আদালতের সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। রোগের বিষয় যখন তুমি জিজ্ঞাসা করিলে,

ডাক্তার সাহেব তখন তাহার কিরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করেন, সেইটাই এক্ষণে বিচারপতির নিকট বিজ্ঞাপন কর।"

"তিনি বলিয়াছিলেন, যে রোগে সর্ব্বশরীর কালিমা বর্ণ ধারণ করে, এ ব্যক্তি সেই রোগেই সমাক্রান্ত।"

"খুন বা অপঘাত, এ কথাও কি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই?"

"তাহাতে আর কি হইবে, উপস্থিত তদন্তের সহিত তাহার আর সাক্ষাৎ সংস্রব কি?"

ঘৃণাব্যঞ্জকভাব প্রকাশে উকিল মহাশয় সুতীক্ষ্নস্বরে কহিলেন, "সে বিষয়ে তোমার সহিত বাদানুবাদের আবশ্যক হইতেছে না। আমার প্রশ্নের উত্তর দান কর, আদালতের অমূল্য সময় বৃথা বৃথা নষ্ট করিবার প্রয়াস পাইও না; বিপদ ঘটিবে। প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর প্রদান কর!"

সওদাগর পাথোজী ভীত হইয়া কহিলেন, "আজ্ঞা, ডাক্তার সাহেবকে সে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি বিজ্ঞাপন করেন যে, 'যে প্রদেশে মহারাজ বিষণচাঁদ বাহাদুর শান্তিরক্ষক, সে প্রদেশে অপঘাত মৃত্যু, ইহা কি সম্ভবপর হইতে পারে?' কিন্তু আমার তাহাতে বিশ্বাস হইল না।—আমার মনের ভাব সতন্ত্র!—নিশ্চয়ই খুন!"

"তোমার মনের ভাব তোমাতেই সন্ন্যস্ত হইয়া থাকুক!" আনন্দবিস্ফারিত লোচনে এই কএকটী কথা উচ্চারণ করিয়া উকিল মহাশয় স্বীয়াসনে উপবেশন করিলেন। ওসমান আলির হর্ষোৎফুল্লনয়নদ্বয় বিষণচাঁদের উদ্বিগ্নপূর্ণ বদনমণ্ডলের প্রতি কএক লহমার নিমিত্ত সংযত হইয়া রহিল। নয়নই যেন পুরোবর্ত্তী হইয়া কহিল, "কোন চিন্তা নাই, এ দায় হইতেও সহজেই আপনি উদ্ধার প্রাপ্ত হইবেন।"

সরকারী উকিল এই বিষয়ে কিয়ৎক্ষণ বাদানুবাদ করিলেন বটে, কিন্তু অপরাধ সপ্রমাণের নিমিত্ত বিশেষ হেতু প্রদর্শন বা অপরাপর সাক্ষ্য সমানয়ন করিতে সমর্থ হইলেন না। মুহূর্ত্তমাত্র পরামর্শের পর প্রধান বিচারপতি বিরক্তিস্বরে কহিলেন, "ইহারও অভিপ্রায় সর্ব্বশেষে প্রদান করা যাইবে। তৃতীয় অভিযোগের বিচারকার্য্য আরম্ভ হউক।"

উপক্রমণিকার পর সরকারী উকিল গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "তৃতীয় অভিযোগ, রাজাজ্ঞা পরিচালনে ব্যাঘাত উৎপাদন! কএকটী সাক্ষীর দ্বারা অতি অল্প আয়াসেই আমি এ বিষয়টী সহজেই সপ্রমাণ করিতে পারিব, তবে তন্মধ্যে একজন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদানে নিতান্তই অনিচ্ছুক! সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত আমি তাহাকে নানামতে উত্তেজনা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে ব্যক্তি কিছুতেই সম্মত হইতে চাহে না। নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপনে একেবারেই উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পায়। তাহার সাক্ষ্য নিতান্তই আবশ্যক। বিশেষতঃ এই অপরাধ সপ্রমাণ করিবার একখানি অখণ্ডনীয় নিদর্শনপত্র তাহারই নিকট সংগৃহীত হইয়া আছে। অতএব আমার প্রার্থনা তাহার নিকট হইতে সেই দলীলপত্রখানি গ্রহণ এবং তাহাকে এই সাক্ষ্যমঞ্চে উপস্থিত করা! আমি বিবেচনা করি, তাহা হইলেই এই অভিযোগের বিষয় সুস্পষ্টরূপেই সপ্রমাণ হইয়া যাইবে!"

আদালত হইতে সেই অনিচ্ছু সাক্ষীর উপর পরোয়ানা জারি করিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। সরকারী উকিল বিচারপতিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বিনীতভাবে সুগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "আজ্ঞা, এতদূর করিবার আবশ্যক হইতেছে না, সে ব্যক্তি এই ধর্ম্মাধিকরণেই সমুপস্থিত আছে। সাক্ষ্যের সময় সমাগত হইলে হুজুরেরাই তাহার প্রতি আদেশ প্রদান করিবেন, তাহা হইলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই! ইত্যবসরে আর আর সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা যাউক।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে সাক্ষীমণ্ডলীর প্রতি ঈষৎ কটাক্ষপাতে পুনরায় কহিলেন, "বলদেবজী! সাক্ষ্যমঞ্চে প্রবেশ করুন।"

কথা শেষ হইতে না হইতেই দ্রুতপাদবিক্ষেপে বলদেবজী মহাশয় সাক্ষ্যমঞ্চে সংপ্রবিষ্ট হইলেন। প্রশ্নোত্তর চলিতে লাগিল।

প্র।—আপনার নাম?

উ।—শ্রীযুক্ত বলদেবজী।

প্র।—নিবাস?

উ।—বরদারাজ্য, কিন্তু আপাততঃ আবাস বিহীন।

প্র।—ব্যবসা?

উ।—লোকজনকে ঋণদান, তাহাদিগের স্থাবর অস্থাবর বিষয় সম্পত্তি বন্ধক রাখা,—কিন্তু এক্ষণে একেবারেই নিঃস্ব।

প্র।—এই উপস্থিত অভিযোগের বিষয় আপনার কতদূর জানা আছে?

উ।—ব্যাখ্যা করিয়া বলুন, এখনই তাহার সদুত্তর প্রদান করিব।

প্র।—পান্থশালার অধিকারী জয়করণ নামক এক ব্যক্তির সহিত কি আপনার আলাপ পরিচয় ছিল?

উ।—আজ্ঞা হাঁ বিশিষ্টরূপেই।

প্র।—রাজসরকার হইতে তাহার বিরুদ্ধে যখন একটী গুরুতর অভিযোগ সমুপস্থিত হয়, তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত সে ব্যক্তি কি আপনাদের নিকট কোনরূপ উপরোধ অনুরোধ করে?

উ।—করিয়াছিল।—বিষণচাঁদের সাহায্য প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত পাথোজী ও আমার নিকট আগমন করিয়াছিল। তাহার কাতরোক্তিতে বিগলিত হইয়া আমরা উভয়েই বিষণচাঁদের বরোজনগরের উদ্যান-ভবনে সমুপস্থিত হইয়া জয়করণের অবস্থা তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করি। তিনি জয়করণের নামে একখানি সুপারিসপত্র লিপিবদ্ধ করিয়া আমার হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক কহিলেন, "ইহারই দ্বারা কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে। সমস্ত বিষয়ই বেনাম করিতে বলিয়া দিয়াছি! রাজপুরুষেরা ইহাতে আর দন্তস্ফুট করিতে পারিবে না! অপরাপর বিষয় অন্য প্রকারে সুসম্পন্ন করিয়া লইব।"

প্র।—সে গৃহে অপর কেহ উপস্থিত ছিল?

উ।—তাঁহার কর্ম্মচারী ওসমান আলি উপস্থিত ছিলেন। কেবল উপস্থিত মাত্র নহে, সেই অনুরোধপত্রের পাঠাপাঠও তাঁহারই সকপোল-কল্পিত শব্দাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রতিবাদের নিমিত্ত বিষণচাঁদের উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপদেশ-পত্র বিষণচাঁদ প্রদান করেন বটে? ভাল, জয়করণের স্থাবর অস্থাবর ধন সম্পত্তি কাহার নামে বেনাম, সে বিষয়ের তোমার কিছু স্মরণ আছে?

উ।—আমারই নামে বটে। কিন্তু প্রথমে আমি তাহাতে কিছুতেই স্বীকার পাই নাই! তৎপরে বিস্তর সাধ্যসাধনা, বিস্তর উপরোধ অনুরোধ করাতে অগত্যাই আমাকে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।

দ্বিতীয় সাক্ষী আহ্বান হইল। পাথোজী মহাশয় সাক্ষ্যমঞ্চে দণ্ডায়মান হইলেন। তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক সরকারী উকিল উৎসাহ ব্যঞ্জকস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলদেবজী যে সমস্ত বিষয় পরিব্যক্ত করিয়া গেলেন, সে বিষয়ের সত্যাসত্য আপনি কতদূর পর্য্যন্ত সুপরিজ্ঞাত?

সমর্থনবাক্যে পাথোজী মহাশয় উত্তর দান করিলেন, "আজ্ঞা, সমস্তই সত্য। ইহার বিন্দুমাত্রও অযথার্থ নহে!"

বিষণচাঁদের উকিল ইহাঁকে আর প্রশ্ন করিলেন না। সরকারী উকিল গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিচারপতিদিগকে সম্বোধন করিয়া স্পষ্টস্বরে কহিলেন, "অভিযোক্তার অপরাধ যদিও এই দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারাই একেবারে জাজ্বল্যমানরূপে প্রমাণীকৃত, তথাপি কোনরূপ মূল-দলীল এবং সেই সঙ্গে অপরাপর ঘটনার বিষয় কোন একটী বিশেষ সাক্ষীর দ্বারা সপ্রমাণ করিতে পারিলে, বোধ হয় হজুরদিগের মন হইতে সমুদয় সন্দেহ তৎক্ষণাৎই তিরোহিত হইয়া যাইবে। আমার সেই প্রধান সাক্ষী এবং যাহার নিকট সেই অকাট্য নিদর্শনপত্র সংগৃহীত হইয়া আছে, সে ব্যক্তি অপর কেহই নহে, অভিযুক্ত বিষণচাঁদের বিশ্বাসী অথচ কার্য্যদক্ষ অন্তরঙ্গ কর্ম্মচারী ওসমান আলি। সে-ই এক্ষণে সাক্ষ্য প্রদান করিতে অতিবাদই অনিচ্ছুক। ফল কথা, ওসমান আলির সাক্ষ্য নিতান্তই অপরিহার্য্য। এখন হজুরেরা যেরূপ বিবেচনা করেন।"

সকলেরই চক্ষু ওসমান আলির দিকে। ওসমান আলি কিরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিবেন, শুনিবার নিমিত্ত সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত। কি এমন বিশেষ নিদর্শনপত্র,—কি এমন বিশেষ প্রমাণপত্র তাহার নিকট সংরক্ষিত হইয়া আছে, জানিবার নিমিত্ত সকলেই সমুৎসুক, সকলেই সমধিক আগ্রহান্বিত। বিষণজী শিহরিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রশ্ন পূর্ণ সচকিত দৃষ্টি ওসমান আলির বদন প্রতি আগ্রহসহকারে সংযত হইয়া

রহিল। কিন্তু কর্ম্মচারী মহাশয় তাহাতে কিছুমাত্রই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না, বরং তড়িৎগতিতে এক প্রকার হৃদয়ভেদী দৃষ্টি মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তৎপ্রভুর মুখের প্রতি বিনিক্ষিপ্ত হইল মাত্র। পরক্ষণেই অন্য প্রকার। ধীর সুস্নিগ্ধ ও প্রশান্ত ভাব। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে কোনরূপ অন্যতর ভাবের অবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার বদনমণ্ডল দর্শন করিলে সে বিষয় এখন আর কিছুতেই অনুভব করিয়া লওয়া যাইতে পারে না।

আদালত হইতে আদেশ প্রদত্ত হইলে ওসমান আলি অতি কুণ্ঠিতভাব প্রকাশে ধীর গম্ভীর পাদবিক্ষেপে সাক্ষ্যমঞ্চের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সরকারী উকিলের প্রশ্ন সকল একেএকে বিনিস্থত হইতে লাগিল।

"তোমার নাম ?"

"কেন, আপনি কি সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ ? সকলেই ত ওসমান আলি বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে,—তবে আবার ও কথা জিজ্ঞাসা করিবার ফল কি ?"

সহাস্য আস্যে উকিল মহাশয় কহিলেন, "জানিব না কেন, তবে আদালতের রীত্যনুসারে এইরূপেই প্রশ্নাদি বিনিয়োগ করিতে হয়! ভাল, তোমার জাতি ?"

'নামেই ত সুপ্রকাশ। তবে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ?"

কিঞ্চিৎ বিরক্তিভাবে উকিল মহাশয় কহিলেন, "এইরূপই ইহার নিয়ম! যদিও জানি, তথাপি জিজ্ঞাসা করিতে হয়।—নিবাস ?'

"আপাততঃ এই রাজধানীতে।—কিন্তু পূর্ব্বে বরোজনগরে আমার পৈত্রিক আবাসভবন ছিল।'

"ব্যবসা ?"

"নির্দ্ধারিত কিছুই নাই, তবে যাহাতে পরোপকার করিতে পারি, এবং দোষীলোক যাহাতে অব্যাহতি লাভ করিতে সুসমর্থ না হয়, আমার জীবনের তাহাই একমাত্র সারব্রত। আর সেই নিমিত্তই মহারাজ বিষণচাঁদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি!—এক্ষণে তাহারই অধীনস্থ একজন প্রধান কর্ম্মচারী!"

ওসমান আলি যে একজন অনিচ্ছুক সাক্ষী, তাঁহার এইরূপ জটিল উত্তর শ্রবণে সভাস্থ সমস্ত ভদ্রলোকই তাহা সহজে অনুমান করিয়া লইলেন। বিষণজীর উদ্বিগ্ন হৃদয় এতক্ষণের পর কিয়ৎপরিমাণে আশ্বাস প্রাপ্ত হইল। সরকারী উকিল পুনরায় আরম্ভ করিলেন।

"বলদেবজী ও পাথোজী মহাশয়েরা যে সমস্ত নিগূঢ় কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, সে বিষয়ের তোমার কতদূর জানা শুনা আছে?"

সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বিচারপতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক সোৎসুকে আগ্রহসহকারে ওসমান আলি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিষণজী আমার প্রভু, এ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিলে তাঁহার চরিত্রের উপর দোষারোপ হইবার সম্ভাবনা। আমার প্রতি কিরূপ অনুমতি হয়? এ প্রশ্নের উত্তর দান করিতে কি আমি বাধ্য?"

"অবশ্য।" প্রধান বিচারপতি গম্ভীরভাবে কহিলেন, "অবশ্য। যাহা কিছু জানা আছে, তাহা অবাধেই প্রকাশ করিয়া বল। সাবধান। কোন বিষয় গোপন করিবার অণুমাত্রও প্রয়াস পাইও না,—বিপদ ঘটিবে।"

ওসমান আলি বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ বাহাদুর ঐরূপ পত্র বলদেবজীর হস্তে সমর্পণ করিয়া ছিলেন বটে। লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রথমে তিনি আমার প্রতিই আদেশ প্রদান করেন। পরক্ষণেই নিবারণ করিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, 'রও। তোমার লিখিবার প্রয়োজন নাই, তুমি লিখিলে কার্য্যকর হইবে না। গুরুতর বিষয়। এ সকল বিষয়ে কেবল স্বাক্ষর দ্বারা কার্য্য হয় না। স্বাক্ষরকারীর স্বহস্তেই সমগ্র পত্রখানি বর্ণবদ্ধ করা আবশ্যক। আমি স্বয়ং লিখিয়া দিতেছি, তুমি পাঠাপাঠ বলিয়া দাও।' আমি বলিয়া দিতে লাগিলাম, তিনি বিদ্রুতহস্তে সমগ্র পত্রখানি বর্ণবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।"

"সে পত্র কোথায়?"

"আমারই নিকট।" বলিয়া ওসমান আলি একখানি সুবৃহৎ পত্র সরকারী উকিল মহাশয়ের প্রসারিত হস্তে সমর্পণ করিলেন।

বরোজনগরের উদ্যানবাটী হইতে মহারাজ বাহাদুর জয়করণের নামে

প্রথমবার যে উপদেশপত্র লিখিয়া বলদেবজীকে প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, এইখানিই সেই উপদেশপত্র! মসীসিক্ত হইয়াও তাহার স্বাভাবিক শুভ্রবর্ণ কিরূপে প্রাপ্ত, এবং ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইলেও পূর্ব্বের ন্যায় অখণ্ড অবয়বে তাহা কিরূপে শোভমান ; কোন্ বৈজ্ঞানিকবলে অথবা কোন্ কৌশল অবলম্বনে ওসমান আলি এই উভয়বিধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া লইলেন, সে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত পাঠক মহাশয়কে আর অধিককাল বিলম্ব করিয়া থাকিতে হইবে না,—ওসমান আলির উত্তর শ্রবণে তাহা আপনি মুহূর্ত্তমধ্যেই সুপরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন।

সরকারী উকিল অতি সুস্পষ্টস্বরে সেই পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করণানন্তর বিচারপতিত্রয়ের সুগোচর করিয়া দিলেন। সভাস্থ সকলেই শিহরিত। বিষণচাঁদের কণ্ঠতালু পরিশুষ্ক! নিদারুণ ভয়ে তাঁহার সর্ব্ব শরীর প্রকম্পমান! বহুকষ্টে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া পক্ষ সমর্থনকারী উকিলকে কএকটী কথা মৃদুস্বরে বিজ্ঞাপন করিবামাত্র সুচতুর উকিল মহাশয় তড়িৎগতিতে আপন আসন পশ্চাৎদিকে অপসারণপূর্ব্বক ব্যাঘ্রের ন্যায় আস্ফালনে ওসমান আলির সম্মুখীন হইয়া তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাপ খণ্ডনের নিমিত্ত তীর্থ পর্য্যটনের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াই না তোমার প্রভু, জয়করণলালকে একখানি অনুরোধপত্র লিখিয়া ছিলেন? তুমিই না তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দিয়া ছিলে? আর বরদানগরে মহারাজ বিষণচাঁদ যথাসময়ে সমুপস্থিত হইবার পর, জয়করণ না তাঁহার নিকট আগমন করিয়া তোমারই সমক্ষে সেই পত্রখানি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া ছিল?"

"আপনি যে পত্রের কথা উল্লেখ করিতেছেন, সে পত্রের ভাবার্থ ওরূপ নহে, সে পত্রখানিতেও বিষয়াদি বেনাম করিয়া রাখিবার কথা বর্ণবদ্ধ করা ছিল। এবং তাহা জয়করণের দ্বারাও সমানীত হয় নাই। প্রভুর আদেশে আমিই তাহা আনয়নপূর্ব্বক তাঁহারই সাক্ষাতে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়া ছিলাম। এ পত্র সে পত্র নহে। প্রথমবারে যে পত্র তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহা তাহাই।"

"বিশেষ আপ্যায়িত হইলাম" বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া বুদ্ধিমন্ত

উকিল হতবুদ্ধি হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বিশেষ পরিতুষ্টি লাভ করিলাম! ভাল, স্মরণ করিয়া দেখ দেখি, প্রথম পত্রখানি মসীলিপ্ত হওয়াতে প্রভুর আদেশক্রমে তোমার দ্বারাই না তাহা বিধ্বংসিত হইয়া গিয়াছিল? কেমন, স্মরণ হয় কি?"

গম্ভীরবদনে ওসমান আলি প্রত্যুত্তর করিলেন, "বিলক্ষণই স্মরণ হয়। কিন্তু সে পত্রখানিতে আদৌ মসীলিপ্ত হয় নাই। কোন কারণে তাহা হস্তগত করিয়া অপর একখানি কাগজে মসীলিপ্ত করণানন্তর বিষণজীর সন্নিকাশে সমুপস্থিত করিয়াছিলাম মাত্র।"

"উত্তম কৌশল বটে।" ঘৃণাব্যঞ্জক ভাব প্রকাশে উকিল মহাশয় কহিলেন, "কৌশলময় কার্যাই ইহা! ভাল, জিজ্ঞাসা করি, এরূপ কল কৌশল অবলম্বনের তাৎপর্য্য কি?—কি কারণে তুমি ওরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলে? অভিপ্রায়?"

"পূর্ব্বেই ত বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। দোষীলোক যাহাতে নিস্কৃতি লাভ করিতে না পারে, ইহাই আমার জীবনের একমাত্র সারব্রত। সেই ব্রতের উপদেশক্রমেই আমি ঐ পত্রখানি ঐরূপ যত্নসহকারে সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছি।"

"উত্তম! শুনিয়া সুখী হইলাম!" অপদস্থ করিবার উপায়ান্তর বিরহে শ্লেষপূর্ণস্বরে উকিল মহাশয় কহিলেন, "উত্তম! শুনিয়া জ্ঞানলাভ হইল! তুমি যে মহারাজ বাহাদুরের একজন সবিশেষ শুভানুধ্যায়ী, এতক্ষণের পর তাহা সম্পূর্ণরূপেই প্রকাশমান! ভাল, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ইতিপূর্ব্বে তবে সেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলে কেন?—যেন নিতান্তই অনিচ্ছুক, তৎকালে তবে এরূপ ভাব প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্য কি? চক্ষে ধূলি প্রদানের নিমিত্ত বুঝি?"

"এ কিরূপ আজ্ঞা করিতেছেন? স্মরণ করিয়া দেখুন দেখি, সহজে কি আমি সাক্ষ্য প্রদানে সম্মত হইয়াছিলাম? তবে—যখন ধর্ম্মাধিকরণ হইতে আমার প্রতি সেরূপ আদেশ প্রদত্ত হইল, সত্যকথা প্রকাশ না করিলে রাজ-দণ্ডে দণ্ডনীয় হইতে হইবে, এ কথা যখন বিচারপতিগণ ব্যাখ্যা করিয়া বলি-

লেন, তখন আমার আর অন্য পন্থা কোথায়? সুতরাং সকল বিষয়ই এ স্থলে পরিব্যক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি। চক্ষে ধূলি প্রদানের নিমিত্ত হইবে কেন?"

উকিল মহাশয় নিরুপায়। ওসমান আলির যথোপযুক্ত উত্তর শ্রবণে তাঁহাকে আর অধিক প্রশ্ন করিতে সাহস পাইলেন না। সভাস্থ সকলেই নীরব,— নিস্পন্দ!—সবিস্ময়ে সকলেরই হৃদয় ক্ষণকালের নিমিত্ত স্তম্ভিত। শত্রুপক্ষের আনন্দের আর সীমা পরিসীমা নাই, বিষণচাঁদের মিত্রগণ একেবারেই হতাশ্বাস।

বহুক্ষণ পরামর্শের পর প্রধান বিচারপতি সরকারী উকিলকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ইহারও আদেশ আপাততঃ বিবেচনাধীন,—শেষ অভিযোগের তদন্ত হউক।"

শেষ অভিযোগের তদন্ত কার্য্য আরম্ভ হইল। সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত করিয়া সরকারী উকিল মহাশয় পাথোজীকে সাক্ষ্যস্থলে পুনরায় সমানয়ন করিলেন।

প্র।—বঙ্গনলাল নামক কোন ব্যক্তির সহিত কি আপনার আলাপ পরিচয় ছিল?

উ।—আমি যখন "মাতঙ্গী" পোতের মুহুরী, তৎকালে সে ব্যক্তি সেই পোতের মালিমীকার্য্যে বিনিযুক্ত থাকে। তাহার পরই তাহার পোতাধ্যক্ষের পদ হয়।

প্র।—সামন্তগিরি নামীয় কোন পত্র কি তাহার দ্বারা এই নগরে সমানীত হইয়াছিল? তাহা কি আপনার মনে পড়ে?

উ।—বিলক্ষণ মনে পড়ে। আমিই সে সংবাদ কর্তৃপক্ষের নিকট বেনামীপত্র দ্বারা বিজ্ঞাপন করি।

প্র।—সামন্তগিরি যে লোকটী কে, তাহা কি আপনার জানা শুনা আছে?

উ।—সে একজন ষড়যন্ত্রকারী, ইহাই আমার তৎকালে হৃদ্‌প্রত্যয়।

প্র।—আমার জিজ্ঞাসা তাহা নহে। সে ব্যক্তি অপর কোন নামে সুপরিচিত ছিল কি না, ইহাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

উ।—সামন্তগিরির প্রকৃত নাম মথুরচাঁদ মুকিম।

প্র।—তাহার সহিত বিষণচাঁদের সম্বন্ধ কি ?

উ।—পিতা পুত্র।

প্র।—এ সংবাদ আপনি কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলেন ?

উ।—বিষণচাঁদের মুখেই শ্রবণ করিয়াছি।

প্র।—পিতা যে একজন ভয়ানক রাজদ্রোহী, সে বিষয় কি বিষণচাঁদের সুবিদিত ছিল ?

উ।—ছিল,—বিলক্ষণরূপেই সুবিদিত ছিল।

প্রতিবাদীর উকিল গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পাথোজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, রঞ্জনের বিপক্ষে বেনামী-পত্র কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবার তোমার সবিশেষ উদ্দেশ্য কি ?"

উ।—আজ্ঞা, ঈর্ষাপরবশে। অল্প বয়সে পোতাধ্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তাহাকে বিপদজালে জড়ীভূত করিবার নিমিত্তই ঐরূপ পত্র কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম।

প্র।—তবে সে ব্যক্তি ষড়যন্ত্রকারী নহে ? আর ঈর্ষাবৃত্তি বলবৎ হওয়াতে সে কার্য্য সংসাধন করিয়াছিলে ? এবং রাজবিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলিতেছে, আর সেই ষড়যন্ত্র ব্যাপারে কোন্ কোন ব্যক্তি অভিলিপ্ত, তাহাও তোমার জানা শুনা ছিল না। কেবল ঈর্ষাবশেই সে কার্য্য সম্পাদন করা হইয়াছিল ! কেমন নয় ?

উ।—আজ্ঞা হাঁ, রঞ্জনের পক্ষে তাহাই বটে, কিন্তু ষড়যন্ত্র ব্যাপার যে সমস্তই জাজ্জ্বল্যমান সত্য, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সংশয় ছিল না। যাহাতে রাজদ্রোহীরা বিচারালয়ে সমানীত হয়, আমার বেনামী-পত্র প্রেরণ করিবার অপর এক উদ্দেশ্যও তাহাই। তবে ঘটনাক্রমে বিষণজী মহাশয় সেই পত্র হস্তগত করিতে সমর্থ হওয়াতে আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে।

প্র।—জন্মদাতা পিতা যে ষড়যন্ত্রকারী, এ কথা মহারাজ বিষণচাঁদ তোমার নিকট প্রকাশ করিলেন কেন ? আত্মীয়তার অনুরোধে বুঝি ?

উ।—আজ্ঞা, আত্মীয়তার অনুরোধে নহে। সহসাই তাহার মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া পড়ে। যে রঞ্জনের নিমিত্ত তাঁহার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ,

যাহাকে উৎসন্ন দিবার নিমিত্ত তিনি এতদূর আশ্বাস ও আকিঞ্চন পাইয়াছিলেন, সহসা সেই ব্যক্তির অভ্যুদয় দর্শনে, সহসা তাহার কোন ভীতিপ্রদ পত্র প্রাপ্ত হওয়াতে, বিষণচাঁদের চিত্ত নিদারুণরূপে উদ্বেলিত মন সভয়ে আকুলিত, হৃদয় হিতাহিত বিবেচনা হইতে একেবারেই পরিশূন্য! গৃহে অপর কেহ উপস্থিত আছে কি না, কাহার সাক্ষাতে কি কথা বলিলে ভবিষ্যতে তাহার পরিণাম কিরূপ দাঁড়াইবে, এ সমস্ত বোধাবোধ জ্ঞান না থাকাতেই তিনি তৎকালে ঐরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

প্র।—ভাল, মখ্খনচাঁদ যে রাজদ্রোহী, এ সংবাদ তুমি কর্তৃপক্ষের নিকট বিজ্ঞাপন কর নাই কেন?

উ।—সময় পাইয়া ছিলাম কোথায়? রঞ্জনের অভ্যুদয় স্থির নিশ্চয় জ্ঞানে, ও ব্যক্তি আমার পিতার নিকট একখানি সতর্কপত্র সেই দিবসেই প্রেরণ করিয়াছিল, সুতরাং আর সময় পাইয়াছিলাম কোথায়?

প্র।—সে সময়ে অপর কেহ উপস্থিত ছিল? ঐ সকল বাক্য উচ্চারণ এবং সেই সতর্কপত্র লিখিবার সময় সে গৃহে অপর কেহ সমুপস্থিত ছিল?

উ।—ছিল। ওসমান আলিও সে সময় সেই গৃহমধ্যে সমুপবিষ্ট ছিলেন।

এই পর্য্যন্ত বিপক্ষ-প্রশ্ন পরিসমাপ্ত হইয়া গেল। দ্বিতীয় সাক্ষী সাক্ষ্যমঞ্চে অধিষ্ঠান হইলেন।—এ সাক্ষী বলদেবজী। "পাছে পিতার কথা সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলে, সেই সন্দেহে রঞ্জনলালকে কারা প্রেরণ, মখ্খনচাঁদ ও সামন্তগিরি যে একই ব্যক্তি ইহা বিষণচাঁদের নিকট হইতে স্বকর্ণে শ্রবণ" ইত্যাদি কএকটী কথা তিনি পরিব্যক্ত করিতে পারিলেন মাত্র। প্রতিবাদীর উকিল ইহাঁকে আর প্রশ্ন করিলেন না। তৃতীয় সাক্ষীর আহ্বান হইল। সরকারী উকিল তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক সুস্নিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমার নাম?"

উ।—পরমল্ল।

প্র।—নিবাস?

উ।—এই রাজধানীর প্রান্তভাগে।

প্র।—ব্যবসা?

উ।—ব্যবসা কিছুই নাই। তবে কোন মহানুভব ব্যক্তির দ্বারা আমার এযাবৎকাল ভরণপোষণ হইয়া আসিতেছে মাত্র।

প্র।—পূর্ব্বে তুমি কি কার্য্যে অভিনিযুক্ত ছিলে?

উ।—মহারাজ বিষণচাঁদের অধীনে জম্বুসবনগরে দারোগাগিরি কর্ম্ম করিতাম। মহারাজ বিষণচাঁদের তৎকালে মুফতির পদ ছিল।

প্র।—বঞ্জনলাল নামে এক ব্যক্তি পুলিসকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বিচারার্থ যখন বিষণচাঁদের নিকট সমানীত হয়, তাহার তদন্তকালে তুমি কি তথায় সমুপস্থিত ছিলে?

উ।—না, গৃহমধ্যে উপস্থিত ছিলাম না বটে, কিন্তু তাহার তদন্তের সমস্ত বিষয়ই পার্শ্বগৃহ হইতে শ্রবণ করিয়াছিলাম!—আহা! সে ব্যক্তি নিতান্তই নির্দ্দোষী, কেবল স্বার্থের নিমিত্তই সে হতভাগা দলিত মর্দ্দিত ও পেষিত হইয়াছিল।

প্র।—সে ব্যক্তি নির্দ্দোষী, তাহা তোমার কিরূপে হৃদপ্রত্যয়?

উ।—বিষণচাঁদ বাহাদুরের প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর শ্রবণেই।

প্র।—বিচারের সময় সামন্তগিরির নাম কি প্রকাশ পাইয়াছিল?

উ।—আজ্ঞা হাঁ, শতবার। কেবল প্রকাশমাত্র নহে, সামন্তগিরির নামে একখানি পত্র, বন্দী বঞ্জনলালের পুলিন্দামধ্য হইতে বহিষ্করণপূর্ব্বক মনো-যোগের সহিতই তাহা তিনি দুই তিনবার পাঠও করিয়াছিলেন।

প্র।—ভাল, তাহার পর কি হইল? পাঠ করিবার পর বিষণচাঁদ কিরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিল?

উ।—আজ্ঞা, সে নামটী অপর কেহ অবগত আছে কি না,—আসামী ভিন্ন সে পত্রের অস্তিত্ব অপর কেহ সুবিদিত ছিল কি না, এই সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার পর গৃহস্থিত অগ্নিকটাহে বিনিক্ষেপ-পূর্ব্বক রাজা বাহাদুর তাহা একেবারেই ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন!

প্র।—ভাল, তাহার পর?

উ।—যাহাতে সামন্তগিরির নাম সম্পূর্ণরূপে অপ্রকাশ থাকে, যাহাতে বঞ্জনলাল কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া না বলে, সেই নিমিত্ত আসা-

মীর নিকট হইতে ভয় ও মৈত্রতা প্রদর্শনে অঙ্গীকার করাইয়া লইতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। কেবল অঙ্গীকার মাত্র নহে, দেব দেবীর নামে শপথ পর্য্যন্ত করাইতে কোনক্রমেই ক্ষান্ত হয়েন নাই!

প্র।—ভাল, আর কিছু শ্রবণ করিয়াছিলে? বঞ্জনলাল সে গৃহ হইতে চলিয়া যাইবার পর সামন্তগিরি সম্বন্ধে বিষণচাঁদ আপনা আপনি কি কোন কথা উচ্চারণ করিয়াছিল?

উ।—আজ্ঞা হাঁ ছিলেন। গৃহ নির্জ্জন হইলে আপনা আপনি বলিয়াছিলেন, "এ পত্র অপর কাহারও হস্তে নিপতিত হইলে মান সম্ভ্রম পদ মর্য্যাদা সকলই একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যাইত। প্রভু সামন্তগিরি দুঃসাহসিককার্য্য হইতে কবে বিরত হইবেন?" ইত্যাদি মর্ম্মের অনেক কথাই পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন।

বিক্রতভাবে গাত্রোত্থান করিয়া বিষণচাঁদের উকিল সুতীক্ষ্ণস্বরে পরমলজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্দীর সহিত যে সময়ে কথাবার্ত্তা হয়, সে সময়ে সেই গৃহের দ্বার উন্মুক্ত, না অবরুদ্ধ ছিল?

উ।—আজ্ঞা.—অবরুদ্ধ।

প্র।—তবে উভয়ের কথোপকথন কিরূপে শ্রবণ করিতে পাইলে?

উ।—আজ্ঞা, কুঞ্জিকা-ছিদ্রে চক্ষু ও কর্ণ সংযোগে।

প্র।—এরূপ করিবার কারণ? মহারাজের চলচালনের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার অভিপ্রায়?

উ।—আজ্ঞা, কেবল অভাগা বঞ্জনলালের নিমিত্ত সোৎসুক হওয়াতেই! অভাগা যে নির্দ্দোষী, তাহা আমার পূর্ব্ব হইতেই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। যাহাতে সে ব্যক্তি নিষ্কৃতি পায়, তন্নিমিত্ত মহারাজ বাহাদুরকে নানারূপ উপরোধ অনুরোধও করিয়াছিলাম। আশ্বাস প্রদানে তিনি আমাকে তৎকালে প্রবোধিত করিতেও ত্রুটি করেন নাই। অভাগার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয়,—সহজে সে ব্যক্তি নিষ্কৃতিলাভ করিতে সমর্থ হয় কি না, এই সকল বিষয়, জানিবার নিমিত্তই আমার ঐরূপ পন্থার অবলম্বন।

প্র।—তদন্তগৃহ হইতে আসামীকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কাহার প্রতি আদেশ প্রদত্ত হয়?

উ।—আজ্ঞা, আমারই প্রতি, আমিই তাহাকে লইয়া গিয়াছিলাম।

প্র।—যদি তুমিই লইয়া গিয়াছিলে, তবে মহারাজ বাহাদুরের আত্মগত বাক্যাবলী কিরূপে তোমার শ্রবণগোচর হইল? উচ্চৈঃস্বরে সে সমস্ত কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন বুঝি?

উ। আজ্ঞা না, তাহা নহে। রঞ্জনকে কারাগারে প্রেরণ করিবার আদেশ প্রদত্ত হইলেও আমি এককালীন ভরসাহীন হইয়া পড়ি নাই। করিম সেখ নামক এক ব্যক্তির নিকট রঞ্জনকে সমর্পণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার মুফ্‌তী মহাশয়ের গৃহাভিমুখে প্রধাবিত হইলাম। ইচ্ছা, আর একবার কাকুতি মিনতি করিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দিবার, অন্ততঃ সেই নিদারুণ দণ্ডের লাঘব করিবার চেষ্টা। কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আগমন করিবামাত্রই মুফ্‌তী মহাশয়ের কএকটী সুস্পষ্টবাক্য শ্রবণে আমার আশা ভরসা একেবারেই তিরোহিত হইয়া গেল। চলৎশক্তিহীন মৃৎপুত্তলীবৎ কিয়ৎক্ষণ সেইস্থানে স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম। মুফ্‌তী মহাশয়ের গৃহদ্বার সন্নিকটে উপনীত হইয়াছিলাম বলিয়াই তাঁহার সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণগোচর হইয়াছিল।

প্র।—আমোদনগরের তদানীন্তন মুফ্‌তীর আদালতে কোন অভিযোগে কি তুমি অভিযুক্ত হইয়াছিলে?

উ।—হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহাও ঐ মহারাজ বাহাদুরের কুচক্রতায়।

প্র।—দশবৎসরের নিমিত্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত তোমার উপর না কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়?

উ।—আজ্ঞা, এইমাত্রই ত বিজ্ঞাপন করিলাম, তাঁহারই ষড়যন্ত্রজালে আমি সেইরূপে বিজড়ীভূত।

প্র। সে কথা পরে হইবে। সেই দণ্ডাজ্ঞা কি পালন করা হইয়াছিল?

পরমলজী নিরুত্তর। উকিল মহাশয় বিচারপতিদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন "সাক্ষ্যদাতা একজন অতি অসৎচরিত্রের লোক!—চৌর্য্য-বৃত্তি তাহার জীবিকা অর্জ্জনের একমাত্র অবলম্বন। যে ব্যক্তি রক্ষিগণের করকবল হইতে পলায়ন করিয়া আদালতের আদেশ সেইরূপে অগ্রাহ্য

করিয়া দিয়াছে, তাহার কথায় বিশ্বাস কি? বিশেষতঃ মহানুভব বিষণজীর উপর অকারণে যাহার এই প্রকার শোচনীয়রূপে সন্দেহ, সে ব্যক্তি যে তাঁহার বিপক্ষে নানামত অন্যায় সাক্ষ্য প্রদান করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কথাই বা কি? অধিকন্তু দণ্ডাজ্ঞার অবমাননা করাতে এ ব্যক্তি স্বয়ংই এক্ষণে দ্বিগুণতর দণ্ডার্হ।—সাক্ষীরূপে পরিগণিত করা ত অতি সুদূরেরই কথা।"

প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত সরকারী উকিল দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, "প্রতিহিংসা সাধন অথবা অপর কোন বিস্তর চরিতার্থতার নিমিত্ত যে সাক্ষ্যদাতা এই সাক্ষ্যমঞ্চের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহার কোনই বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। বরং বিষণচাঁদের নামোল্লেখ করিবার সময় এ ব্যক্তি মান মর্য্যাদার সহিতই তাহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। আর চৌর্য্যাপরাধের বিষয়ের কথা এই, বিষণচাদ যেরূপ নীচ প্রকৃতির লোক, তাহার যেরূপ শঠতাপূর্ণ ব্যবহার, তাহাতে ষড়যন্ত্রজাল বিস্তারে যে এক ব্যক্তিকে নিদারুণরূপে নিগৃহীত করিয়া ফেলিবে, তাহারই বা বিচিত্র কথা কি? রাজদ্রোহী সামন্তগিরি বা নগেনচাঁদকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সন্দেহক্রমে একজন নিরীহ ভদ্রসন্তানকে বিদলিত করিতে তাহার অন্তরে যখন কণামাত্রও দয়াবৃত্তির সমুদ্ভব হয় নাই, তখন তাহার দ্বারা কোন কার্য্যই না সম্পাদিত হইতে পারে?—প্রতিবাদী উকিল মহাশয়ের শেষ আপত্তি, অপরাধীর সাক্ষ্য কিরূপে গ্রহণ যোগ্য? ভাল, জিজ্ঞাসা করি, পরমলজী কি পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিল? কিছুই নহে। তবে সে ব্যক্তিকে কিরূপে আর অপরাধীর সহিত পরিগণিত করিয়া লওয়া যায়? এ সমস্ত অখণ্ডনীয় হেতুবাদের উপরেও যদি তাহাকে অপরাধী শ্রেণীভুক্ত করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলেও এই উপস্থিত অভিযোগের সাক্ষ্য প্রদানের দায়ীত্ব হেতুত্ব এ ব্যক্তির কিছুতেই অপসারিত হইতেছে না। কারণ, সে অপরাধ স্বতন্ত্র, তাহার স্বতন্ত্র বিচারই আবশ্যক! ইহার সহিত তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কি?"

বিচারপতিরাও সেইরূপ ধার্য্য করিয়া লইলেন। পরমলজীর সাক্ষ্য, বিষণচাঁদের বিপক্ষে নিয়োজিত করিবার আদেশ তৎক্ষণাৎই প্রদত্ত হইল। চতুর্থ

সাক্ষীকে যথাস্থানে সমানীত করিয়া সরকারী উকিল তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন।

প্র।—তোমার নাম?

উ।—শোভনলাল!

প্র।—বাটী?

উ।—এই নগরেই।

প্র।—ব্যবসা?

উ।—চাকরী,—কিন্তু আপাততঃ কিছুই নাই।

প্র।—পূর্ব্বে তুমি কাহার অধীনে কর্ম্ম করিতে?

উ।—মহারাজ বিষণচাঁদের অধীনে।

প্র।—বিষণচাঁদ যে দিবস রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হয়, সে দিবস তাহার সহিত কেহ দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল?

উ।—একজন ভেকধারী কপট ব্রহ্মচারী সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল।

প্র।—কোন্ বাটীতে?—বিষণচাঁদের আবাসভবনে?—না, অপর কোন স্থানে?

উ।—আজ্ঞা, তৎকালে মহারাজ বাহাদুরের নিজস্ববাটী পরিবিদ্যমান ছিল না। একজন পরমাত্মীয়ের বাটীতেই তিনি সে দিবস আশ্রয় গ্রহণ করেন। আর সেইখানেই সে ব্রহ্মচারী আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে। ভিখারী জ্ঞানে আমি তাহাকে প্রথমে প্রবেশ করিতে নিষেধ করি। কিন্তু বারবার উত্তেজনা করাতে সে সংবাদ মহারাজ বাহাদুরকে বিজ্ঞাপন করিতে অগত্যাই আমাকে বাধ্য হইতে হইল। ব্রহ্মচারীর বেশভূষার কথা শ্রবণে আমার প্রভু তৎক্ষণাৎ শিহরিত হইয়া উঠিলেন। সোৎসুকে সচঞ্চলভাবে কহিলেন, "এ ব্যক্তি ভিখারী নয়,—পরমহংস! আমার গুরুদেব, ভগবান স্বামী!" এই কথা শ্রবণে আমি সশঙ্কিতচিত্তে তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহারাজের সন্নিকটে সমুপস্থিত হইলাম।

পাঠক মহাশয়ের অবশ্যই স্মরণ আছে, বিষণচাঁদ মুকিম যে দিবস "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইবার পর কোন একটী আত্মীয়-ভবনে

নিশা যাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হযেন, সেই দিবস যে একজন ভেকধারী ব্রহ্মচারী তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক নানারূপ কথাবার্ত্তা এবং পরিশেষে পূর্ব্ব বেশ পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান বেশ ধারণে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যান, এই ভৃত্য সেই সমস্ত কথাই একেএকে আনুপূর্ব্বিকই বিচারপতিদিগের সমক্ষে বিজ্ঞাপন করিয়া দিল। বাহুল্যরূপে পুনর্ব্বার সে বিষয় পরিব্যক্ত করিলে, শ্রোতভঙ্গ এবং শ্রুতিকঠোর হইবার সম্ভাবনা বিবেচনায় তাহা আমরা এইরূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণে মহাশযদিগের স্মৃতিপথে সমুদিত করিয়া দিলাম।

প্রতিবাদীর উকিল পূর্ব্বোক্ত রাজভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ তুমি কাহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলে ?"

উ।—কাহারও নিকট হইতে নহে, স্বকর্ণেই শ্রবণ করিয়াছিলাম। পার্শ্ব গৃহদ্বার কথঞ্চিৎ উন্মুক্ত করিয়া সমস্ত বিষয়ই শ্রবণ, দর্শন ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়াছি।

প্র।—এরূপ করিবার তাৎপর্য্য কি ? গুপ্তভাবে এ সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবার তোমার গূঢ় অভিপ্রায় ?

উ।—আজ্ঞা, ভিখারী জ্ঞানে সেই ভেকধারীকে নানামতে প্রত্যাখ্যান করাতে মনে মনে অতিশয় ভয় হইয়াছিল প্রভু সন্নিধানে অলঙ্কার সহযোগে সে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলে কি না, সেই বিষয় জানিবার নিমিত্তই আমি ঐরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়া লই।

প্র।—সেই দিবস কতকগুলি পুলিস প্রহরী না মহারাজ বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন জন্য আগমন করে ?

উ।—আজ্ঞা হাঁ, আসিয়াছিল বটে।

প্র।—ভাল, তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বল নাই কেন ? পরমহংস যে একজন ভয়ানক রাজদ্রোহী, এ কথা তুমি তাহাদের নিকট বিজ্ঞাপন কর নাই কেন ?

উ।—সে সময় অবসর পাওয়া হয় নাই। ভেকধারী গৃহ হইতে বহির্গত হইতে-

ছেন, আমার ওরূপ অবস্থা দর্শন করিলে পাছে সে ব্যক্তি কোনরূপ বিরুদ্ধভাব অনুমান করিয়া লয়,—পাছে কোনরূপ বিপদ ঘটায়,—এই ভয়ে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আমি তথা হইতে অন্যত্রে চলিয়া গিয়াছিলাম। পুলিস প্রহরীরা বিদায় হইয়া যাইবার কএক দণ্ড পরে পুনরায় আমি সেই বাটীতে আসিয়া সংপ্রবিষ্ট হই। সুতরাং তাহাদিগকে বিজ্ঞাপন করিবার আর সুবিধা হইয়াছিল কোথায় ?

প্র।—ভাল, তখনই যেন সুবিধা হইয়া উঠে নাই, কিন্তু তাহার পর এ বিষয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পরিব্যক্ত কর নাই কেন ? দেওয়ান মহল্লা, বকাওলী উদ্যান সমস্ত বিষয়ই যখন তুমি শ্রবণ করিয়াছিলে, সে ব্যক্তি যে রাজদ্রোহী ইহাও যখন তোমার ধ্রুব বিশ্বাস তবে এ সমস্ত কথা সময়মত রাজপুরুষদিগের সুগোচরে সমানয়ন কর নাই কেন ?

উ।—তাহার একটী কারণ ছিল। এই ঘটনার অতি অল্প দিবস পরেই, যে সময়ে মহীপত রাও গুর্জ্জররাজ্য অধিকার করিয়া লয়েন, সেই সময়ে সেই ভেকধারী অনারূপ বেশে প্রকাশভাবে আমার প্রভুর নিকট আসিয়া দেখা সাক্ষাৎ করেন। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, তাহার নাম মখ্খনচাঁদ, তিনি আমার প্রভুর অতি পরমাত্মীয়, এক কথায় তাহার জন্মদাতা পিতা ! সে সময় রাজ্যের অবস্থাও সতন্ত্র, সে দিনকার ষড়যন্ত্রকারী অদ্যকার একজন শুভানুধ্যায়ী মিত্র বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং সে অবস্থায় তাহাকে রাজদ্রোহী শব্দে বাচ্য করা, আর আপনাকে বিপদজালে জড়ীভূত করিয়া ফেলা, এ উভয়বিধ কথাই এক !

প্র।—উত্তম! উপযুক্ত ভৃত্য বটে! বুদ্ধিজ্ঞানও সবিশেষ তীক্ষ্ণতর ! ভাল, জিজ্ঞাসা করি, যে সময় মুসলমানদিগের সৌভাগ্য-রবি পুনরায় সমুদিত, সে সময় রাজপুরুষদিগের নিকট এ বিষয় পরিব্যক্ত করিয়া রাজদ্রোহীকে বিচারালয়ের অধীনে সমানয়ন করিবার প্রয়াস পাও নাই কেন ?

উ।—চেষ্টা করিয়াছিলাম মখ্খনচাঁদের কথা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইতেছি, কোন সূত্রে এ সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া বিষণচাঁদ আমাকে নানামতে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। ভয় প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "এ কথা মুখাগ্রে প্রকাশ করিলে তোর মস্তক শতধা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব।—মুহূর্ত্তের নিমিত্তও তোর স্কন্ধে তোর ঐ কলুষিত মস্তক

আর সংযোজিত হইয়া থাকিবে না।" আমি নিরুত্তর, সভয়ে জড়সড়। পর দিবস সহসা পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়া বিনা বিচারে, বিনা তদন্তে "ভীমগড়" নামক ভীষণ দুর্গে বিনিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম। সেখানে প্রায় চতুর্দ্দশবর্ষ অতিবাহিত। সম্প্রতি কোন মহাত্মার পরামর্শে আবেদনপত্র দ্বারা পুনর্ব্বিচারের নিমিত্ত [illegible] নিকট প্রার্থনা করি। আমার প্রার্থনা বৃথা হইয়া যাইল না,— পুনর্বিচারের আদেশ প্রদত্ত হইল। এবং দশসহস্র মুদ্রার প্রতিভূ প্রদান করিতে পারিলে কারাগার হইতে বিমুক্ত হইতে পারিব, এ কথাও তৎসঙ্গে [illegible]। আমি [illegible]। এত টাকার প্রতিভূ কোথা হইতে যোগাড় করিব? কে ইবা এত টাকার ভার আমার নিমিত্ত আপন স্কন্ধে গ্রহণ করিতে স্বীকার পাইবে? এই সকল চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে আমি একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলাম। কিন্তু ভগবানের কৃপায় সে চিন্তা আমার [illegible] দূরীভূত হইয়া গেল, প্রতিভূ প্রাপ্ত হইলাম।— যে মহাত্মা আমাকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তিনিই আমার প্রতিভূ হইয়া আমাকে সেই [illegible] নরক হইতে উদ্ধার করিয়া লইলেন। তাঁহারই অনুগ্রহে আমি এই বিচারালয়ে সমুপস্থিত হইয়া সেই সমস্ত অত্যাচারের কথা সর্ব্বজনসমক্ষে [illegible] করিতে সমর্থ হইলাম।"

[illegible] এই সমস্ত বাক্যাবলী এরূপ করুণভাবে সমুচ্চারিত হইল যে, তৎশ্রবণে দর্শকগণের মধ্যে কেহই আর নয়নাশ্রু সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বিশ্বচাঁদই যে এই অত্যাচার সকলের একমাত্র নিদানীভূত কারণ, বিচারপতিগণের মনে তাহা বলিয়াই অটুটরূপে ধারণা হইয়া রহিল।

সরকারী উকিল অপর সাক্ষী আহ্বান করিলেন। এ ব্যক্তি একজন পুলিস-কর্ম্মচারী। ভেকধারী ব্রহ্মচারী বিশ্বচাঁদের নিকট হইতে প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরে যে একজন পুলিস প্রহরী তাঁহার নিকট আগমন করিয়া [illegible] জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিল, এবং তদুত্তরে বিশ্বচাঁদ যাহা যাহা [illegible], এ ব্যক্তি একে একে তাহাই [illegible] বিচারপতিদের সমক্ষে [illegible] দিল। এই সাক্ষী অপর কেহই নহে, সেই দিবসের প্রধান পুলিস প্রহরী।

প্রতিবাদীর উকিল ইহাকে আর প্রশ্ন করিলেন না। হর্ষোৎফুল্ললোচনে সরকারী উকিল স্থিরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "এই সকল সাক্ষীতেই যদিও বিষণচাঁদের অপরাধ সুস্পষ্টরূপে সুপ্রকাশ, তথাপি পূর্ব্ব অভিযোগের ন্যায় কোনরূপ দলীল বা বিষণচাঁদের হস্তাক্ষর সমানীত করিলে প্রতি-বাদীর উকিল মহাশয় বৃথা বৃথা বাক্য ব্যয়ে তাঁহার সুধার্ম্মিক নিরীহ রাজা বাহাদুরের পক্ষ সমর্থন করিতে আর অণুমাত্রও প্রয়াস পাইবেন না!" শ্লেষপূর্ণস্বরে এই শেষ কএকটী কথা সমুচ্চারণপূর্ব্বক তৎপরে সুগম্ভীরস্বরে পুনরায় কহিলেন, "ওসমান আলি! পুনরায় সাক্ষ্যস্থলে সমুপস্থিত হও!"

ধীর গম্ভীরভাবে পুনরায় ওসমান আলির সাক্ষ্যমঞ্চে অধিষ্ঠান। সরকারী উকিল তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক প্রশান্তবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মথ্খনচাঁদ যে একজন ষড়যন্ত্রকারী, এ কথা কি বিষণচাঁদ তোমার সাক্ষাতে কোন দিবস উচ্চারণ করিয়াছিল?"

"ছিল,—কোন বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে মহারাজ বিষণচাঁদের মুখ হইতে ও কথা সহসা বিনিঃসৃত হইয়াছিল।"

"বিশেষ ঘটনা?—ভাল, সেই বিশেষ ঘটনাটী কি? যে বিষয় বিসংঘটিত হওয়াতে আসামীর চিত্ত সেইরূপে বিকার প্রাপ্ত, সেই অত্যদ্ভুত ঘটনাটী কি প্রকারের?"

"আজ্ঞা, কোন একখানি ভীতিপ্রদ পত্র পাঠে!—মহারাজ বাহাদুরের চিত্ত উচাটন হইবার কারণই কোন একখানি প্রতিজ্ঞাসম্বদ্ধ পত্র!"

"বঞ্চনের অভ্যুদয় স্থির নিশ্চয় জ্ঞানে বিষণচাঁদ তৎপরে কোন্ পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করে?—পাপী মথ্খনচাঁদকে সাবধান করিয়া দিবার নিমিত্ত তাহার কিরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন?—এই সমস্ত বিষয়ের প্রকৃত সংবাদ তুমি কতদূর পর্য্যন্ত সুপরিজ্ঞাত?"

"আজ্ঞা, বিদ্রুতহস্তে একখানি সতর্কপত্র লিপিবদ্ধ করিয়া মহারাজ বিষণচাঁদ অবিলম্বেই সেখানি শ্রীবৃন্দাবনধামে আপন পিতার নিকট প্রেরণ করিয়া দিলেন!"

"পত্রখানির কিরূপ ভাবার্থ, তাহা তুমি স্মরণ করিয়া বলিতে পার?"

"স্মরণ কেন, ভাবার্থ কেন, তাহার অবিকল অনুকৃতি আমারই নিকট পরিবিদ্যমান! তবে শোষকপত্রে সমস্ত অক্ষর রীতিমত সমঙ্কিত হয় নাই বলিয়া যাহা কিছু অসংলগ্ন দর্শন হইবে মাত্র।—প্রতিলিপিরূপে সেখানি গ্রহণ করিলে তাহাতে যদি আপনাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া যায়, তবে আমি এখনই তাহা প্রদান করিতে সর্ব্বতোভাবেই প্রস্তুত আছি!

সরকারী পক্ষ হইতে সমস্ত প্রশ্ন পরিসমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই প্রতিবাদীর উকিল গাত্রোত্থানপূর্ব্বক উত্তেজিতভাবে কহিলেন, "প্রতিলিপি কখনই সাক্ষ্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে না!—বিশেষতঃ সেই অনুলিপিখানি ওসমান আলির স্বকপোলকল্পিত সুবিচিত্র চিত্রকার্য্য কি না, তাহারই বা স্থির নিশ্চয় কি?"

"স্বকপোলকল্পিত" ইত্যাদি বাক্য ওসমান আলির শ্রুতিগোচর হইবামাত্রই তাঁহার বদন ঘৃণাব্যঞ্জকভাব ধারণ করিল। সরকারী পক্ষ হইতে প্রতিবাদ বাক্য বিনিস্সৃত হইবার পূর্ব্বেই তিনি অবজ্ঞাসূচকস্বরে ঈষদ্ধাস্যসহকারে সহসা বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়! ইহা সেরূপ প্রতিলিপি নহে, প্রতিবাদী মহারাজ বিষণচাঁদেরই হস্তাক্ষর—তবে সচরাচর যেরূপ শুভ্র কাগজে পত্রাদি বর্ণবদ্ধ হইয়া থাকে, এ পত্রখানি সেরূপ বস্তুতে পরিলিখিত হয় নাই মাত্র। শোষকপত্রের শোষকগুণই ইহাতে সমুজ্জ্বলরূপে পরিদৃশ্যমান!"

উৎসাহদীপক হাস্য করিয়া সরকারী উকিল পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "সে পত্রখানি কোথায়? যে পত্রের নিমিত্ত প্রতিবাদীর উকিল মহাশয়ের এরূপ তর্ক বিতর্ক, এরূপ চিন্তান্দোলন উদয়, সে পত্রখানি কোথায়?"

"আমারই সঙ্গে!" এই কথা বলিয়া আপন গাত্রবস্ত্রমধ্য হইতে ওসমান আলি একখানি স্থূল অথচ মধ্যবিধ আয়তনের শোষকপত্র বহিষ্করণপূর্ব্বক উকিল মহাশয়ের সম্মুখভাগে সংরক্ষিত করিলেন।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, যে দিবস রঞ্জনলাল নাম স্বাক্ষরিত সেই বিভীষিকাপূর্ণ-পত্র সিল মোহরের পেটিকামধ্য হইতে প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ বিষণচাঁদ আপন পিতাকে সাবধান করিয়া দিবার নিমিত্ত যে একখানি সতর্কপত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং যে পত্রের অক্ষরগুলি কিঞ্চিৎ

অধিক পরিমাণে মসীযুক্ত হওযাতে শোষকপত্রের সাহায্যে তাহা পরিশুষ্ক করণানন্তর যথাস্থানে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত আপন ভৃত্যের প্রতি আদেশ প্রদান করেন, তৎপরে যে কাগজখানি অনামনস্কভাব প্রকাশে ওসমান আলি প্রভু সমক্ষ হইতে হস্তগত করিয়া পাথোড়ী মহাশয়ের সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আসেন, এই মধ্যাহ্নে আবরণের কাগজখানিই তদানীন্তনের সেই শোষকপত্র। ইহাই তিনি এক্ষণে সরকারী উকিলের আয়ত্তাধীন করিয়া দিলেন।

বিচারপতিগণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক উকিল মহাশয় কিঞ্চিৎ কষ্টসহকারে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। কাগজখানি এইরূপ অক্ষরের বাক্যাবলীতে পরিপূর্ণ:—

ব*দারা*্য।

পিতঃ *

আপ*িই যে সামন্তগি*রি তা* *কজন সুচ*র *াক্তি সুপ*িজ্ঞাত। প্রতি*-হিংসার *িমিত্ত সে *ম্প্র*ি *দে*ে আসি*াছে। যতদিন সে ধৃত * হয়, ততদিন এ রাজ্যে প্র*্যাবর্ত্ত* কর* না।

আ*নার পুত্র
শ্রী[illegible]চাঁদ।

প্রধান বিচারপতি ওসমান আলির প্রতি স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কাগজখানি কিরূপ ভাবে মসীবদ্ধ হইয়াছিল, ইহা দৃষ্টে তাহা স্থির করিতে পারিলেন কি?"

"মহাশয়ের আদেশানুসারে পারিব।" এই কথা বলিয়া ওসমান আলি অপর একখানি শুভ্র কাগজে এইরূপে সেই লুপ্ত অক্ষরগুলি যথাযথ অক্ষরে সন্নিবেশ করিয়া দিলেন:—

বরদারাজ্য।

পিতঃ!

আপনিই যে সামন্তগিরি তাহা একজন সুচতুর ব্যক্তি সুপরিজ্ঞাত।

নায়া অবাধেই বুঝিয়া লইতে পারিতেছেন। আরও—সে ব্যক্তি যখন এরূপ প্রকৃতির লোক, তখন শোষকপত্রের শব্দাবলী অবলম্বনে কতকটী বর্ণসংযোগে প্রভুর সর্ব্বনাশ করিবার যে চেষ্টা করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? ওসমান আলির সাক্ষ্য প্রতিহিংসা পরিপূর্ণ, তাহার ক্রিয়া কলাপ, কার্য্য প্রণালী সমস্তই জিঘাংসাময়! একমাত্র তাহারই সাক্ষ্যে, একমাত্র সেই কদর্য্য অর্থবিহীন পত্রে, এতবড় মান সম্ভ্রমযুক্ত একজন প্রধানতম ব্যক্তিকে অপদস্থ করা এবং তাহার উপর কোনরূপ শাস্তি বিধান করা, মহাশয়দিগের ন্যায় উচ্চ অন্তঃকরণ মহাত্মার পক্ষে কোনক্রমেই উচিত কার্য্য নহে। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া, সাক্ষিদিগের স্বভাব চরিত্র, কে কিরূপ পদস্থ ব্যক্তি, একেএকে সে সকল মনে মনে আন্দোলন করিয়া মহারাজ বিষণচাঁদের প্রতি যথাবিহিত আদেশ প্রদান করিবেন,—ইহাই আমার বক্তব্য,—ইহাই আমার আকিঞ্চন—আর ইহাই আমার একমাত্র আন্তরিক প্রার্থনা।"

প্রত্যুত্তর প্রদান করিবার নিমিত্ত সরকারী উকিল গাত্রোত্থান করিলে বিচারপতিত্রয় একবাক্যেই তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। প্রায় একদণ্ডকাল মৃদুস্বরে পরামর্শ করিয়া প্রধান বিচারপতি আসামীকে সম্বোধনপূর্ব্বক ধীর গম্ভীর অথচ সুস্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিলেন, "অপরাধী বিষণচাঁদ। যে চারিটী গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া তুমি অত্র বিচারালয়ে বিচারার্থ সমানীত, তাহার সবিশেষ তদন্ত এতক্ষণের পর বিলক্ষণরূপেই পরিসমাপ্ত হইয়া গেল। তোমার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ তোমার চরিত্রের নিষ্কলঙ্কতা প্রকাশ, তোমার আত্মপক্ষ সমর্থনের সাহায্যে সমস্ত সুযোগই একেএকে তোমার পক্ষ সমর্থনকারী উকিলের দ্বারা পরস্ত হইয়াছে। সে সম্বন্ধে তোমার আর মনঃক্ষোভের কারণ কিছুমাত্রই পরিবিদ্যমান নাই। সাক্ষীমণ্ডলীর সাক্ষ্য, এবং উভয়পক্ষীয় উকিলের তর্ক বিতর্ক ও বক্তৃতা শ্রবণে সমস্ত সন্দেহই আমাদের অন্তর হইতে একেবারেই বিদূরীত হইয়া গিয়াছে। কোন্ বিষয়ের কিরূপ আদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহা আমরা সবিশেষই বিবেচনা করিয়া লইয়াছি। প্রথম অপরাধ, সরকারী অর্থে স্বকার্য্য সাধন। এ অভিযোগ নিতান্তই অমূলক, অথবা প্রমাণাভাব, সন্তোষকর প্রমাণ বিশিষ্টরূপে প্রাপ্ত

হওয়া যায় নাই; সুতরাং সে অপরাধ হইতে অনায়াসেই তুমি নিষ্কৃতি পাইবার পাত্র। দ্বিতীয় বিষয়, নরহত্যা অথবা তাহাতে সংলিপ্ত থাকা। এ অপরাধটী যদিও অভিবাদই গুরুতর, এবং সাক্ষ্য দ্বারা যদিও তাহার কতক কতক সামান্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সন্দেহক্রমে একটী মহাপ্রাণীর জীবন নাশ করা অতিশয় ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য! এ সকল বিষয়ে জীবন্ত প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে অভিযুক্তকে দণ্ডমুণ্ডের অধীনে সমানয়ন করা কখনই উচিত কার্য্য নহে। ইত্যাদি কারণে এ অপরাধ হইতেও তোমাকে অবাধে অব্যাহতি দান করিয়া সূক্ষ্মবিচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা গেল। তৃতীয় অপরাধ, রাজাজ্ঞা পরিচালনের ব্যাঘাত উৎপাদন। ইহাও একটী ভয়ানক অপরাধ। এই ভয়ানক অপরাধে তুমি যে নিঃসংশয়রূপে অপরাধী, সাক্ষিদিগের উক্তিতে এবং তোমার স্বহস্ত লিখিত দলীল দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপেই প্রমাণীকৃত। তোমার ন্যায় রাজপুরুষের পক্ষে এইরূপ কার্য্য, সাধারণ অপরাধীগণের অপেক্ষা সমধিক পরিমাণে দূষণীয় বলিয়া গণ্য। এ সম্বন্ধে ওসমান আলির মুখভাব এবং সবলসাক্ষ্যদান দর্শনে তাহাকে আমরা সম্পূর্ণ সত্যবাদী বলিয়া স্বীকার করিয়া, তাহারই সাক্ষ্যমতে তোমাকে এ অপরাধে নিশ্চিত দোষীরূপে নির্দ্দেশ করিয়া লইলাম। চতুর্থ অপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক গুরুতর! তুমি ষড়যন্ত্রকারীদিগের আবাসভবন এবং সে ব্যাপারে কোন্ কোন্ ব্যক্তি অভিলিপ্ত, সে সমস্ত কথা পরিজ্ঞাত হইয়াও যখন সে বিষয় কর্তৃপক্ষের নিকট সুবিদিত কর নাই, তখন তোমাকেও একজন রাজদ্রোহীমধ্যে পরিগণিত করিয়া লওয়া অতীব পবিকর্ত্তব্য! সমস্ত সাক্ষ্য, প্রমাণ, এবং তোমার লেখনী প্রসূত শব্দাবলীর দ্বারা তাহা অবিসম্বাদিতরূপে সুপ্রকাশ পাইতেছে। সামন্তগিরি যে একজন ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রকারী—রাজদ্রোহী, এ রাজ্যে তাহা কাহারই অবিদিত নাই! তোমার জন্মদাতা পিতা মখ্খনচাঁদই যে সেই সামন্তগিরি নামে এযাবৎকাল রাজনৈতিক-রঙ্গভূমিতে প্রধান নায়কের অংশ গ্রহণে রাজসরকারের নানামতে অনিষ্টসূচনা করিয়া আসিতেছে, তাহা একেবারেই নিঃসংশয়,—একেবারেই সন্দেহ বিরহিত। সামন্তগিরি এবং মখ্খনচাঁদ যে একই ব্যক্তি,

তোমার স্বহস্ত লিখিত সতর্কপত্রের সত্য অনুলিপি দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহ অথচ জাজ্বল্যমানরূপে প্রমাণ করিয়া দিতেছে।—পাথোজী একজন অতি সম্ভ্রান্ত সওদাগর, এ সম্বন্ধে তাহার নিঃস্বার্থ সাক্ষ্য অবশ্যই পরিগ্রাহ্য। বলদেবজীর অবস্থা এক্ষণে নিতান্ত মন্দ হইলেও তাহার সাক্ষ্য অসত্যপূর্ণ বলিয়া কোনক্রমেই স্বীকার করা বিধেয় বোধ হয় না। চতুর্থ সাক্ষী তোমারই ভৃত্য, শোভনলালের উক্তির প্রত্যেক শব্দই কেবল তোমার অপরাধ নহে, আনুষঙ্গিক ঘোরতর নৃশংসতা পৈশাচিক আচরণের জ্বলন্ত প্রমাণ সমুজ্জ্বলরূপে সমর্থিত করিয়া দিতেছে! তাহার সেই সমস্ত কথার প্রতিপোষক, তোমার তদানীন্তনের রোজনামচা পত্র এবং তদানীন্তনের সেই একজন পুলিস প্রহরী। শেষ সাক্ষী অমরনাথ পালি। এ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ বিবৃত এবং যে প্রামাণিক দলীল উপস্থিত করিয়া দিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্যপূর্ণ বলিয়াই অকাট্য পরিগ্রাহ্য করিয়া লওয়া যাইতে পারে।—এই গুরুতর অপরাধের,—এই ভয়ঙ্কর পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তোমার প্রাণদণ্ড বিধান আইনসঙ্গতভাবেই উচিত কার্য্য! তবে একটী বিশেষ কারণে আমরা সেই নিষ্ঠুর আদেশ প্রদান করিতে এ স্থলে অগ্রসর হইলাম না। তোমার জন্মদাতা পিতা একজন ক্ষমতাবান প্রধান রাজদ্রোহী! মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ মায়াবশেই তুমি সেই পিতাকে রাজদ্রোহী জানিয়াও এযাবৎকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছিলে, ইহাই তোমার পক্ষে একমাত্র আত্মসমর্থনের উপায়। কিন্তু তুমি নিজে যখন একজন শান্তিরক্ষক, প্রধানতম রাজপুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখন তোমার পক্ষে এ অপরাধ অবশ্যই অতিশয় গুরুতর এবং একেবারেই অমার্জ্জনীয়। ইহার উপর আবার তুমি নিজ পিতার প্রাণ রক্ষার জন্য রাজ্যের অপরাপর নিরীহ প্রজার প্রতি যেরূপ ভয়ঙ্কর অত্যাচার, যেরূপ নিদারুণ নৃশংস আচরণ সমাচরিত করিয়া আসিতেছ, তাহাতে তোমার সেই আশ্রয়দান অপরাধকে সমধিক পরিমাণে প্রবলিত করিয়া ঘোরতররূপে তাহা পরিবর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছে। এক্ষণে ধর্ম্মাধিকরণের চূড়ান্ত আদেশ, তোমার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর, স্বোপার্জ্জিত বা পৈত্রিক ধনসম্পত্তি রাজসরকারে ভুক্ত হইয়া দীন দরিদ্র

অনাথগণকে বিবেচনামতে বিতরণ করা যাইবে। আর নিজের স্বার্থসাধন জন্য নিরীহ নির্দ্দোষী প্রজাগণকে "ভীমগড়" নামক যে ভয়ঙ্কর দুর্গে তুমি এক্কাল পর্য্যন্ত যন্ত্রণাসহকারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া আসিতেছিলে সেই ভীমগড়ের,—তাহারই অন্ধতম কারাকূপে আমরণ পর্য্যন্ত তোমাকে বন্দীভাবে সংবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। এবং সেই সঙ্গে তোমার রাজোপাধি ও অন্যান্য সম্ভ্রমসূচক চিহ্নও অদ্য হইতে একেবারেই বিলুপ্ত। তোমার প্রাণনাশ হইল না, ইহা ভাবিয়া তুমি জগদীশ্বরের উদ্দেশে অনন্যমনে ধন্যবাদ করিতে থাক।"

এই সুদীর্ঘ বিচারের পর দ্বিপ্রহর রজনীর সময় এই চূড়ান্ত দণ্ডাজ্ঞাপ্রদান-কার্য্য পরিসমাপ্ত হইবামাত্র বিচারপ্রাঙ্গণস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির বদনবিবর হইতে অস্ফুট বোল সমুত্থিত হইতে লাগিল। নরপিশাচ—অত্যাচারীর উচিত দণ্ড দর্শনে তাহার আত্মীয় সজন ব্যতীত সকলেই উচ্চকণ্ঠে বিচারপতিগণের প্রশংসাবাদ কীর্ত্তনে এক প্রকার উন্মত্ত প্রায়। প্রধানবিচারপতির আদেশে পুলিস-প্রহরী অনতিবিলম্বে সেই মহারাজ বেশের স্থানে সাধারণ কয়েদির বেশ পরিধান করাইয়া বিষণচাঁদের হস্ত বন্ধনপূর্ব্বক বিচার-প্রাঙ্গণ হইতে বহির্গত হইয়া আসিল।

উষ্কাধারী ও প্রহরীবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া পূর্ব্বতন মহারাজ এক্ষণে বন্দী-ভাবে সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশমান। রাজপথে মহাজনতা, গভীর কোলাহল; অপরাধীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলেই ব্যতিব্যস্ত। নিকটবর্ত্তী লোক-সমূহমধ্য হইতে কেহ কেহ নিষ্ঠিবন প্রক্ষেপে, কেহ কেহ বা ধূলি গ্রহণে তাহার পরিধানবস্ত্র ও আপাদমস্তকোপরি বিনিক্ষেপপূর্ব্বক তাহার সর্ব্বশরীর অতি সুন্দররূপে সুসজ্জীভূত করিয়া তুলিল। এবং কেহ কেহ বা নানাবিধ অশ্রাব্য বিশেষণে বিষণচাঁদের উভয়কর্ণ একেবারে সুশীতল করিয়া দিতে কোনক্রমেই ত্রুটি করিল না।

বিচারালয়ের প্রবেশদ্বার সম্মুখে অকস্মাৎ মহা কোলাহল সমুত্থিত। একজন রক্ষী ঊর্দ্ধশ্বাসে বিচারপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া বিচারপতিত্রয়ের সম্মুখে সশঙ্ক-চিত্তে বিকৃতভাবে বিজ্ঞাপন করিল, "অপরাধী বিষণচাঁদ পলাতক! ঘোরতর গণ্ডগোল, মহাজনতা, এবং ভয়ঙ্কর হুলস্থূল ব্যাপারের মধ্য দিয়া গমন করিতে

করিতে সহসা প্রবল বায়ু সঞ্চালনে নিকটস্থ দুই একটী উল্কা ক্ষীণজ্যোতি হইয়া যাইল। এই সুযোগ দর্শনে বন্ধনরজ্জু ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বন্দী বিষণচাঁদ তৎক্ষণাৎই অন্তর্হিত। জনতামধ্যে বিমিশ্রিত হওয়াতে আমরা আর তাহার অনুসন্ধান করিয়া লইতে পারিলাম না।"

এই সংবাদ শ্রবণে বিচারপতিরা বিঘোষণ করিয়া দিলেন যে, "যে ব্যক্তি অপরাধী বিষণচাঁদকে ধৃত অথবা তাহার কোনরূপ অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে দশসহস্রমুদ্রা পরিতোষিক, এবং তাহার বিদ্যা বুদ্ধি ও অবস্থানুযায়ী কোন একটী উচ্চপদ বাদসরকার হইতে তাহাকে প্রদান করা যাইবে। পলাতক আসামীর দণ্ডাজ্ঞা তৎকালে নবাবসরকারের বিবেচনাধীন।"

চতুঃপঞ্চাশত্তম কাণ্ড।

বিচিত্র সংঘটন,—সমধিক প্রায়শ্চিত্ত!

পূর্ব্বাধ্যায়ে বিবর্ণিত বিশেষ ঘটনাপূর্ণ রজনীর পর মধ্যাকর্ষণী শক্তিকে বলবৎ রাখিয়া অপরাপর বল প্রভাবে বিঘূর্ণিতা ধরিত্রীদেবী আরও ত্রিংশৎ অহোরাত্র পর্য্যায়ক্রমে অতিবাহিত করিযাছেন। সুদক্ষ ফরাসী ডাক্তার ইভান লেব্রি নিজ আবাসভবনের উপবেশনগৃহে একাকী সমুপবিষ্ট। সুপ্রশস্ত গৃহটী পাশ্চাত্য উপকরণে, পাশ্চাত্য সজ্জায়, পাশ্চাত্য প্রণালীমতে অতি পরিপাটীরূপেই সুসজ্জীভূত! কক্ষগাত্র সমুজ্জ্বল শ্যামবর্ণময়। নানাবিধ স্বভাব-সুষমাপূর্ণ চিত্রপটের মধ্যে মানব শরীরের নানারোগ বিজ্ঞাপক বীভৎসচিত্রও কক্ষগাত্রের যথাযথ স্থানেই শোভমান। উভয়পার্শ্বে কাষ্ঠনির্ম্মিত সুচিকণ পুস্তকাধার, স্বর্ণরঞ্জিত চিকিৎসা সম্বন্ধীয় নানাবিধ গ্রন্থরাশিতে পরিপূর্ণ। দক্ষিণপার্শ্বে মোমনির্ম্মিত কঙ্কালময় নর-নারী দেহ লৌহকীলকাবলম্বনে দণ্ডায়মান। পূর্ব্ব ও পশ্চিমপার্শ্বে বাতায়ন এবং দ্বারসমূহের মধ্যবর্ত্তী ভিত্তিগাত্রের নিকট সেই প্রকার মোমনির্ম্মিত চারিমাস হইতে দশমাস

দশদিবসের গর্ভস্থ শিশু, যমক শিশু, এবং দীর্ঘ মস্তক ক্ষুদ্রকায়বিশিষ্ট শিশু, কাচপাত্রে রসায়ন সংযোগে অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হইয়া নির্ম্মাণকারীর অনুকৃতি কৌশলের আশ্চর্য্য প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া দিতেছে। মধ্যস্থলে চতুষ্কোণযুক্ত একটী সুদীর্ঘ অথচ অপ্রশস্ত মেজ। তাহার উভয়পার্শ্বে মূল্যবান কাষ্ঠাসন শ্রেণীবদ্ধরূপে সংস্থাপিত। মেজের উপরিভাগে নানাবিধ ব্যবচ্ছেদ-অস্ত্র, কএকখানি পুস্তক, অপরপার্শ্বে মস্যাধার, লেখনী শোষকপত্র, পত্রাধার।—মধ্যস্থলে গন্ধবিহীন নানাবর্ণের পুষ্প গুচ্ছাকারে পুষ্পাধারে সংরক্ষিত। কক্ষতল সুরম ফরাসী গালিচায় সমাচ্ছাদিত হইয়া অনুপম সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতে ত্রুটি করিতেছে না।

ডাক্তার লেরি সেই গৃহমধ্যে একখানি গজদন্ত ফলকের উপর চিত্রকার্য্য করিতে অভিনিযুক্ত। চিত্রখানি এক প্রকার পরিসমাপ্ত প্রায়। ডাক্তার সাহেব সেই অসম্পূর্ণ স্থানগুলি সমঙ্কিত করিতে অতি যত্নের সহিতই প্রয়াস পাইতেছেন। চিত্রখানির ভাবার্থ কি?—কি বিষয়ের চিত্রকার্য্য করিতে লেরি মহোদয় এরূপ সন্নিবিষ্টচিত্ত?—একটী কৃষ্ণবর্ণ বালকের প্রতিমূর্ত্তি!—বিশেষ মনোনিবেশপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে, ওসমান আলির নির্ব্বাচিত মূক ও বধির কৃষ্ণবর্ণ বালকের প্রতিমূর্ত্তি পাঠক মহাশয়ের নয়ন দর্পণে পূর্ণরূপেই প্রতিবিম্বিত হইবে! সেই শুভ্র উষ্ণীষ,—সেই শুভ্র পরিচ্ছদ,—সেইরূপ প্রকার প্রগাঢ় মসীর ন্যায় বর্ণ,—সমস্ত অবিকলই সেইরূপ পরিদৃশ্যমান! ডাক্তার সাহেব সেই চিত্রখানির একবার এধার,—একবার ওধার,—একবার সেধার,—মনোযোগসহকারে এইরূপে দর্শন করিতেছেন, এবং আপনা আপনি সুমধুর হাস্যে সমুদয় গুম্ফ মধ্যে মধ্যে পরিপূরিত করিয়া তুলিতেছেন। পুনবার দর্শন, পুনরায় মৃদুমন্দহাস্য,—ডাক্তার লেরির হৃদয় মহানন্দস্রোতে একেবারেই আপ্লুত।—প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপে সপ্রেমভাবে গদগদবচনে অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, "অতি সুন্দর! ইহাতেও মন্দ দেখাইতেছে না! যাহার গঠন সুন্দর, যাহার আকৃতি পরিপাটীরূপে সুগঠিত, তাহার পক্ষে সকল বেশই অতীব কমনীয়রূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে! বিকৃত বেশ,—সমস্তই বিকৃত,—তথাপি—দেখিতে নিখুত নির্দ্দোষ! যেমন আকৃতি,

তদস্বরূপই তাহার নির্ভীক ও সাহসপূর্ণ হৃদয়। তাহার দৃষ্টান্ত, করাল কৃতান্ত মুখে অম্লানবদনেই অগ্রসর হওয়া। দুর্দ্ধর্ষসাহসী বীরপুরুষও সহসা সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে স্বীকার পান কি না, সে বিষয়ে আমার নিদারুণ সন্দেহস্থল! এই, ইহারই নাম প্রকৃত—"

স্বগত চিন্তায় ব্যাঘাত পড়িল। দ্বারাভিমুখে দৃষ্টিপাত হওয়াতে ভৃত্যের আগমন তৎক্ষণাৎই তিনি জানিতে পারিলেন। ভৃত্যের নাম বটুলাল। এ ব্যক্তি পাঠক মহাশয়ের পূর্ব্ব পরিচিত। উপক্রান্ত আবাসভবনে ডাক্তার লেবির তৎকালের অনুচর সহচর এই সেই বটুলাল। প্রভুর প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টি দর্শনে ভৃত্য সবিনয়ে বিজ্ঞাপন করিল, "আজ্ঞা, বদান্যবর দাতাজীর পুত্র মহানুভব স্বন্দরজী মহাশয় আপনার সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন জন্য দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।"

স্বন্দরজীর আগমন বার্ত্তা শ্রবণে সচকিতভাবে উদ্বিগ্নচিত্তে ডাক্তার লেবি জিজ্ঞাসা করিলেন, "অাঁ—আমার নিকট?—তবে কি তাঁহার পরিবারের মধ্যে কাহারও কোনরূপ অসুখ হইয়াছে?"

"আজ্ঞা, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।"

"এ কথা কি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই?"

"আজ্ঞা, করা হইয়াছিল। কিন্তু সে বিষয়ের কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। 'বিশেষ প্রয়োজন, আমার আগমন সংবাদ তাঁহার নিকট সুবিদিত কর, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে।' ইত্যাদি কথাই তিনি পরিব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র।"

"যাও, বিলম্ব করিও না। সাদর সম্ভাষণে অতি যত্নের সহিতই তাঁহাকে এইখানে পাঠাইয়া দাও।"

ভৃত্য বিদায় হইল। কএক মুহূর্ত্ত পরে সুশীল সুধীর স্বন্দরজী গৃহমধ্যে সংপ্রবিষ্ট হইলেন। ইভান লেবি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পাশ্চাত্য প্রথামত অভিবাদন করিয়া ভয়াকুলিতলোচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনার পরিজনবর্গের কুশল ত?—অনাথেরনাথ—দেবতুল্য প্রভু—মহানুভব দাতাজী ত সুস্থ শরীরে সাচ্ছন্দ উপভোগ করিতেছেন?"

"ঈশ্বরের কৃপায় সে বিষয়ের চিন্তা নাই। সকলেরই সুস্থ শরীর।"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!—আঃ! একটা বিষম চিন্তা অন্তর হইতে দূরীভূত হইয়া গেল!"

"মহাশয়ের এরূপ দয়াই বটে!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে হাস্য সহকারে সুন্দরজী পুনরায় কহিলেন, "রোগ পীড়া ভিন্ন অন্য সংবাদ লইয়া লোকজনেরা কি ডাক্তারের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে আগমন করে না?"

"কেন করিবে না? বন্ধুতার অনুরোধে সকলেই সকলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। এক্ষণে মহাশয়ের অভিপ্রায় কি?—কি নিমিত্ত আপনার এখানে আগমন, প্রকাশ করিয়া বলুন,—যদি সাধ্যাতীতও হয়, তাহা হইলেও আমি সে বিষয় সুসম্পন্ন করিতে অন্তরের সহিতই যত্নবান হইব! অবাধেই প্রকাশ করুন।"

"মহল্লোকের কথাই এইরূপ বটে! আমার এখানে আগমন করিবার হেতু এই, সম্প্রতি হেমাভাই প্রেমাভাইয়ের মূল-গদী হইতে পেস্তনজী নামে এক ব্যক্তি তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে আগমন করিয়া আমাদের সহিত সহযোগ বাণিজ্যে অভিলিপ্ত হয়েন। তাহার কিছুদিন পরে—"

"আজ্ঞা হাঁ, এ কথা পূর্ব্বেই শুনা হইয়াছে!" বাধা দানে লেরি মহোদয় কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, এ কথা ইতিপূর্ব্বে শুনা হইয়াছে বটে! তাঁহাদের সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে সংলিপ্ত হওয়াতে মহাশয়দিগের গদী বিশেষরূপেই উপকৃত; আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের মুখেই এ কথা শ্রবণ করিতে পাই বটে! তবে ইহা কতদূর সত্য, তাহা মহাশয়েরাই সবিশেষ সুপরিজ্ঞাত। আমি কেবল জনরব অনুসারেই এ বিষয় আপনার সমক্ষে পরিব্যক্ত করিতে সাহসী হইয়াছি মাত্র।"

"আজ্ঞা না, ও সংবাদ অলীক নহে। তাঁহাদের সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে সংযুক্ত হওয়াতে অনেক টাকাই আমাদের লভ্য হইয়াছে এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করি! কিন্তু সেই অংশের টাকাগুলির বিলি ব্যবস্থা না হওয়াতে আমাদের পক্ষে বড়ই গোলযোগ হইয়া দাঁড়াইতেছে!"

সবিস্ময়ে ডাক্তার লেরি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, তাঁহারা কি

মহাশয়ের প্রাপ্য মুদ্রা প্রদান করিতে অসম্মত? লভ্যের অংশ প্রদান করিতে তাঁহারা কি নিতান্তই অনিচ্ছুক?"

"তাহা নহে!—একটী কপর্দ্দকও তাঁহাদের নিকট আমাদের দাবী করিবার অধিকার নাই। বরং তাঁহাদের সমধিক টাকাই। আমাদের গদীতে সন্নাস্ত হইয়া রহিয়াছে। যাহাতে সে বিষয়ের একটা হিসাব পরিষ্কার হইয়া যায়——"

"হিসাব পরিষ্কার?—তবে বুঝি তাঁহারা সে বিষয়ে বিঘ্ন বাধা উপস্থিত করিতেছেন?"

'আজ্ঞা না, সে দিকে কিছুমাত্র গণ্ডগোল পরিবিদ্যমান নাই। কেবল মূল নায়কের সমুপস্থিতি হইবার অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু সে দিকে এক প্রকার হতাশ্বাস! কোনমতেই তাহার অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারিতেছি না,—একেবারেই নিরুদ্দেশ! এক্ষণে মহাশয় ভিন্ন আমাদের ত আর উপায়ান্তর নাই। হেমাভাই প্রেমাভাইয়ের উপর একখানি অনুরোধপত্র যদি অনুগ্রহ করিয়া প্রদান করেন, তাহা হইলে সকল বিষয়ের উদ্বিগ্নতা অন্তর হইতে এই মুহূর্ত্তেই দূরীভূত হইয়া যায়।"

"অনুরোধপত্র?" সচকিতে ইভান লেবি বলিয়া উঠিলেন, "অনুরোধপত্র? আমার? ভাল—তাহা এখনই প্রদান করিতে প্রস্তুত! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, প্রতিনিধি মহাশয়ের নিরুদ্দেশ হইবার কারণ? তাঁহার বাটীর ভৃত্য, অনুচর অথবা কর্ম্মচারীরা সে বিষয়ের কিরূপ আভাস প্রকাশ করিয়া থাকে?"

"আভাস?—কর্ম্মচারী?—হা ঈশ্বর জিষ্ণু!—সকল দিকেই ছলনা! যে পল্লীর যে বাটীর কথা সে ব্যক্তি আমার নিকট তৎকালে বিজ্ঞাপন করিয়াছিল, অনুসন্ধানে জানিলাম, পেস্তনজী নামে কোনব্যক্তিই সে বাটীতে একদিনের নিমিত্তও অবস্থান, এমন কি মুহূর্ত্তের নিমিত্তও পদার্পণ করে নাই। তবেই বিবেচনা করুন, হিসাব নিকাশ হইবার পক্ষে কতদূর আশা ভরসা!"

"ভাল, তাহারও ত উপায় ছিল,—মূল-গদীকে জিজ্ঞাসা করিলেই ত সে সংবাদ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন? প্রতিনিধির আবাসভবনের কথা তাহাদের

জিজ্ঞাসা করিলেই ত সে বিষয় অবগত হইতে সক্ষম হইতেন, তাহা না করিলেন কেন ?"

"করিয়াছিলাম।" সুন্দরজী উত্তর করিলেন, "করিয়াছিলাম, কিন্তু ফললাভ হইল না। ধনজীভাইয়ের অস্তিত্ব পূর্ব্বে যেমন অস্বীকার পাইয়াছিলেন, এবারেও তাঁহাদের সেই পন্থা অবলম্বন, একেবারেই অস্বীকার, একেবারেই ঔদাস্যভাব।"

"তাই ত ?—কি আশ্চর্য্য! ভাল মহাশয়! আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি পেস্তনজী কি আপনাদের নিকট ঋণী ? সে ব্যক্তি কি আপনাদের গদী হইতে ঋণ বা অপর কোন প্রকারে মুদ্রাদি সংগ্রহ করণানন্তর এইরূপ ছল চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে ?"

"আজ্ঞা, ঋণ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, বরং অশীতিলক্ষমুদ্রা তাহারই নামে আমাদের গদীতে জমা হইয়া রহিয়াছে।"

"এরূপ ? তবে ত সমস্তই বিপরীত! যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহার সমস্তই অন্যতর!" মৃদুস্বরে ইভান লেরি এই কএকটী কথা উচ্চারণ করিয়া তৎপরে তাঁহার অভ্যাসসিদ্ধ গম্ভীরস্বরে পুনরায় কহিলেন, "ভাল, তাহারও এক উপায় আছে। যাহাতে পেস্তনজীর অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারেন, কি কারণ সে ব্যক্তি এতদিবস মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিতে সুসমর্থ হয় নাই, এ বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক সমাচার কঙ্কণরাজ্য হইতে এক পক্ষের মধ্যেই সমানয়নপূর্ব্বক মহাশয়কে বিজ্ঞাপিত করিয়া দিব। অনুরোধপত্র প্রদান করিলে হয় ত হেমাভাই প্রেমাভাই তাহাতে সবিশেষ মনোযোগ দান না করিতে পারেন, সেই নিমিত্ত কোন একটী বিশ্বাসী লোক প্রেরণে সে সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া মহাশয়কে তৎক্ষণাৎই সুনিদিত করিয়া দিব।" এই সমস্ত প্রবোধবাক্যে প্রবুদ্ধ করিয়া পরক্ষণেই হাস্য করিতে করিতে সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল মহাশয়! সে দিকের কি ?—সওদাগর পাথোজীর এক্ষণে কোন্ পন্থা অবলম্বন ?—বাণিজ্য সংঘাতের পর তিনি এখন কোন্ ব্যবসায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ?—পুনরায় কাহারও সহিত সহযোগ বাণিজ্যে অভিনিযুক্ত হইয়াছেন নাকি ?"

"আজ্ঞা না, তিনি এখন কোন বাণিজ্যেই সংলিপ্ত নহেন। বাণিজ্য সংঘাত, সামাজিক অধঃপতনের উপর তাঁহার আবার আর একটী নূতন বিপদ সমুপস্থিত! যে গৃহে তাঁহার হিসাবপত্র দলীলপত্র সংরক্ষিত হইয়া থাকিত, দস্যু তস্করে সেই গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক অগ্নি প্রদানে সে সকল একেবারেই ভস্মসাৎ করিয়া দিয়াছে। সুতরাং সে অবস্থায় তাঁহার যেরূপ শোচনীয় দশা সংঘটিত হইতে পারে, তাহা মহাশয়ই বিবেচনা করিয়া লউন। আহা! সেই ঘটনায় তিনিই যে কেবল একমাত্র দায়গ্রস্ত, এরূপ নহে,—আর আর অনেকেরই তাহাতে সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।"

"সে কিরূপ মহাশয়? একের অনিষ্টে সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বনাশ, সে আবার কি?"

"সর্ব্বসাধারণের না-ই হউক, অন্ততঃ দশবারটী পরিবারের পক্ষে বটে। তাহাদের যা কিছু নগদ-মুদ্রা ছিল, সে সমস্তই ঐ পাথোজীর নিকট ন্যস্ত! সুতরাং তাহারাও সেই সঙ্গে একেবারেই সর্ব্বস্বান্ত!"

"হাঁ, আপাততঃ কিছুদিনের নিমিত্ত তাহাতেই বটে, কিন্তু তৎপরে তাহার একটা না একটা সুবিধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে; কেমন, আপনার বিবেচনায় কি হয়?"

"মহাশয়ের ভাবার্থ ত কিছুতে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতে পারিলাম না। সুবিধা হইয়া দাঁড়াইবে, এ কথার অর্থ কি মহাশয়?"

"কেন, রাজদরবারে অভিযোগ?" ত্রস্তভাবে ইভান লেবি কহিলেন, "কেন, রাজদরবারে অভিযোগ উপস্থিত করা? পাথোজী মহাশয় যদি তাহাদের ন্যায্যমুদ্রা প্রত্যর্পণ করিতে অসম্মত হয়েন, তাহা হইলে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ?"

কুণ্ঠিতভাবে সুন্দরজী মহাশয় কহিলেন, "আজ্ঞা, তাহার আর সুবিধা কৈ? এই—সপ্তাহ পূর্ব্বেই এক ব্যক্তি পাথোজীর নামে নালিসবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ফললাভ হইল কোথায়?—খাতাপত্র সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, হিসাব নিকাশ করিবার অণুমাত্রও সম্ভাবনা নাই, ইত্যাকার আপত্তি উত্থাপনে পাথোজী মহাশয় অভিযোগকারীকে একেবারেই নৈরাশ করিয়া দিয়াছেন।"

'ভাল, সে বিষয়ের যেন ঐরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন, কিন্তু বিষয় আশয় ক্রোক জব্দ হইতে কিরূপে রক্ষিত হইবে? পাথোজীর নিদর্শনপত্র অবশ্যই তাহাদের নিকট সংগৃহীত হইয়া আছে সন্দেহ নাই, সেই নিদর্শন পত্র বলে তাহার সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি ত ক্রোক জব্দ করিয়া লইতে পারে? সে বিষয়ের আর আপত্তি কোথায়?"

"আজ্ঞা, তাহারও সুবিধা নাই। বিষয় আশয় সমস্তই অপরের, বহুদিবস পূর্ব্বেই তাহা দান বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি, সে সকলের সঠিক বিবরণ হিসাব বহিতেই পরিলিখিত ছিল, খাতাপত্রের পূর্ণাভাব, সুতরাং প্রমাণ করিতে নিরুপায়! ইত্যাকার হেতুবাদ প্রদর্শনপূর্ব্বক পাথোজী মহাশয় উত্তমর্ণগণকে একেবারেই হতাশ্বাস করিয়া দিয়াছেন।"

"বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি! তবে সমস্তই ছল চাতুরী। বিষয়াদি যাহাতে হস্ত বহির্ভূত হইয়া না যায়, সেই নিমিত্তই এরূপ ভয়ানক জটিল আপত্তি উত্থাপনে আত্মপক্ষ সমর্থন! খাতাপত্রের তিরোভাব তবে কেবল ভাণ মাত্র!"

"সে বিষয়ের জগদীশ্বরই একমাত্র সাক্ষী! তবে দস্যু তস্করে তাঁহার গৃহ প্রবেশপূর্ব্বক ধনরত্ন অপহরণ এবং দলীলপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র ছিন্ন বিছিন্ন বা ভস্মীভূত করণানন্তর চলিয়া গিয়াছে। এ বিষয়ের কিন্তু যথাযথ প্রমাণ পুলিস কর্ত্তৃক—"

"তবে সহজ উপার্জ্জনের টাকা ঐরূপ সহজ উপায়েই হস্তভ্রষ্ট হইয়া থাকে, ইহাই এ ক্ষেত্রে সবিশেষ দৃষ্টান্তস্থল।"

"সহজ উপার্জ্জন" এই শব্দ সুন্দরজীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি সহাস্যবদনে বলিয়া উঠিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, আমারও পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছে। পঞ্চমুদ্রা প্রদানে একটী অতি সুরম্য উদ্যানবাটী সাধারণ স্ফূর্ত্তি-ক্রীড়াসহযোগে সম্প্রতি তাহা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু উপভোগে আসিবে কি না, সে বিষয়েরই এক্ষণে দারুণ সন্দেহ। হয় ত সহজ উপার্জ্জন, কোনরূপ সহজ ঘটনাতেই—"

"যদি ভাগ্যবলেই প্রাপ্ত হইয়াছেন, তবে আবার হস্ত বহির্ভূত হইয়া যাইবে কেন?—বিদ্রূপ করিতেছেন বুঝি?"

"আজ্ঞা, না, বিদ্রূপ নহে। যথার্থই একখানি উদ্যানবাটীর অধিকারীত্ব স্বামীত্ব লাভ করিয়াছি বটে! তবে উপভোগে না আসিবার কথা এই, সে বাটীটী অদ্যাবধি কেহই ভোগদখল করিয়া আসিতে পারিতেছে না। আমার ও কথা প্রয়োগ করিবার কারণও তাহাই।"

সহাস্য আস্যে ডাক্তার লেরি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাটীতেও বুঝি উপদেবতারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে? শিবনগরের উপদ্রুত ভবনের ন্যায় এ বাটীতেও বুঝি ভূতযোনীর ভয়ানক অত্যাচার?"

গম্ভীরবদনে সুন্দরজী উত্তর করিলেন "আজ্ঞা হাঁ, নৈসর্গিক ব্যাপারে এ বাটী একেবারেই সমাচ্ছন্ন। যে বাটীতে এক রজনী অভিযাপন করিতে আপনি কৃতসঙ্কল্প হয়েন,—যে প্রতিজ্ঞার নিমিত্ত পঞ্চাশৎসহস্রমুদ্রা দানে আপনি আমাকে সেইরূপে আপ্যায়িত করিয়া দিয়াছিলেন, এ-ই সেই উপদ্রুত আবাসভবন! আপনার অবস্থানীত্তনের এক রাত্রির আশ্রয় স্থান, এ-ই সেই উদ্যানবাটী। সেইখানিই আমি সুর্জিকিডাসহযোগে প্রাপ্ত হইয়াছি!"

"বটে? একথা?—তা তজ্জন্য আপনি চিন্তান্বিত হইবেন না। ইহার উপায় সহজেই উদ্ভাবন হইয়া যাইবে। যদিও সে বাটী ঐন্দ্রজালিক বিচিত্র মায়ায় একেবারেই পরিপূরিত,—যদিও কেহই তাহা একালপর্য্যন্ত উপভোগ করিয়া আসিতে পারে নাই, কিন্তু তজ্জন্য আপনি অনুমাত্রও আকুলিত হইবেন না। ওসমান আলি কর্তৃক আপনি সে বিষয়ের উচিত উপদেশ অবাধেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন!"

"ওসমান আলি?" আশ্চর্য্যভাবে শ্রীমান সুন্দরজী কহিলেন, "ওসমান আলি?—উপদেশ;—সে আবার কিরূপ মহাশয়?"

"আজ্ঞা, একেএকে বিজ্ঞাপন করিতেছি।" ধীর গম্ভীরভাবে ডাক্তার লেরি কহিলেন, "আজ্ঞা, একেএকে সে সমস্ত বিজ্ঞাপন করিতেছি। যদিও আমি সে বিষয়ের নিতান্তপক্ষেই প্রতিবাদী, ও সকল বিষয়ে যদিও আমার তিলমাত্রও বিশ্বাসসংস্থাপিত নাই; কিন্তু তথাপি চাক্ষুসপ্রত্যক্ষের উপর প্রতিবাদ করা কোনমতেই উচিত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয় না! ওসমান আলির যেরূপ অমানুষিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি,—

এ সকল নিগূঢ় রহস্যের উদ্ভেদ করিতে সে ব্যক্তি যেরূপ অতিবাদ পারদর্শী,— ভৌতিক ব্যাপার অপনোদনে সে ব্যক্তি যেরূপ অধিকরূপে সুসমর্থ, তাহাতে তিনি যে, সে সমস্ত মায়াময় বিভীষিকাপূর্ণ নৈসর্গিক ব্যাপার দূরীভূত করিতে অবাধেই সুসমর্থ হইবেন, তাহাতে আর কণামাত্রও সন্দেহ নাই। আপনি তাহাই করুন, ওসমান আলির দ্বারা সে সমস্ত উপসর্গ বিতাড়িত করিবার নিমিত্ত এইক্ষণেই যত্নবান হউন!”

এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণে সুন্দরজী একেবারেই স্তম্ভিত। ওস-মান আলি যে এরূপ অলৌকিক ক্ষমতায় অতি সুন্দররূপে বিভূষিত, এ কথা পরিজ্ঞাত হইয়া তিনি মুহূর্ত্তের নিমিত্ত প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দভাবে স্বীয়াসনে উপবিষ্ট হইয়া রহিলেন। বিস্ময়ভাব তিরো-হিত হইলে গম্ভীরবদনে বলিয়া উঠিলেন, “এই দেখুন!—আপনারা দৈবের উপর বিশ্বাসস্থাপন করেন না, কিন্তু আমাদের তাহাতে পূর্ণরূপেই দৃঢ় সংস্কার। তাহার সবিশেষ সাক্ষ্যস্থলই আপনি। আপনি স্বমুখেই তাহা পরিব্যক্তে সে বিষয়টী প্রত্যক্ষীভূত করিয়া দিতেছেন।”

প্রশান্তভাবে ইভান লেরি প্রত্যুত্তর করিলেন, “না, দৈবের উপর আমাদের কোনক্রমেই হৃদ্‌প্রত্যয় হয় না।—কিন্তু কুহকবিদ্যার উপর আমাদের ফরাসীদেশে অনেকেরই অটুট বিশ্বাস। সে যাহা হউক, আপনি ওসমান আলিকে—”

বাধা দানে বিমর্ষবদনে সুন্দরজী মহাশয় কহিলেন “তাহার আর সুবিধা কৈ? ওসমান আলির সহিত আমার পরিচয়, এমন কি চাক্ষুষপ্রত্যক্ষও—”

সবিস্ময়ে লেরি মহোদয় বলিয়া উঠিলেন, “সেকি? এ আবার কি বিচিত্র কথা? তদানীন্তন শান্তিরক্ষকের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ওসমান আলি, তাঁহার সহিত মহাশয়ের আলাপ পরিচয় নাই?—বড়ই আশ্চর্য্যের কথা!”

“আজ্ঞা, সে বিষয়ের একটী কারণ ছিল।” কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিতভাবে সুন্দ-রজী মহাশয় কহিলেন, “আজ্ঞা, সে বিষয়ের একটী বিশিষ্ট কারণ ছিল! পিতা ঠাকুরের সহিত কিছু মনোবাদ থাকাতে তিনি নিষণ্ডাদের ত্রিসীমানায়ও পদার্পণ করিতেন না। এমন কি, তাহার নিয়োজিত অধীনস্থ কর্ম্মচারী অথবা

তাহার সামান্য ভৃত্যের সঙ্গেও তিনি বাক্যালাপ করিতে সঙ্কোচ করিতেন। পিতার যখন এরূপ কার্য্য ব্যবহার, তখন সে ব্যক্তির সহিত কোনরূপ সাক্ষাৎ সংশ্রব রাখা কি প্রকারে আর সম্ভবপর হইতে পারে? সুতরাং এসমান আলির সহিত আলাপ পরিচয়—চাক্ষুসপ্রত্যক্ষ একেবারেই বিবর্জ্জিত।"

"এরূপ?—তাহা আমি জানিতাম না! ভাল, উক্ত বিষয়ের উপায় আমার দ্বারাই উদ্ভাবিত হইবে।—আমিই এসমান আলিকে উপরোধ অনুরোধে বাধ্য করিয়া সে কার্য্য স্বয়ংই সংসাধিত করিয়া লইব।—এক পক্ষের মধ্যেই সে সংবাদ আপনি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।"

সুন্দরজী নানামতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, এমন সময় পার্শ্বদিকের দ্বারোদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক একটী নবীনা বালা সেই গৃহমধ্যে আসিয়া সমুপস্থিত হইল। দ্বিতীয় ব্যক্তির অবস্থান দর্শনে সলজ্জভাবে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে সমুদ্যত, তদ্দর্শনে ডাক্তার লেবি তাহার প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিবিক্ষেপে বাৎসল্যভাবে বিশুদ্ধ গুর্জ্জরী ভাষায় কহিলেন, "ভগিনী। কুণ্ঠিত হইও না। ইনি আমার অতি অন্তরঙ্গ মিত্র।—ইহাঁর সম্মুখে লজ্জা করিবার আবশ্যকতা নাই।—কি কারণে আগমন, সে বিষয় তুমি অবাধেই পরিব্যক্ত করিতে পার।"

শ্রীমান সুন্দরজী অকস্মাৎ চমকিত। সংপ্রবিষ্টা কামিনীর মুখাবলোকন মাত্রেই তিনি সবিস্ময়ে শিহরিত হইয়া উঠিলেন। আপন জাতীয় ভাষা পরিত্যাগে লেবি মহোদয় যে এই নবাগতা কামিনীর সহিত গুর্জ্জরী ভাষার আশ্রয়ে আপন মনোভাব পরিব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন, সে বিষয় তাঁহার হৃদয়ে তৎকালে কণামাত্রও আশ্চর্য্য বলিয়া অনুভূত হইল না। অপর চিন্তায় তাঁহার মন সে সময় একবারেই সমাচ্ছন্ন, সুতরাং সে বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণরূপেই ঔদাস্যভাব! কি সূত্রে কি ঘটনাচক্রে এই নবীনা বালা ডাক্তার সাহেবের উপবেশনগৃহে সহসা সমাগতা, সে বিষয়ের আন্দোলনেই তিনি একাগ্রচিত্তে সচিন্তিত। এরূপ হইবার কারণ কি?—পাঠক মহাশয় এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে বিজ্ঞাপন এই, পাথোজীর সামাজিক অধঃপতন রজনীতে যে কামিনীর সহিত তিনি সপ্রেম আলাপনে সেইরূপে বিনিযুক্ত

হবেন, ময়নার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ শ্রবণে তৎপরে যাহাকে তিনি সেই গহন কাননাভ্যন্তরে প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, এই সেই পরিত্যক্তা নবীনা যুবতী শ্রীমতী চন্দ্রভাগা! অকস্মাৎ তাহারই সন্দর্শনে সুন্দরজীব এইরূপ সবিস্ময়ে চিত্ত বিকার।

সুন্দরজীব উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত দর্শনে ডাক্তার সাহেব অলক্ষিতে ঈষদ্ধাস্য করিয়া চন্দ্রভাগার প্রতি প্রশ্নপূর্ণদৃষ্টি বিনিক্ষেপ করিলেন। অবনত মস্তকে সঙ্কুচিতভাবে শ্রীমতী চন্দ্রভাগা সুললিতস্বরে কহিল, "আজ্ঞা, দিদিমণি অত্যন্ত অধীরা হইয়াছেন। আর কতক্ষণ তাঁহাকে সে ভাবে অতিবাহিত করিতে হইবে? সে দিকের আর বিলম্ব কত?—জানিবার নিমিত্ত তিনি নিতান্ত পক্ষেই সমুৎসুকা!"

সহাস্য আস্যে ইভান লেবি বলিয়া উঠিলেন, "ইস্! একেবারেই যে ব্যতিব্যস্ত! দুই পাঁচদণ্ড বিলম্বও বুঝি এখন তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিতেছে?" পরক্ষণেই বিমর্ষবদনে পুনরায় কহিলেন, "পরমলজীর আগমন প্রতীক্ষা মাত্র! তাহারও অধিককাল বিলম্ব নাই।—আগত প্রায়।"

সুন্দরজীব প্রতি ঈষৎ কটাক্ষপাতে চারুদর্শনা চন্দ্রভাগা একটী বিশাল নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সে গৃহ হইতে বিদায় হইয়া যাইল। অবসর প্রাপ্তে লেবি মহাশয় প্রশান্তবদনে মৃদুমন্দস্বরে কহিলেন, "গুজ্জরী ভাষায় কথোপকথন করাতে আপনার মনে সবিশেষ বিস্ময় বোধ হইতেছে বুঝি?"

সুন্দরজীব চমক ভাঙ্গিল, কিন্তু কোন উত্তর দান করিলেন না। কেবল তাঁহার সচঞ্চলদৃষ্টি ডাক্তার সাহেবের ধীর গম্ভীর বদনমণ্ডলের প্রতি বারবার নিপতিত হইতে লাগিল মাত্র। মনোভাব বুঝিতে পারিয়াও ডাক্তার সাহেব সে বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শনে পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "রোগাদির অবস্থা পরিজ্ঞাত,—রোগীরা কি কি উপসর্গে সমাক্রান্ত হইয়া থাকে, এ সমস্ত বিষয় তাহাদের জাতীয় ভাষায় জিজ্ঞাসাবাদ না করিলে সদুত্তর প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত পক্ষেই দুরূহ ব্যাপার। চিকিৎসার অনুরোধে সেই নিমিত্ত আমি আপনাদের জাতীয় ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি! এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, আপনাদের ভাষায় শব্দ উচ্চারণ করিতে কতদূর আমি

পরিপক্কতা লাভ করিয়াছি—ভাবার্থ পরিব্যক্ত করিতে কতদূরই বা আমার সফলতা প্রাপ্ত ?”

বহুকষ্টে প্রকৃতিস্থ হইয়া নীরব হাস্যসহকারে সুন্দরজী মহাশয় কহিলেন, “রীতিমতই শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন!—আপনার উচ্চারণ যেরূপ সরল, সেইরূপ অতি বিশুদ্ধভাবেই সুস্পষ্ট। পরোক্ষ হইতে কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিলে স্বদেশীয় বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে!” এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে তিনি কথঞ্চিৎ কুণ্ঠিতভাবে পুনরায় কহিলেন, “মহাশয়! ঐ স্ত্রীলোকটী বুঝি আপনার পরিচর্য্যায় বিনিযুক্ত ? সাংসারিক কাজকর্ম্মে অপরাপর দাস দাসীদিগকে সাহায্য করিবার নিমিত্তই বুঝি উঁহাকে ঐ ঐ কর্ম্মে বিনিযোগ করিয়াছেন ?”

“আজ্ঞা না, পরিচারিকাও নহে, আর কিছুই নহে, অনাথিনী! সম্প্রতি আমার আলয়েই আশ্রয় প্রাপ্তা!”

নীরসকণ্ঠে চিন্তিতচিত্তে সুন্দরজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে বুঝি ও কামিনী আপনারই অন্নে প্রতিপালিতা ?—স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে খৃষ্টধর্ম্মের মতাবলম্বিনী হইয়াছে বুঝি ?”

“আজ্ঞা, তাহা নহে। অদ্যাবধি অথবা আমাদিগের সনাতন ধর্ম্মেরও আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। উঁহার বৃত্তান্ত অতীব বিস্ময়কর, বহুবিধ দুর্ঘটনায় এবং নানারূপ হৃদয়ভেদী ব্যাপারে পরিপূরিত। আহা! অবলা বালা যে সকল নিদারুণ কষ্ট উপভোগ করিয়া আসিয়াছে, তাহা যদি আপনি একবারমাত্র শ্রবণ করেন তাহা হইলে নয়নাশ্রু কখনই সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না।”

“বটে ;—এরূপ ?—ভাল মহাশয়! এ পর্য্যন্ত কি উঁহার পাণিগ্রহণকার্য্য সমাহিত হয় নাই ? দেখিতেছি পূর্ণ যুবতী, বয়সও প্রায় বিংশতি বৎসরের ন্যূন বলিয়া অনুমিত হয় না, এ অবস্থায় উঁহার বিবাহকার্য্য অবশ্যই সুসম্পন্ন হইয়া থাকিবে,’কেমন নয় ?’

“আজ্ঞা না, অদ্যাপিও বিবাহ হয় নাই। শৈশবে অনাথিনী, বাল্যাবস্থায় পরগৃহে প্রতিপালিতা যৌবনের প্রারম্ভে ভিখারিণীরূপে পর-

প্রত্যাশিনী, সুতরাং সময় হইয়াছিল আর কোথায়? আহা! এরূপ সচ্চরিত্রা সর্ব্বগুণ সম্পন্না—"

"সচ্চরিত্রা" এই শব্দটী মাত্র শ্রবণে সুন্দরজীর হৃদয় সহসা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কথা পরিসমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তিনি সন্ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! উহার পূর্ব্ব বৃত্তান্তটী কি? কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় অভাগিনী বারবার নিপতিতা, অনুগ্রহপূর্ব্বক সেইটী প্রকাশ করিয়া বলুন না মহাশয়?—শুনিতে নিতান্তই সমুৎসুক।"

সুন্দরজীর এইরূপ আগ্রহ দর্শনে লেবি মহোদয় ঔদাস্যভাবে কহিলেন, "কাহিনীটী অতিশয় সুদীর্ঘ, ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে সময় প্রয়োজন, সুতরাং মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিবেন যে? ধৈর্য্য ধারণে প্রতীক্ষা করিতে সুসমর্থ হইবেন কি?"

"আজ্ঞা, সে বিষয়ের নিমিত্ত চিন্তা করিবেন না, আনুপূর্ব্বিকই ব্যাখ্যা করিয়া বলুন, আমি একাগ্রচিত্তে মনোযোগসহকারে শ্রবণ করিতে অভিলাষী! কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকারে প্রকাশ করিয়া বলুন না মহাশয়?"

ডাক্তার সাহেব আরম্ভ করিলেন। "স্ত্রীলোকটী আমার কোন অন্তরঙ্গ মিত্রের জ্ঞাতি ভগিনী। শৈশবাবস্থায় মাতৃপিতৃ বিহীন হওয়াতে পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহারই নিকট প্রতিপালিত হইয়া আসিতে থাকে। সহসা আশ্রয়দাত্রী দুর্জ্জন কর্ত্তৃক নিগৃহীত এবং বিষয়াদি হইতে বিরঞ্চিত হওয়াতে অনাথিনীর দুঃখের আর সীমা পরিসীমা রহিল না। আশ্রয়তরুর সেইরূপ দশা, সুতরাং অপোগণ্ড বালা আহারাভাবে দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সেই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে কোন একটী সামান্য গৃহস্থ করুণার্দ্র হইয়া আপন আলয়ে স্থানদানে তৎকালে তাহার উদ্ধারসাধন করিয়া দেবেন। সেই স্থানে আট দশবৎসরকাল অতিবাহিত। তৎপরে সেই দয়ালু গৃহস্থের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে অনাথিনী অবলার দুঃখের একশেষ হইয়া যাইল। এবারে তাহার আর নিস্তার নাই! যুবতী ভিখারিণী দর্শনে ভিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, বরং নানারূপ অযথবাক্য প্রয়োগে দুষ্টলোকেরা হতভাগিনীকে অপমানসহকারে প্রত্যা-

খ্যান করিয়া দেয়। অনাথিনী নিরুপায়। রোদন করিতে করিতে অপর দ্বারে সমুপস্থিত হইয়া আপন দৈনভাব বিষয় দীনবচনে বিজ্ঞাপন করিতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় বহুদিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। অবশেষে ঘটনাক্রমে পাপিষ্ঠা ময়নার সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন হওয়াতে কপটচারিণী তাহাকে নানামতে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া আপন পরিচর্য্যাকার্য্যে অভিনিযুক্ত করিয়া লয়। ইতিমধ্যে আমার সেই পূর্ব্বতন অন্তরঙ্গ মিত্রটী তাঁহার সেই জ্ঞাতি ভগিনীর নিরুদ্দেশ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বিবর্ণন করণানন্তর উদ্দেশ করিবার নিমিত্ত আমাকে বিশেষরূপেই অনুরোধ করেন। বহু পরিশ্রমে, বহু উপায়ে, অভাগিনীর অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি আমি উহাকে আপন আলয়ে সমানয়নপূর্ব্বক উহার ভগিনীর সহিত সংমিলিত করিয়া দিয়াছি।"

শ্রবণ করিতে করিতে সুন্দরজীর হৃদয় ভয়ানকরূপে আলোড়িত,—উপসংহার যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তাহার অন্তরও সেই সঙ্গে ক্রমে ক্রমে নিদারুণরূপে আকুলিত হইতে থাকিল। কি কারণে পাপিষ্ঠা ময়নার সহিত শ্রীমতী চন্দ্রভাগার সাক্ষাৎ সংস্রব, এক্ষণে তাহা বিশিষ্টরূপে সুপরিজ্ঞাত হইয়া তিনি একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। বৃথা সন্দেহে এরূপ সচ্চরিত্রা গুণবতী ললনাকে পাষণ্ডের ন্যায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার হৃদয় যেন শত শত মহাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন বিছিন্ন হইতে লাগিল। তিনি আর স্থিরভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বাষ্পাকুলকণ্ঠে গদগদবচনে বলিয়া উঠিলেন, "হায়! এ দুর্বৃত্ত কুম্ভিপাক নরকেও স্থানপ্রাপ্ত হইবে না। সতী সাধ্বীর অবমাননা করিয়াছি, বিনা কারণে বিনা তদন্তে প্রত্যাখ্যান, সুতরাং সে পাপ কোনকালেই অপনোদন হইবার নহে। হায়! অভাগিনীর প্রতি অশ্রুবিন্দুপাতে কোটিকল্পবর্ষ নরক যন্ত্রণা উপভোগ আমার ভাগ্যে একেবারেই অবধারিত! হায়!"

বিস্ময়ভাব প্রকাশে ডাক্তার লেরি সস্নেহবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে? সহসা আপনার এরূপ ভাবান্তর হইবার কারণ কি? চন্দ্রভাগার করুণপূর্ণ কাহিনী শ্রবণে আপনার চিত্ত কি এতদূরই উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল?"

"চন্দ্রভাগা! হায়!" মর্ম্মাহত সুন্দরজী অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে পুনরুক্তি করিলেন, "চন্দ্রভাগা! হায়! সেই অবলা বালা এই দুর্জ্জন কর্ত্তৃক ভয়ানকরূপে নিপীড়িতা! অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া মোহের ছলনে শোচনীয়রূপে প্রভাবিত হইয়াই এই পামর নিদারুণরূপ লাঞ্ছনা গঞ্জনা দানে তাহার নির্ম্মল হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিয়াছে। ক্ষমা! ক্ষমা! চন্দ্রভাগার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা।"

"মহাশয়, শান্তভাব ধারণ করুন।—মিনতি করি প্রকৃতিস্থ হউন। এরূপ করিতেছেন কেন? কিরূপে নিপীড়িত করিয়াছেন? শ্রীমতী চন্দ্রভাগার সহিত মহাশয়ের কি আলাপ পরিচয় ছিল?"

"আলাপ পরিচয়?—বিশিষ্টরূপ সৌখ্যভাব!—না, "সৌখ্য" শব্দটী উপযুক্ত বলিয়া এ ক্ষেত্রে কোনক্রমেই ব্যবহার করা যাইতে পারে না! চন্দ্রভাগা আমার শিরোভূষণ,—হৃদয়ের একমাত্র সমুজ্জ্বল মণি!—আমিই সেই স্বর্গীয় দেবতুল্য প্রিয় বান্ধবের অবমাননায় আপন আত্মাকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছি! মহাশয়! তাহার সহিত একটীবারমাত্র দেখা—"

বাধা দানে গম্ভীরবদনে লেবি মহোদয় কহিলেন, "সাক্ষাৎ প্রার্থনা? যে আজ্ঞা, আগামী কল্য অপরাহ্নে আগমন করিলেই আপনার মনোরথ সুসিদ্ধ হইয়া যাইবে।"

সুন্দরজী অধীর হইয়া উঠিলেন। বিংশৎঘটিকা অপেক্ষা, তাঁহার মনে যুগযুগান্ত বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। আকুলিতচিত্তে উত্তেজিতস্বরে বলিতে লাগিলেন, "কল্য অপরাহ্নে?—এই সুদীর্ঘ সময় আশা প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিয়া থাকা?—উন্মাদ হইয়া পড়িব যে?—একটীবারমাত্র,—কেবল দুই তিন মুহূর্ত্তের নিমিত্ত মাত্র,—সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎ করিবার নিতান্ত অভিলাষ!—বঞ্চিত করিবেন না, সবিনয় প্রার্থনা, অনুগ্রহ! অনুগ্রহ অনুগ্রহ!"

সুন্দরজীর এই সমস্ত করুণপূর্ণবাক্য শ্রবণে ডাক্তার সাহেবের হৃদয়মধ্যে ভীষণ ঝটিকার মহান গণ্ডগোল। বহুকষ্টে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি প্রশান্তবদনে কহিলেন, "কোন বিশেষ কারণের নিমিত্তই অদ্য আমার এই প্রকার ইতস্ততঃ! তবে যখন আপনি এতদূর আগ্রহান্বিত, চন্দ্রভাগার সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন

না হইলে যথন আপনার মনোবিকার সংঘটিত হইবার সবিশেষ সম্ভাবনা, সুতরাং সে স্থলে আমার নিতান্তপক্ষেই উপায়াভাব! দাভাজী পরিবারের নিমিত্ত লেবি ডাক্তার সর্ব্ব বিষযে, সকল সমযে কাযমনোবাক্যেই অগ্রবর্ত্তী হইতে পারে! কিন্তু একটী বিষযে আমার বিনীতভাবে অনুরোধ! চন্দ্রভাগার সহিত কথোপকথন পরিসমাপ্ত হইয়া যাইলেও আমার বিনা অনুমতিতে এ গৃহমধ্যে কথনই আপনি প্রবেশ করিতে পারিবেন না। প্রতিশ্রুত হউন, তাহা হইলে আমিও এই দণ্ডে আপনার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হই!"

সুন্দরজী তৎক্ষণাৎই তাহাতে সম্মতিদান করিলেন। তাঁহার অন্তরের বাসনাও তাহাই! মানময়ী চন্দ্রভাগার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা তাহার সহিত বাক্যালাপে সময় অতিবাহিত করা, ইহা তিনি স্বর্গসুখ হইতেও অধিকরূপে পরিগণিত করিয়া লইলেন। সুতরাং সে ক্ষেত্রে অবাধেই তাঁহার সেইরূপে সুসম্মতি দান।

একজন পরিচারিকাকে আহ্বানপূর্ব্বক ডাক্তার লেবি লোলস্বরে কএকটী উপদেশবাক্য বিনিয়োগে সুন্দরজীর প্রতি স্নেহপূর্ণ কটাক্ষপাত করিলেন। সঙ্কেতের প্রকৃত অর্থ অনুভব করিয়া শ্রীমান সুন্দরজী পরিচারিকা সমভিব্যাহারে সোৎসুকে, পরমাহ্লাদে সে গৃহ হইতে গৃহান্তরে সংপ্রবিষ্ট হইলেন।

ডাক্তার সাহেবের বদনমণ্ডল মহানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মৃদুমন্দস্বরে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "এ দিকের ত বিলক্ষণই সুবিধা! তবে অভাগিনীর অদৃষ্টলিপি অনুসারেই সমস্ত ফলাফল বিশেষরূপেই বিনির্ভর করিতেছে। দেখা যাউক, কিসে কি হয়!" এই কএকটী কথা সমুচ্চারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায তুলিকা গ্রহণে সেই গজদন্ত-ফলকের অসম্পূর্ণ স্থানগুলি চিত্রকার্য্যে পরিপূরণ করিতে পুনবায তিনি সন্নিবিষ্টচিত্ত হইলেন।

কএক মুহূর্ত্ত এইরূপে অতিবাহিত। সহসা গৃহদ্বার সমুদ্ঘাটনে বিনতস্বভাব পরমলজী সেই স্থানে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তৎপ্রতি দৃষ্টি বিনিক্ষেপ করিয়া ইভান লেরি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে বিষয়ের সংবাদ কি? তাহার আসিবার আর বিলম্ব কত?"

"মহাশয়ের অনুমতির অপেক্ষা মাত্র! পার্শ্ববাটীতে অপেক্ষা করিয়া আছে, আজ্ঞা হইলে এথনই তাহাকে আনযন করিতে পারি!"

"অবিলম্বে! সে দিকে নিতান্তই অধীরা! এখনই তাহাকে লইয়া আইস!"

লেবি মহোদয়ের এইরূপ অনুজ্ঞা শ্রবণে পরমলজী ত্বরিতপদে কক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক কএক মুহূর্ত্ত পরেই কুসীদ লোভী বলদেবজীর সহিত সেই গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবিষ্ট হইলেন। ডাক্তার সাহেবের ইঙ্গিতে আসন পরিগ্রহ করণানন্তর বলদেবজী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কিঞ্চিৎ বিক্রতভাবে সসম্ভ্রমে বলিতে লাগিলেন, "আমার এখানে আগমনের কারণ অবশ্যই মহাশয় পূর্ব্ব হইতে সুপরিজ্ঞাত; আলি সাহেব সে কথা অবশ্য অবশ্যই মহাশয়কে পূর্ব্ব হইতেই সুবিদিত করিয়া থাকিবেন! অদ্য বেলা দশম ঘটিকার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে নরাধম মূক বালকের অনুসন্ধান তৎক্ষণাৎই প্রাপ্ত হইতে পারিব, এ কথা তিনি আমাকে ইতিপূর্ব্বেই বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই আদেশক্রমে তাঁহার বাটীতে উপনীত হইলে "আলি সাহেব কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত, প্রার্থিত বিষয়ের সবিশেষ সংবাদ লেরি মহোদয়ের নিকট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইতে সুসমর্থ হইবেন" ইত্যাদি বাক্য পরমলজী মহাশয়ের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে মহাশয় যেরূপ অনুমতি করেন।"

গম্ভীরবদনে ডাক্তার লেবি কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, প্রিয় বন্ধু ওসমান আলির নিকট হইতে সমস্ত বিষয়ই সুবিদিত হইয়াছি বটে!—এখন মহাশয়ের কিরূপ অভিপ্রায়?"

"সেই বিশ্বাসঘাতক নীচাশয় প্রবীরচাঁদের উদ্দেশ প্রার্থনা!—কোথায় সে ব্যক্তি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছে, সে বিষয়ের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা!"

"সে ব্যক্তি যে চোর, তাহা আপনি কিরূপে অনুমান করিয়া লইলেন? নানা কারণে অধীনস্থ ভৃত্যেরা প্রভু সন্নিধান হইতে মধ্যে মধ্যে অবসর লইয়া থাকে; তন্নিমিত্ত এক ব্যক্তির চরিত্রের উপর ওরূপ ভয়ানক দোষারোপ করা কোনক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। সুস্থিরচিত্তে একেএকে সমস্ত বিষয় আন্দোলনপূর্ব্বক—"

"সুস্থিরচিত্তে আন্দোলন? বলেন কি? সে ব্যক্তি যদি চোরই না হইবে,—তাহার যদি কোনরূপ দুরভিসন্ধি না-ই থাকিবে,—তবে বিনা সংবাদে, বিনা বিজ্ঞাপনে, সহসা নিরুদ্দেশ হইয়া যাইল কেন? তাহার উত্তর কি?"

"আজ্ঞা হাঁ, সে কথা আপনি অবশ্যই বলিতে পারেন বটে! কিন্তু মহাশয় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, দলীলাদি অপহরণ করিবার তাহার প্রধান উদ্দেশ্য কি? তদ্দ্বারা সে ব্যক্তি কি অর্থোপার্জ্জন করিতেছে? বিক্রয় বিনিময় অথবা বন্ধক দিয়া সে ব্যক্তি কি ধনসঞ্চয়ে যত্নবান হইয়াছে?—সে বিষয়ের কতদূর স্থির সিদ্ধান্ত?—মহাশয় কি সে বিষয়ের অনুসন্ধান লইয়াছেন?"

"অনুসন্ধান?" উত্তেজিতভাবে বলদেবজী কহিলেন, "অনুসন্ধান?—বিশেষরূপেই তথ্য লওয়া হইয়াছে। সে বিষয়ের তদন্ত করিতে বিশেষ মনোযোগের সহিতই প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।—কিন্তু কিছুই কার্য্যকর হইল না, কোন সন্ধানই প্রাপ্ত হইতে পারিলাম না। তবে কার্য্যটী যে তাহারই দ্বারা সংসাধিত, তাহা আমি মৃত্যু-শয্যাতেও সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি।"

"সেটী আপনার মনের বিকার মাত্র। কারণ, সে ব্যক্তি যদি মন্দ লোকই হইবে,—অন্তরে যদি তাহার খল কপটতাই থাকিবে,—তবে তদ্দ্বারা সে বালক আপন স্বার্থসাধন করিয়া লইল না কেন? সে বিষয়ে তাহার অনাস্থা প্রদর্শন করিবার তাৎপর্য্য কি? তাই বলিতেছি, যখন সে সমস্ত দলীল ব্যবহার করে নাই, তাহার বলে যখন এক কপর্দ্দকও সংগ্রহ করিবার প্রয়াসমাত্রও পায় নাই, তখন তাহাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করা মহাশয়ের পক্ষে কোনক্রমেই উচিত কার্য্য হইতেছে না!—চুরী করিল, অথচ ব্যবহার করিতে যত্নবান হইল না, এরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিবার তাহার সবিশেষ উদ্দেশ্য কি?'

আবাসসহকারে মনোবেগ সম্বরণপূর্ব্বক বলদেবজী মহাশয় ডাক্তার সাহেবের এই সমস্ত সুদীর্ঘ হেতুবাদ শ্রবণ করিতেছিলেন। কথা সাঙ্গ হইবামাত্র তিনি ক্রোধবিকম্পিত কণ্ঠে কথঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তাহার তাৎপর্য্য

সেই নরাধমই সুপরিজ্ঞাত।—কি কারণে ব্যবহার করে নাই—কি কারণে স্বকার্য্যসাধন করিতে সমুৎসুক হয় নাই, তাহা সেই বিশ্বাসঘাতকই পরিব্যক্ত করিতে সম্পূর্ণরূপেই সুসমর্থ। হয় ত গোলযোগ হইবার আশঙ্কায়,—হয় ত সমব্যবসায়ী লোকের সাহায্য প্রাপ্ত হইতে বিলম্ব হইয়া থাকিবে,—হয় ত সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যাইলে মনোভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবে। মনে মনে এই সকল সবিশেষ আন্দোলন করিয়াই হয় ত নরাধম কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতে এ পর্য্যন্ত সাহস প্রাপ্ত হয় নাই। যাহাই হউক, যে কারণেই সে ব্যক্তি এতাবৎকাল ইতস্ততঃ করিয়া থাকুক. কিন্তু একবার পুলিস কর্ত্তৃক তদন্ত হইলে, তাহাদিগের সুপ্রশস্ত বদনবিবরে ক্ষণকালের নিমিত্তও তাহাকে প্রবেশ করাইতে পারিলে, পাপাত্মার সমস্ত ছলচাতুরী মুহূর্ত্তমধ্যেই তিরোহিত হইয়া যায়। পুলিসের নিকট পাপিষ্ঠের কোনই ছলবল—"

কথার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার সাহেবের বদনমণ্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করিতে লাগিল, তিনি স্থিরভাবে আর অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিলেন না, বাধা দানে রুক্ষস্বরে নীরসকণ্ঠে কহিলেন, "এখন আপনার অভিপ্রায়টী কি, আমার নিকট মহাশয়ের এখন সবিশেষ প্রার্থনাটা কি?"

"তাহার বাসস্থানের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া'—নৃশংশ নারকী বিশ্বাস-ঘাতক কোন্‌স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছে, সেই বিষয়টী অবগত হইবার প্রত্যাশা মাত্র!"

"তবে তাহাকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করাই আপনার একমাত্র অভি-প্রেত?—পুলিস কর্ত্তৃক তদন্ত হইলেই আপনার মনঃক্ষোভ সম্পূর্ণরূপেই প্রশমিত হইয়া পড়ে?—কেমন, এইটীই না আপনার ইচ্ছা?"

"আজ্ঞা হাঁ, তাহাই বটে।" বিকৃত মুখভঙ্গীতে বলদেবজী মহাশয় কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, তাহাই বটে। দুরাত্মা নর-পিশাচ পুলিসের কমনীয় কোমলহস্তে সমর্পিত হইলেই আমার হৃদয়ভার তন্মুহূর্ত্তেই লাঘব হইয়া যায়। পুলিস প্রহরীরা তাহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ বাক্যাবলী যখন তাহাকে শ্রবণ করাইবে,—পুলিসের পদ্মহস্ত এবং তাহাদের চরণপদ্ম যখন সেই

পাপাত্মার পৃষ্ঠদেশে মৃদুমন্দভাবে সংস্পর্শিত হইতে থাকিবে, তখন সে ব্যক্তি অবাধেই জানিতে পারিবে যে, এই মর্ত্তধামে স্বর্গ সুখ অনুভব করিবার উপায়ও—”

বাধা দিয়া তীব্রস্বরে সুতীক্ষ্ণকণ্ঠে লেবি মহোদয় বলিয়া উঠিলেন, ‘মহাশয়! রূপক বাক্যবিন্যাস পরিত্যাগ করুন! রহস্যের সময় ও স্থান অনুসন্ধান করিয়া লইতে আপনাকে আর অধিককাল কষ্ট পাইতে হইবে না, অনায়াসেই আপনি তাহা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।”

“আজ্ঞা হাঁ, অন্যায় হইয়াছে’ ও সকল বাক্য ঐরূপে পরিব্যক্ত করা আমার পক্ষে অতিশয় গর্হিতকার্য্য হইয়াছে বটে! কিন্তু তাহাতে আমার সমধিক অপরাধ নাই! হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রবলতরবেগে উচ্ছলিত হওয়াতে সহসা আমার বদন হইতে ঐরূপ বিসদৃশবাক্য বিনির্গত হইয়াছিল। তজ্জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এক্ষণে সেই প্রবঞ্চকের গুপ্ত স্থানটী নির্দ্দেশ করিয়া বলুন, নরপ্রেত বিশ্বাসঘাতক কোন্‌স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে, তাহা যদি আপনার জানা শুনা থাকে, অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই বিষয়টী আমাকে পরিজ্ঞাত করিয়া কৃতকৃতার্থ করিতে অনুমতি করুন। আমি আপনার নিতান্ত অনুগত আশ্রিত ও বাধ্য!”

এই সমস্ত কথা শ্রবণে ডাক্তার লেবি ঔদাস্যভাবে হাস্য করিয়া কহিলেন, “তাহার বাসস্থানের বিষয় আমি একেবারেই অনভিজ্ঞ! কোন্ দিবস কোন্‌স্থানে সে ব্যক্তি আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা আমার অণুমাত্রও সুবিদিত নাই! তবে অদ্য কোন্‌স্থানে সেই বালক অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহার সঠিক সংবাদ প্রদান করিতে পারি মাত্র!”

“তাহা হইলেই যথেষ্ট!” সোৎসুকে বলদেবজী বলিয়া উঠিলেন, “তাহা হইলেই যথেষ্ট! একটীবারমাত্র তাহার কেশাগ্র দর্শন করিতে পাইলেই আমার মনস্কামনা সুন্দররূপেই সুসিদ্ধ হইয়া যায়! অনুকম্পা বিতরণে সেই বিষয়টী আমাকে সুবিদিত করিয়া আমার হৃদয়ানল বিনির্ব্বাপিত করিয়া দিতে যৎকিঞ্চিৎ আয়াস স্বীকার করুন!”

“আয়াস? কিছুমাত্রই না! সে সন্ধান এখনই প্রকাশ করিয়া

বলিতেছি!—রোগোপশমের ঔষধি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত মূক ও বধির বালক আপাততঃ আমারই এই বাটীতে সমুপস্থিত!"

ত্বরিতবেগে আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক বলদেবজী মহাশয় কম্পিতকণ্ঠে ছাড়া ছাড়া কথায় বলিয়া উঠিলেন, "এই স্থানে? কোন্ কক্ষে?—অগ্রসর হউন,—তাহার হৃদয়ের উষ্ণশোণিত পবিত্রপুতরূপে পান করিয়া লই!" এই সকল কথা বলিয়া তিনি দন্তে দন্ত ঘর্ষণ ও হস্তে হস্ত ভয়ানক-রূপে পেষণ করিতে লাগিলেন।

ঘৃণাব্যঞ্জক ঈষদ্ধাস্য ইভান লেবির অধরপ্রান্তে অতি ক্ষীণভাবে প্রকটিত হইল। বহুকষ্টে হৃদয়বেগ সংযমন করিয়া তিনি প্রশান্তবদনে বলদেবজীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বহিলেন, "উত্তেজিত হইবেন না,—অপর স্থানে গমন করিবার আবশ্যকতা নাই,—আসন পরিগ্রহ করুন,—এই গৃহেই তাহাকে সমানয়ন করিতেছি!"

বলদেবজী আসন পরিগ্রহণ করিলেন। প্রভুর ইঙ্গিতে পরমলজী সেই গৃহের পার্শ্বদ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক তথা হইতে তৎক্ষণাৎই নিক্রান্ত হইয়া গেলেন। গৃহটী কিছুক্ষণের নিমিত্ত যেন জনশূন্য সভাস্থল, জলশূন্য নদীর ন্যায় অনুভূত হইতে লাগিল। কএক মুহূর্ত্তের পর প্রবীরচাঁদকে সমভিব্যাহারে লইয়া পুনরায় তিনি সেই গৃহমধ্যে সসম্ভ্রমে সংপ্রবিষ্ট হইলেন। কৃষ্ণকায় বালকের অবয়ব নয়নপথে নিপতিত হইবা-মাত্রই বলদেবের আপাদমস্তক সহসা এক ভীষণবেগে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি ক্রুদ্ধকেশরীর ন্যায় আস্ফালনে দক্ষিণ বাহু তাহার দিকে সুবিস্তারে ক্রোধকম্পিতস্বরে ক্রোধকম্পিত কলেবরে বলিয়া উঠিলেন, "এ-ই সেই!—এ-ই সেই নরাধম নৃসংশ নারকী! আমার দলীলপত্রাদি কোথায়? তাহা তুই কি কার্য্যে সন্ন্যস্ত করিলি?—শীঘ্র করিয়া বল,—যদি বাঁচিবার আশা—প্রত্যাশা থাকে, তবে শীঘ্র শীঘ্র করিয়া প্রকাশ কর! নতুবা কিছুতেই তোর আর নিস্তার থাকিবে না!"

সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক নির্ভীকের ন্যায় স্থিরকণ্ঠে প্রবীরচাঁদ কহিল, তোর দলীল? তাহার সংবাদ আমি কিরূপে অবগত হইতে পারি?

বলদেব যে স্বোপার্জ্জিত অর্থে ক্রীত বিষয়াদির দলীলপত্র সংগ্রহ করিয়া রাখে, এ সমস্ত অত্যাদ্ভুত কথা আমার শ্রবণপুটে এই, প্রথমবারই ত প্রতিঘাত হইল?—তোর দলীল?—বটেই ত।"

বলদেবজী একেবারেই নির্ব্বাক! যাহাকে মূক ও বধির বলিয়া তিনি এযাবৎকাল স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন,—অজ্ঞান মূর্খ ও বালক জ্ঞানে যাহাকে তিনি মনে মনে একালপর্য্যন্ত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছিলেন, সেই বালকের এইরূপ বিশুদ্ধ ভাষায় সদর্পব্যঞ্জক বাক্যাবলী সহসা তাহার মুখ হইতে বিনিসৃত হওয়াতে ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁহার বাহ্যজ্ঞান রহিত। মনোভাব বুঝিতে পারিয়া "প্রবীরচাঁদ" পুনরায় বলিতে লাগিল, "আমার এই শ্রবণশক্তি ও বাক্‌শক্তি সহসা পরিস্ফুট হওয়াতে তোর মন যে তাহাতে ক্ষণকালের নিমিত্ত স্তম্ভিত হইয়া যাইবে, সে বিষয়ের আর বিচিত্র কথা কি? কিন্তু শোন্, পাপিষ্ঠ নরাধম শোন্। জন্মাবধি আমি মূক ও বধিররূপে এ জগতে পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেছি না! কোন বিশেষ কারণে, কোন কঠিন ব্রত উদ্‌যাপনের নিমিত্তই আমি ঐ দুইটী অমূল্য ইন্দ্রিয় এইরূপে সংযত করিয়া রাখিয়াছি! সেই ব্রত অদ্য আমার অতি উৎকৃষ্টরূপেই সুসম্পন্ন হইয়া গেল। এযাবৎকাল যে বলদেব আপনার উদর পূর্ত্তির নিমিত্ত লোকজনের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার মানসে ব্যতি-ব্যস্ত হইতে থাকিত, বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয়ে অনাথিনী অবলাদিগকে যে বলদেব এতদিন পর্য্যন্ত নিদারুণরূপে উৎপীড়ন করিয়া আসিতে ছিল; সেই মহাপাপী বলদেব যে দাসরূপী কৃষ্ণকায় বালকের দ্বারা সেইরূপ কলকৌশলে প্রবঞ্চিত হইয়াছে, ইহাতেই আমি জগদীশ্বরকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ প্রদান করি!—এতদিনের পর আমার প্রতিহিংসাব্রত অতি সুন্দর-রূপেই সমুদ্‌যাপিত! সার্থক নবীন ব্রহ্মচারীর নিকট হইতে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।"

এই সমস্ত হৃদয়ভেদী বাক্যাবলী শ্রবণে বলদেবজী এক প্রকার উন্মত্ত প্রায়। লেবি ও পরমলজীকে সম্বোধনপূর্ব্বক তিনি উত্তেজিতভাবে চীৎকারস্বরে বলিতে লাগিলেন 'আত্মমুখেই স্বীকার! এ ব্যক্তি যে আমার

দলীলাদি অপহরণ করিয়াছে, তাহা আপনারা স্বকর্ণেই শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে সাক্ষীর অনুসন্ধান করিতে আমাকে আর বিশেষরূপ কষ্ট পাইতে হইবে না। শান্তিরক্ষকের, যখন এ বিষয়ের তদন্ত করিতে অভিনিযুক্ত হইবে, তখন মহাশয়েরাই—"

তীব্রদৃষ্টিসহযোগে বাধা দানে প্রবীরচাঁদ কহিল "শান্তিরক্ষক?—আমার নামে অভিযোগ?—আপনার বিসদৃশ ক্রিয়াকাণ্ডগুলি যাহাতে কর্তৃপক্ষের নিকট পরিব্যক্ত না হয়,—তোর সে সমস্ত জঘন্য ব্যাপার যাহাতে তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া না পড়ে অগ্রে সেই সকল বিষয়েরই রূপান্তর করিতে যত্নবান হ, তৎপরে আমার বিষয়ের বিলি ব্যবস্থা।"

বলদেবজী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। "দাসানুদাসের কটূ কাটব্য অসহ্য।" এইমাত্র বলিয়া তিনি প্রবীরচাঁদকে আঘাত করিবার নিমিত্ত সবেগে প্রধাবিত হইলেন। বিদ্যুৎগতিতে সম্মুখীন হইয়া পরমলজী মহাশয় উন্মত্ত প্রায় বলদেবজীকে উভয় বাহুদ্বারা দৃঢ়রূপে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক অতি তীব্রভাবে সম্ভ্রমত উগ্রকণ্ঠে কহিলেন, "একি? এ কিরূপ ব্যবহার? বচসা হইতে হইতে আবার বল প্রয়োগ করিতে উদ্যত কেন? এ ব্যক্তি বালক,—সামর্থহীন, উহার উপর বল প্রকাশের আবশ্যকতা কি?—করিলে আপনার নামেই অতিশয় নিন্দাবাদ হইবে যে? যাহা কিছু বক্তব্য, তাহাই আপনি প্রকাশ করিলেন, বল প্রয়োগ করা কি উচিত কার্য্য?"

প্রবীরচাঁদ স্থির।—বলদেবের আস্ফালন দর্শনে সে ব্যক্তির পদমাত্রও বিচলিত হইল না। প্রশান্তভাবে বলিতে লাগিল, "ভীরুর কার্য্যই ঐ প্রকার। নিঃসহায়—অনাথাদিগের উপরই তাহাদিগের এইরূপ বহ্বাড়ম্বর! পরমল! উহাকে ছাড়িয়া দাও, দেখা যাউক ও ব্যক্তি কতদূর দুর্দ্দম সাহসী! পাপাত্মন! পুনরায় যদি এরূপ আস্ফালন করিবি,—পুনরায় যদি আঘাত করিতে সমুদ্যত হইবি, তাহা হইলে এই ছুরীকা তোর হৃদয়ে আমূল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া দিব।" এই শেষ কএকটী কথা বলিতে বলিতে গাত্রবস্ত্র মধ্য হইতে একখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরীকা বহিষ্করণপূর্ব্বক ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে পুনরায় আরম্ভ করিল, "দাসবেশে দুরাত্মার আবাসভবনে যে দিবস হইতে আমি

পদার্পণ করিয়াছি, এই ছুরীকা সেই দিবস হইতেই রক্ষকের ন্যায় আমার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেছে! নির্লজ্জ! ভীরু!"

"মহাশয়! আপনারা কি কিছুই বলিবেন না?" ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস বর্ষণাকর্ষণ করিতে করিতে উত্তেজিতভাবে কম্পিত কলেবরে বলদেবজী মহাশয় কহিলেন, "ইহার কার্য্যের প্রতি আপনারা কি অণুমাত্রও দৃষ্টি রাখিবেন না? দাসানুদাস প্রভুসমক্ষে এইরূপ কঠোরভাবে উত্তর প্রত্যুত্তর করে, ছুরীকা বহিষ্করণপূর্ব্বক এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিতে থাকে, এ বিষয়ের বিহিত বিধানে আপনাদের একেবারেই অবহেলা? পুলিস প্রহরী আহ্বান করুন, শান্তিরক্ষকদিগকে সংবাদ প্রদান করুন, যাহাতে এ ব্যক্তির উচিত শাস্তি—"

কথা পরিসমাপ্ত হইবার অগ্রেই প্রবীরচাঁদ পূর্ব্বের ন্যায় সেই ভাবেই কহিল, "হাঁ, এখনই সংবাদ প্রদান করা উচিত। দাতাজীর ভূসম্পত্তি প্রবঞ্চনা দ্বারা হস্তগত, এবং লাল্লুভাইয়ের নাম জাল করিয়া বিষণচাঁদের সহযোগে যে ব্যক্তি সেই সমস্ত ঘৃণিত কার্য্য সমাহিত করিয়াছিল, সেই নরাধম দীনবেশে অদ্য লেরি মহাশয়ের আবাসভবনেই সমুপস্থিত। ধৃত করিবার ইচ্ছা থাকিলে—" .

"তোর সহিত তাহার সম্পর্ক কি? দাতাজীর যদি সর্ব্বনাশ করিয়া থাকি, দাতাজীই সে বিষয়ের প্রতিবাদী হইবেন। লাল্লুজীর নাম জাল করিয়া থাকি, লাল্লুজীর সহিতই সে বিষয়ের বিধি ব্যবস্থা! তোর সহিত তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কি?"

"আর আমার?" সুতীক্ষ্ণবাক্যে প্রবীরচাঁদ কহিল, "আর আমার? আমার বিষয়ে তোর প্রত্যুত্তর কি? প্ররোচনাবাক্যে নানারূপ ছল চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণে বিষয়বিহীন করিয়া আমারে যেরূপ নিগৃহীত করিয়াছিলি, তদ্বিষয়ে তোর আর আত্ম সমর্থন কোথায়?"

"তোর বিষয় বিহীন? দাসানুদাস ক্রীতদাসের আবার বিষয় বিভব? এক কপর্দ্দকমাত্রও যাহার পক্ষে সাম্রাজ্যের ন্যায় পরিগণিত, সেই নরাধম বিশ্বাসঘাতক আবার বিষয় আশয়ে বিভূষিত? দুঃখের সময়েও যে

হাস্যসম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিতেছি না! তোর আবার বিত্ত বিভব কোথায়? কে তুই? কবে তোকে নিগৃহীত করিয়াছি?"

"করিস্ নাই? স্মরণ করিয়া দেখ দেখি? যখন তুই অন্নাভাবে একেবারেই লালায়িত, পঞ্চমুদ্রা প্রাপ্ত হইলে সে সময় এমন কার্য্যই নাই যাহা তুই—"

"বলে কি? পাপিষ্ঠ নরপ্রেতের এ আবার কি ছল বল? উন্মত্তভাব ভাণ করিতেছিস্ বুঝি? কিন্তু কিছুতেই নিস্তার পাইবি না! ধর্ম্মের দ্বারে অর্গল নাই! রাজদ্বারে সমস্তই সুপ্রকাশ হইয়া পড়িবে! অবশেষে উন্মত্তভাব ভাণ?"

মর্ম্মভেদী দৃষ্টি বিনিক্ষেপে ক্রুদ্ধ ফণিনীর ন্যায় ভাব প্রদর্শনে প্রবীর-চাঁদ কঠোরস্বরে বলিয়া উঠিল, "উন্মত্তা নহি, ভাণ নহে, প্রকৃত কথাই প্রয়োগ করিয়াছি! দেখ্ আমি কে!" এই কথা বলিয়া কৃষ্ণকায় বালক নিজ মস্তকস্থ সুদীর্ঘ উষ্ণীষ উন্মোচন করণানন্তর কক্ষতলে বিনিক্ষেপ করিল। কৃষ্ণসাপিনীর ন্যায় সুদীর্ঘ বেণী তৎক্ষণাৎই তাহার পৃষ্ঠদেশে দ্রবিতবেগে বিলম্বমান! পরক্ষণেই বক্তিমাভ জল পার্শ্বস্থ সুবৃহৎ কাচপাত্র হইতে ক্ষিপ্র-হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিবামাত্রই কামনীয়রূপমাধুরী-বিশিষ্ট গৌরাঙ্গী ছবী বলদেবজীর নয়নপথে সুস্পষ্টরূপে বিভাসিত হইয়া পড়িল!—দিব্য প্রশান্ত সুস্নিগ্ধ রমণী মূর্ত্তি সুগঠিত প্রতিমার ন্যায় গৃহমধ্যে ধীরভাবে দণ্ডায়মান!

"একি!—মধুমতী—মধুমতী!—প্রবীরচাঁদ—মধুমতী?—অ্যাঁ?—ভো ব্রহ্মণ্যদেব!—একি?—হায়! ইহারই নাম নরক!" এই সমস্ত অসংলগ্নবাক্য প্রয়োগ করিয়া বলদেবজী স্বীয় মস্তকে করাঘাত করিতে করিতে হতাশ্বাসে ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন।

উত্তেজিতচিত্তে বলদেবজীকে সম্বোধনপূর্ব্বক পরমলজী মহাশয় শ্লেষপূর্ণ-স্বরে কহিলেন, "একি মহাশয়, এরূপ করিতেছেন কেন? শান্তিরক্ষক-দিগকে আহ্বান করিব কি?—আপনার সেই প্রবীরচাঁদকে তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিবার কি অভিলাষ আছে?"

কোন কথাই বলদেবের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল না। শূন্যনয়নে আমাদিগের প্রধানা নায়িকা শ্রীমতী মধুমতীর মুখের প্রতি ভয় ও বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টিনিক্ষেপে তিনি ভগ্নস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মধুমতী—মধুমতী—প্রতিহিংসাব্রত যথার্থই অতি সুচারুরূপেই সমুদযাপিত। চপেটাঘাতের প্রায়শ্চিত্ত এতদিনের পর পদাঘাতেই পরিসমাপ্ত। উচিত শাস্তি,—বিঘোর নরক।"

পর্‌মলজী নিরস্ত হইলেন না। সেই ভাবেই পুনরায় কহিলেন, "উত্তর প্রদান করিতেছেন না কেন? শান্তিরক্ষকদিগকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত আমার প্রতি কিরূপ অনুজ্ঞা প্রদত্ত হয়?"

বলদেবের নয়নদ্বয় ভীষণরূপে রক্তবর্ণ,—ললাটের সমস্ত শিরা অতি ভয়ানকরূপেই বিস্ফীত,—উভয়হস্ত দৃঢ়মুষ্টে সংবদ্ধ,—কণ্ঠতালু একেবারেই পরিশুষ্ক,—সমস্ত শরীর অকস্মাৎ এক প্রকার বিকৃত ভাবাপন্ন! তিনি শূন্যদৃষ্টিতে অকস্মাৎ হাস্যসহকারে বলিয়া উঠিলেন, "আহা! পরীকুল আমার অতি অন্তরঙ্গ মিত্র! কেমন নৃত্য করে, কেমন গানবাদ্য করিতে থাকে, শুনিলে একেবারেই মোহিত হইতে হয়! আহা! ইহারই মধ্যে আবার কিরূপে সহসা তাহারা অন্তর্হিত হইয়া গেল? দেখি দেখি, কোথায় আবার তাহারা প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত!" বলিতে বলিতে লম্ফ প্রদানে হো হো শব্দে সবেগে তথা হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

সভয়ে সশঙ্কিতচিত্তে পর্‌মলজী মহাশয় কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "প্রভু! বলদেবজী বুঝি উন্মাদ রোগে সমাক্রান্ত হইলেন।"

তদুত্তরে লেবি মহাশয়ের প্রশান্ত উক্তি "গণনায় ভুল [illegible] আসিবে না।"

—

পঞ্চপঞ্চাশত্তম কাণ্ড।

শোচনীয় পরিণাম !

বরদানগরের পূর্ব্বপ্রান্তে অপেক্ষাকৃত অনধিক বসতিপূর্ণ পল্লীমধ্যে পূর্ব্বতন ক্রোরপতি সওদাগর পাথোজী মহাশয় এক্ষণে বসবাস করিতে-ছেন। পল্লীর নাম "মাহিমোবাতি বাগ"। প্রকাশ্য রাজপথের পার্শ্বে ত্রিবিধ উপকরণে এবং ত্রিবিধ প্রণালীমতে বিনির্ম্মিত একখানি বসতবাটী। সম্মুখ-ভাগ দ্বিতলবিশিষ্ট কাষ্ঠময় দুইটী কক্ষ। পূর্ব্বদিকে ইষ্টকগ্রথিত তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সারিবন্দি গৃহ। উত্তরভাগে একটী রন্ধনশালা।—মৃন্ময় প্রাচীরে তৃণাচ্ছা-দিত একটী মধ্যবিধ আয়তনের রন্ধনশালা। পাকগৃহ এবং ইষ্টকগৃহের ব্যবধানে অন্দরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত একটী অপ্রশস্ত অনতিদীর্ঘ পথ। পশ্চিমদিকে প্রাচীরের পরিবর্ত্তে পারিজাত বৃক্ষশ্রেণী ঘনীভূতরূপে বেষ্টনীর কার্য্যে সংরোপিত। অন্দরে দুইটীমাত্র ইষ্টকগৃহ। মধ্যস্থ ভূখণ্ডে অগভীর অপ্রশস্ত অব্যবহার্য্য জলপূর্ণ একটী অতিশয় ক্ষুদ্রকায় জলাশয়। অন্দরের অপর দুইদিক, বহির্বাটীর পশ্চিমপ্রান্তের ন্যায় বৃক্ষ শ্রেণীতে পরিবেষ্টিত হইয়া আছে। তাহারই গাত্রে, ইষ্টকগৃহের সন্নিকটে সুকৌশলবিনির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্রদ্বার প্রচ্ছন্নভাবে সংস্থাপিত। সদর-বাটীর প্রতি গৃহে সল্পমূল্যের নানাবিধ দ্রব্যজাত সংরক্ষিত হইয়া পাথোজীর নিঃস্ব অবস্থার পরিচয় কিয়ৎ-পরিমাণে প্রদান করিতেছে। কাজকর্ম্মের সুবিধার নিমিত্ত তিনি স্বয়ং দ্বিতলস্থ দুইটী গৃহই মনোনীত করিয়া লইয়াছেন। দক্ষিণ পশ্চিমদিকের কক্ষেই তাঁহার শয়নশয্যা সন্নিবেশিত। প্রাণাধিকা দুহিতা ইন্দুবালা অন্তঃপুরচারিণী। সেই স্থানেই তাহার শয়ন উপবেশন ও ভোজনকার্য্য সমাহিত হইয়া থাকে। প্রকাশ্য প্রবেশদ্বার রক্ষী বা প্রহরিগণ বিবর্জ্জিত। পরিচর্য্যার নিমিত্ত একজন ভৃত্য, একটীমাত্র পরিচারিকা, এবং একজনমাত্র পাচিকা নিজ নিজ কার্য্যে অভিনিযুক্ত। রাত্রিকালে তাহার আবার দর্শনলাভ অতিশয় সুকঠিন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালেই প্রভুর বিনা অনুমতিতেই অপর স্থানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সে ব্যক্তি মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ইতস্ততঃ করে না।

পাঠক মহাশয় অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে ব্যক্তি দাস দাসী এবং আবাসভবন হইতে বিবর্জ্জিত হয় নাই, বহুমূল্য না-ই হউক, সমমূল্যের বাণিজ্য দ্রব্যাদি যাহার গৃহে সংরক্ষিত হইয়া আছে, তাহার আর নিঃস্বভাব কোথায়? সে ব্যক্তিকে সর্ব্বস্বান্ত বলিয়া কি প্রকারে আর পরিগণিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে? তদুত্তরে বিজ্ঞাপন এই, "কন্যার সঞ্চিত অর্থে বাটী ও বাণিজ্য দ্রব্যাদি ক্রয়, তাহারই অর্থে দাস দাসী বিনিয়োগ, এক কপর্দ্দকও আমার দ্বারা সাহায্য হইয়া থাকে না, সহায় ও সম্বলবিহীনে পিতাঠাকুর দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন, স্নেহবতী কন্যার পক্ষে ইহা নিতান্তই অসহনীয়। পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে হত-ভাগিনী দুহিতাই আমাকে এ স্থানে সমানয়নপূর্ব্বক গ্রাসাচ্ছাদন দানে এযাবৎকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ এ বাটীখানি আমার কন্যা ইন্দুবালারই স্থাবর সম্পত্তি। দাস দাসী সমস্ত তাহারই পরিচর্য্যায় বিনিযুক্ত, আমার উহাতে লেশমাত্রও সংশ্রব বা অধিকার নাই।" আত্মীয়বর্গ বা অপরাপর সকল ব্যক্তিকেই পাথোজী মহাশয় এইরূপ প্রত্যুত্তর দানে আপ্যায়িত করিয়া আসিতেছেন। বাস্তবিক সে বিবয় কতদূর সত্য, তাহা একমাত্র পাথোজী মহাশয়ই সুপরিজ্ঞাত।

রজনীদেবী দ্বিযাম অতিক্রম করিয়া ত্রিযামে পদার্পণ করিয়াছেন। রজনী ঘোর নিস্তব্ধ,—রাজপথ একেবারেই জনমানব পরিশূন্য। সওদাগর মহাশয় এ পর্য্যন্তও শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন নাই,—অবকাশ সাপেক্ষ। রীতি-মত হিসাব সুচারুরূপে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তিনি অতিবাদই ব্যতিব্যস্ত। নির্জ্জনে, একাকী এই গভীর নিশীথ সময়ে আপন ইচ্ছামত স্বকপোলকল্পিত হিসাবাদির তালিকা পরিসমাপ্ত করিতে তিনি নিতান্তই সমুৎসুক,—নিতান্তই আগ্রহান্বিত। সহসা সেই গভীরতা ভঙ্গ করিয়া অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি অতি ক্ষীণ-রূপে তাঁহার কর্ণকুহরে সংপ্রবিষ্ট হইল। তিনি হস্তস্থিত লেখনী সুদূরে বিনিক্ষেপে বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আঃ! একান্তই উত্যক্ত করিয়া

ভুলিয়াছে! মুহূর্ত্তের নিমিত্তও রোদন করিতে বিরত হয় না! উহার নিমিত্ত আমার কি না অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে, এখন পর্য্যন্তও তাহার বিরাম নাই। কন্যার মনঃতুষ্টির নিমিত্ত সেই জারজটাকেও মধ্যে মধ্যে এ বাটীতে আনয়ন করিতে ক্ষান্ত হই নাই! তথাপিও সেইরূপ। তথাপিও রোদন করিতে থাকে!"

পাথোজী মহাশয় পরিত্যক্ত লেখনী পুনঃগ্রহণ করিলেন। হিসাবাদি বর্ণবদ্ধ করিতে সমুদ্যত, এমন সময়ে পুনর্ব্বার সেইরূপ চীৎকারধ্বনি,—পুনর্ব্বার সেইরূপ সকরুণ আর্ত্তনাদ নীরব নৈশবায়ুসহযোগে কক্ষমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া তাঁহার একগ্রচিত্ততা পূর্ব্বের ন্যায় ভঙ্গ করিয়া দিল। তিনি শিহরিত হইয়া উঠিলেন। শোকার্ত্ত ব্যক্তির বদন হইতে এরূপ আর্ত্তনাদ কখনই বিনির্গত হইতে পারে না ভাবিয়া, সওদাগর মহাশয় একটী প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক সশঙ্কিতচিত্তে অন্দরাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। কন্যার শয়নকক্ষের সন্নিকটস্থ হইলেই ইন্দুবালার কণ্ঠস্বর এইরূপ শ্রবণ করিতে পাইলেন:—

"প্রত্যহ এরূপ অত্যাচার সমাচরিত করিলে কয়দিন আর আমি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব? সতীত্বধর্ম্ম নাই সত্য, কিন্তু তথাপি আর অধিক অধঃপতন করিয়া আমার এই কলুষিত দেহকে আরও অধিক পরিমাণে ঘৃণাকর করিয়া তুলিতেছ কেন?—বিশেষতঃ বেশ—" অবশিষ্ট কথাগুলি অনুচ্চস্বরে উচ্চারিত হওয়াতে পাথোজী মহাশয়ের কর্ণকুহরে তাহা আর প্রতিঘাত হইল না।

সওদাগর মহাশয় একেবারেই স্তম্ভিত!—ইহার ভাব কি? অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত ইন্দুবালা কাহার নিকট এরূপ করুণস্বরে প্রার্থনা করিতেছে? দুর্জ্জন অত্যাচারী প্রতি রজনীতেই কন্যার প্রতি ভয়ানক রূপেই উৎপীড়ন করিয়া থাকে, ও সমস্ত কথার ভাব ইহা বলিয়াই ত জীবন্তরূপে প্রতীয়মান! কিন্তু সে কথা ইন্দুবালা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া বলে নাই কেন? অদ্য অপরাহ্নেই ত কন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তবে সে বিষয় সুবিদিত করিয়া তাহার বিহিত বিধানের

পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে নাই কেন? ইহার ভাবার্থ কি? কি কার্য্যে আবার তাহার প্রাণাধিকা দুহিতা এরূপ ভয়ানকরূপে বিমূঢ়ীভূত?

ইন্দুবালার [illegible] গৃহমধ্য হইতে অশুদ্ধ গুর্জ্জরীভাষায় গম্ভীর-স্বরে প্রত্যুত্তর হইল, "[illegible] কোথায়? গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ যদি শাস্ত্রসম্মত [illegible] বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তবে ব্রাহ্মসমাজের এই বিবাহ [illegible] ন্যায় কেনই বা তাহা শিষ্টরূপে পরিগণিত না হইবে? তাহার উত্তর কি? আর তোমার শেষ দুএকটী কথার প্রতিবাদ এই, অভ্যাস হইয়া যাইলে—'

পাথোজী মহাশয় আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। ব্যাপার কি জানিবার নিমিত্ত তিনি নিঃশব্দপদসঞ্চারে অগ্রসর হইয়া ইন্দুবালার গৃহদ্বার ধীরে ধীরে অল্প পরিমাণে উদ্ঘাটনপূর্ব্বক চকিতনয়নে তন্মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। [illegible] একজন ইংরাজ অর্দ্ধনগ্না ইন্দু-বালার উভয়বাহু সবেগে আকর্ষণ করিতে করিতে শয্যার দিকে লইয়া যাইতেছে, ইহাই তাঁহার বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নদর্পণে তৎক্ষণাৎই প্রতিবিম্বিত হইল। তিনি ত্বরিতবেগে গৃহমধ্যে সংপ্রবিষ্ট হইলেন।

এ আগন্তুক কে?—ইন্দুবালার সহিত কোন ব্যক্তি কথোপকথন এবং ঐরূপ কার্য্য সমাহিত করিতে অভিনিযুক্ত?—কেবল নামটীমাত্র বলিলে পাঠক মহাশয় কখনই তাহাকে চিনিয়া লইতে পারিবেন না।—কারণ, অভিধায় অপ্রকাশিত।—উপযুক্ত অবসর ও স্থান বিরহে সে বিষয় পরিব্যক্ত করিতে তৎকালে আমরা নিতান্ত পক্ষে অসমর্থ হইয়াছি।—এক্ষণে অবসর উপস্থিত,—নাম এবং ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রিয়াকাণ্ড মহাশয়দিগের স্বগোচর করিয়া ইংরাজ বাহাদুরের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিতে যত্নবান হই।—যে মাহাত্মা মীর মোবারক আলির ভিক্ষোপার্জ্জনের স্বর্ণরাশি আত্মসাৎ করণানন্তর সেইরূপে তাঁহারে কৃত-কৃতার্থ করিয়া দিয়াছিলেন,—বিনা জিজ্ঞাসায়, বিনা অনুমতিতে চর্ম্মপুটলি হস্তগত করাতে যাহার সহিত শ্রীমান সুন্দরজীর ঘোরতর মল্লযুদ্ধ সমুপস্থিত হয়,—ময়নাবিবির আবাসভবনে মিজিভিয়ারের বাহুবলে যে ব্যক্তি পরাস্ত

হইয়া গুজ্জর্বরাজ্য পরিত্যাগ করিতে সেইরূপে প্রতিশ্রুত হয়েন,—এ-ই সেই গুণধর ইংরাজ তস্কর মহাশয়,—ইনিই এক্ষণে আমাদিগের এই উপস্থিত কার্য্য-রঙ্গভূমে দর্শন দিয়াছেন,- ইহার নাম, বাব্‌নিস্ ববোটী।

তস্কর সাহেবের এখন আর সে পরিচ্ছদ নাই,—দীনবেশের পরিবর্ত্তে দিব্য পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন পাশ্চাত্য পরিচ্ছদে এক্ষণে ইহার খর্ব্ববপু অতি সুন্দররূপেই সমাচ্ছাদিত। অল্প মূল্যের একখানি ক্ষুদ্র প্রস্তর কাঞ্চন সহযোগে বিজড়িত হইয়া ইহার বামহস্তের অনামিকায় পরিশোভিত হইয়া আছে। স্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ কুঞ্জিকাদি কএকটী স্বর্ণময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রীড়নক বস্তু যথাযথ স্থানে সন্নিবেশিত হইয়া পরিচ্ছদের শোভা অনেক পরিমাণে নয়নগ্রাহী করিয়া তুলিয়াছে। পদদ্বয় মসৃণ চিক্কণ চর্ম্মপাদুকায় সুশোভিত। পরিচ্ছদাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বাবনিস সাহেবকে এক্ষণে আর নিতান্ত নিঃস্ব বলিয়া অনুমিত হয় না।

পাথোজীর আগমন দর্শনে ইন্দুবালা সবলে হস্তাকর্ষণপূর্ব্বক পিতার পশ্চাৎভাগে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। মুহূর্ত্তের নিমিত্ত বাব্‌নিস্ ববোটীর নিস্পন্দভাব!—লজ্জা, বিস্ময়, উদ্বেগ এবং অন্যান্য মানসিকবৃত্তি নিচয়ে জড়ীভূত হইয়া সে ব্যক্তি কিছুক্ষণের নিমিত্ত হতবুদ্ধি। পরক্ষণেই তাহার স্বভাবসিদ্ধ কাঠিন্য ভাবের সমুদ্ভব হওয়াতে গম্ভীর অথচ সুতীক্ষ্ণস্বরে বলিয়া উঠিল, "একি?—এই গভীর নিশীথ সময়ে এখানে আপনার প্রবেশ করিবার কারণ কি? বিনা সংবাদে, বিনা অনুমতিতে, আমার পরিবারের নিকট আগমন, বড়ই ন্যায়বিরুদ্ধকার্য্য।"

বক্তার এইরূপ নির্লজ্জ ও ঔদাস্যপূর্ণবাক্য শ্রবণে ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে পাথোজী মহাশয় কহিলেন, "নরাধম! তোর কি বাহ্যজ্ঞান একেবারেই তিরোহিত?—আমি কে, এ কে, আর তু-ই বা কে, তাহা কি তোর কিছুমাত্রই বোধগম্য নাই?—যা, অপসৃত হইয়া যা, নতুবা তোর কিছুতেই আর নিস্তার থাকিবে না!"

"কেন, গৃহ পরিত্যাগ করিতে যাইব কেন?—অপরাধ?—আপনি কিঞ্চিৎ সতর্কের সহিত বাক্যালাপ করিবেন! ভদ্রবংশসম্ভূত ইংরাজের

সহিত কিরূপ ব্যবহার বিনিযোগ করিতে হয়, সে বিষয়ে কি আপনি একেবারেই অনভিজ্ঞ ?—অভদ্র আচরণের প্রযোজন কি ?"

ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে প্যাথোজী মহাশয় কহিলেন, "ভদ্রবংশসম্ভূত ?—বটেই ত ?—যা, চলিযা যা,—আমাকে আর ত্যক্ত বিরক্ত করিস্ না! এখনই চলিযা যা! এ বাটীতে তোর প্রবেশ করিবার কারণ কি ?"

"কারণ ?—কারণ ?—কেন, তোমারই ত এই কন্যা ?—ইন্দুবালাই ত সবলে আকর্ষণপূর্ব্বক আমাকে এই স্থানে সমানয়ন করিয়াছে।—আমি ইংরাজ, ইংরাজেরা কি কখন অন্যাযরূপে অনধিকার প্রবেশ করিযা থাকে ?—কখনই না! আপনার কন্যার দ্বারা সমাকৃষ্ট হইয়াই ত এ গৃহে সমুপস্থিত হইযাছি।"

"পিতঃ! সর্ব্বৈব মিথ্যা!" রুদ্ধশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ইন্দুবালা সচকিতে বলিযা উঠিল, "পিতঃ! সর্ব্বৈব মিথ্যা! উহার বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করিবেন না! আমি উহাকে আহ্বান করি নাই,—গুপ্তদ্বারের সন্ধান প্রাপ্ত হইযা প্রায় প্রতি রাজনীতেই এই পাষণ্ড আমার গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক নিদারুণ উৎপীড়নে আমাকে এক প্রকার নির্জ্জীব করিযা যায়! উহার কথায় প্রত্যয় করিবেন না,—দিব্য—শপথ—গঙ্গোদক গ্রহণে সত্য—সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি উহাকে অণুমাত্রও উৎসাহ প্রদান করি নাই।"

নির্লজ্জ বার্নিস্ সপ্রতিভভাবে কহিল, "সুন্দরী! আমার ভাবার্থ গ্রহণ করিতে তুমি নিতান্তপক্ষেই অসমর্থ হইযাছ! বল প্রকাশে আনযন করিবে কেন ?—তোমার গুণ গরিমায বিমোহিত হইযা, তোমার রূপ মাধুরীর বিমোহিনী আকর্ষণে সমাকর্ষিত হইযাই—"

অধৈর্য্যভাবে উত্তেজিতকণ্ঠে প্যাথোজী মহাশয বলিযা উঠিলেন, "তোর কি কিছুমাত্র বিবেচনা নাই ? আমার সমক্ষে আমার কন্যাকে এরূপ অন্যায বাক্যে সম্ভাষণ করিতে তোর অন্তরমধ্যে কি কণামাত্রও লজ্জার সমুদ্ভব হইতেছে না ? কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান একেবারেই বিরহিত হইযাছিস্ না কি ?"

"কেন, জ্ঞানলোপ হইবে কেন ? আমাদের জাতিতে ত এরূপ ব্যবহার সচরাচরই সমাচরিত হইয়া থাকে ? পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী সক-

লেবই ত সাক্ষাতে আমবা আপন সহধর্ম্মিনীব উদ্দেশে এরূপ বাক্য ব্যবহাব কবিযা থাকি? তাহাতে আব লজ্জাব বিষয কি আছে? তবে নিগূঢ় রহস্য কথা পবিব্যক্ত কবিবাব আবশ্যক হইলে—"

পিতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বাধা দানে ইন্দুবালা সচঞ্চলভাবে কহিল, "আপনি উহাকে বন্ধন কবিযা ফেলুন, আমি এখনই পুলিসপ্রহবী সমানয়নে এ দুর্ব্বৃত্তেব সমস্ত দম্ভই বিচূর্ণিত কবিযা দিই!"

নাসিকাব উপব বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন কবিযা অপব কএকটী অঙ্গুলী সুবিস্তাবে বব্‌বোটী তস্কব সদর্পে বলিতে লাগিল, "হুঁ হুঁ বাচ্ছা! সে দিকে বড়ই গণ্ডগোল! আমাকে পুলিসহস্তে সমর্পণ কবিলে তোমাব পিতাবও সেই সঙ্গে তৎক্ষণাৎই কম্মশেষ! বজ্জু সহযোগে আড়ষ্টভাবেই বিলম্বমান! হুঁ হুঁ বাচ্ছা, বাঘেব মুখ!—ফাঁসি"

সশঙ্কচিত্তে পাথোজী মহাশয সন্ত্রস্তভাবে কহিলেন, "চুপ! চুপ! ওরূপ কথা ব্যবহাব কবিও না! গৃহভিত্তিবও কর্ণ আছে! ঘূণাগ্রে সে বিষয জানিতে পাবিলে ভযানক আকুণ্ডকুণ্ডই বাঁধিযা উঠিবে! উভয়েই এককালে নির্ব্বিশেষই মাবা যাইব! চুপ! চুপ!"

"ইহাতে আব আমাব অপবাধ কি? আপনাব কন্যাব আচবণেই ত ও কথা পবিব্যক্ত কবিতে বাধ্য হইযাছি, আমাব আব ইহাতে দোষ সংস্পর্শে কোথায?" এই পর্য্যন্ত বলিযা তৎপবে ইন্দুবালাকে সম্বোধনপূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্ললোচনে বাব্‌নিস্ বব্‌বোটী পুনবায কহিল, "কেমন সুন্দবী! দেখিলে ত আমি কিরূপ অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি!"

উৎকণ্ঠিতচিত্তে ইন্দুবালা পাথোজী মহাশযকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কবিল, "পিতা! উহাব কথাব ভাবার্থ কি? কি কাবণে আপনিই বা বিহ্বলচিত্ত হইযা পড়িলেন? কে ও ব্যক্তি? কি হইযাছে? কি নিমিত্ত পাপিষ্ঠকে শাস্তি দিতে সমুৎসুক হইতেছেন না?"

কন্যাব কথায অনাস্থা প্রদর্শনে বব্‌বোটীব দিকে নেত্রপাতপূর্ব্বক পাথোজী মহাশয কহিলেন, "তুমি আব বিবক্ত কবিও না,—প্রস্থান কর।—বাত্রি অধিক হইযাছে, আপন কার্য্যে চলিযা যাও! কোন

বিষয়ের প্রার্থনা থাকিলে দিনমানে আমার নিকট আগমন করিও, বিনা আপত্তিতেই আমি তাহা পরিপূরণ করিয়া দিব। এখন চলিয়া যাও।"

"প্রার্থনা?—সে বিষয়ের এক সতন্ত্র কথা। এক্ষণে ইন্দুবালার বিবাহ সম্বন্ধের কিরূপ ধার্য্য করিয়া লইলেন?—উহাকে পাশ্চাত্য পরিচ্ছদে সুশোভিত করিবার "

কাতরে ইন্দুবালা কহিল "আর যন্ত্রণা প্রদান করিও না, অসহ্য হইয়াছে! অতুল বিষয় বিভব হইতে বিবঞ্চিত হইয়া এক্ষণে এই সামান্য কুটীর-মাত্রের আশ্রয় গ্রহণে কালাতিপাত করিতেছি, ইহাও কি তোর পক্ষে চক্ষুশূল হইয়া উঠিল? তোর মনে কি দয়ামায়ার লেশমাত্রও নাই?"

হতাশস্বরে পাথোর্জী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "এ দৃশ্যেও কি তোর মন প্রাণ বিগলিত হয় না? এরূপ অবস্থা দর্শনে সুকঠিন পাষাণও যে দ্রবীভূত হইয়া যায়?—অ্যাঁ?"

দুর্ব্বৃত্ত দস্যু অম্লানবদনে কহিল, "মহাশয়! এরূপ কাতর হইতেছেন কেন? আমাকে নিষ্ঠুররূপে ধার্য্য করিয়া লইবারই বা কারণ কি? কি করিয়াছি? আপন সহধর্ম্মিনীকে সৎপথে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ আয়াস পাইয়াছি মাত্র।—ইহাতেই আপনার চক্ষে ক্রূররূপে পরিগণিত হইয়া পড়িলাম?"

ললাটে করার্পণপূর্ব্বক পাথোর্জী মহাশয় পার্শ্বস্থ শয্যোপরি হতাশ্বাসে বসিয়া পড়িলেন। বারনিস্ তস্কর পুনরায় আরম্ভ করিল, "বলি, ইহাতে আর দোষ কি? বিবাহ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, তবে আর তাহাতে প্রতিবন্ধক দান করেন কেন? সহধর্ম্মিনীর সহিত বিশ্রাম্ভালাপের সময় ত্যক্ত বিরক্ত করিয়া আপনি আমাকে নিরাশ করিয়া দিতেছেন কেন? যাহাতে সকল বিষয়ের সুবিধা হয়, প্রকাশ্যরূপে যাহাতে আমি আপন ধর্ম্ম-পত্নির সহিত সুখসচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারি তাহার একটা সদুপায় উদ্ভাবন করিয়া দিউন। কি বলেন? সে বিষয়ে আপনার সৎপরামর্শ কি?"

পাথোর্জীর বদনমণ্ডল প্রাবৃট ঘনদলের ন্যায় গম্ভীরভাব ধারণ করিল। তাহার চক্ষু হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বিনিঃসৃত হইয়া সেই সুগভীর

মুখমণ্ডলের দৃশ্যকে আরও অধিক ভয়ানক গভীরতম করিয়া তুলিল। ভাগ্যে যাহাই থাকুক, পরিণাম যেরূপ শোচনীয়রূপে পরিণত হউক, তাঁহার মুখ প্রতি দৃষ্টি বিনিক্ষেপ করিলে দর্শকের মনে তাহা বলিয়াই তৎক্ষণাৎ প্রতীয়মান হইবে। পাথোজীর বদন স্থির গম্ভীর ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় পরিপূর্ণ! বর্বোটীর কথা পরিসমাপ্ত হইলে তিনি অন্যমনস্কভাবে এইমাত্র উত্তর দান করিলেন, "কিসের? কি হইয়াছে? তোমার প্রয়োজন কি?"

"প্রয়োজন?—সমস্তই ত ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছি, উহার অধিক আর কি প্রকারে প্রকাশ করিয়া বলিব? তবে আর একটী কথা এই সময় উল্লেখ করিয়া রাখা নিতান্তই পরিকর্ত্তব্য। বলি, সময় উপস্থিত হইলে কত অধিক যৌতুক প্রদানপূর্ব্বক কন্যারত্নকে বিভূষিতা করিয়া দিবেন, ইটাই এখন জিজ্ঞাস্য!"

"যৌতুক?—কিসের?—কাহার নিমিত্ত?"

"কেন, আপনার প্রাণাধিকা কন্যার?" বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া বাব্নিস্ উত্তর কহিল, "কেন আপনার কন্যা চাঁদবিবির? তাহারই ত বিবাহের যৌতুক? প্রকাশ্য বিবাহের দিবস কতটাকা যৌতুক দানে আমাকে চির-বাধিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহাই ত আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি?"

"প্রকাশ্য বিবাহ?" আশ্চর্য্যভাব প্রকাশে পাথোজী মহাশয় কহি-লেন, "প্রকাশ্য—বিবাহ?—কবে?—কাহার?—ও কথা প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য কি?—কি কথা বলিতেছ?"

"ভো নারকীদের! আকাশ হইতে নিপতিত হইলেন যে দেখিতে পাই? আপনারই কন্যার সহিত বিধিসিদ্ধমতে প্রকাশ্য বিবাহ,—সেই নিমিত্তই যৌতুকের কথা উত্থাপন,—সমস্তই একেবারে বিস্মৃত? পুনরায় পরিব্যক্ত করিয়া আপনার স্মরণশক্তিকে উদ্রিক্ত করিবার চেষ্টা পাইতে হইবে নাকি?"

"চেষ্টা?" চিন্তালোলিতহৃদয়ে পাথোজী মহাশয় কহিলেন, "চেষ্টা? স্মরণশক্তি?—হাঁ হাঁ স্মরণ হইয়াছে বটে। কিন্তু তাহাই বা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? তুমি বিধর্ম্মী, আর ইন্দুবালা হিন্দু ললনা! এ সকল কঠিন বিঘ্ন বাধা কিরূপে অপসারিত করিতে পারি?—অসম্ভব!"

"কেন? অসম্ভব হইবেই বা কেন? ধর্ম্ম-যাজকেব দ্বাবা প্রথমে ইন্দু-বালাকে আমাদিগেব সনাতনধর্ম্মে সুদীক্ষিত কবিযা তৎপবে সে কার্য্য সমাহিত কবা যাইবে! কেমন, ইহাব উপব আব আপনাব প্রতিবাদ আছে? সন্তুষ্ট হইলেন ত?"

সে কথাব উত্তব দান না কবিযা গম্ভীববদনে রুদ্ধকণ্ঠে পাথোজী মহাশয কহিলেন, "অধিকতব উত্যক্ত কবিযা আমাকে আব নৈবাশ্য সমুদ্রে নিমজ্জিত কবিযা দিও না। ভাল, আমাব কোন প্রস্তাব আছে অবিচলিতচিত্তে শ্রবণ কব। দুইসহস্রমুদ্রা গ্রহণে যদি এ নুবশা পবিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তবে গমন—"

"নগবী পবিত্যাগ? আপনাব কন্যাব আশা ভবসায একেবাবেই জলা-ঞ্জলি? কখনই না, কখনই না। পঞ্চাশৎসহস্রমুদ্রা প্রদান কবিলেও ও বিষয হইতে কখনই আমি নিবস্ত হইব না! বিশেষতঃ আপনাব অবর্ত্তমানে আপনাব কন্যাই ত একমাত্র উত্তবাধিকাবিণী, তাহাব সহিত পবিণযসূত্রে সংবদ্ধ হইলে ভবিষ্যতে সমস্ত বিষয বিভবই ত আমাব হস্তগত হইতে পাবিবে, সুতবাং ও প্রস্তাব আমাব একেবাবেই অগ্রাহ্য।"

"তবে তুমি কিছুতেই সম্মত নহ? এ প্রস্তাব তবে তোমাব—"

"না, কিছুতেই না! একেবাবেই অগ্রাহ্য! এক্ষণে বিবাহেব দিন এবং যৌতুক প্রদানেব নিযমাদি ব্যাখ্যা কবিযা বলুন, আমি সানন্দমনে অদ্য বজনীব অবশিষ্ট অংশ সেই বিষযেব আন্দোলনে বিভোব হইযা থাকি!"

পাথোজী ক্ষণকালেব নিমিত্ত নীবব, ক্ষণকালেব নিমিত্ত পুনবায তিনি গভীব চিন্তায নিমগ্ন হইলেন। তাঁহাব বদনমণ্ডল পুনবায পূর্ব্বেব ন্যায় প্রগাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ভাব ধাবণ কবিল। বহুকষ্টে হৃদযবেগ সংযমনপূর্ব্বক ভগ্নস্ববে বলিতে লাগিলেন, "যদি তোমাব এইরূপই মনেব ভাব, বহুমুদ্রা প্রাপ্ত হইলেও যখন তুমি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা হইতে বিবত হইবে না, তখন অগ-ত্যাই আমাকে সে বিষযেব যাহা হয একটা স্থিব সিদ্ধান্ত কবিযা লইতে হইবে। তুমি একমাস পবে আমাব নিকট আগমন কবিও,—মতামতেব বিষয সেই সমযেই অবগত—"

"মতামত আবার কি ?" তীব্রদৃষ্টিসহযোগে বাধা দানে ইংরাজ তস্কর কহিল, "মতামত আবার কি ? সে বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, কিছুতেই আমার মতের পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না। যদি বাঁচিবার আশা ভরসা করেন, উত্তমর্ণের অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত যদি আপনার অভিলাষ আকিঞ্চন থাকে,—তাহা হইলে আপন কন্যা দানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যাপার সংগোপনে রক্ষা করিতে সর্ব্বাংশেই যত্নবান হউন! নতুবা কিছুতেই আর রক্ষা থাকিবে না, নিঃসন্দেহই মারা যাইবেন।"

নীরস হাস্যসহকারে পাথোজী মহাশয় কহিলেন, "ভয় প্রদর্শনের আবশ্যক কি ? যে ব্যক্তি সহজেই স্বীকৃত, তাহার প্রতি আবার ভয় প্রদর্শন কেন ?"

"যদি তাহাই হয়, এ বিবাহে যদি আপনার ঐকান্তিক অভিমতই থাকে, তবে আবার সময় প্রার্থনা কেন ? যদি এ কার্য্যে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তবে আবার গয়ংগচ্ছ করিয়া সময় অতিবাহিত করিবার প্রয়োজন কি ?"

"তাহার একটী কারণ আছে!" বিক্রতভাবে পাথোজী মহাশয় কহিলেন, "কি নিমিত্ত আমার এরূপ ইতস্ততঃ তাহার একটী বিশিষ্ট কারণ আছে! এ কার্য্যে আমাকে নিতান্তই যদি অনুমোদন করিতে হয়,—বিধর্ম্মীর হস্তে আমার একমাত্র দুহিতাকে সমর্পণ করিতে অগত্যাই যদি আমি বাধ্য হইয়া পড়ি, তাহা হইলে একমাসকাল ন্যূনে কখনই সে কার্য্য সমাহিত হইতে পারে না! ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করা উচিত। সর্ব্বসাধারণে এই নিগূঢ় ব্যাপার অবগত হইতে পারিলে সমাজচ্যুত হইয়া পড়িব যে ?—বিধর্ম্মীর সহিত পরিণয়কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে জানিতে পারিলে, সকলেই যে আমার গাত্রে নিষ্ঠিবন প্রক্ষেপ করিবে, দশের নিকট তিষ্ঠিতে পারিব কেন ? সেই নিমিত্তই এই সময় প্রার্থনা, যাহাতে সকল দিক বজায় থাকে, তাহারই উপায় উদ্ভাবনের নিমিত্ত আমার এই কাল বিলম্ব! স্বীকার অস্বীকারের নিমিত্ত নহে!"

এই সমস্ত সুপ্রশস্ত হেতুবাদ শ্রবণে বার্নিস্ তস্কর সাহ্লাদে বলিয়া উঠিল, "ভাল ভাল না হইবে কেন ? লোকটা কে ? মহৎব্যক্তি হইলে

তাঁহার বিবেচনাশক্তি এই প্রকার বিশিষ্টরূপেই পরিণত হইয়া থাকে বটে। তবে মহাশয় এই সময় যৌতুকের বিষয়টীও ধার্য্য করিয়া বলুন না কেন? যৌতুকস্বরূপ কতটাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত আছেন, সেইটী—"

"না না এখন না।" উত্তেজিতভাবে পাথোজী মহাশয় কহিলেন, "না না, এখন নয়। কয়মাস পরে। কতটাকা প্রদান করিলে ইন্দু-বালা সুখ ও সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে, এই উপস্থিত অবস্থায় কতটাকা হস্তান্তর করিতে আমি ইচ্ছা বা সহজে সুসমর্থ হইতে পারি, এ সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনাপূর্ব্বক তৎপরে সে বিষয় তোমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিব।—এখন নয়। রাত্রি অধিক হইয়াছে, তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। আমিও আপন শয়নকক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করি।"

কম্পিত কলেবরে, শিহরিত অঙ্গে ইন্দুবালা এই সমস্ত কথোপকথন হতাশমনে শ্রবণ করিতেছিল। এ পর্য্যন্ত একটী কথাও তাহার মুখ হইতে ভ্রান্তিক্রমে বিনিঃসৃত হয় নাই, এক্ষণে নিজ পিতার এইরূপ চূড়ান্ত মীমাংসা শ্রবণে হতভাগিনী আর কোনক্রমেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না। সাহসা আশ্রয় বিচ্যুত লতিকার ন্যায় পাথোজীর চরণতলে নিপতিত হইয়া সরোদনে করুণস্বরে বলিয়া উঠিল, "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, এরূপ দুর্জ্জনের হস্তে আপন কন্যাকে সমর্পণপূর্ব্বক তাহাকে আর শোচনীয়রূপে ক্ষত বিক্ষত করিবেন না। তদপেক্ষা সুতীক্ষ্ণ ছুরীকাঘাতে এখনই আমার প্রাণনাশ করিয়া ফেলুন! আমি—"

বাধাদানে সাধ্বন্যাক্য পাথোজী মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "ইহা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। কোন বিশিষ্ট কারণে নিতান্তই আমি বর্বোটী সাহেবের করায়ত্ত হইয়া পড়িয়াছি,—দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ধন প্রাণ উহারই নিষ্ঠুর করকবলে সন্নিবেশিত, সুতরাং আর অন্য উপায় কোথায়? তবে তোমার মনঃতুষ্টির নিমিত্ত এ স্থলে আমার বিশেষ বক্তব্য এই, সন্তান সন্ততি-গণের ভাবী সুখ সচ্ছন্দতার বিষয়ে সকল বুদ্ধিমান পিতাই বিশেষরূপে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। আমিও সেই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া এই উপস্থিত কার্য্য সাধনে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়াছি। যাহাতে তোমাকে মনঃকষ্ট

উপভোগ করিতে না হয় সুখ ও সচ্ছন্দে, তাতে তুমি কালাতিপাত করিতে পার, তদ্বিষয়ে আমার একমাত্র চির-অভিলাষ! তুমি চিন্তান্বিত হইও না, নেত্রবারি সম্বরণ কর। বিশেষতঃ এ ব্যক্তি জাতিতে ইংরাজ, আজকাল আবার এই ভারতবর্ষমধ্যে সেই ইংরাজদিগের অদ্বিতীয়ই প্রভুত্ব প্রতাপ! সেই দোর্দ্দণ্ড ক্ষমতাপন্ন ইংরাজ মহোদয়ের তুমিই আবার সহধর্ম্মিনী হইতে চলিলে। তবেই বিবেচনা কর, এ ক্ষেত্রে তোমার পক্ষে আর শোক দুঃখের বিষয় কতদূর! কাতর হইও না, প্রবোধিত হও নয়নাশ্রু সম্বরণ কর।”

ইন্দুবালার কর্ণে এ সমস্ত বাক্যাবলী যেন অশনিবৎ নিনাদে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নিরুপায় অবলা বসনপ্রান্তে বদন আচ্ছাদনপূর্ব্বক নীরবে ফুলিয়া ফুলিয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অবসর প্রাপ্তে বার্নিস্ বর্বোটী জয়োল্লাসিতলোচনে ইন্দুবালাকে সম্বোধনপূর্ব্বক সদর্পে বলিতে লাগিল, “সুন্দরী! বিবেচনা করিয়া লও আমি কিরূপ মূল্যবান ধাতুতে বিনির্ম্মিত! আর আমার বিবেচনাশক্তি কতদূর সমুজ্জ্বলরূপে তেজস্বিনী। গুর্জ্জরী ভাষায় কথোপকথন করিবার অভিপ্রায়টী যে কি, তাহা তুমি এক্ষণে বোধ হয় সহজেই অনুধাবন করিয়া লইতে পারিতেছ। আমি যে কিরূপ মানসম্ভ্রমবিশিষ্ট মহৎবংশসম্ভূত মহাত্মা,—হিতাহিত জ্ঞান, এবং ন্যায়পরতাগুণে আমি কতদূর সুন্দররূপে বিভূষিত, সেই বিষয়ের পরিচয় প্রদান করিবার নিমিত্তই আমি এতক্ষণ গুর্জ্জরী ভাষার অবলম্বন করিয়াছিলাম।” এই পর্য্যন্ত বলিয়া পারোজীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপে কিঞ্চিৎ কোমলস্বরে পুনরায় কহিল, “তবে তাহাই স্থির, একমাস পরেই মহাশয়ের সহিত নৈকট্য সম্বন্ধে সংবদ্ধ হওয়া যাইবে, ইহাতে আমার সম্পূর্ণই অভিমত! তবে একটী বিষয় প্রকাশ করিয়া না বলিলে আমার অন্তর কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না! অনুগ্রহ প্রকাশে সে বিষয়টী পরিপূরণ করিয়া দিলে আমি সচ্ছন্দমনে আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থিত হই।”

“আবার কি?—আবার উত্ত্যক্ত করিতেছ কেন? সমস্ত কথাই যখন পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, তখন আবার ওরূপ বাক্য ব্যবহার করিবার প্রয়োজন কি?”

"আজ্ঞা, প্রয়োজন আর কিছুই নহে, কেবল দুই সহস্র মুদ্রার নিতান্তই আবশ্যক।—বিবাহ দিবসে ভদ্রমহিলাগণের পরিধানোপযোগী পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করাইতে হইলে—"

অধৈর্য্যভাবে পাথোজী মহাশয় কহিলেন, "তুই বাতুল হইয়াছিস্ নাকি?—অতি সংগোপনে দূরদেশে যখন বিবাহকার্য্য সমাহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, তখন ওরূপ পরিচ্ছদ আপাততঃ ব্যবহার করিলে চারিদিকে হুলস্থূলকাণ্ড বাধিয়া উঠিবে যে? পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ পরিধান? নারায়ণ!—নারায়ণ!"

"যে আজ্ঞা, তাহাই স্বীকার,—তাহাই করিবেন!—কিন্তু আপাততঃ দুইসহস্রমুদ্রা প্রাপ্ত না হইলে এ দেশে বসবাস করা আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইতেছে!—দাতব্য অথবা ঋণরূপে প্রদান করিতে যদি আপনার মন নিতান্তই সঙ্কুচিত হইতে থাকে, তাহা হইলে অন্ততঃ যৌতুকস্বরূপ প্রদানে আমারে কৃতকৃতার্থ করিতে অনুমতি করুন। কেমন, ইহার উপর আর আপনার আপত্তি আছে?"

"অদ্য নহে,—অদ্য নহে,—আর এক দিবস!—আর এক দিবস!"

"ইহাতে আর আপনার ক্ষতি বৃদ্ধি কি?—সন্দেহই বা কি আছে?—যৌতুক প্রদানের সময় কর্ত্তন করিয়া লইবার ক্ষমতা অম্লানবদনে যখন আমি প্রদান করিতেছি, তখন সে স্থলে টাকা ডুবিবার সম্ভাবনা আর কোথায় পরিবিদ্যমান থাকিতেছে?—কিছুই না!—কিছুই না!"

পাথোজীর বদন পুনরায় গম্ভীরভাব ধারণ করিল। আরক্তিমনয়নে কিয়ৎক্ষণ তিনি ভূমিতলে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে তদুত্তরে এইমাত্র বিজ্ঞাপন করিলেন, "এখন নয়,—এখন নয়,—অন্ততঃ এক সপ্তাহ পরে।"

"কি উৎপাত! বলে এক সপ্তাহ পরে!" বিকৃতস্বরে বার্নিস্ তস্কর বলিয়া উঠিল, "কি গ্রহ! বলে এক সপ্তাহ অতীত হইবার পর!—আরে, মাসান্তে যে কার্য্য সম্পাদন করিতে সহজেই যে ব্যক্তি সমুৎসুক, তাহার পক্ষে দুই এক দিবস অগ্রপশ্চাতে কি এমন আর ক্ষতি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা?

ইতস্ততঃ করেন কেন? মুদ্রা প্রদানে ভাবী চিত্তসন্তোষ এই সময়েই ক্রয় করিয়া লউন না?"

"সে কথা সত্য, তাহাতে আর কণামাত্রও সন্দেহ নাই!—এক মাস মধ্যেই যে কার্য্য সম্পাদন করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, সে কার্য্যে দুই চারি দিবস আর অগ্রপশ্চাৎ কি?—যত শীঘ্র সমাধা হইয়া যায়, ততই উত্তম। অনুসরণ কর।—সৌভাগ্যক্রমে পরিচারিকা বা পাচিকা এ বাটীমধ্যে অদ্য রাত্রে সমুপস্থিত নাই। সুতরাং তোমার গমনাগমন অপর কাহারই আর দৃষ্টিগোচর হইবে না!—অনুসরণ কর।" উচ্চস্বরে এই কএকটী কথা উচ্চারণ-পূর্ব্বক পাথোজী মহাশয় অতি মৃদুকণ্ঠে তৎপরে কন্যার প্রতি স্নেহপূর্ণস্বরে কহিলেন, "মা! চিন্তা করিও না, গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া অকাতরেই নিদ্রাসুখ অনুভব কর!—প্রাতঃকালে সমস্ত বিষয়ের কথা সম্পূর্ণরূপেই পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে।"

পাথোজী মহাশয় অগ্রগামী।—নিরীক্ষণ করিতে করিতে বিকট ভঙ্গীতে বার্‌নিস্ বর্‌বোটী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিতে লাগিল। পূর্ব্ব কথিত কাষ্ঠময় দ্বিতলস্থ গৃহে সমুপস্থিত হইলে সাগ্রহে পূর্ণানন্দে ইংরাজ তস্কর কহিল, "এই সময় মহাশয়কে একটী কথা বিজ্ঞাপন করিয়া রাখি! হুণ্ডী ইত্যাদিতে আমার বড়ই বিদ্বেষ। তাহা আপনি কদাচ প্রদান করিবেন না! করিলে, সেগুলি এক প্রকার অপদার্থের তালিকাতেই পড়িয়া যাইবে! আপনি নগদ-মুদ্রাই প্রদান করুন! স্বর্ণমুদ্রা হইলে আরও অধিক কার্য্য-কর হয়।—আমার এই উপস্থিত অবস্থায় স্বর্ণমুদ্রাই অধিক প্রার্থনীয়! বলি, স্বর্ণখণ্ড কি প্রদান করিতে পারিবেন?"

"ধৈর্য্য ধারণ করিতে তুমি কি আদৌ সুশিক্ষিত হও নাই?—অধীর হইতেছ কেন?—যাহা তোমার প্রয়োজন, তাহাই প্রদান করিতেছি,—ঐ আসনে উপবেশন কর।"

বাক্য বিনিঃসৃত হইতে না হইতেই বার্‌নিস্ বর্‌বোটী সহাস্যবদনে আসন পরিগ্রহণ করিল। সওদাগর পাথোজী পার্শ্বস্থিত একটী সুবৃহৎ পেটিকামধ্য হইতে প্রায় এক হস্ত পরিমিত দীর্ঘ, এবং ছয় অঙ্গুলী পরিমিত প্রস্থ, একটী

বসনাবৃত দ্রব্য বহিষ্করণপূর্ব্বক কম্পিতহস্তে তাহার আবরণী উন্মোচন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ইংরাজ তস্কর আশ্চর্য্যভাবে কথঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ-চিত্তে কহিল, "কৈ, ঝণাৎকার শব্দ হইতেছে না কেন?—ও থলিয়ামধ্যে কি পদার্থ সংস্থাপিত?—মুদ্রাদির মধুর নিক্কণ শ্রবণ করিতে পাইতেছি না কেন?"

"ব্যস্ত হইও না, এখনই ইহার মুখ হইতে সুমিষ্ট শব্দ উদ্গীরিত হইয়া তোমার কর্ণ ও জীবাত্মাকে অতি সুন্দররূপেই বিমোহিত করিয়া দিবে! এ সমস্তই স্বর্ণমুদ্রা। তবে বহুদিবস হইতে সুদৃঢ়রূপে সংবদ্ধ থাকাতে স্তরে স্তরে একেবারেই সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে।—সুতরাং সেই নিমিত্তই ইহাদের স্বাভাবিক ঠুন ঠুন শব্দ বিনিসৃত হইতেছে না,

"তবে শীঘ্রই সমর্পণ করুন, শীঘ্র শীঘ্রই কর্ম্মসমাধা হইয়া যাউক!—ঢালিয়া ফেলুন না ওরূপ সম্বর্পণে বিনির্গত—

বিনির্গত নহে, কিন্তু উদ্গীরিত বটে।" বিকৃতকণ্ঠে এই কএকটী কথা উচ্চারণপূর্ব্বক পাথোজী মহাশয় একটী সুবৃহৎ পিস্তল বব্গোটীর মস্তকের দিকে লক্ষ্য করিয়া তাহার কলভাগ ক্ষিপ্রহস্তে সমাকর্ষণ করিলেন। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্রই কার্য্যকর হইল না। লৌহ-বন্দুক স্বকার্য্যসাধনে বিরত হইল। বন্ধ্রদেশ হইতে একটী ক্ষীণশব্দ ও তৎসঙ্গে একটী ক্ষীণ অগ্নি-শিখা বিনির্গত হইয়া পাথোজীর অন্তরাত্মাকে শিহরিত করিয়া দিল। তিনি হতবুদ্ধি হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ প্রদানে বাব্নিস্ বব্গোটী পাথোজী মহাশয়কে ভূমি-তলে বিনিক্ষেপে তাঁহার কক্ষদেশে জানুপাতিত করিয়া আপন বক্ষমধ্য হইতে একখানি ছুরীকা বহিষ্করণপূর্ব্বক গভীর অথচ মৃদুমন্দ নিনাদে বলিতে লাগিল, "অঙ্গক্ষেপ করিবি ত এখনই তোরে যমপুরী দর্শন করাইয়া দিব। পিস্তল পরিত্যাগ কর,—আবার বিলম্ব?—এখনই পরিত্যাগ কর্।—উত্তম!—ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান কর্, এইখানেই স্থিরভাবে অপেক্ষা করিয়া থাক্।—পদমাত্র অগ্রসর হইলে এই সুশাণিত ছুরীকাপ্রহারে তোর হৃদয় ভয়ানকরূপে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিব!—স্থির হইয়া থাক।"

ঘন ঘন রুদ্ধ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সওদাগর মহাশয় কহিলেন, "কেন,—কেন,—কি করিবে?—কি চাও?—তোমার ইচ্ছা কি?—কতটাকা?—কতটাকা?"

কঠিন দৃষ্টি বিনিক্ষেপে বাবৃনিস্ ববৃবোটী তীব্রস্বরে কহিল, "তোর গৃহে বন্ধনরজ্জু কোথায়?—ভো নারকীদের। এই যে, এইখানেই রহিয়াছে!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া গৃহমধ্য হইতে ত্বরিতগতিতে একগাছী স্থূল কর্ম্মোপযোগী রজ্জু সমানয়নে তদ্দ্বারা পাথোজীকে সুদৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া ফেলিল।

শূন্যদৃষ্টিতে হতাশস্বরে পাথোজী মহাশয় ছাড়া ছাড়া কথায় বলিতে লাগিলেন, "তোমার ইচ্ছা কি? বন্ধন করিলে কেন? অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে বুঝি?—মনোরথ সুসিদ্ধ হইবে না, মুদ্রাদি এ বাটীতে সংরক্ষিত নহে, বিনা স্বাক্ষরিত হুণ্ডী এবং বিষয়াদির কএকখানি দলীল এখানে সংগৃহীত হইয়া থাকে মাত্র। সে সমস্ত নষ্ট করিলে তাহাতে তুমি কি এমন প্রতিপত্তি লাভ করিবে? মধ্য হইতে আমারই সর্ব্বনাশ। এই বৃদ্ধ বয়সে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে আমাকে যেন আর দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিতে না হয়।"

"না না, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে তোরে আর সবিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না! আমি এতাদৃশ নিষ্ঠুর নহি! আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার সম চরিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলি, তাহার প্রতিশোধের নিমিত্ত এখনই তোরে—এই মুহূর্ত্তই তোরে—এই রক্তমাংস শরীরেই জীবন্ত নরকযন্ত্রণা উপভোগ করাইব! ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয়ে দ্বারে দ্বারে তোরে আর ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে হইবে কেন?—চল্, শয়নকক্ষে চল্!" এই সমস্ত ভীতিপ্রদ বাক্য সমুচ্চারণপূর্ব্বক পাথোজীকে অগ্রসর হইবার অবসর প্রদান না করিয়াই বাবৃনিস্ ববৃবোটী সজোরে ধাক্কা মারিতে মারিতে শয়নকক্ষে লইয়া গেল।

ভয়বিহ্বলকণ্ঠে পাথোজী মহাশয় কহিলেন, "কি হইলে সন্তুষ্ট হও?—দুইসহস্রমুদ্রা?—এখনই তাহা প্রদান করিতে স্বীকার!—সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, কল্যই—কল্যই তাহা প্রদান করিব।"

ববৃবোটীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, খট্টাঙ্গের সহিত পাথোজীকে দৃঢ়রূপে

দন্ধন করিয়া ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে সদর্পে বলিতে লাগিল ' তোর কথায় বিশ্বাস কি ? বিশ্বাসঘাতক নরাধম নরপিশাচ ।—তোর নিমিত্ত আমি কি ভয়ানক কার্য্যই না হস্তসম্পন্ন করিয়াছিলাম ?—রাত্রিকালে গৃহদ্বার ভগ্ন করিয়া বাটীমধ্যে প্রবেশ অগ্নিদানে ও অন্যান্য উপায়ে হিসাবাদির কাগজপত্র বিনষ্ট করিয়া ফেলা,—লৌহসিন্দুক সবলে উদ্ঘাটনপূর্ব্বক আবশ্যকীয় দলীলাদি সংগ্রহ, এ সমস্ত কার্য্য কাহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল ? একমাত্র এই দুর্দ্ধর্ষসাহসী পরোপকারী বার্নিস্ ববরোটীর দ্বারা ' তাহার কি পারিতোষিক এই ?—যাহাতে উত্তমর্ণেরা তাহাদিগের প্রাপ্যধন হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে, যাহাতে তুই অনায়াসে ঋণ হইতে সহজে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিস,—সে বিষয়ের নিমিত্ত কোন মহাত্মা সে সময় অগ্রসর হইয়াছিল ? একমাত্র এই ইংরাজ বাহাদুর বার্নিস্ ববরোটী সাহেব ' তাহার কি পুরস্কার এই ?—অবশেষে প্রাণনাশ করিবার চেষ্টা ? দেখ্ তোর কি দশা করি ' এই গৃহই তোর পক্ষে যমপুরীর ন্যায় অনুমান হয় কি না—'

'কেন কেন কি করিবে ?' সশঙ্কিতচিত্তে পাথোজী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, 'কেন কেন কি করিবে ? তোমার অভিপ্রায় কি ? স্বীকার করি, সে সমস্ত কার্য্য তোমারই দ্বারা সম্পাদিত,—আমারই অনুজ্ঞাতে সে সমস্ত কার্য্য তুমিই সম্পাদন করিয়াছিলে ইহা আমি মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করি। কিন্তু তাহার পারিতোষিকও ত প্রদান করিয়াছিলাম ?—স্থিরীকৃত দুইসহস্র রৌপ্যমুদ্রা তৎক্ষণাৎই ত তোমাকে—

'আঃ ! [illegible] ক্রোধপরবশ বার্নিস্ [illegible] জাইসে যায় কি ? [illegible] সেকথা ত প্রদান করিয়াছিলি বটে সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্রই মনঃক্ষোভ নাই। কিন্তু অন্যাকার স্বীকার অঙ্গীকারের প্রত্যুত্তর কি ? কন্যার সহিত বিবাহ দিতে সম্মত হওয়া, যৌতুকাদি প্রদানে স্থির প্রতিজ্ঞা, এ সমস্ত বিষয় কি পালন করিতে মনস্থ করিয়াছিলি ? সকল বিষয়েই ছলনা ?—সকল দিকেই ছলচাতুরী ? এক মাসের সময় গ্রহণ তবে কেবল ভাণ মাত্র ?—সত্ত্বং পরত যে রূপেই

হউক, আমার প্রাণনাশ করিবার সুযোগ অন্বেষণ! সমস্তই আমি এক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়াছি! মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় সমস্তই এক্ষণে আমার অন্তরমধ্যে সমুজ্জ্বলরূপেই দেদীপ্যমান!—দেখ তোর কিরূপ দশা হয়!"

ন্যায্যই হউক, আর অন্যায্যই হউক, এই সমস্ত তিরস্কারবাক্য শ্রবণে পাথোজী মহাশয় কএক মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিঞ্চিৎপরে পাগলের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া অসংলগ্নবাক্যে বলিতে লাগিলেন, "বিধর্ম্মী করিবার চেষ্টা,—কন্যাকে ভয়ানকরূপে উৎপীড়ন,—পিতার সমক্ষে কটুকাটব্য—প্রতিবন্ধনাদি বলপূর্ব্বক প্রয়োগ—অত্যাচার—অসহ্য হওয়াতে, নৈরাশ্য সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়াতে, হনন করিতে অভিলাষী। ক্ষমা প্রার্থনা, বন্ধন খুলিয়া দাও [illegible] আসিও, ঈশ্বরের শপথ দুইসহস্রের স্থানে চারিসহস্র—

"রেখে দে তোর চারিসহস্র!" বিকট মুখ ভঙ্গী প্রদর্শনে দুর্বৃত্ত বর্ব্বরোটী তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "রেখে দে তোর চারিসহস্র! ও! কন্যার আবার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। কন্যা ত নয় যেন সাক্ষাৎ মেসেলিনা রাণী! দূর হউক, আর বাকবিতণ্ডার প্রয়োজন কি? স্বকার্য্যসাধনে তৎপর হওয়া যাউক।—আমার জিঘাংসাবৃত্তি সম্যক্‌রূপে চরিতার্থতা লাভ করুক।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া দীপহস্ত হইতে জ্বলন্তবর্ত্তিকা সমানয়নপূর্ব্বক দ্রুতদাহ্য দ্রব্যাদিতে একেএকে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিল।

হতভাগ্য পাথোজী ইংরাজী তস্করের এইরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য সন্দর্শনে তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কখন সকাতর কখন লাঞ্ছনা, কখন মিনতিবাক্যে চীৎকাররবে বলিতে লাগিলেন, "এরূপে আমার প্রাণনাশ করিও না!—বন্ধন খুলিয়া দাও, বিংশতিসহস্র রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিতে সম্মত আছি। কন্যার সহিত বিবাহে স্বীকার!—হায়!—কি উত্তাপ! কি ভয়ানক দাহিকা-শক্তি!—একেবারেই দগ্ধীভূত!—সহ্য হয় না!—সুশাণিত ছুরীকা আমূল পর্য্যন্ত বসাইয়া দাও!—জীবন্তে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিও না! দুর্বৃত্ত—দুর্জ্জন!—তোর হৃদয় কি পাষাণ দ্বারা বিনির্ম্মিত?—চলিয়া যাইও না, প্রত্যাবৃত্ত হও, মিনতি করি প্রত্যাবৃত্ত হও!—পঞ্চাশৎসহস্রমুদ্রা প্রদান

করিতে স্বীকার!—এখনও সময় আছে, এখনও চতুর্দ্দিকে নিদারুণ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে নাই,—হায়!—পাপাত্মা ভ্রূক্ষেপও করিল না!—আমাকে এইরূপ অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া হাস্য করিতে করিতে চলিয়া গেল! হা অদৃষ্ট!—কি হইল,—কি হইবে?—ইন্দুবালা!—চাঁদবিবি!—রক্ষা কর, রক্ষা কর!—পিতা জীবন্তেই নরকযন্ত্রণা উপভোগ করে!—উঃ!—কি উত্তাপ—কি যন্ত্রণা!—ইহাই সাক্ষাৎ করালকৃতান্তের বিসদৃশ আবাসভবন!" এইরূপ হতাশবাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে তিনি সজোরে বাহু ও পদদ্বয় আস্ফালন এবং বন্ধন-রজ্জু ছিন্ন বিছিন্ন করিবার নিমিত্ত বিধিমতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ভয়ানক অঙ্গোৎক্ষেপণে কাষ্ঠময় পর্য্যঙ্ক মুহুর্মুহু টলটলায়মান! অগ্নিদেবের দাহাশক্তিতে উন্মত্ত প্রায় পাথোজী অবশেষে নিজ অস্তিমবলে শয্যাখানি ভয়ানকরূপে সমাকর্ষণ করিলেন। সে ভীষণবেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া খট্টাঙ্গখানি আর পূর্ব্বভাবে থাকিতে পারিল না, পাথোজীসহ গৃহভূমে তৎক্ষণাৎই নিপতিত হইল। উপরে খট্টাঙ্গ নিম্নে পাথোজী!

* * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * *

তিন দিবস তিন রাত্রি পর্য্যায়ক্রমে অতিবাহিত। ডাক্তার লেরি আপন কক্ষমধ্যে সমুপবিষ্ট। একাকী নহেন, পরমলক্ষ্মী মহাশয়ও সেই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সহিত ডাক্তার সাহেবের নানা বিষয়িণী কথাবার্ত্তা চলিতেছে। বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত। এমন সময় বটুলাল আসিয়া সসম্ভ্রমে নিবেদন করিল, "ধর্ম্মাবতার! একটী স্ত্রীলোক দ্বারদেশে অপেক্ষা করিয়া আছে,—সাক্ষাৎ অভিলাষিনী,—যেরূপ অনুমতি করেন!"

"স্ত্রীলোক?" আশ্চর্য্যভাব প্রকাশে লেরি মহোদয় কহিলেন, "স্ত্রীলোক?—কি কারণে আগমন?—নাম কি?

"আজ্ঞা, নাম ইন্দুবালা!—পিতার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা,—প্রাণ সংশয়! বলে, তিলমাত্র বিলম্ব হইলে আর রক্ষা পাইবে না,—মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিতান্তই আগ্রহান্বিতা।"

ডাক্তার সাহেব পরমলজীর প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। ভৃত্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, "লইয়া আইস। আর আমার শকট এখনই প্রস্তুত করিতে বল।"

ভৃত্য বিদায় গ্রহণ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মলিন বসনা, মলিন বদনা ইন্দুবালা অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া গৃহমধ্যে সমুপস্থিত। আসন পরিগ্রহণ করিবার নিমিত্ত ডাক্তার সাহেব তৎপ্রতি ঔদাস্যভাবে আকার ইঙ্গিত করিলেন। ইন্দুবালা আসন পরিগ্রহ করিল না, পরমলজীকে সম্বোধনপূর্ব্বক সকাতরে কহিল, "মহাশয়! আমি বড়ই বিপদগ্রস্ত! পিতার প্রাণ লইয়া টানাটানি!—আপনি সেই কথা ডাক্তার সাহেবকে ইংরাজী অথবা ফরাসী ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বলুন!—হায়!—বিনা চিকিৎসায়, বিনা সাহায্যে পিতাঠাকুর বুঝি অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন!"

"ভিন্ন ভাষার আশ্রয় গ্রহণের আর আবশ্যক করে না,—গুর্জ্জরী ভাষায় আমার এক্ষণে বিলক্ষণই ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে। তোমার পিতা কি রোগে সমাক্রান্ত?"

লেবি মহোদয়ের কোমলভাব দর্শনে ইন্দুবালা আশ্বস্তচিত্তে প্রত্যুত্তর করিল, "আজ্ঞা রোগ নয়, ভয়ানক উৎপীড়ন!—একজন দুর্বৃত্ত ইংরাজ দ্বারা নিদারুণরূপে উৎপীড়িত হওয়াতেই এক্ষণে তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া আছেন।"

"উৎপীড়িত?—অস্ত্রাঘাতে সর্ব্বশরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে বুঝি?"

"আজ্ঞা না, তাহা নহে, দৃঢ়রূপে বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহারে নৃশংসরূপে দগ্ধীভূত করিয়া দিয়াছে।"

"বটে?—এরূপ?—এ অত্যাচার কোন দিবস সমাচরিত হইয়াছিল?—কবে?"

"আজ্ঞা, তিন দিবস গত, অদ্য চতুর্থ দিবস।"

"চতুর্থ দিবস? এইকালপর্য্যন্ত চিকিৎসাপত্র হয় নাই? এরূপ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বা অবহেলা করা বড়ই অন্যায় হইয়াছে।"

"আজ্ঞা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্যও নহে, আর অবহেলাও নহে. নিরুপায় হইয়াই চিকিৎসা করিতে অসমর্থ হইয়াছি ! "

সবিস্ময়ে ডাক্তার লেরি জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিরুপায় ? সে আবার কিরূপ ? হকিম বা বৈদ্যেরা কি এরূপ রোগীর চিকিৎসা করিতে সাহস প্রাপ্ত হয় নাই ?—তোমার পিতা কি তাহাদের চিকিৎসার অধীনে থাকিতে সম্মত নহেন ? "

"আজ্ঞা না, তাহা নহে। আমাদের অবস্থা নাকি এক্ষণে অতিশয় শোচনীয়,—নিঃস্ব বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না,—সেই নিমিত্ত সকলেরই এক প্রকার উদাস্যভাব,—অগ্রীম দর্শনী প্রাপ্ত না হইলে চিকিৎসাদি করিতে কেহই আর স্বীকার পান না। সুতরাং পিতাঠাকুর অসহায় হইয়া অনাথের ন্যায় ভয়ানক যন্ত্রণা উপভোগ করিতেছেন। মহাশয় অনাথের নাথ, দয়ার সাগর, আপনি অনুগ্রহ না করিলে আমাদের আর উপায়ান্তর নাই।"

প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ডাক্তার লেরি কোমলস্বরে কহিলেন, ' রোদন করিও না. অশ্রুধারা সম্বরণ কর। চল, এখনই তোমার পিতাকে দর্শন করিতে যাই। পরমল্ তুমিও চল। "

শকট সহযোগে সকলই "মাহিমোরাতি বাগে" সমুপস্থিত। ইষ্টক নির্ম্মিত কএকটী কক্ষ ভিন্ন পাথোজীর আবাসভবন একেবারেই ভস্মীভূত। কক্ষগুলিরও আবার পূর্ব্ব অবস্থা নাই, অগ্নিদেবের নিদারুণ প্রভাবে সে সমস্ত অতি ভয়ানকরূপে জর্জ্জরীভূত। সেই কক্ষের ভূমিতলে একটী মলিন শয্যার উপর হতভাগ্য সওদাগর শায়িত হইয়া আছেন। পার্শ্বদেশে একজন পরিচারিকা তালবৃন্তের সাহায্যে মক্ষিকাদি বিদূরিত করিয়াদিতেছে। অতি শোচনীয় অবস্থা,—পাথোজী মহাশয়ের অতি শোচনীয় অবস্থা ! চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, সমস্তই দগ্ধীভূত,—গাত্রের ত্বক মধ্যে মধ্যে অতি ভয়ানকরূপে বিস্ফারিত। এমন কি, স্থানে স্থানে প্রায় অস্থি পর্য্যন্তও পরিলক্ষিত হইতেছে। তাঁহার আকার দর্শনে তাঁহাকে আর মনুষ্য বলিয়া চিনিতে পারা যায় না, যেন অগ্নিদগ্ধ একটা কিম্ভূতকিমাকার জন্তু বিশেষ ! অবস্থা দর্শনে ডাক্তার

লেবি গম্ভীরবদনে মৃদুমন্দস্বরে ইন্দুবালাকে কহিলেন, "মুমুর্ষু অবস্থা! বাঁচিবার আর আশা ভরসা নাই। দুই তিন দণ্ডমধ্যেই ইহার প্রাণত্যাগ হইবে! তথাপি চেষ্টা করিয়া দেখি!—তুমি আমার শকট হইতে ঔষধির পেটিকাটী আনয়ন কর।"

আজ্ঞা মাত্র পেটিকা সমানীত হইল। ডাক্তার সাহেব তন্মধ্য হইতে কএকটী ঔষধ গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দুবালার হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, "এই কএকটী ঔষধ একত্রে, সুপরিষ্কার জলে বিমিশ্রিত করিয়া ইহার সর্ব্বাঙ্গে পরিসিঞ্চন করিতে থাক। আর এই চূর্ণের এক ধান পরিমাণ প্রতি দণ্ডে দণ্ডে সেবন করাইও। জীবন রক্ষা হইবার সম্ভাবনা নাই, তবে ইহা সেবন করাইলে মৃত্যু-যন্ত্রণা অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়া যাইবে মাত্র।"

নয়নাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে অতি কাতরস্বরে কাতর অথচ মৃদুকণ্ঠে ইন্দুবালা ডাক্তার সাহেবকে কহিল, "মহাশয় কি হইবে? গৃহমধ্যে সুপরিষ্কার জল সংগৃহীত নাই, উত্তম বারি প্রাপ্ত হওয়াও এ পল্লীতে অতীব দুর্ঘট।—ইহার উপায় কি মহাশয়?"

"চিন্তা কি? পরিচারিকাকেই প্রেরণ কর। যে পর্য্যন্ত না প্রত্যাগত হয়, পরমলই ততক্ষণ বীজন করিতে থাকিবে। ইত্যবসরে ঐ সমস্ত ঔষধগুলি যাহাতে উত্তমরূপে সম্পেষিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ের উপায় উদ্ভাবন করিতে তুমি স্বয়ংই সবিশেষ সচেষ্টিত হও। ত্বরা—ত্বরা—শীঘ্র শীঘ্র উদ্যোগ করিতে কালবিলম্ব করিও না।"

পরিচারিকার সহিত ইন্দুবালা সে গৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। প্রভুর ইঙ্গিতে সুধীর পরমলজী রোগীর কর্ণের নিকট মুখ লইয়া কথঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "ডাক্তার লেবি মহোদয় আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।"

অতি ক্ষীণস্বরে পাথোজী মহাশয় কহিলেন, "চিকিৎসা—চিকিৎসা—বড়ই যাতনা—প্রতিকার—প্রতিকার।"

সুগভীরস্বরে ইভান লেবি কহিলেন, "প্রতিকারের আশায় উপযুক্ত ঔষধিই প্রদান করা হইয়াছে! কিন্তু বাঁচিবার আর অণুমাত্রেও আশা ভরসা

নাই। তোমার এই শোচনীয় অবস্থান্তর দর্শনে আমার হৃদয় একেবারেই দ্রবীভূত।—এ সময় রাগ দ্বেষ পরিত্যাগে তোমার সমস্ত অপরাধ অন্তরের সহিতই মার্জ্জনা করিলাম।"

"দোষ—মার্জ্জনা?—কেন?—কি—নিমিত্ত?"

"যে সমস্ত নিদারুণ যন্ত্রণা প্রদানের হেতুভূত হইয়াছিলে, তাহারই নিমিত্ত।"

"ঐ স্বর—ঐ স্বর—হা! ভয়ানক যাতনা—জীবাত্মা—জীবাত্মা—ব্রহ্মতালু দগ্ধীভূত।"

কথঞ্চিৎ উত্তেজিতস্বরে ডাক্তার সাহেব কহিলেন, "ইহার অপেক্ষাও অধিক যন্ত্রণা অন্ততঃ এক ব্যক্তিও উপভোগ করিয়াছে।"

"কেহই—নহে,—কেহই—নহে—বড়ই যন্ত্রণা—বিজাতীয় কষ্ট!"

ঈষৎ রুক্ষস্বরে ডাক্তার সাহেব সেইভাবেই পুনরায় কহিলেন, "কুচক্রী লোকের কূট কুচক্রতায় যে সকল সরল প্রকৃতির লোক বিনাদোষে মহাকষ্ট সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের সেই সমস্ত যম-যন্ত্রণা ইহা অপেক্ষা শতগুণ পরিমাণেও অধিক।"

কথা পরিসমাপ্তি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই খাজোজী মহাশয় আরও অধিকতর ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "ঐ স্বর—ঐ স্বর—আপনি—কে?—ওসমান আলি?"

"আমি ওসমান আলি নহি!—তুমি কি আমারে দেখিতে পাইতেছ না?"

"না,—জলন্ত—অনলে—আমার উভয়—চক্ষু—অন্ধ—হইয়া গিয়াছে,—দেখিতে—পাইতেছি—না!—কে—আপনি?"

"স্বরেও চিনিতে পারিতেছ না?"

"হাঁ হাঁ, এইবার জানিতে—পারিয়াছি!—বন্ধু—ধনজীভাইয়ের—কণ্ঠস্বর! প্রিয় বন্ধু! আমারে রক্ষা কর,—চিকিৎসা,—চিকিৎসা!"

গম্ভীরভাবে ডাক্তার সাহেব কহিলেন, "আমি ওসমান আলিও নহি, আর ধনজীভাইও আমার নাম নহে।—সমস্তই প্রলাপ!—এবং চিকিৎসাপত্রের নিমিত্তও আমার এখানে আগমন হয় নাই! তোমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবার নিমিত্তই আমার এখানে এইক্ষণে আবির্ভাব!"

"মার্জ্জনা ?—কি—নিমিত্ত ?—কি—পাপের—ক্ষমা ?"

"স্বকৃত পাপের !—কেবল আমিই সে মার্জ্জনা করিলাম, [illegible] নাক, তোমার কার্য্যে আমার পিতাঠাকুর যে সমস্ত নির্য্যাতন যন্ত্রণা,— [illegible] মনঃকষ্ট উপভোগ করিয়াছিলেন সে পাপেরও [illegible] তাঁহারই নাম গ্রহণে তোমার এই আসন্নকালে যে সমস্ত

"আপনার—পিতা ?—[illegible]"

উভয়জানু পাতিত করিয়া ইভান দেবি পাপেজীর বদনের নিকট মুখ লইয়া মৃদুস্বরে একটী নাম উচ্চারণ করিলেন। অতিদক্ষ রোগীর সর্ব্বাঙ্গ এক ভীষণ বলে শিহরিত হইয়া উঠিল—তাহার সঙ্কোচিত বিকৃত শরীর সহসা এক ভীমবেগে প্রকম্পিত! বহুকষ্টে হতভাগ্য পাপেজী করযোড়ে হতাশস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ক্ষমা—ক্ষমা—ক্ষমা !—জগদীশ্বর—তুমিই—সত্য !—অনাহারে—[illegible]—এ পাপের—প্রায়শ্চিত্ত—নাই !—হায়!—নরকেও—আমার স্থান হইবে—না !"

"আন্তরিক অনুতাপ [illegible] পাপেরও সর্ব্বাধিক প্রায়শ্চিত্ত !—যথা অনুতাপীকে জগদীশ্বর [illegible] ক্ষমা করিয়া থাকেন। তুমি এই আসন্নকালে তাঁহারই নাম স্মরণ কর, আমার প্রতি এবং আমার পিতার প্রতি যে সমস্ত গর্হিত অত্যাচার সমাচরিত করিয়াছিলে, তাহা আমি—তাঁহারই নাম গ্রহণে অন্তরের সহিতই ক্ষমা দান করিলাম !" এই কএকটী কথা স্থির গম্ভীরভাবে সমুচ্চারণপূর্ব্বক পরমলক্ষ্মীকে অবস্থান করিবার নিমিত্ত কাতরভাবে ইঙ্গিত করিয়া ছল ছল চক্ষে ইভান দেবি তথা হইতে বহির্গত হইয়া আসিলেন।

ষটপঞ্চাশত্তম কাণ্ড।

নিগূঢ় রহস্য সম্ভেদ।

শ্রীমান সুন্দরজীর নিকট সুশিক্ষিত চিকিৎসক ইভান লেবি মহোদয় এক পক্ষ পূর্ব্বে যে দুইটী বিষয়ে বিশেষরূপে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, অদ্য সেই প্রতিশ্রুত পক্ষের পরিশিষ্ট দিবস। ডাক্তার সাহেব কি কারণে আপন প্রতিজ্ঞা পরিপূরণ করিতে পারেন নাই, স্বইচ্ছায় অথবা কার্য্যগতিকে সেই দুইটী বিষয় সমাধা করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, অদ্যই বা তাহা পরিসমাপ্ত করিয়া ফেলিতে অগ্রসর হইবেন কি না, পাঠক মহাশয় আসুন, আমরা সে সমস্ত ব্যাপার জানিবার নিমিত্ত একবার দাতাজী মহাশয়ের বরদানগরস্থ শাখা-গদীতে সমুপস্থিত হইয়া ঐ ঐ বিষয়ের তদন্ত করিতে অভিনিযুক্ত হই।

দিবা সপ্তম ঘটিকা। উদারচেতা দাতাজী মহাশয় নিজ আবাসভবনের উপবেশনকক্ষে প্রিয় পুত্র শ্রীমান সুন্দরজী এবং তাঁহার বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ইদলজীর সহিত বিশ্রম্ভালাপনে সন্নিবিষ্ট। কথার প্রসঙ্গে দাতাজী মহাশয় শোকবিমিশ্রস্বরে ইদলজীর দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "আহা! পাথোজীর অন্তিম অবস্থাটী কি ভয়ানকরূপেই শোচনীয়!—জীবন্তে দগ্ধীভূত,—যাতনার আর সীমা পরিসীমা নাই। হায়! কাহার অদৃষ্টে জগদীশ্বর যে কিরূপ ধার্য্য করিয়া রাখিয়াছেন, পূর্ব্ব হইতে তাহা স্থির করিয়া বলা, সিদ্ধপুরুষ যোগী চারণদিগের পক্ষেও নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার! পাথোজীর অপঘাত-মৃত্যুটী কি নিতান্ত ভয়াবহ কাণ্ড?"

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তদুত্তরে ইদলজী মহাশয় কহিলেন, "আজ্ঞা, হাঁ, বড়ই ভয়ানক! হৃদয়স্তম্ভন ব্যাপার! পাথোজীর পরিণাম নিতান্তই পরিতাপজনক! মানবগণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্য অনুসারেই

আপনাপন কর্ম্মফল এই পৃথিবীতে উপভোগ করিয়া থাকে, আর্য্য শাস্ত্রে এ বিষয়টী অতি পরিপাটীরূপেই বিবর্ণিত হইয়া আছে। পাথোজী মহাশয়ের কার্য্যে হয় ত কোন ব্যক্তি নিদারুণ যন্ত্রণা উপভোগ করিয়া থাকিবে, হয় ত কোন ব্যক্তিকে তিনি ইচ্ছা করিয়া নিতান্তই নিপীড়ন করিয়া থাকিবেন, সেই নিমিত্তই হয় ত তাঁহার এইরূপ ভয়ানক পরিণাম সংঘটিত! কিন্তু ডাক্তার লেবি কি উদারস্বভাবের লোক! নিঃস্ব অবস্থা দর্শনে সকল বন্ধু বান্ধবই যখন পাথোজী মহাশয়কে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, অগ্রীম দর্শনী প্রাপ্ত না হইলে কোন চিকিৎসকই যখন তাঁহার চিকিৎসা করিতে অগ্রসর হয় নাই, সংবাদ প্রাপ্তমাত্রেই তৎক্ষণাৎ সেই মহোদয় তাঁহার বাটীতে সমুপস্থিত হইয়া ঔষধাদি প্রদান, এবং মৃত্যুর পর হতভাগার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কলাপাদি রীতিমত সমাধা করিবার ব্যয়ও আপন হইতে প্রদান করিয়াছিলেন। তাই বলিতেছি, এরূপ নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করা কতদূর মহৎচরিত্রের পরিচয়।'

"হাঁ, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।" ধীর গম্ভীরভাবে সুন্দরজী মহাশয় কহিলেন, 'মহৎচরিত্রেরই পরিচয় বটে। ডাক্তার সাহেব যে একজন পরোপকারী মহাত্মাব্যক্তি, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের সেই দুইটী বিষয়ের যোগাড়যন্ত্র করিতে তিনি কতদূর মনোনিবেশ করিতেছেন তাহা ত এ পর্য্যন্ত কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না। তাহার স্বীকৃত এক পক্ষ অদাকার সূর্য্যাস্ত হইলেই—"

বাধা দানে প্রবীন সওদাগর মহাশয় স্নেহপূর্ণস্বরে কহিলেন, "উতলা হইও না। সময়মত সে সংবাদ অবশ্যই প্রাপ্ত হইতে পারিবে।"

"আজ্ঞা সে কথা সত্য। ইতিমধ্যে বহুবারই তাহার নিকট গতিবিধি করিয়াছিলাম। প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই 'ওসমান আলির সময়াভাব, পেস্তনজীর সংবাদ এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে নিতান্তই অক্ষম।' এইরূপ বাক্য প্রয়োগেই এযাবৎকাল আমারে আশ্বাসিত করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কবে যে তিনি আপন প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে অগ্রসর হইবেন, সেই বিষয়টীই হৃদয়মধ্যে অহরহই সমুদিত হইতেছে।'

হাস্য করিতে করিতে দাতাজী মহাশয় পুনর্ব্বার সহাস্যভাবে কহিলেন, "উতলা হইবার আবশ্যক কি? সাক্ষাতে সকলই স্থির হইবে। আপনা উপস্থিত হইবে অবশ্যই তিনি সে সংবাদ তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করিবেন। চিন্তার বিষয় কি আছে?"

সুন্দরজী অপর কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে সমুদ্যত, এমন সময় এক-জন পরিচারক কক্ষমধ্যে সংপ্রবিষ্ট হইয়া নিম্নপ্রকার বিজ্ঞাপন করিল, "ভদ্র পরিচ্ছদধারী একজন মুসলমান নিম্নতলে অপেক্ষা করিতেছেন, সাক্ষাৎ অভিলাষী। পরমনজী এবং আর একটী লোক তাঁহার সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছে।"

পুত্রের প্রতি স্নেহপ্রকাশপূর্ব্বক কোমলভাবে দাতাজী মহাশয় কহিলেন, "সুন্দর! যাও, যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকে এই স্থানে লইয়া আইস।"

আজ্ঞা প্রাপ্তে শ্রীমান সুন্দরজী কএক মুহূর্ত্ত পরে মহানুভব ওসমান আলি, বিনত স্বভাব পরমনজী এবং দাতাজীর চিরানুচর সহচর বটুলালকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষমধ্যে পুনঃ প্রবিষ্ট হইলেন। ওসমান আলির পরিচ্ছদ পূর্ব্বের ন্যায় অবিকলই সেইরূপ, অধিকের মধ্যে কাচ-সংযুক্ত লৌহজালাবৃত কৃত্রিম চক্ষুতে তাঁহার উভয় নয়ন অতি সুন্দর-রূপেই সমাচ্ছাদিত। অধরোষ্ঠ ও নাসাগ্র পর্য্যন্ত সুরভিত রুমালসহযোগে বামহস্তদ্বারা আবৃত করিয়া আছেন। সুগন্ধী দ্রব্যের পরিমল কণামাত্রও পরিত্যাগ করিতে নাই বলিয়াই যেন তিনি বারম্বার তাহার আঘ্রাণ লইতে ক্ষান্ত হইতেছেন না,—সেই নিমিত্তই যেন তিনি রুমালখানি আপন নাসিকারন্ধ্রদ্বয়ে ঐরূপে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন।

পুত্রের নিকট পরিচয় প্রাপ্তে দাতাজী মহাশয় সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক ওসমান আলির যথাবিহিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। উপবেশনের নিমিত্ত অনুরোধ করাতে "আপনি উপবেশন না করিলে আসন পরিগ্রহণ করা আমার পক্ষে কোনক্রমেই উচিত কার্য্য নহে।" ওসমান আলির আকার ইঙ্গিতে এইভাবই তৎক্ষণাৎ পরিব্যক্ত করিল।

দাতাজীর আশ্চর্য্যভাব দর্শনে বিনম্রস্বরে পামেলজী মহাশয় কহিলেন, "আলি সাহেব যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, মৌনাবলম্বনই তাহার একমাত্র অধিবাস। শিবনগরের ভৌতিক ব্যাপার অপনোদন করিবার নিমিত্তই ইহাঁর এক্ষণে এই পন্থা অবলম্বন।"

দাতাজী আসন পরিগ্রহণ করিলে ওসমান আলি আপন পরিচ্ছদ মধ্য হইতে একখানি মধ্যবিধ আয়তনের পত্রিকা বহিষ্করণপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে তাহা দাতাজীর সম্মুখভাগে সংস্থাপন করিলেন। পিতার ইঙ্গিতে শ্রীমান সুন্দরজী সেখানি উন্মোচন করণানন্তর তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুমিষ্টস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্রিকাখানি ইংরাজী ভাষায় বর্ণবদ্ধ, তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপঃ—

"দেওয়ান মহল্লা, বরদা রাজধানী।"

"পরম পূজনীয় অনাথের নাথ, দীনহীন প্রতিপালক অন্নদাতা প্রভু।"

"পত্রবাহক প্রিয় বন্ধু ওসমান আলি নৈসর্গিক ব্যাপার দূরীভূত করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। শিবনগরের উপদ্রুত ভবনে ইহাঁকে প্রেরণ করিলে সকল বিষয়ই সুবিধা হইয়া যাইবে। অসুস্থতা নিবন্ধন স্বয়ং মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসমর্থ হইয়াছি, তজ্জন্য, করযোড়ে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা।"

"পেস্তনজীর সংবাদ এ পর্য্যন্তও অপ্রাপ্ত। আমার প্রেরিত চর কঙ্কণরাজ্য হইতে অদ্যাবধিও প্রত্যাগত হয় নাই। ভরসা করি এক সপ্তাহমধ্যেই সে বিষয়ের যথাযথ সংবাদ মহাশয়ের পাদপদ্মে সুবিদিত করিতে পারিব।"

"শ্রীচরণাশ্রিত ক্রীতদাস"

"ইভান লেলি।"

পত্র পাঠ পরিসমাপ্ত হইবামাত্রই সুধার্ম্মিক দাতাজী গম্ভীরবদনে বলিয়া উঠিলেন, "মহৎলোকের কার্য্যই এই প্রকার। বিশেষরূপ উপকার করিয়াও তাঁহাদের চিত্ত পরিতৃপ্তি লাভ করিতে কোন প্রকারেই সক্ষম হয় না। কি উপায়ে, কি কৌশলে, কিরূপ কার্য্যে সর্ব্বসাধারণকে চির বাধিত করিতে পারিবেন, সেই নিমিত্ত তাঁহারা সদাসর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন। এই

পত্রই তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। আহা! কি কোমলভাবেই ইহা বর্ণ-সংযুক্ত হইয়াছে,—কি সুন্দররূপ বর্ণাবলীই না ইহাতে সন্নিবেশিত,—আহা! কি রমণীয় বচনা মাধুরী! একপ পরোপকারী মহাত্মার করুণাকটাক্ষে নিপতিত হওয়াও বড় সামান্য তপস্যার কার্য্য নহে। সবিশেষই বাধিত হইলাম!” হৃদয়োচ্ছ্বাস এইরূপে বিনির্গত করিয়া পরক্ষণেই সোৎসুকে ওসমান আলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়ের কোন্ সময় সুবিধা হইবে? কোন দিবস আপনার সাবকাশ হইবার সম্ভাবনা?”

সুরভিত রুমালে মুখমণ্ডল পরিমার্জ্জনপূর্ব্বক ওসমান আলি পূর্ব্ব প্রণালী-মতে বিজ্ঞাপন করিলেন, “এখনই প্রস্তুত। মহাশয়ের অনুমতির অপেক্ষা মাত্র।”

বিনতস্বভাব পর্‌মলজী করযোড়ে বিনীতভাবে কহিলেন, “শীঘ্র শীঘ্রই যাহাতে সে সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া যায়, সেই নিমিত্তই ডাক্তার সাহেব আপন শকট এবং তাঁহার এই ভৃত্যটীকে মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।” এই কথা বলিয়া বটুলালের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলেন।

আসন পরিত্যাগে দাতাজী মহাশয় গৃহদ্বার পর্য্যন্ত আগমনপূর্ব্বক সময়োচিত সুগভীরস্বরে কথঞ্চিৎ কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, “তবে আপনারা অভিগমন করুন,—আমি এই স্থানেই অপেক্ষা করিয়া থাকি। ফলাফল শ্রীমান সুন্দরের মুখেই যথাসময়ে অবগত হইতে পারিব।—আপনারা প্রস্থান করুন।” তৎপরে পুত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে পুনরায় কহিলেন, “সুন্দর! সাবধান! বিশেষ সঙ্কটময় স্থল, বিভীষিকাপূর্ণ ভয়াবহ উদ্যান! ইষ্টদেব স্মরণে ইহাঁদের সহিত অভিগমন কর।”

সূত্র প্রাপ্তে মহানুভব ওসমান আলি পর্‌মলজীর প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। প্রভুর ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম করিয়া বদান্যবর দাতাজীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক পর্‌মলজী মহাশয় বিনম্রবচনে বলিতে লাগিলেন, “চিন্তার বিষয় কি আছে? উদ্বেগ অন্তর হইতে একেবারেই দূরীভূত করিয়া দিউন! এ সমস্ত বিষয়ে প্রভু ওসমান আলি যেরূপ অভিবাদ পারদর্শী, তাহাতে বিষ্টা-রিষ্টের আশঙ্কা এ ক্ষেত্রে একেবারেই বিরহিত!”

"না, আশঙ্কা নাই ;—ডাক্তার লেরি ইহাঁর যেরূপ গুণানুকীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে সবিশেষই সাহস প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে। তবে শ্রীমান নিতান্তই নাকি অল্প-বয়স্ক, বালক বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না, সেই নিমিত্তই ও কথার উত্থাপন। পাছে নিদারুণ ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে, ভৌতিক ব্যাপার দর্শনে পাছে প্রাণাধিক একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া যায়, সেই নিমিত্তই আমি উহাকে ঐরূপে সতর্ক করিয়া দিতেছি মাত্র।"

"তবে মহাশয় আপনিও আমাদের সমভিব্যাহারে আগমন করুন না কেন? তাহাতে সকল দিকেই ত সুবিধা হইতে পারিবে? পিতার সহিত একত্রে সমুপস্থিত হইলে উহাঁর চিত্তটী আর অণুমাত্রও উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাই করুন না কেন?"

'না, ততদূর করিবার আবশ্যক হইতেছে না। ঐ উপদেশই উহার পক্ষে যথেষ্ট হইতেও অতিরিক্ত! আপনারা গমন করুন।"

"তথাপি—তথাপি—আপনি আসিলেই ভাল হয়। বিশেষতঃ কিরূপ পন্থা অবলম্বনে, কিরূপ যাগযজ্ঞ সম্পাদনে মহানুভব ওসমান আলি সে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার অপনোদন করিয়া দিবেন, তাহা মহাশয়ের সমক্ষে সমাচরিত করিতে ইনি এক্ষণে নিতান্তই অভিলাষী। সেই নিমিত্তই মহাশয়কে সেখানে লইয়া যাইবার জন্য আমার এরূপ আগ্রহ ও আকিঞ্চন।"

দাতাজীর ইতস্ততঃ ভাব দর্শনে দন্তদ্বারা রুমালখানিকে পূর্ব্বাবস্থায় সংস্থাপনপূর্ব্বক করপুটবিস্তারে ওসমান আলি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। হস্তদ্বয় যেন স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিল, "এ অনুগ্রহ আপনাকে করিতে হইবেই হইবে,—দাসানুদাসের অনুরোধে উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন না।"

শশব্যস্তে অনুরোধকারীর উভয়হস্ত গ্রহণে দাতাজী মহাশয় বিক্রতভাবে কহিলেন, "যে আজ্ঞা, তবে আর কালবিলম্বের আবশ্যক নাই!—ইদল! তুমিও আমাদের অনুসরণ কর।"

"অনুসরণের আর আবশ্যক কি? শকটমধ্যেই স্থান প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। আসুন, সকলেই একত্রে নির্দ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে যাত্রা করা যাউক।"

পরমলজীর বাক্যাবসানে দ্বিতল হইতে সকলেই অবতরণ করিয়া শকটের যথাযথ স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। পরমলজী শকট চালকের বামপার্শ্বে এবং বটুলাল অশ্বপালের দক্ষিণপার্শ্বে উপবেশন ও দণ্ডায়মান হইলে বিদ্রুতগতিতে শকটখানি গন্তব্য স্থানাভিমুখে প্রধাবিত হইল।

যথাসময়ে শিবনগরের উপক্রুত উদ্যানের সিংহদ্বার সম্মুখে উপনীত। শকটের ঘর ঘর্ শব্দ শ্রবণে উদ্যানরক্ষক নিমচাঁদ কারণ জানিবার নিমিত্ত তাঁহাদের সন্নিকট আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

সকলেই শকট হইতে অবতরণ করিলেন। নিমচাঁদের প্রশ্নপূর্ণদৃষ্টিতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া সকলেই উপক্রুত ভবনের প্রবেশ দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে নিমচাঁদ পরমলজীকে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কে? কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? এ বাটীতে রজনী অতিবাহন করিবার অভিপ্রায়ে বুঝি? কিন্তু তাহার উপায় নাই! ভূতপ্রেতের বড়ই উপদ্রব, তিষ্ঠিতে পারিবেন না। আপনারা কে?"

"কেন, সর্ত্তসহযোগে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, সে কথা কি তুমি শ্রবণ কর নাই? ধনগোপাল এ বাটী বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে, সে সংবাদ কি তুমি এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হও নাই?"

"আজ্ঞা, তাহা ত প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রেষ্ঠীতনয় সুন্দরজী মহাশয় এ বাটীর অধিকারীত্ব লাভ করিয়াছেন, এ কথা আমি ইতিপূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমার প্রশ্নের ত উত্তর দান করিলেন না? আপনারা কে, এ কথা ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন না?"

"এই, ইনিই সেই সুন্দরজী!" দাতাজী-পুত্রের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক পরমলজী মহাশয় কহিলেন, "এই, ইনিই সেই সুন্দরজী। ভাগ্যবলে ইনিই এই বাটীর একমাত্র সর্ব্বময় কর্ত্তা! তুমি অগ্রসর হও, গৃহাদি পর্য্যবেক্ষণ করা যাউক।"

সসম্ভ্রমে প্রণিপাতপূর্ব্বক উদ্যানপাল বিনীতভাবে কহিল, "ভাগ্যবলে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র কি? কিন্তু ভোগদখলের উপায় অবলম্বন কোথায়?—ভীষণ নৈসর্গিক ব্যাপারে"

"সে কথা তোমার সহিত নহে!" সহসা বাধা দানে তীব্রস্বরে ওসমান আলি বলিয়া উঠিলেন, "কার্য্যক্ষেত্রে সে সমস্তের বিহিত বিবেচনা? ভূতনাথ বিষণচাঁদ গুর্জ্জর হইতে সম্প্রতি দূরীভূত,—প্রেতপত্নি ইন্দুবালারও এখন আর সেরূপ নাম গৌরব নাই, পূর্ব্ব রূপমাধুরী হইতে কুলকলঙ্কিনী এক্ষণে অতি শোচনীয়রূপেই পরিভ্রষ্টা। সুতরাং ভূতপ্রেতের অহিত অত্যাচার এ বাটীতে আর কিরূপে পরিবিদ্যমান থাকিতে পারে? অগ্রসর হও, কোন চিন্তা করিও না,—বীজমন্ত্র প্রয়োগে সে সমস্ত উপদ্রব এখনই আমি বিদূরিত করিয়া দিতেছি।"

মৌনব্রত অবলম্বী ওসমান আলির বাক্যস্ফূর্ত্তি দর্শনে দাতাজীর বিস্ময়ের আর সীমা পরিসীমা রহিল না। কণ্ঠস্বর শ্রবণে তাঁহার হৃদয় কথঞ্চিৎ পরিমাণে আন্দোলিত। সন্দিগ্ধভাবে ওসমান আলিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কুণ্ঠিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ্ঞা, অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু এই স্বর যেন আমার সবিশেষই সুপরিচিত,—অপর কএকবার শ্রবণ করিয়াছি, আমার মনে ইহা বলিয়াই যেন ধারণা হইতেছে! জিজ্ঞাসা করি, কার্য্য উপলক্ষে কোন দিন কি বরোজনগরে অথবা আমার শাখা গদীতে আপনি আগমন করিয়াছিলেন?"

"আজ্ঞা না, এক দিবসের নিমিত্তও নহে!" কিঞ্চিৎ ক্ষীণস্বরে ওসমান আলি কহিলেন, "আজ্ঞা না, মুহূর্ত্তের নিমিত্তও না। তবে ঘটনাক্রমে অপরাপর স্থানে মহাশয়ের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইয়া থাকিবে, সেই নিমিত্তই এই স্বর সুপরিচিতের ন্যায় অনুভব হইতেছে মাত্র!"

"আজ্ঞা, অভদ্রতা মার্জ্জনা করিবেন; কিন্তু মহাশয়ের অবয়ব আমার নয়নপথে অদ্য এই প্রথমবার প্রীতিপ্রদরূপে বিভাষিত। নাম শ্রবণ করিয়াছিলাম বটে, তদানীন্তন শান্তিরক্ষকের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ যে ওসমান আলি, এ কথা আমার শত সহস্রবার শ্রবণগোচর হইয়াছিল বটে, কিন্তু চাক্ষুস প্রত্যক্ষ দুর্ভাগ্যক্রমে এক দিনের নিমিত্তও ঘটিয়া উঠে নাই। সুতরাং আপনার ঐরূপ ব্যাখ্যা—মার্জ্জনা করিবেন,—ঐরূপ অনুমানসিদ্ধ বাক্য কিরূপে হৃদয়মধ্যে স্থান দান করিতে পারি?"

ওসমান আলি সেইভাবেই বলিতে লাগিলেন, "আজ্ঞা, অনুমানসিদ্ধ নহে, নিশ্চয় কথাই প্রয়োগ করিয়াছি!—এরূপ পরিচ্ছদ এবং এরূপ অবয়ব আপনার নয়ন দর্পণে কোন সময়ে প্রতিবিম্বিত না-ই হউক, কিন্তু ভিন্ন বেশ, এবং ভিন্ন আকৃতিতে বহুবারই মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন ঘটিয়া গিয়াছিল।"

আশ্চর্য্যভাবে শ্রেষ্ঠীপ্রবর দাতাজী মহাশয় কহিলেন, "সে কিরূপ মহাশয়? বেশ পরিবর্ত্তনের আবশ্যক?—কি কারণে ছদ্মবেশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন?"

"আজ্ঞা, এখনই মহাশয়ের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিয়া দিতেছি। বিষণ-চাঁদের অধীনস্থ প্রধান কর্ম্মচারী, গুর্জ্জর পুলিসের সমস্ত গুপ্তকার্য্যই আমার হস্তে সংন্যস্ত! রাজ্যমধ্যে কোথায় কি কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে,—অসন্তুষ্ট আমীর অথবা অপরাপর ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে,—সরকারের বিরুদ্ধে কোনরূপ ষড়যন্ত্র ব্যাপার চলিতেছে কি না, এই সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে আমি ছদ্মবেশের আশ্রয় গ্রহণে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম! বেশ পরিবর্ত্তনের আমার প্রধান উদ্দেশ্যও তাহাই।

এই সমস্ত বিশিষ্ট হেতুবাদ শ্রবণে সন্তোষজ্ঞাপকভাব প্রকাশে দাতাজী মহাশয় আপনা আপনি কহিলেন, "হাঁ, সম্ভবপর বটে।"

সকলেই ধীরে ধীরে অগ্রগামী।—উপক্রান্ত ভবনের বহিঃসোপান সমীপে সমুপস্থিত হইলে, উদ্যানরক্ষক সুন্দরজীকে সম্বোধনপূর্ব্বক আগ্রহ-সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু কি এস্থানে নিশাযাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন?—সকলেরই কি এই স্থানে অদ্য নিশা অতিবাহিত হইবে?—কিরূপ ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতে পাচকদিগকে আদেশ প্রদান করিব?"

সুন্দরজীকে অবসর প্রদান না করিয়া ওসমান আলি সুতীক্ষ্ণস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আহার?—জলস্পর্শ মাত্রও না! চৈতন্যহারিণী দ্রব্যনিচয় ব্যবহারে কোন্ ব্যক্তি মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিতে স্বীকৃত হইবে?"

ভয়াকুলিতলোচনে বিস্ময়ভাব প্রকাশে উদ্যানপাল কিঞ্চিৎমাত্র ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আজ্ঞা, চৈতন্যহারিণী কি?—মাদক দ্রব্য?—বিশিষ্ট হিন্দুতে এরূপ দ্রব্য স্পর্শ করিতে সম্মত হইবেনই বা কেন?—মৃতকল্প? সে আবার কি?—পড়িয়া থাকিতে হইবে, ও কথার অর্থ কি মহাশয়?"

"অর্থ কিছু কঠিন বটে।" ঘৃণাবজ্ঞাকহাস্যসহকারে ওসমান আলি কহিলেন; "বোধগম্য হওয়া তোমার পক্ষে নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার বটে!—তুমি অগ্রসর হও, দ্বার গবাক্ষ সমস্তই উন্মুক্ত করিয়া দাও,—বৃথা বাক্য ব্যয়ে আর তুমি বৃথ বৃথা কালক্ষেপ করিও না।"

"আজ্ঞা, এই যে, এই দিকে! দ্বিতলে আরোহণ করিবার সোপানাবলী এই দিকেই সমবস্থিত।" বিদ্রুতভাবে এই কএকটী কথা সমুচ্চারণে উদ্যান-রক্ষক নিমচাঁদ সোপানগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দিল।

ঔদাস্যভাবে নীরসকণ্ঠে ওসমান আলি কহিলেন, "দ্বিতলে উঠিবার নিমিত্ত আপাততঃ আমারে কএক মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করিতে হইতেছে! সোপানাবলীর নিম্নভাগের গুপ্তদ্বারটী উন্মুক্ত করিয়া দাও দেখি?"

"গুপ্তদ্বার?—আঁ্যা?—আঁ্যা?—আপনি কিরূপ আজ্ঞা করিতেছেন? এই যে, সোপানপংক্তি অতিক্রম করুন না,—উপরে উঠিবার নিমিত্ত ইহাই ত একমাত্র সোপান!"

"এ আবার কি অত্যদ্ভুত ভাব?" ঘৃণামিশ্রিত অবজ্ঞাসূচকহাস্যে মহানুভব ওসমান আলি তীব্রস্বরে কহিলেন, "কোন্ দিবস হইতে তোর আবার শ্রবণা শক্তির এরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠিয়াছে? কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইতেছিস্ কেন? বধিরতা রোগে সমাক্রান্ত হইয়াছিস্ বুঝি? বলি নিম্নতলে! বিভীষিকাপূর্ণ সুপ্রশস্তগৃহের নিম্নতলে প্রবেশ করিবার দ্বার! তাহাই উন্মুক্ত করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিতেছি! কেমন, এখন ত তোর সম্যকরূপে বোধগম্য হইয়াছে? কোন্ গৃহে প্রবেশ করিতে হইবে, এখন ত তুই বিশেষরূপই জানিতে পারিয়াছিস্?"

এই সকল শ্লেষপূর্ণবাক্য শ্রবণে উদ্যানপাল সভয়ে থরহরি কম্পমান।—সমস্ত বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে,—অধিক আপত্তি করিলে,—সবিশেষ

বিঘ্ন বাধা উপস্থিত করিলে, ক্ষমা প্রার্থনার পথ একেবারেই সংরুদ্ধ হইয়া যাইবার সম্ভবনা বিবেচনায়, সে ব্যক্তি কম্পিতহস্তে গুপ্তদ্বার এবং দুই তিনটী গৃহ-গবাক্ষ উদ্ঘাটন করিয়া দিল।

সকলেই সেই কক্ষমধ্যে একেএকে সংপ্রবিষ্ট। গৃহের দুই পার্শ্বে সুবৃহৎ চক্রাবলীবিশিষ্ট কৌশলবিনির্ম্মিত লৌহ-কলদ্বয় সহসা দর্শকগণের নয়নপথে সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশমান! এক ধারের ভিত্তিগাত্রে চারি অঙ্গুলী পরিধি বিশিষ্ট একটী তাম্রনল অর্দ্ধহস্ত পরিমাণে বিনির্গত হইয়া বামপার্শ্বের কল-ভাগের অতি সন্নিকটে সন্নিবেশিত হইয়া আছে।

দাতাজীকে সম্বোধনপূর্ব্বক ওসমান আলি গম্ভীরভাবে কহিলেন, "ভৌতিক ব্যাপারে উপরিতলস্থ প্রকোষ্ঠের সমস্ত খড়খড়ীগুলি কিরূপে আপনা হইতে উদ্ঘাটিত ও অবরুদ্ধ হইয়া যায়, সে বিষয়টী এখনই মহাশয়ের প্রত্যক্ষীভূত করিয়া দিতেছি! আপনি বহির্ভাগে কএক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত অপেক্ষা করিয়া থাকুন।"

দাতাজী গৃহমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বহিঃসোপানে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কলভাগ পরিচালন করিতে করিতে সুন্দরজীর দিকে মুখ ফিরাইয়া ওসমান আলি বলিতে লাগিলেন, "পিতাঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করুন দেখি, উপরের খড়খড়ীগুলি কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত?"

সুন্দরজীকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। সবিস্ময়ে দাতাজী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "সমস্তই উদ্ঘাটিত।—প্রতি দ্বার গবাক্ষ অতি সুন্দররূপে আপনা হইতে এককালেই সহসা উন্মুক্ত।"

"উন্মুক্ত বাতায়নদ্বার কিরূপে প্রেতযোনীরা আবদ্ধ করিয়া দেয়, সে বিষয়ের তথ্য এখনই আপনাদিগকে সুবিদিত করিয়া দিতেছি।—দেখুন!" এই কথা বলিয়া সুবুদ্ধিমান ওসমান আলি চক্রগুলির কার্য্যগতি বিপরীত দিকে পরিণত করিয়াদিলেন।

দাতাজী মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, "সমস্তই অবরুদ্ধ!—সমস্তই অবরুদ্ধ!—খড়খড়ীগুলি পুনরায় এক্ষণে পূর্ব্বরূপে সন্নিবদ্ধ!"

ওসমান আলি সেইভাবেই বলিতে লাগিলেন "দীপমালা সহসা নির্বাপিত ও ভীষণ কোলাহলে গৃহরঙ্গভূমি কিরূপে পরিপূরিত হইয়া যাইত, উপরিতলে সমুপস্থিত না হইলে সে সমস্ত বিষয় অক্ষিকর্ণের সুগোচর করা, মানবশক্তি পক্ষে নিতান্তই দুঃসাধ্য।" সংক্ষেপে এইরূপ ভূমিকা করিয়া পরমলজীকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, "পরমল্! সমস্ত বিষয়ই ত তোমার জানা শুনা আছে, আমরা দ্বিতলপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে, বামপার্শ্বের আয়সযন্ত্রটী যথারীতি কএকবার বিঘূর্ণিত করিয়া তৎপরে ভিত্তিগাত্রস্থ তাম্রনল মুখে মহাশব্দে ভীষণরূপে তর্জ্জন গর্জ্জন করিও।"

এইরূপ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক বহিঃস্থিত দাতাজী প্রভৃতি সজ্জনবর্গ সমভিব্যাহারে ওসমান আলি সোৎসুকচিত্তে উপরিতলে আরোহণ করিলেন। উদ্যানপাল নিমচাঁদও পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগামী।

উপরে উপস্থিত হইবামাত্র গৃহ বিলম্বিত ঝাড়গর্ভস্থ দীপশলাকার প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক ওসমান আলি স্বীয় সহচর দর্শকগণকে সম্বোধন করিয়া প্রশান্তভাবে কহিলেন, "এই দেখুন, সমস্ত বর্ত্তিকামালা বিনা সঞ্চালনে আপনা আপনি কেমন সুন্দররূপে ক্রীড়া করিতেছে। এই দেখুন, দীপাধার গর্ভের তৈলরাশিতে কিরূপ ক্ষণে ক্ষণে নিমজ্জিত এবং পরক্ষণেই সমুত্থিত হইয়া উহারা কেমন শুতুক-নৃত্যের ন্যায় তালে তালে নর্ত্তন কুর্দ্দনে অভিনিবুক্ত!"

দর্শকদিগের সকৌতুকদৃষ্টি সেই সমস্ত দীপশলাকার প্রতি নির্নিমেষলোচনে প্রগাঢ়রূপে সন্নিবিষ্ট। ওসমান আলির সাঙ্কেতিক বাক্যগুলি সকলের চক্ষেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যেক বর্ণে বর্ণে অসংশয়ে সপ্রমাণিত।

পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, নির্জ্জন গৃহে নির্ব্বাপিত আলোকাধারে এতাদৃশ স্নেহরসের সঞ্চার কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?— লোকজনের বসবাস এ বাটীতে যখন কস্মিনকালেও ঘটিয়া উঠে না,— এখনও যখন জনমানবের সমাগম অতীব বিরল, তখন কি কারণে তৈল রাশিপূর্ণ দীপাধার এরূপে গৃহমধ্যস্থিত ঝাড়গর্ভে সংরক্ষিত হইয়া রহিয়াছে? আর যদি কোন কৌতূহলী অতিথির আগমন প্রত্যাশা অনুভব করিয়াই লওয়া যায়, তাহা হইলে জ্বলনাবশিষ্ট বর্ত্তিকাগুলি এরূপ মলিনভাবেই বা

বিরাজমান থাকিবে কেন ?—উত্তর অগ্রগামী ;—স্মরণ করুন, যে রজনীতে ডাক্তার ইভান লেরি অজ্ঞাত কৌতূহলে আপন মনোগত উদ্দেশ্য সংসাধন করিবার নিমিত্ত এই বিজ্ঞান-কৌশল-পরিপূরিত উপক্রান্ত ভবনে সাহস-ভরে সমুপস্থিত হয়েন, সেই রজনীতে তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে তমোরাশির তিরোধান জন্য যে আলোকমালা প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সেই দগ্ধাবশিষ্ট জলতৈলাক্ত বর্ত্তিকাগুলি অদ্যাপিও এই গৃহে অপরিবর্ত্তিতরূপে সমভাবেই রহিয়া গিয়াছে। অনুচরবর্গের অযত্ন শৈথিল্যে ইহার কণামাত্রও স্থপরিষ্কার করা হয় নাই। অযত্নে উপেক্ষিত হইয়া একালপর্য্যন্ত আপন আপন স্থানে যেন স্তম্ভিতরূপেই সমবস্থিত।

কাহারও মুখে বাক্য নাই,—সকলেই বিস্ময়াপন্ন, সকলেই সবিস্ময়ে গৃহ-মধ্যে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। ওসমান আলি ব্যতীত সকলেরই দর্শনেন্দ্রিয় নিমেষ পরিশূন্য হইয়া লৌহচুম্বক আকর্ষণের ন্যায় সেই সকল দীপশলাকার সহিত এককালেই যেন চিরসংলগ্ন। গৃহ নিস্তব্ধ,—মহাঝটিকা বিগমে মহা-জলধি যেরূপ মহা নিস্তব্ধভাব ধারণে স্তম্ভিতভাবে অবস্থান করিয়া থাকে, জন-সমাগম থাকিলেও তৎকালে এ গৃহটী সেইরূপ গম্ভীরভাবে নিস্তব্ধ! মহা নিস্তব্ধ! ভয়ানক নিস্তব্ধ! অকস্মাৎ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মহা প্রলয়নিনাদী ঘোরতর কোলাহলময় তর্জ্জন গর্জ্জনে গৃহটী একেবারেই পরিপূরিত ও প্রতিশব্দিত হইয়া যাইল। সবিস্ময়ে সকলের লোমাবলীই কদম্ব-কেশরের ন্যায় ঋজুভাবে শিহরিত। কোথা হইতে এই মহান শব্দ সমুত্থিত, নিরাকরণ করিতে না পারিয়া সকলেই সবিস্ময়ে চমকিত।

মৃদুমন্দ হাস্যসহকারে নেত্রে নেত্র বিনিময় করিয়া ধৈর্য্যশীল ওস-মান আলি পূর্ব্বের ন্যায় প্রশান্তভাবে কহিলেন, "চমৎকৃত হইবার কারণ নাই, বিজ্ঞানপ্রসূত নলযন্ত্রযোগে এই উপস্থিত শ্রুতমান ভয়াবহ কার্য্যটী সহজ উপায়েই সুসম্পাদিত হইতেছে। গৃহভিত্তি, ছাদ এবং তলভাগ সমস্তই এক প্রকার ঐন্দ্রজালিক তাম্রনলের দ্বারা স্তরে স্তরে সুসংযুক্ত।—নানা কৌশলে বিনির্ম্মিত তাম্রনলের দ্বারা এই গৃহটী একেবারেই ছিদ্রে ছিদ্রে শূন্যগর্ভ! এই দেখুন, চাক্ষুসপ্রত্যক্ষেই এ সমস্ত এখনই সপ্রমাণ করিয়াদিতেছি!"

শেষ কএকটী কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ভিত্তিগাত্র-সন্নিবিষ্ট একখানি সুবৃহৎ চিত্রপট ক্ষিপ্রহস্তে অপসারিত করিয়াদিলেন। সমসূত্রপাতে চারি পাঁচটী ছিদ্র তৎক্ষণাৎ কৌতুকাবিষ্ট দর্শকবৃন্দের নেত্রফলকে সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়া পড়িল।

ওসমান আলি পুনরায় আরম্ভ করিলেন। "সকলই এইরূপ।—প্রত্যেক ছবির অন্তরালেই এইরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রকার ছিদ্র সারি সারি পরি-বিদ্যমান। ভিত্তিগাত্র যেরূপ সুকৌশলে চিত্রপটে সমাবৃত, জানিবেন, উপবিভাগের বন্ধ গুলিও তদ্রূপ অতি পরিপাটীরূপে চন্দ্রাতপে সমাচ্ছাদিত! নিম্নতলের মূলছিদ্রে অতি যৎসামান্য প্রকার হুঙ্কার প্রদান করিলে, এক-কালে সমস্ত ছিদ্র হইতেই ভীমতর হুহুঙ্কার নিনাদ সমুত্থিত হইয়া সমস্ত গৃহই মহান কোলাহলে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে! ভূত, পিশাচ, যক্ষ, দানার উপদ্রবে অকস্মাৎ সমাগত আগন্তুক লোকেরা যে শব্দে ভয়বিহ্বল-চিত্তে চৈতন্যশূন্য হইয়া পড়ে, সে শব্দের প্রকৃত কারণটী যে কি, তাহা আর মহাশয়কে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইবে না, সে বিষয় আপনারা এক্ষণে নিঃসংশয়রূপেই সুপরিজ্ঞাত।"

বাক্যাবলীর অবসানমাত্রই শ্রীমান সুন্দরজী দারুণ উদ্বেগে উত্তেজিত হইয়া আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল মহাশয়, ইহা যেন হইল! কিন্তু সে বিষয়ের মীমাংসাটী কি? অগণ্য নরমুণ্ড দলে দলে সংপ্রবিষ্ট এবং অস্থিচর্ম্মসার বিকটাকার প্রকাণ্ড পিশাচমূর্ত্তির আবির্ভাব এ গৃহমধ্যে কিরূপে বিসংঘটিত হইত? সে বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত কি?"

"অতি সহজ! সামান্য কৌশলেই সেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বিবাদে সম্পাদিত হইয়া যাইত! কতকগুলি গৃহপোষিত শশক! নিত্য যামিনীতে এই গৃহেই তাহাদের আহারসামগ্রী সংগৃহীত হইয়া থাকে!—প্রতি নিশীথই তাহাদের আহারের নির্দ্দিষ্ট সময়।—সোলাবিনির্ম্মিত নরমুণ্ড তাহাদের পৃষ্ঠ ভূষণ!—পশ্চাৎপদদ্বয় দীর্ঘসূত্রে সন্নিবদ্ধ! সময়ে যদি কেহ সেই পদসূত্র ভ্রান্তিক্রমেও আকর্ষণ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহারা আহার্য্য দ্রব্য পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক বিদ্রুতগতিতে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট বাসাভিমুখে প্রধাবিত হয়! ডাক্তার

লেবির পক্ষে ও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। সহসা তিনি বন্দুক উত্তোলন করাতে স্ত্রপ্রান্ত পার্শ্বস্থ হইতে তীব্রতরবেগে সমাকর্ষিত, সুতরাং শশকবৃন্দের অকস্মাৎ পলায়ন তৎক্ষণাৎই—"

বাধা দানে সোৎসুকে সুন্দরজী মহাশয় কহিলেন, "এ কথাও যেন বুঝিতে পারিলাম! কিন্তু ভীমা পিশাচমূর্ত্তির বিষয়ের সবিশেষ নির্ঘণ্ট কি?—তাহার নয়ন ও বদনবিবর হইতে প্রজ্বলিত নীল লোহিত অগ্নিশিখাই বা কিরূপে বিনির্গত হইত? সে বিষয়ের আপনার দর্শনজ্ঞান কতদূর পর্য্যন্ত সুপরিচার?"

"বলিতেছি শ্রবণ করুন।" ব্যাখ্যাকারী ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, "তাহাও বড় কঠিন কথা নহে। মুখস ব্যবহার এবং মুখমণ্ডলে সতৈল ফস্ফরাস ও অন্যান্য দ্রব্য বিলেপনে কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। এই নিমচাঁদই সেই ছদ্মবেশী পিশাচ। পৈশাচিক অনুকৃতিতে বিভূষিত হইয়া এই কাপুরুষ নিমচাঁদই সমস্ত আগন্তুক লোকদিগকে নির্ব্বিশেষে প্রতারিত করিয়া দিত। লেভি সাহেবের ভীতি উৎপাদনের প্রকৃত নায়কই এই ছদ্মবেশী নিমচাঁদ!"

সকলেরই সর্ব্বাঙ্গ সবিস্ময়ে রোমাঞ্চিত। ওসমান আলির এই সমস্ত রহস্যভেদক নিগূঢ়বাক্য শ্রবণে সকলের অন্তরাত্মাই এক অদ্ভুতপূর্ব্বভাবে সহসা বিকম্পিত। পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইয়া দাতাজী-পুত্র উদারচরিত্র শ্রীমান সুন্দরজী ওসমান আলিকে পুনরায় সেইভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আর একটী কথা। ডাক্তার সাহেবের অব্যর্থ লক্ষ্য হইতে পিশাচমূর্ত্তিধারী নিমচাঁদ কিরূপে পরিত্রাণ লাভ করিল?—বর্ম্ম নাই, কবচ নাই, কিছুই নাই, তবে ছুটিবার মত দুইটা সুদৃঢ় সীসময় গুলি ইহার মর্ম্ম বা মস্তক ভেদ না করিয়া হস্তমধ্যে সংগৃহীত হইল কি প্রকার? সে রহস্যের উদ্ভেদ এ স্থলে আপনি কিরূপে সামঞ্জস্য করিয়া দিবেন? এরূপ ন্যায়সঙ্গত প্রশ্নাবলীর সদুত্তরই বা কি?"

"ঠিকই বলিয়াছেন।" মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া ওসমান আলি পুনরুক্তি করিলেন, "ঠিকই বলিয়াছেন। সন্দেহ যে আদৌ সীস-গুলি

সন্নিবেশিত ছিল না! উদ্যানরক্ষকের প্ররোচনাবাক্যে বিমোহিত হইয়া এই নির্ব্বোধ বটুলাল সুখাদ্য বিলোভনে গৃহান্তরে প্রবেশ করিবামাত্রই পূর্ব্ব প্রদত্ত গুলি বিচ্যুত করণানন্তর নিমচাঁদ স্বহস্তে গুলি বিহীন বন্দুক প্রস্তুত করিয়া দেয়। সুতরাং তদ্দ্বারা যতদূর অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে, তাহা মহাশয়েরাই বিবেচনা করিয়া লউন।"

"আচ্ছা, তাহাও যেন হইল!—উদ্দিষ্ট সীসগুলিকা হস্তমধ্যে সংরক্ষণে সময়মত তাঁহার গাত্রবসনোপরি বিনিক্ষেপ করিয়া দিয়াছিল, তাহাও যেন বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু করাল কররালের গ্রাস হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায়?—তদাঘাতে খণ্ড বিখণ্ডিত না হইয়া অক্ষত শরীরে কিরূপে সে যাত্রা নিস্তার প্রাপ্ত হইল? ইহার ন্যায্য উত্তর কি মহাশয়?"

"আচ্ছা, গুপ্তকথা পরিব্যক্তে! এ বাটী সম্বন্ধে সমস্ত নিগূঢ় রহস্য ব্যাপার প্রকাশ করিয়া বলাতে! ডাক্তার সাহেব যখন তাঁহার সেই ভীষণ কর-বালের আশ্রয় গ্রহণে এই নীচাশয়ের অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন, তখন আর এ ব্যক্তি পূর্ব্বের ন্যায় এই গৃহমধ্যে স্থিরভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিল না। টেবিল ব্যবধানে দণ্ডায়মান হইয়া "নিস্তার নাই! —নিস্তার নাই!—জীবন যাইবেই যাইবে!—বৃথা চেষ্টা! নিরস্ত! নিরস্ত! নিরস্ত!" সকাতরে এই কএকটী বাক্য সমুচ্চারণপূর্ব্বক আপন প্রাণরক্ষার নিমিত্ত বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। "গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া বলিলে প্রাণরক্ষা, নতুবা এখনই তোর জীবনান্ত করিব!" এইরূপ ভীতিপ্রদবাক্য ইভান লেরি বিনিয়োগ করাতে অগত্যাই এই কাপুরুষ একেএকে সমস্ত ব্যাপারই প্রকাশ—"

নিমচাঁদ এতক্ষণ স্তম্ভিতভাবে কম্পিত কলেবরে এই সমস্ত প্রশ্নোত্তর একাগ্রমনে আকর্ণন করিতে ছিল, মহানুভব ওসমান আলির এই শেষ কএকটী কথা শ্রবণে সে ব্যক্তি আর কোনক্রমেই ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিল না। বাক্যাবসান হইবার পূর্ব্বেই সহসা আলি সাহেবের পদানত হইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে অসংলগ্নবাক্যে ঝটিকাবর্ত্তবেগে বলিয়া উঠিল, "ক্ষমা—মার্জ্জনা——অনুগ্রহ! ভীষণ অপরাধ! রাজপুরুষ হস্তে সমর্পণ

করিবেন না, প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য।—সদয়—কৃপাকটাক্ষ—উদরের দায়—শান্তিরক্ষকের অনুজ্ঞা, পালন না করিলে ঘোর বিপদ, সুতরাং অগত্যাই স্বীকার! ক্ষমা—অনুগ্রহ—দয়া।”

“আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা বৃথা! আমার প্রভু দাতাজী অথবা তাঁহার স্নেহাস্পদ প্রিয় নন্দন এই সুন্দরজীর নিকটেই ক্ষমা প্রার্থনা তোমার পক্ষে উচিত্‌কার্য্য!—ইহাঁদেরই পদানত হও,—ক্ষমা দণ্ড ইহাঁদেরই হস্তায়ত্ত! সরলভাবে যদি সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে যত্নবান হও, কপটতা পরিত্যাগে নির্ভিকচিত্তে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে যদি কৃতসংকল্প হও, তাহা হইলে আমিও,—আমিও তোমার নিমিত্ত ইহাঁদের নিকট উপরোধ অনুরোধ করিতে অপ্রস্তুত থাকিব না!—আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন!”

এতাদৃশ আশ্বাসবাক্য শ্রবণে হতাশ-ক্ষমা-প্রার্থী নিমচাঁদ, ওসমান আলির চরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুন্দরজীর চরণতলে নিপতিত হইবার উপক্রম করিল। শশব্যস্তে নিবারণ করিয়া শ্রীমান সুন্দরজী প্রশান্ত-বদনে কহিলেন, “আমি না—ক্ষমা করিবার পাত্র আমি না!—পিতা-ঠাকুর বর্ত্তমান, প্রিয় বন্ধু ওসমান আলির অনুজ্ঞামত কার্য্য করিলে পিতার নিকট আমিও,—তোমার নিমিত্ত আমিও, উপরোধ অনুরোধ করিতে ক্ষান্ত থাকিব না। আমার নিকটেও ক্ষমা প্রার্থনা আবশ্যক!”

এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া ওসমান আলিকে সম্বোধনপূর্ব্বক সুন্দরজী মহাশয় পুনরায় কহিলেন, “আর একটী কথা জিজ্ঞাস্য! ডাক্তার সাহেব যেন জাগ্রতাবস্থায় দুর্দ্ধর্ষসাহসে সমস্ত বিভীষিকা অতিক্রমে ভীরু উদ্যানপালের নিকট হইতে সে সমস্ত নিগূঢ়তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু সে নিকের কি? অপরাপর লোকের বিষয়ে সদুত্তর কি? ঘটনা-ক্রমে এ স্থানে সমুপস্থিত হইলে, প্রায়ই ত তাহারা অবাধে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিত, কিন্তু তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইত না কেন? ঘোরতর অত্যাচার সমাচরিত হইত, অথচ তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইত না, এরূপ হইবার কারণ কি?”

“বিশেষ কারণ পরিবিদ্যমান।” সুগম্ভীরস্বরে ওসমান আলি কহিলেন; “কি কারণে নিদ্রাভঙ্গ হইত না, তাহার একটী বিশিষ্ট কারণ পরিবিদ্যমান। নিষ্ঠুর নিমচাঁদ খাদ্যদ্রব্য সহযোগে চৈতন্যহারী মাদকদ্রব্য বিমিশ্র করিয়া তাহাদিগকে একেবারেই হতচেতন করিযা ফেলিত, সুতরাং সে অবস্থায় উদ্যানরক্ষক যে আপন মনোভিলাষ সুসিদ্ধ করিযা লইবে; তাহাতে আর বিচিত্র কথা কি? ডাক্তার সাহেবকেও সেইরূপ উপাযে বিচেতন করিয়া ফেলিবার বিধিমতরূপেই চেষ্টা পাইযাছিল, কিন্তু এ পামর কোন-ক্রমেই তাহাতে সফল মনোরথ হইতে পারে নাই। আহারের নিমিত্ত বারবার উত্তেজনা করাতে ডাক্তার সাহেবের অন্তর নিদারুণ সন্দেহে সমাচ্ছন্ন হইযা পড়ে, এবং সেই সন্দেহক্রমে তিনি গণ্ডুষমাত্রও জল রসনাগ্রে সংস্পর্শ করিতে সাহস প্রাপ্ত হযেন নাই। সেই নিমিত্তই তাঁহার রক্ষা! নতুবা আর আর অভ্যাগতের ন্যায, তাঁহাকেও সেইরূপ ঘোরতর যন্ত্রণা উপভোগ করিতে হইত।”

“ভাল মহাশয়! এরূপ করিবার প্রযোজন কি? অভ্যাগত অতিথিদিগকে বৃথা বৃথা যন্ত্রণা প্রদান করিতই বা কি নিমিত্ত? এরূপ মাযাময নিকেতনের নির্ম্মাণকর্ত্তাই বা কে?”

“তাহা আমি বলিতে পারি না।—কোন্ ব্যক্তি ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহা আমর সুবিদিত নাই। জনশ্রুতি—প্রায দুইশত বৎসর পূর্ব্বে কোন ধনাঢ্য ভূম্যাধিকারীর দ্বারাই ইহা এইরূপ কলকৌশলে বিনির্ম্মিত হয। কিন্তু আবিষ্কারকর্ত্তার গুপ্ত উদ্দেশ্য কি, কি কারণে এরূপ কলকৌশলময বাটী নির্ম্মাণ করিযাছিল, সে বিষযে আমি একেবারেই অনভিজ্ঞ। তবে অভ্যাগত-দিগকে যন্ত্রণা প্রদান করিবার প্রত্যুত্তর এই, নির্ব্বিবাদে উপভোগ করিবার অভিপ্রাযে। যাত্রী, পথিক, অথবা অপরাপর আশ্রযাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা যাহাতে এই উদ্যানবাটীর ত্রিসীমানাযও পদার্পণ করিতে সাহস প্রাপ্ত না হয, উদ্যানস্বামী সেই উদ্দেশেই এইরূপ জঘন্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে স্বতঃ-প্রবৃত্ত!—অবাধে সুখসচ্ছন্দে উপভোগ করাই তাহার ঘৃণিত জীবনের এক-মাত্র সার উদ্দেশ্য!”

আশ্চর্য্যভাব প্রকাশে ইদলজী মহাশয় কহিলেন, "এ আবার কি অদ্ভুত কথা মহাশয়? এরূপ করিবার তাৎপর্য্য কি? প্রত্যাখ্যান করিলেই ত সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিত? তবে আবার ভয় প্রদর্শনের আবশ্যক কি মহাশয়?"

"হাঁ, তাহাতে অভ্যাগতদিগের আগমন নিবারণ হইয়া যাইত বটে, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে যে নিতান্তই বিঘ্ন বাধা? কেহ প্রবেশ করিবে না, তথ্য গ্রহণ করিতে কাহারও মতি প্রবৃত্তি হইবে না, অথচ সংগোপনে প্রচ্ছন্নভাবে নিশীথে বা দিনমানে আগম ও নিগমকার্য্য আপনি এবং আপনার প্রিয় বান্ধবের অতি সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে, নায়ক প্রবরের ইহাই আন্তরিক আকিঞ্চন, আর সেই নিমিত্তই সে ব্যক্তি এইরূপ উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আহ্লাদের সহিতই প্রবৃত্ত হইয়াছিল!"

"হাঁ, এতক্ষণের পর সবিশেষই বোধগম্য হইয়াছে!" চিন্তান্দোলিতহৃদয়ে শ্রীমান সুন্দরজী বলিয়া উঠিলেন "কি কারণে এইরূপ পন্থার স্মরণাপন্ন, এতক্ষণের পর তাহা আমি বিশেষরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়াছি! গৃহাধ্যক্ষ বোধ হয় একজন ভয়ানক রাজবিদ্রোহী,—কুচক্র ষড়যন্ত্র সঞ্চালনে সে ব্যক্তি বোধ হয় একজন সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা!—ইহা আমি দিব্যচক্ষেই দর্শন করিতেছি! কেমন মহাশয়, আমার অনুভব ঠিক কি না?"

"আজ্ঞা না, ষড়যন্ত্র নহে, তবে যোগাড়যন্ত্র বটে! কুচক্র-ফাঁদে কুলবধূ আকর্ষণে, নানা প্রলোভন প্রদর্শনে বিমুগ্ধ করিয়া তাহাদিগের ধর্ম্মনাশ করাই সেই পাপাত্মার প্রধান কার্য্য! সেই নিমিত্তই এতদূর আড়ম্বর, এতদূর সংগোপন, আর এতদূর মায়াময় ইন্দ্রজালে এ বাটী সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখা!"

ঘৃণাব্যঞ্জকভাব প্রকাশে ইদলজী মহাশয় কহিলেন, "এরূপ? ধনগোপাল এতদূর নীচ প্রকৃতির লোক?—এতাদৃশ জঘন্য প্রবৃত্তি তাহার? ঘৃণিত পাপ-রিপু চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তাহার এইরূপ ছল কৌশলের অবলম্বন?"

'আজ্ঞা না, তাহার নহে,—অপরের! এ বাটীতে তাহার সত্ত্বাধিকার নিরবচ্ছিন্ন কেবল বেনাম মাত্র! নায়ক বলুন, অধিনায়ক বলুন, পরিনায়ক

বলুন, সকলই এক প্রচ্ছন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি। সে পাপাত্মা অপর কেহই নহে, গুর্জ্জরের তদানীন্তন সহকারী শান্তিরক্ষক মহাপাপী নিমচাঁদ!"

সকলেই স্তম্ভিত,—গুপ্ত অভিনেতার নাম শ্রবণে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত সকলেই অস্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎপরে নিমচাঁদকে সম্বোধনপূর্ব্বক নীরস হাস্যসহকারে ওসমান আলি ঘূর্ণিতনয়নে কহিলেন, "পার্শ্বগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন কর, প্রবেশ করা যাউক।—নিরীহ শশক-পরিবারের মুক্তিবিধান, আর সেই সঙ্গে কৃত্রিম নরমুণ্ড ও পিশাচমূর্ত্তির অনুকৃতিমালার ধ্বংশসাধন করিয়া দেওয়া যাউক! দ্বারোদ্ঘাটন কর।"

নিমচাঁদ আজ্ঞা পালন করিল। দ্বারদেশে অগ্রসর হইবামাত্রই ওসমান আলি চমকিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "একি? মনুষ্যের পদশব্দ না শ্রবণ করিতে পাইলাম? কে এক ব্যক্তি যেন দ্বারদেশ হইতে গৃহপ্রান্তে শশব্যস্তে অপসারিত হইয়া গেল না?"

"আজ্ঞা হাঁ!" নিমচাঁদ বিনীতভাবে উত্তর করিল, "আজ্ঞা হাঁ! আমিও পদশব্দ শ্রবণ করিয়াছি! যেন এক ব্যক্তি দ্রুতপদে পলায়ন করিল, এরূপ শব্দ আমারও কর্ণকুহরে সংপ্রবিষ্ট হইয়াছে!"

"কিরূপে প্রবেশ করিয়াছিল?" বিস্ময়বিকশিতনয়নে ওসমান আলি রুক্ষস্বরে কহিলেন, "গৃহস্থিত প্রতি দ্বার গবাক্ষ যথারূপ নিয়মে আবদ্ধ, তবে কি প্রকারে এই কক্ষমধ্যে পথ প্রাপ্ত হইল?"

"আজ্ঞা, প্রবেশ করিবার নানা উপায়ই পরিবিদ্যমান। গুপ্ত সুড়ঙ্গ, গুপ্ত সোপানাবলী অবলম্বনে এ রহস্য গৃহে অনায়াসেই প্রবেশ করা যাইতে পারে। নিম্নতলস্থ যন্ত্রগৃহের সহিত নানা কৌশলে অপরাপর সমস্ত কক্ষেরই অতি গোপনীয়রূপে সুসংযোগ, সুতরাং প্রবেশ করিবার পক্ষে অসুবিধা আর কোথায়?"

সন্দিগ্ধভাবে ওসমান আলি জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিম্নতলস্থ গৃহও ত বহির্ভাগে শৃঙ্খলসহযোগে কুঞ্জিকাবদ্ধ? তবে কিরূপে প্রবেশ করিতে পথ পাইবে?"

"আজ্ঞা, উত্তমরূপে সংবদ্ধ হইয়া থাকে বটে, চাক্ষুসপ্রত্যক্ষে, বাহ্যদর্শনে তাহা বলিয়াই অনুমিত—"

"যথেষ্ট—যথেষ্ট!" এইমাত্র সমুচ্চারণে ত্বরিতপদে বাতায়ন সমীপে আগমনপূর্ব্বক নিম্নতলস্থ পর্‌মল্‌জীকে সম্বোধন করিয়া ওসমান আলি উচ্চৈঃস্বরে আদেশ প্রদান করিলেন, "পর্‌মল্! সাবধান! দেখিও, তোমার গৃহ অতিক্রমে জনপ্রাণীও যেন পলায়ন করিতে সক্ষম না হয়! সাবধান!"

ওসমানের রসনাগ্র হইতে এই আদেশবাক্যাবলী বিনিস্থত হইতে না হইতেই পর্‌মল্‌জীর উচ্চকণ্ঠধ্বনি উপদ্রুত প্রকোষ্ঠস্থিত সমস্ত লোকের কর্ণকুহরে তীব্রতরবেগে সংপ্রবিষ্ট হইল। শশব্যস্তে সকলেই নিম্নতলে আসিয়া সমুপস্থিত।

পর্‌মল্‌জী এক ব্যক্তিকে বাহুপাশে দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ করিয়া তাহার সহিত যেন মল্লযুদ্ধে সন্নিবিষ্ট। আবদ্ধ ব্যক্তি পালায়নের নিমিত্ত নানামতে বল প্রকাশ করিতে বিশেষরূপেই সচেষ্টিত, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। আত্মীয়বর্গের আগমন দর্শনে অবরোধকারী ওসমান আলির প্রতি চকিতদৃষ্টিপাতে সাহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, "এই—এ-ই সেই নর-পিশাচ! পুলিস প্রহরীর বিধিসিদ্ধ অবরোধ হইতে বলপূর্ব্বক পরিত্রাণলাভী, এ-ই সেই পাপাত্মা নর-ব্যাঘ্র বিষণচাঁদ। আমি ইহাকে দৃঢ়রূপে ধৃত করিয়াছি, শান্তিরক্ষকদিগের নিকট এখনই সংবাদ প্রেরণ করুন, পাপাচার নীচাশয়ের যথোপযুক্ত শাস্তিবিধান হইয়া যাউক।"

ভীতচিত্তে শূন্যহৃদয়ে ওসমান আলির দিকে মুখ ফিরাইয়া অতি দীন-বচনে বিষণচাঁদ ছাড়া ছাড়া কাথায় বলিতে লাগিল, "মিনতি করি,—পুলিস-হস্তে সমর্পণ করিও না,—প্রাণান্ত করিয়া ছাড়িবে! দুরবস্থার একশেষ হইয়া গিয়াছে!—ক্ষুধা তৃষ্ণায় জঠরানল বিদগ্ধ,—কণ্ঠতালু পরিশুষ্ক,—ভিক্ষা করিবারও উপায় নাই,—সন্ধান প্রাপ্ত হইলেই এই ভারাক্রান্ত দেহের নির্দ্দয়-রূপেই অবসান!—উচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্য আহরণে,—ভোজনাবশিষ্ট আহার্য্য-বস্তু সংগ্রহে, বহুকষ্টেই উদর পোষণ!—এই বাটী আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল! লোকজনে সহজে প্রবেশ করে না, সুতরাং রক্ষা! স্ফূর্ত্তির টাকা সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে, এই স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান!—তুমি নিষ্ঠুর হইও না—সদয়ভাবে প্রাণদান কর!—তোমা হইতেই এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত! তুমি

বিপক্ষতাচরণ না করিলে আমার কেশাগ্রও বিচ্ছিন্ন হইত না,—প্রাণদান—প্রাণদান—নিষ্ঠুর হইও না!”

“আমি নিষ্ঠুর নহি!” উদারচেতা ওসমান আলি গাম্ভীর্য্যসহকারে সুস্পষ্টস্বরে কহিলেন, “সুদৃঢ় পাষাণে আমার হৃদয় স্বভাবদ্বারা বিনির্ম্মিত হয় নাই! তোর ন্যায় প্রতিহিংসাবৃত্তি ততদূর আমার অগ্রবর্ত্তিনী নহে। আমার প্রতি যতদূর নিদারুণ অত্যাচার সমাহিত হইয়াছিল, তোর কৃত ষড়যন্ত্রে আমি যতদূর পর্য্যন্ত নরকযন্ত্রণা উপভোগ করিয়াছিলাম,—শতাংশের এক অংশও যদি তোরে অনুভব করিতে হইত, তাহা হইলে মার্জ্জনা করা দূরে থাকুক, তুই আপনিই সেই দৌরাত্মকারীর মস্তক স্বহস্তে শতধা খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিতিস্! সেরূপ প্রতিহিংসা রিপু আমার হৃদয়ে মুহূর্ত্তের নিমিত্তও স্থান প্রাপ্ত হয় না,—আমার হৃদয় ততদূর নিষ্ঠুর পাদার্থে সংগঠিত নহে! পরমল! উহাকে পরিত্যাগ কর!”

প্রভুর নিদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া পরমলজী মহাশয় ক্ষুণ্ণমনে করাযত্ত বিষণজীকে তৎক্ষণাৎই ছাড়িয়া দিলেন।

ওসমান আলির এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে ক্রূর বিষণচাঁদ মহাক্রোধে উন্মত্ত প্রায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মানসম্ভ্রম, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্ষমতাপ্রতাপ, এখনও যেন অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজিত, বোধাবোধপরিশূন্য হওয়াতে তাহার হৃদয়ে তৎকালে ইহা বলিয়াই জ্ঞান হইতে লাগিল! সুতরাং উপস্থিত অবস্থা বিস্মরণে ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে শ্লেষপূর্ণস্বরে প্রত্যুত্তর করিল, “সে আবার কি কথা? কবে আবার অহিত অত্যাচার বিসম্পাদিত? বরং প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধে যেরূপ কোমল ব্যবহার আশা ভরসা করা যাইতে পারে, সেইরূপ বৈধব্যবহারই তোমার প্রতি সমাচরণ করিয়াছিলাম। অবৈধ আচরণ? সে আবার কি? স্বপ্নেও না! স্বপ্নেও না!”

‘হাঁ, এ মূর্ত্তিতে নহে! অবস্থাভেদে, কার্য্যভেদে, মূর্ত্তিভেদে! স্মরণ করিয়া দেখ্ দেখি, বহুদিবস পূর্ব্বে, যখন তুই সামান্য মুফ্‌তির পদে সুপ্রতিষ্ঠিত, সে সময় কাহারও প্রতি কোনরূপ নৃশংস ব্যবহার বিনিযোগে তাহার মর্ম্ম একেবারে নির্ভেদ করিয়া দিয়াছিলি কি না, স্মরণ করিয়া দেখ দেখি!”

উচ্চকণ্ঠে বিষণচাঁদ বলিয়া উঠিল, “তাহার সহিত আমার বক্তব্য বিষয়ের

সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কি? পরমলকে এককালে যৎসামান্যরূপে নিপীড়িত করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহার সহিত ও কথার সঠিক সংশ্রব কি? তুমি কে, কোথায় নিবাস, তোমার স্বভাব চরিত্রই বা কি, তৎকালে আমি এ সমস্ত বিষয়ের কিছুমাত্রই পরিজ্ঞাত ছিলাম না। কেবল দেলওয়ারের অনুরোধে বাধ্য হইয়া অজ্ঞাত কুলশীলকে আপন কৃপাকটাক্ষতলে সংরক্ষিত করিয়াছিলাম মাত্র! সুতরাং ক্ষণ-পরিচিত ব্যক্তির প্রতি নৃশংস আচরণ কিরূপে আর সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা?"

"সম্ভাবনা নাই?" তীক্ষ্ণকণ্ঠে আরক্তলোচনে ওসমান আলি ঘৃণাপূর্ণস্বরে কহিলেন, "সম্ভাবনা নাই? আবার বলি এ মূর্ত্তিতে নহে! মূর্ত্তিভেদে, কার্য্যভেদে, অবস্থাভেদে! স্মরণ কর্, এখনই জানিতে পারিবি! এরেও বুঝিতে পারিতেছিস না?"

"না, কে তুমি? কে তুমি?"

"এই দেখ্ আমি কে!" উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই ওসমান আলি আপন গাত্রবস্ত্রমধ্য হইতে একটী ক্ষুদ্রায়তন স্ফাটিকপাত্র বিনির্গত করিয়া তন্মধ্যস্থিত রক্তবর্ণ তরলপদার্থ ললাটের কুন্তলমূলে কপোলযুগলে এবং চিবুকতলে বিলেপন করিয়াদিলেন। পরক্ষণেই সেই তরলাধার এবং উপবিষ্ট গাত্রা-বরণটী পরমলজীর হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক সুদীর্ঘ শ্মশ্রু ও কেশজাল ক্ষিপ্রহস্তে সমাকর্ষণ করিলেন। অকস্মাৎ তাহারা স্থানচ্যুত হইয়া পাদতলস্থ ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। কৃত্রিম বেশধারীর এক্ষণে দিব্য এক নবীন মূর্ত্তি! ক্ষৌর-বিচ্ছিন্ন চিবুকপার্শ্বে উভয়গণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নবীন শ্মশ্রু, দর্শকদিগের নয়নপথে সুচারুরূপে পরিদৃশ্যমান!

পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তি দর্শনে সুন্দরজী মহাশয় সাশ্চর্য্যে বলিয়া উঠিলেন, "একি? ডাক্তার লেবি? পরোপকারক ইভান লেবিই ওসমান আলি রূপে এ ক্ষেত্রে সমুপস্থিত?"

"আজ্ঞা, না মহাশয়!" নববেশধারী গম্ভীরবদনে সুগম্ভীরস্বরে কহিলেন "আজ্ঞা, না মহাশয়। আমি ডাক্তার লেবি নহি।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তরল পদার্থের সাহায্যে সেই সেই কার্য্য অনুষ্ঠানের পর বটুলালের নিকট

হইতে গুর্জ্জরী উষ্ণীষ গ্রহণপূর্ব্বক আপন মস্তকে সন্নিবেশ করিয়া দিলেন। গুর্জ্জর পরিচ্ছদ বিভূষিত শ্মশ্রুবিহীন অতি প্রশান্ত আর এক অপূর্ব্ব অভিনব দিব্যমূর্ত্তি দর্শকবৃন্দের কৌতূহলাক্রান্ত নয়ন দর্পণে অতি সুন্দররূপেই প্রতি-বিম্বিত হইতে লাগিল!

দাতাজী ও সুন্দরজী সবিস্ময়ে চমকিত। পিতা পুত্র উভয়েই একত্রে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ধনজীভাই। পেস্তনজী!"

ক্ষণ-পরিবর্ত্তিতবেশী সুধীর প্রশান্তবদনে পিতা পুত্রের প্রতি অপাঙ্গ দৃষ্টিপাতে বিনীতস্বরে বিজ্ঞাপন করিলেন, "আজ্ঞা না মহাশয়। আমি ধনজীভাইও নহি, এবং আমাকে পেস্তনজী বলিয়াও অনুমান করিবেন না।" এইরূপ সংক্ষিপ্তবাক্যে নিরস্ত করিয়া বিষণচাঁদকে সম্বোধনপূর্ব্বক সুতীব্রবচনে পুনরায় কহিলেন, "নর-ব্যাঘ্র বিষণচাঁদ। এরূপ বেশধারীকে কখন তুই নয়নগোচর করিয়াছিলি কি?—ঘোরতর অত্যাচারে এই মূর্ত্তিকে ভয়ানকরূপে নিপীড়িত করিয়াছিলি কি না, স্মরণ করিয়া দেখ্ দেখি?"

"অ্যাঁ?—কোথায়?—কবে?—কৈ?—না?—স্মরণ হয়—না!—ওসমান আলিই যে ছদ্মবেশধারী, কেবল এইমাত্রই জানিতে পারিয়াছি; অপর আর কিছুই স্মরণ হইতেছে না!"

"এখনও না?" বেশধারী বিরক্তবদনে সুতীক্ষ্নস্বরে কহিলেন, "এখনও না? মদগর্ব্বে অন্ধ হওয়াতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্তই বিস্মৃতি সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে বুঝি? ভাল, জম্বুসরে মুফ্‌তীর পদমর্য্যাদার গৌরবে বিনাদোষে কাহাকেও ভীষণ কারাগারে বিনিক্ষেপ করিয়াছিলি কি না, এ কথাও কি তোর মনে পড়ে না?"

ভয়বিহ্বল সন্দিগ্ধচিত্তে বিষণচাঁদ কহিল, "অ্যাঁ—অ্যাঁ—সেই—সেই—জম্বু—স্মরণ হয়—হয়—নাম?—নাম?"

"তাহাও আবার ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইবে? ভাল, তাহাই স্বীকার! —তোর বিলুপ্ত স্মৃতিশক্তিকে সমুদ্রিক্ত করিবার নিমিত্ত এ ক্ষেত্রে তাহাই আমার অবলম্বন!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বেশধারী বজ্রনিনাদে গর্জ্জন করিতে করিতে পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "নরহন্তা, সমাজকণ্টক বিষণচাঁদ শোন্!

আমি কে শোন্! অকারণে যাহারে তুই বিপ্রোথিত ও নিষ্পেষিত করিয়াছিলি, সে-ই আমি!—বৃথা সন্দেহে স্বীয় অপরাধী পিতার পরিত্রাণ বাসনায় যাহারে তুই অশেষ বিশেষে যন্ত্রণা প্রদানে সফল মনোরথ হইয়াছিলি, সে-ই আমি!—স্বার্থসাধনে ধনশালী হইবার লোভ-পিপাসায় যাহারে তুই পার্থিব ধূলির ন্যায় পদতলে বিমর্দ্দিত করিয়াছিলি, সে-ই আমি!—যাহার বাক্‌দত্তা প্রাণপ্রণয়িনী সাধ্বীসতী কুমারীকে পথের কাঙ্গালিনী করিয়া দেশ বিদেশে পরিভ্রমণ করাইবার হেতু হইয়াছিলি, সে-ই আমি!—তোর কুচক্রজড়িত বিসদৃশকার্য্যে যাহার নিরীহ পিতা প্রিয়তম পুত্রের অদর্শনে অনাহারে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন, সে-ই আমি!—ভীমগড়ের অন্ধতম কারাকূপে ছয়বর্ষের অধিককাল যে ব্যক্তি সমূহযন্ত্রণা উপভোগ করিয়াছিল, সে-ই আমি!—যাহার ছিন্নমস্তক আনয়নকারীকে দ্বাদশলক্ষমুদ্রা পারিতোষিক প্রদানে সমুদ্যত হইয়াছিলি, সে-ই আমি!—সেই রঞ্জনলালই এক্ষণে তোর পিশাচমূর্ত্তির সম্মুখে জলন্তরূপে প্রকাশমান! নৃশংস নরকী পাপাচার! আমিই সেই রঞ্জনলাল।"

"রঞ্জনলাল" নামমাত্র শ্রবণে বিস্ময়বিমুগ্ধ মহানুভব দাতাজী সপুত্র রোমাঞ্চিত কলেবরে পরম পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন,—বিস্ময় ও কৌতূহলকে অতিক্রম করিয়া অনন্ত পরমানন্দ দাতাজীর পবিত্র হৃদয়ে স্তরে স্তরে ক্রীড়া করিতে লাগিল। বাষ্পাকুললোচনে পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক গদ্‌গদবচনে বলিয়া উঠিলেন, "পদানত!—পদানত! কি কারণে ধনঞ্জীভাইয়ের আগমন,—কি কারণে কোটি কোটি মুদ্রা সমর্পণ, —পেস্তনজীরই বা অর্থ পরিগ্রহণে কি কারণে অস্বীকার,—হীরকমণ্ডিত স্বর্ণপদকের নিগূঢ় অর্থই বা কি, তাহা সমস্তই এই কার্য্যভূমিতে—ঘটনাক্ষেত্রে, এতদিনের পর নিঃসংশয়রূপে সুপ্রকাশ! পুত্র!—বৎস্য!—পদানত! —রঞ্জনলালের চরণরেণু মস্তকোপরি ধারণ কর!—মানসম্ভ্রম পদমর্য্যাদা আত্মপ্রাণ বিনাশ হইতে যে ব্যক্তি সেইরূপে সমুদ্ধার করিয়াছিল, তাহার পদানত হও!—ধনপ্রাণ মানরক্ষাকারীর চরণযুগলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হইও না, আমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর!"

পিতৃবৎসলপুত্র পিতৃ আজ্ঞা পালন করিবার অগ্রেই ধার্ম্মিকপ্রবর দাতাজী স্বয়ং সাশ্রুনয়নে জানুপাতে রঞ্জনলালের চরণযুগল সুদৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন। ভক্তিমান পুত্রও পিতৃ দৃষ্টান্তের বশবর্ত্তী হইয়া রঞ্জনলালের চরণতলে ভক্তিভাবে নিপতিত! করপুটে পরমলজী গললগ্নীকৃতবাসে ত্রিমূর্ত্তি সমীপে তটস্থভাবে দণ্ডায়মান!

দাতাজীর এইরূপ ভক্তিভাব সন্দর্শনে রঞ্জনলাল উন্মত্তের ন্যায় তাঁহাদের হস্তাকর্ষণ করিতে করিতে উত্তেজিতভাবে বলিতে লাগিলেন, "একি?—আপনি করেন কি?—আমি আপনার দাসানুদাস,—আপনি আমার প্রভু,—পরমারাধ্য দেবতা!—আপনার আত্মার অবমাননা করিয়া আমাকে নিদারুণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন করিয়া দিতেছেন কেন?—আমিই সেই রঞ্জনলাল,—আপনার অন্নে প্রতিপালিত পূর্ব্বতন সামান্য ভৃত্য রঞ্জনলাল!—পরমল্! কি দেখিতেছ?—প্রভুকে ধর,—আমার আরাধ্য দেবতাকে উত্তোলন কর!—গাত্রোত্থান করুন,—পুত্রের প্রতি যেরূপ আচরণ বিনিযোগ করিতে হয়, আপনি তাহাই করুন!—আমি আপনার ক্রীতদাস, চরণরেণু প্রত্যাশী!—প্রিয়বন্ধু সুন্দর!—কনিষ্ঠ ভ্রাতা!—কর কি ভাই?—এস, আমারে আলিঙ্গন প্রদান কর!—তোমার পিতাঠাকুরের দাসানুদাস, ক্রীতদাস রঞ্জনলালকে ভ্রাতৃপ্রেমে আলিঙ্গন দাও!—উঠুন, গাত্রোত্থান করুন!"

চরণত্যাগে পিতা পুত্রের অগত্যাই গাত্রোত্থান। আনন্দবিহ্বলে সকলেরই নেত্রে নেত্রে অবিরল অশ্রুধারা! মহানুভব দাতাজী, আমাদিগের প্রধাননায়ক রঞ্জনলালের মস্তকাঘ্রাণ, মুখচুম্বন, এবং সুন্দরজী প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে তাঁহাকে প্রগাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। বাষ্পরুদ্ধ ঘন ঘন শ্বাসপতন শব্দ ভিন্ন অপর কোন শব্দই আর সেই গৃহমধ্যে শ্রুতিগোচর হইতেছে না!

বিষণচাঁদ কোথায়?—এই অদ্ভুত ব্যাপারে,—এই অভূতপূর্ব্ব বিচিত্র সংঘটনে, উপযুক্ত সুযোগ প্রাপ্তে সে ব্যক্তি কার্য্য-রঙ্গভূমি হইতে ইতিপূর্ব্বেই পলায়িত!

সপ্তপঞ্চাশত্তম কাণ্ড।

অতীত বৃত্তান্তের আমূল ব্যাখ্যা।

পাঠক মহাশয়! আমাদিগের এই আখ্যায়িকার প্রধান নায়ক শ্রীমান রঞ্জনলাল এতদিন এই কার্য্যক্ষেত্রে প্রচ্ছন্নভাবে আপনাদিগের চক্ষে অপ্রকাশিত ছিলেন। নানা ঘটনা সংযোগে সংযোজিত হইয়া অদ্য তিনি স্বীয় মুখেই আত্মপরিচয় প্রদান করাতে ভস্মাচ্ছাদিত নিগূঢ় রহস্য-হুতাশন সকলেরই হৃদয়স্থ জ্ঞানালোক সমুজ্জ্বলরূপে প্রজ্বালিত করিয়া দিল। অতীত বৃত্তান্তের যাহা কিছু পরিবর্ণন অবশিষ্ট, যাহার যাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত ব্যাখ্যার নিতান্তই প্রয়োজন, যে যে বিষয় পরিব্যক্ত না হইলে এই আখ্যায়িকাটী অংশানুক্রমে অঙ্গহীন হইয়া থাকিবে, আপনাদিগের অবগতির নিমিত্ত তাহা আমরা এই স্থানে পর্য্যায়ক্রমে একেএকে যথাযথ পদ্ধতিতে বর্ণবদ্ধ করিতেছি।

স্মরণ থাকিতে পারে, ভীমগড়ের পাতালপুরীতে কালসর্প দংশনে জীবনে হতাশ হইয়া রঞ্জনলাল যখন ক্ষীণস্বরে আর্ত্তনাদ করেন; সেই স্বর দয়ানন্দ ব্রহ্মচারীর কর্ণগোচর হওয়াতে কারণ জানিবার নিমিত্ত তিনি তৎক্ষণাৎ সেই গৃহে সমাগত হয়েন। ভুজঙ্গ দংশন নিশ্চয় হওয়াতে স্বকৃতসঞ্জিবনীচূর্ণ [illegible] করাইয়া বিনিময়ে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই রঞ্জনলাল অচেতন। মহৌষধের সুমহৎগুণে চেতনা হরণ হওয়াতে হতজীবন অনুমানে করা-প্রণালীমত সেই রজনীতেই তিনি অন্ধকার গিরিগুহায় বিনিক্ষিপ্ত হইলেন, ইহাও আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে। কিন্তু রঞ্জনলাল যে জীবিত, সর্পবিষ যে তাঁহার কিছুমাত্রই অপকার করিতে পারে নাই, চূর্ণের গুণ ব্যাখ্যা এবং তাহা প্রয়োগ করিবার সময় দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী যে সমস্ত বাক্যাবলী ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিঞ্চিৎ নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলেই সে বিষয় আপনাদের তৎক্ষণাৎই হৃদয়ঙ্গম হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

কারণ, ব্রহ্মচারীর বাক্য, তাঁহার সঙ্কেত ঔষধের ক্রম, মনুষ্যকে দ্বাদশদণ্ড অচেতন অবস্থায় রাখা। সেবনমাত্রই যে বিষক্ষয়, এ কথা এ ক্ষেত্রে পুনরুল্লেখ বাহুল্য। আর একটী কথা! সুড়ঙ্গপথে ব্রহ্মচারীর প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান। কারাগারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধানের নিয়ম কি? নদীজলে, ধরণীগর্ভে অথবা চিতানলে অন্ত্যেষ্টিকার্য্য সমাহিত হইয়া যায়, তৎসমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার আকাঙ্ক্ষাতেই তৎকালে তাঁহার সেইভাবে প্রতীক্ষা। যখন শুনিলেন পর্ব্বত গুহায় বিসর্জ্জন করাই তাহাদের স্থির সঙ্কল্প, প্রণালীসিদ্ধকার্য্য, তখন মনোমধ্যে আর এক ভাবের সমুদ্ভব। প্রাণবিয়োগ হয় নাই, অথচ পরামর্শ যেরূপ, তাহাতে গিরিগহ্বরে বিনিক্ষেপেই প্রাণত্যাগ। ইচ্ছা, তন্মুহূর্ত্তেই গূঢ় ব্যাপার পরিব্যক্ত করিয়া ফেলেন। আপন অব্যাহতির আশায় জলাঞ্জলি দানে তখনই সে কথা কারা-কর্ম্মচারীর নিকট প্রকাশ করিয়া দেন। কিন্তু গ্রহ সুপ্রসন্ন! শয্যা সমেত বিনিক্ষেপের মন্ত্রণা শ্রবণ করাতে সন্দিগ্ধমনে সে সংকল্প ক্ষণকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিলেন। গৃহ নির্জ্জন হইলে সহসা সুড়ঙ্গপথ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি প্রিয়-শিষ্য বিগতচেতন রঞ্জনলালের মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক নিঃশব্দে প্রগাঢ় চিন্তায় নিস্পন্দভাবে বিনিমগ্ন। ভয়,—পাছে ইহাতেও যদি আপন প্রাণাধিক শিষ্যের কোন প্রকারে জীবন বিঘ্ন বিসংঘটিত হয়। বিজড়িত শয্যা যদি যথারীতি দেহোপরি সমাবৃত না থাকে,—বাহকদিগের শিথিলযত্নে যদি কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠে,—কণ্টকাকীর্ণ দুঃসহ বন্ধুর গহ্বরে শয্যাসহ নিপতিত না হইয়া পতনকালে যদি শয্যাচ্যুতিই ঘটিয়া পড়ে! তাহা হইলেও ত বিষম বিভ্রাট,—নিশ্চয়ই প্রাণান্ত! নিদারুণ চিন্তা সহযোগে এইরূপ চিন্তবেগ প্রবল হওয়াতে দয়াময় ব্রহ্মচারীর দয়ার্দ্র অন্তঃকরণ নিতান্তই ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। অবশেষে স্থির প্রতিজ্ঞা, ভাগ্যে যাহাই থাকুক, বাহকগণের ব্যতিক্রম দর্শন করিলে,—তাহাদের অনাস্থা অণুমাত্রও অনুমিত হইলে, তৎক্ষণাৎ আত্মপ্রকাশে তাহাদের সম্মুখীন হওয়া!—বিভীষিকা প্রদর্শনে অথবা অস্ত্রাঘাতে তাহাদিগকে বিমুখিত করিয়া প্রাণাধিকের উদ্ধারসাধনে সবিশেষ প্রাণপণে চেষ্টা করা! মনে মনে এইরূপ কৃতসঙ্কল্পে ধৈর্য্যশীল ব্রহ্মচারী আপন

গৃহ হইতে প্রয়োজনীয় প্রহরণ এবং উত্তোলন-রজ্জু প্রভৃতি উপকরণাদি সংগ্রহ করণানন্তর মেঘাবৃত রজনীর তমোময় আবরণে সতর্ক পাদবিক্ষেপে বাহকদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্য,—ঘটনাক্ষেত্রে আশু-প্রতিকারের নিমিত্ত কোন প্রকার কষ্টসাধ্য প্রয়াস পাইতে তাঁহাকে আর বাধ্য হইতে হইল না। ঈশ্বরেচ্ছায় সবিস্ময়ে শয্যাসমেত রঞ্জনলাল একটী অগভীর সমতল নিরাপদ গহ্বরমধ্যে বিনিক্ষিপ্ত হইলেন। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, পাঠক মহাশয়, পর্ব্বমলের তদন্তকালে আপনি তাহা বিশদরূপেই পরিজ্ঞাত হইয়াছেন।

দয়ানন্দ স্বামী ও রঞ্জলালের ভীমগড়ের নরকযন্ত্রণা হইতে পূর্ব্বরূপ ঘটনা-ক্রমে নিরাপদে নিষ্কণ্টকে নিষ্কৃতিলাভ। তাঁহাদের প্রথম কল্পনা,—অর্থ অন্বেষণ।—অর্থ সহায় ভিন্ন অর্থাগম হয় না।—সেই অতুল অক্ষয় ধন-রাশির সমুদ্ধার করিতে সহায়স্বরূপ সঞ্চিতার্থের প্রয়োজন।—সে অর্থ কোথায়?—তাহা সংগ্রহ করিতে তাঁহাদিগকে আর সমধিক কষ্ট পাইতে হইল না। রঞ্জনের পৈত্রিক ভদ্রাসনে যা হয় যৎকিঞ্চিৎ অর্থ গুপ্তভাবে বিপ্রোথিত ছিল,—তাহাই তাহাদিগের সহায় ও সম্পত্তি। সেই মুদ্রা সংগ্রহে আকস্মিক ব্যয় ভয়ে ভিক্ষামাত্র অবলম্বনে দূরপথ অতিক্রম করিয়া উভয়েই তাঁহারা "রত্নগিরি" সন্নিহিত সমুদ্রতীরবর্ত্তী বিজয়গড়নগরে সমুপস্থিত হই-লেন। তথা হইতে নৌকারোহণে "রত্নগিরি" দ্বীপের নিহিত রত্নভূমে উপনীত হইয়া প্রচুর ধনরাশিমধ্য হইতে কিয়ৎপরিমিত ধনরত্ন আহরণ করিলেন। সেই অর্থ সাহায্যে বৃহদায়তন অর্ণবপোত অধিক মুদ্রা দানেও হস্তগত করণানন্তর সেই অক্ষয় ভাণ্ডারের প্রায় সমস্ত গুপ্তধনই তদুপরি সমারোহিত করা হইল। পোত পরিচালনের অগ্রেই বিমুগ্ধমতি রঞ্জনলাল কৃতাঞ্জলিপুটে স্বামীজী ঠাকুরকে বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, "এ ধন আমার নহে, আপনার গবেষণাপ্রসূত সমুদ্ধৃত রত্নরাজী আপনিই এখন পরিগ্রহণ করুন।"

গুরুদেব হাস্য করিয়া কহিলেন, "সেকি বৎস? দত্তধন প্রতিপরি-গ্রহে আমার অধিকারীত্বসত্ব কিরূপে আর সম্ভবপর হইতে পারে? এ ধন

আমি সেই নিরয়তুল্য কারাগারমধ্যেই গুরুভক্তির পুরস্কারস্বরূপ তোমার নামেই ত উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি। শাস্ত্রানুসারে দত্তহারীর মহাপাতক! এ ধন আমি এক্ষণে কি ছলে প্রতিগ্রহ করিব? তোমার প্রাপ্যধন তুমিই, সচ্ছন্দে পরম সুখে উপভোগ কর!—উহার উপর আমার আর স্বামীত্ব প্রভুত্বসত্ত্ব এ স্থলে কিছুমাত্রই পরিবিদ্যমান নাই।"

রঞ্জনলাল ক্ষুণ্ণ হইলেন। ক্ষুব্ধহৃদয়ে বিনম্রভাবে কহিলেন, "গুরুদেব! তবে আমিও আর এ ধনের অভিলাষ রাখি না।—এরূপে আপনি যদি প্রত্যাখ্যান করেন, এরূপে যদি ইহার অর্দ্ধাংশমাত্রও পরিগ্রহ করিতে সুসম্মত না হয়েন; তাহা হইলে এ রত্ন এতদিন যেমন রত্নগিরির উপত্যকায় অব্যবহারে অযত্নসহকারে গুপ্তভাবে নিহিত ছিল, এখনই—এই মুহূর্ত্তেই এ সমস্ত ধনরত্ন সেইরূপে এই সমুদ্রগর্ভেই নিহিত হইয়া থাকুক! অনুমতি করুন, নিমেষমধ্যেই আমি অর্ণবযানের গুরুভার লাঘব করিয়া দিই!"

"আমি ব্রহ্মচারী, গৃহাশ্রম শূন্য, পুত্র কন্যা বিরহিত, অর্থে আমার প্রয়োজন কি? তবে যখন অর্দ্ধাংশও গ্রহণ না করিলে তুমি ইহার একটী কপর্দ্দকমাত্রও, স্পর্শ করিতে অসম্মত, সুতরাং তখন আমার অগত্যাই অঙ্গীকার। অর্দ্ধাংশ কেন? সমস্তই আমার গ্রহণ স্বীকার! কিন্তু কথা এই, এ ধন সংন্যস্ত করিবার আমার উপযুক্ত আর স্থান কোথায়? আর অংশ করিবারই বা প্রয়োজন কি? এই বিপুলধনরাশি তোমার নিকটেই সংরক্ষিত হইয়া থাকুক।—প্রয়োজন হইলে মধ্যে মধ্যে আমিই তোমার নিকট হইতে প্রার্থনা করিয়া লইব!"

রঞ্জনলাল ঈষদ্ধাস্য করিলেন। গুরুদেবের এই সুকৌশলপূর্ণ বাক্যকৌশলে পরাস্ত হইয়া অবনতমস্তকে অগত্যাই তাঁহাকে মৌনাবলম্বন করিতে হইল।

প্রত্যাবর্ত্তনের পরেই বরদারাজধানীমধ্যে একটী সুপবিত্র আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। প্রকাশ্য দর্শন, দীন ও বিপন্নগণের উপকারসাধন। কিন্তু আন্তরিক অভিপ্রায়,—ভূত ভবিষ্যৎ গণনা ও গ্রহযাগ ইত্যাদিতে অদ্বিতীয় পারদর্শী, সাধুপুরুষের অভ্যুদয়, এ কথা নগরমধ্যে রাষ্ট্র হইলে দূরদূরান্তর হইতে অনেক স্ত্রী পুরুষ স্ব স্ব ভাগ্য পরীক্ষার নিমিত্ত অবশ্য অবশ্যই আগমন করিবে;—অধিকন্তু,

গণনার উপর এতদ্দেশীয় নারী জাতির অখণ্ডনীয় বিশ্বাস। গণনাকাঙ্ক্ষিনী ললনাগণের মধ্যে অনুদ্দিষ্টা মধুমতীর দর্শন লাভেরও আশা প্রত্যাশা অনেক-দূর সম্ভাবনা, এটীও তাঁহাদের অন্যতর উদ্দেশ্য। বরদাশ্রমে দৈবজ্ঞ ব্রহ্মচারী রত্নগিরি এবং তদীয় প্রিয়শিষ্য দীনদয়াল শাস্ত্রী যে কে, তাহা আর বিশেষ করিয়া পাঠক মহাশয়কে পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন : ঘটনাক্ষেত্রে কার্য্য-কলাপ সন্দর্শনে আপনারা নিঃসংশয়ে প্রথমাবধিই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। বৃদ্ধতম দৈবজ্ঞ, সেই ভীমগড়দুর্গের কারাবাসী বন্দী, দয়ানন্দ স্বামী, এবং এই প্রিয়শিষ্য দীনদয়াল শাস্ত্রী, তাঁহার সেই সহবন্দী,—আমাদিগের অবলম্বিত আখ্যায়িকার প্রধানতম নায়ক, শ্রীমান রঞ্জনলাল!

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, দয়ানন্দ স্বামী সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাঁহার বিবে-চনাশক্তি ও চিন্তাশীলতা অতীব প্রখররূপে তেজস্বিনী। আমাদিগের এই আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন মুনিঋষিগণ যে প্রখরা শক্তিপ্রভাবে বিশ্বসংসারের সমস্ত ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ঘটনা করতলস্থ দর্শন করিতে পারিতেন, সেই শক্তি প্রভাবে দয়ানন্দ স্বামীও (ততদূর না হউন) অনেক পরিমাণে ত্রিকালজ্ঞ। বিশেষতঃ নগরীমধ্যে স্থানে স্থানে তাঁহার বহুতর গুপ্তচর বিনিযুক্ত ছিল, সেই সকল চরেরা অহরহ নানা স্থান সংঘটিত নানারূপ সংবাদ বার্ত্তা তাঁহার নিকট সুবিদিত করিয়া দিত। সুতরাং বিদ্যাবল, বিবেচনা বল, এবং চারবল, এই ত্রিবিধবলেই তিনি ত্রিকালজ্ঞ।

ক্রমে ক্রমে রত্নগিরির দৈব-গণনার সুপরিক্ষীত সুফল দেশ বিদেশে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে সেই আশ্রমে নিত্য নিত্য বহুলোকেরই সমাগম হইত। আর সেই শ্রুতি প্রমাণেই দাতাজীর স্ত্রী কন্যা বিপন্নাবস্থায় মাহজী সমভিব্যাহারে গ্রহযাগাভিলাষে সেই স্থানে আগমন করিয়া-ছিলেন, এ কথাও অবশ্য পাঠক মহাশয়ের স্মৃতিপটে সমঙ্কিত আছে। এই অবসরে মনে করুন, ওসমান আলিরূপী রঞ্জনলালের সহিত যে রাত্রে আপনার প্রথম সাক্ষাৎ সন্দর্শন, সেই রাত্রে পরমলজী তথায় উপস্থিত হইয়া দ্বাবিংশতিলক্ষ মুদ্রার স্বীকৃত হুণ্ডী এবং পণ্যপূর্ণ চারি-খানি বাণিজ্যতরী ক্রয়ের সমাচার বিজ্ঞাপন করেন। এক্ষণে আপনারা

বুঝিতে পারিতেছেন, সেই হুণ্ডী, তরণী এবং বাণিজ্যপণ্য কাহার নিমিত্ত সংগ্রহ! দাতাজী যে দুরবস্থাপন্ন, "মাতঙ্গী" যে জলমগ্ন, স্বাক্ষরিত হুণ্ডী পরিশোধে তিনি যে এককালেই অসমর্থ, সংসারে তাঁহার অভ্যুদয়লাভের একেবারেই যে উপায়াভাব, এ সমস্ত বৃত্তান্ত তৎপূর্ব্বেই রঞ্জনলালের সম্যকরূপেই সুগোচর হইয়াছিল। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া ধনজীভাইবেশে দাতাজী-ভবনে গমনপূর্ব্বক পূর্ব্বকথিতরূপ যথাযথ ধার্য্য করিয়া আসিলেন। সুবিধাক্রমে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছাই কার্য্যক্ষেত্রে সুপরিণত,—শৈলজননী গণকাশ্রমে সমুপস্থিতা।—তৎপরে যে সে ঘটনা সম্মিলিত, তাহা আর আপনাদের অপরিজ্ঞাত নাই। এ স্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি ঐরূপে অর্থাদি সম্প্রদানপূর্ব্বক দাতাজীর মানসম্ভ্রম রক্ষা করাই রঞ্জনলালের একমাত্র আন্তরিক অভিলাষ, তবে এত অধিক বিলম্ব করিবার প্রয়োজন কি? তৎক্ষণাৎই তাহা প্রদান করিলেন না কেন?—আরও,—তাঁহার যদি এতদূরই প্রভুভক্তি, তবে বিষপানে পরম উপকারী প্রভুর প্রাণ বিনাশ স্থির নির্দ্ধার্য্য জানিয়াও কি জন্য তাহাতে তত্দূর উপেক্ষা?—কালকূট হলাহল তাঁহার বদনাগ্রেই সমানীত, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইলেই ত সমস্ত ইচ্ছা আকিঞ্চন সেইক্ষণে অচিরেই জলশায়ী, তবে—কেন—কি জন্য তাহাতে তত্দূর অবহেলা প্রদর্শন?

উপেক্ষাও নহে, অবহেলাও নহে, সম্পূর্ণরূপেই সুসতর্ক! প্রাণহর কালকূট মুখাগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল বটে, মুহূর্ত্তমধ্যেই তিনি তাহা পান করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে দাতাজী মহাশয়ের দুর্মনোরথ কোনক্রমেই সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ব্রহ্মচারীদত্ত যে সঞ্জিবনীচূর্ণে ভীমগড় কারাকূপে রঞ্জনলালের সেইরূপে জীবন রক্ষা, সেই সঞ্জিবনীচূর্ণ হস্তে রঞ্জনেরই গুপ্তচর, পার্শ্ববর্ত্তীকক্ষে অবসর প্রতীক্ষায় প্রচ্ছন্নভাবে দণ্ডায়মান! রসনাগ্রে কালকূট সংলগ্ন হইবামাত্রই সে ব্যক্তি আসিয়া কর্ত্তব্যপালনে তৎক্ষণাৎই তৎপর হইবে, তাহার প্রতি এইরূপেই দৃঢ়তর আদেশ! মৃত্যু-শয্যাশায়ী বৃদ্ধ পিতার ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করিবার নিমিত্তই বিষপানের আসন্নকাল পর্য্যন্ত

অবসর প্রতীক্ষা! আর সেই নিমিত্তই তৎক্ষণাৎ সমাহৃত ধন তরণী প্রত্যর্পণে বাহ্যিক উপেক্ষা প্রদর্শন!—শুভ অবসরে চরমকালে সম্প্রদান!

হেমাভাই প্রেমাভাইয়ের সহিত রঞ্জনলালের কিরূপে সংশ্রব সংযোগ? পরমোপকারী পূর্ব্বতনপ্রভু দাতাজীকে ধনরত্ন প্রদানের পূর্ব্বে অথবা সেই সমকালিকই কি তাহাদের গদীর সহিত পরস্পর সম্বন্ধ বন্ধন?—না, তাহা নহে। অপরাপর মহাজনগণের নিকট হইতে সেই গদীর নামেই দাতাজীর স্বীকৃতহুণ্ডী ক্রয় করিয়া সেইরূপে তাহা ব্যবহৃত করিয়াছিলেন। তবে পাথোজীর সহিত সহযোগবাণিজ্য-সম্বন্ধ সংস্থাপন করিবার পূর্ব্বে হেমাভাই-দিগের গদীতে এতাধিক মুদ্রা সংন্যস্ত করিয়াছিলেন যে, গদীযানেরা তাহাতেই তাঁহার এক প্রকার ক্রীড়া পুত্তলীর ন্যায় সর্ব্বক্ষেত্রে তাঁহারই মনোগত ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ইতস্ততঃ করেন নাই। সেই নিমিত্তই পাথোজীর নিকট সেইরূপ দর্শনী-হুণ্ডী প্রদর্শন, আর সেই নিমিত্তই রঞ্জনলালের বিশ্বাসপত্র অবাধেই সংগৃহীত।

পাথোজীর সামাজিক ও বৈষয়িক অধঃপতন কিরূপে সংসাধিত, তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্যমাত্র। তবে ইন্দুবালার গর্ভজাত সন্তানের প্রকৃত পরিচয় কিরূপে সম্প্রাপ্ত; কেবল সেই অংশটীই পাঠক মহাশয়ের পরিজ্ঞাত হওয়া এ স্থলে একমাত্র অবশিষ্ট। ঘটনাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া সেই তত্ত্বটী রঞ্জনলালের কৌতূহলকূলে সংলগ্ন হইয়াছিল। শিবনগরের উপদ্রুতভবনে নিশাযাপন করিতে সকল লোকেই অসমর্থ, কেবল একমাত্র বিষণচাঁদই নিরাপদ! এই রহস্য ভেদ করিবার নিমিত্ত রঞ্জনলাল সর্ব্বদাই সমুৎসুক। কিন্তু কিরূপে সেই ঔৎসুক্য চরিতার্থ হয়? ওসমান আলিবেশে প্রবেশ করিতে গেলেই বিষম বিভ্রাট। কার্য্যকলাপের সন্ধান রাখিতেছে মনে করিয়া কুট-বুদ্ধি বিষণচাঁদ নানা প্রকার কুতর্ক সংঘটন করিতে পারে,—যে নিমিত্ত তাহার আশ্রয় গ্রহণ, সে ব্যক্তি রুষ্ট হইলে সেই আন্তরিক আদিম অভীষ্টটী সুসিদ্ধ হইবার পক্ষে সমূহ ব্যাঘাত,—হয় ত ছদ্মবেশ প্রকাশ হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি আশঙ্কায় সে মূর্ত্তিতে তথ্যানুসন্ধান করিতে কোনক্রমেই সাহস প্রাপ্ত হইলেন না। দৈববলে সে আশঙ্কারও তিরোভাব! সে বিষয়ের অতি

সুন্দররূপেই সুবিধা হইয়া দাঁড়াইল।—ঘটনাক্রমে মিত্রভোজ-যামিনীতে মিজিভিয়ারের ভবনেই অকস্মাৎ সে প্রসঙ্গের সমুত্থাপন। পাশ্চাত্যবেশেই রঞ্জনলাল উপক্রান্তভবনে যথাসময়ে সমুপস্থিত হইলেন। ভীতচিত্ত নিমচাঁদের বদন হইতে একেএকে সমস্ত রহস্যই সুপ্রকাশিত। কুমারী কন্যা অথচ পুত্রপ্রসূতী, এ কথাও তাহার রসনাগ্র হইতে বিনির্গত। ঐ নিগূঢ় রহস্য সে ব্যক্তি কিরূপে সুপরিজ্ঞাত, প্রশ্ন হওয়াতে, "প্রেমিক মহারাজ ও তাঁহার সুপ্রেমিকা প্রণয়িনীর বিশ্রাম্ভালাপেই উপকর্ণন" ইহাই নিমচাঁদের নিশ্চয়াত্মক প্রত্যুত্তর। বিশ্রাম্ভালাপের সময় সহসা অপ্রাসঙ্গিক সন্তানের কথা উত্থাপিত হইয়াছিল কেন, দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসাবাদে "পদ্মলের ছুরী মারিবার কথা ইন্দুবালা জিজ্ঞাসা করাতেই ঐ সকল বিষয় ব্যক্ত হইয়া পড়ে।" দ্বিতীয় প্রশ্নে উদ্যানপালের এইরূপ সংশয়নাশক সদুত্তর। রহস্য নিকেতনের সমস্ত গুপ্ত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া অনুসন্ধানকারী রঞ্জনলাল নিমচাঁদেকে সম্বোধনপূর্ব্বক সতর্কবাক্যে কহিলেন, "সাবধান! এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না!—আমি যে, সমস্ত রহস্য ভেদ করিয়াছি,—ভয় প্রযুক্ত তুমিই যে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছ; ঘৃণাগ্রেও ইহা যেন কেহ অবগত হইতে না পারে! বিষণচাঁদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ! প্রকাশ পাইলে তোমার পক্ষেই ভয়ানক অমঙ্গল, একেবারেই মারা যাইবে! সাবধান! প্রকাশ করিও না। ভূত পিশাচের বিষম উপদ্রব, জনসমাজে ইহাই আমি প্রচার করিয়া দিব, তুমিও যথায় তথায় আমার বাক্যেরই অনুমোদন করিও!" উদ্যানপাল তাহাই করিয়াছিল, সুতরাং ঘটনাক্ষেত্রে এতদিন এ তত্ত্ব অপ্রকাশ।

এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, বিদেশী ডাক্তারমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? কি কারণে রঞ্জনলাল এ মূর্ত্তি ধারণে মধ্যে মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন? উদ্দেশ্য সুপ্রকাশ, অথচ নিগূঢ়! কোথাও কোন ক্ষেত্রেই মধুমতীর সহিত সাক্ষাৎলাভ সংঘটিত হইয়া উঠিল না,—গণনা বা দৈবযাগের কামনায় নব-প্রতিষ্ঠিত আশ্রমেও মধুমতীর অদর্শন, অন্বেষণকারী চরেরাও অকৃতকার্য্য। সুতরাং অন্য কোন উপায় অব-

লম্বনের নিতান্তই আবশ্যকতা!—গৃহস্থ অন্তঃপুরে অবাধে প্রবেশ করিতে পারা যায়, এরূপ কোন বেশের আশ্রয় গ্রহণ একান্তই প্রয়োজন। সে বেশ কি? স্ত্রী বেশ অসম্ভব! সুতরাং বঞ্জনলালের ডাক্তারমূর্ত্তি পরিগ্রহণ! হকিম বৈদ্য কবিরাজ মূর্ত্তিতে বিচরণ না করিয়া পাশ্চাত্য-রূপে সুসজ্জিত হইবার কারণ এই, ধাতু পরীক্ষা না করিয়া তাঁহারা কদাচ কোন স্থানেই ঔষধাদির ব্যবস্থা প্রদান করেন না, সেই নিমিত্তই বৈদেশিক বেশের আশ্রয় গ্রহণ,—গৃহ-ললনার ব্যাধি পীড়া উপস্থিত হইলে গৃহস্বামীরা অগত্যাই তাঁহারে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া যাইতে বাধ্য হইবেন,—সেই নিমিত্তই অন্তঃপুরমধ্যে মধুমতীর অন্বেষণ করিবার জন্যই তাঁহার এইরূপ ছলকৌশলের আশ্রয় অবলম্বন। এই উপায়েই যে তিনি পূর্ণ মনোরথ, তাহা আর পাঠক মহাশয়ের নিকট পুনর্ব্যাখ্যা বাহুল্য।—মহারাজ বীরবিক্রমের অবরোধমধ্যে ব্যাধি শয্যাশায়িনী মহারাণী চন্দ্রাবতীর গৃহেই চাসিনিরূপিনী প্রাণপুত্তলিকা শ্রীমতী মধুমতীর আশানুরূপ দর্শন লাভ!

যেরূপ ছলবলকৌশলে বলদেবের অর্থ উপার্জ্জন, যেরূপে তাহার সে সমস্ত বিত্তবিভব হস্তচ্যুত, এবং যেরূপে তাহার উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্তি, তৎসমস্তই পাঠক মহাশয় যথাসময়ে যথাস্থানে সুবিদিত। কেবল আনুষঙ্গিক দুই একটী কথামাত্র অবশিষ্ট।

প্রধানা নায়িকা মধুমতী প্রথমে কি কারণে কাহার উপদেশে দাস-রূপে বলদেবের আশ্রয় গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছিলেন, রত্নগিরির আশ্রমে দীনদয়াল শাস্ত্রীর সহিত অভ্যাগতা রাজান্তঃপুরবাসিনী কামিনীর নিভৃত কথোপকথন স্মরণ করুন। এই ইঙ্গিতই আপনাদিগের পক্ষে যথেষ্ট। অভ্যাগতা কামিনী যে কে, এই ইঙ্গিতেই তাহা আপনারা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। আরও—বলদেবের দলীলাদী অপহরণ করিবার নিমিত্ত কি কএকটী বর্ণবন্ধে ছদ্মবেশী প্রবীরচাঁদ অনিচ্ছু পরমলজীকে যেরূপে বশীভূত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, সে রহস্যপূর্ণ বাক্যাবলীর ভাবার্থই বা কি, পাঠক মহাশয়ের সুগোচরার্থ তাহা

আমরা এই স্থানে বর্ণে বর্ণে প্রকটিত করিয়া দিলাম। পত্রমধ্যে এই কএকটী শব্দ সন্নিবেশিত ছিল:—

"যাহার অন্বেষণার্থ ওসমান আলি কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, আমিই সেই ছদ্মবেশধারিণী মধুমতী।"

পদ্মলজী বশীভূত হইলেন বটে, কিন্তু মনে মনে তাঁহার এক নিদারুণ সন্দেহ!—এ মধুমতী কে?—কি কারণে ওসমান আলি কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিতে সমুদ্যত?—ওসমান মুসলমান, মধুমতী হিন্দু ললনা!—পতি পত্নিত্ব সম্বন্ধ নিতান্তই অসম্ভব! তবে কি? এইরূপ সন্দেহ আন্দোলনে কএক দিবস অতিবাহিত, তৎপরে যখন ওসমান আলির সহিত সঙ্গোপনে সাক্ষাৎ সন্দর্শন, তখনই তাঁহার সেই সংশয়ের একেবারেই তিরোধান। ওসমান আলির বাক্যে ধ্রুব বিশ্বাস। সেই বাক্য তিনি বেদ তুল্য সত্যজ্ঞান করিয়া থাকেন। "শ্রীমতী মধুমতী সাবিত্রী স্বরূপিণী" প্রভুর বদন হইতে এই একটী শব্দ সমুচ্চারিত হওয়াতে তাহাই তিনি হৃদয়মধ্যে গ্রহণ করিয়া লইলেন। তাহার দৃষ্টান্ত, পাথোজীর সামাজিক অধঃপতন রজনীতে ইন্দুবালার নামীয় বেনামী-পত্র দর্শন। মধুমতীর হস্তাক্ষর সন্দেহ করিয়া তাঁহারই উদ্দেশে তিনি সেই নিমিত্ত সম্ভ্রমসূচক "কর্ত্রী ঠাকুরাণী" সম্বোধন-পদ প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

পত্রখানি কাহার দ্বারা প্রেরিত, কাহার দ্বারা বিরচিত, এবং কাহার পরামর্শেই বা সে কার্য্য সম্পাদিত?—বিরচণকর্ত্রী শ্রীমতী মধুমতী; পরামর্শ-দাতা এবং প্রেরণকর্ত্তা স্বয়ংই শ্রীমান রঞ্জনলাল।

এই স্থলে ওসমান আলির কার্য্য কলাপের ব্যাখ্যা। কোন সুযোগে আমীর দেলওয়ার খাঁর মনঃতুষ্টিসাধনে অনুরোধপত্র হস্তগত করিয়া বিষণ-চাঁদের সমীপে ওসমান আলিবেশে রঞ্জনলালের প্রথম প্রবেশ। অগত্যা-অবলম্বিত প্রভুর চিত্তরঞ্জনের নিমিত্ত তিনি যেরূপ পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অতীব কৌতুকাবহ। যে যে কার্য্যে সহস্র সহস্র মুদ্রার আশু বিনিয়োগ নিতান্তই প্রয়োজন, গুপ্তভাবে নিজ হইতে তৎসমস্ত বিনির্ব্বাহিত করিয়া যৎসামান্য ব্যয়ে, অথবা বিনা ব্যয়ে সেই সেই কার্য্য

বিসম্পাদিত, নিঃস্বার্থভাব প্রকাশে এইরূপ পরিব্যক্ত করিয়া দিন দিন তিনি প্রভু সন্নিধানে সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন। লোভপরায়ণ প্রভুরও ইহাতে বিলক্ষণ সুবিধা! অবধারিত সমস্ত অর্থ সরকারের শিরে বিনিক্ষেপপূর্ব্বক ধন-পিশাচ শান্তিরক্ষক তদ্দ্বারা আপন উদর পরিপূরিত করিতে থাকিলেন। সুতরাং উত্তরোত্তর ওসমানের প্রতি বিষণচাঁদের নিয়তই অত্যন্ত বিশ্বাস,— দিন দিন সর্ব্বান্তঃকরণেই তাঁহার প্রতি অতুল অদ্বৈষ সুপ্রসন্ন। ক্রমে ক্রমে ওসমান আলি বিষণচাঁদের বৈষয়িককার্য্যে দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ হইয়া উঠিলেন।—আরও এক রহস্য ব্যাপার! আমীর ওমরাহ-গণের বিষয়বিভব সম্বন্ধে কোন প্রকার নিষ্পত্তি নির্ব্বাহ করণের প্রয়োজন হইলে এক গুণের স্থলে চতুর্গুণ পরিমাণে তিনি বাদী প্রতিবাদীগণকে ত্যক্ত বিরক্ত করিয়া তুলিতেন। বক্ষ আদেশের লাঘব করণাশয়ে কোন কোন ব্যক্তি দয়া ক্ষমা অথবা আনুকূল্যতা প্রার্থনা করিলে, "আমি আজ্ঞাবহ মাত্র; আপনাদের কষ্টে আমার হৃদয় বিদীর্ণ প্রায়, কিন্তু করি কি নিরুপায়, প্রভুর আদেশ,—সুতরাং অগত্যাই আমি প্রতিপালন করিতে বাধ্য!" এইরূপে উত্তর প্রদানে তাঁহাদিগকে প্রবোধিত অথচ অধিকতররূপে উত্তেজিত করিয়া দিতেন। উদ্দেশ্য,— বিষণচাঁদের প্রতি বিরাগ উৎপাদন, পরিণাম— আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি! উত্যক্ত আমীর ওমরাহেরা বিরূপ হইয়া একত্রে দলবদ্ধ হইলে তাঁহারই পক্ষে সুমঙ্গল, সময়ে তাঁহাদিগের দ্বারাই দুর্বৃত্ত বিষণচাঁদের অধঃপতন অনিবার্য্য, ইহাই স্থির সিদ্ধান্তে তিনি এইরূপ কার্য্যের সমাচরণে বিলক্ষণরূপেই যত্নশীল,—আর সেই নিমিত্তই তিনি আমীর ওমরাহগণের ঘৃণা কোপ ও বিরাগ বর্দ্ধনে দৃঢ়তররূপে কৃতসঙ্কল্প! "ষড়যন্ত্রজালে সকলকেই বিজড়িত হইতে হইবে" তাঁহার প্রথম দিবসের এই মর্ম্মানুগত স্বগত বাক্যাবলীর প্রকৃত তাৎপর্য্যও তাহাই। কেবল বিষণচাঁদ বলিয়াই নহে, আনুসঙ্গিক অপরাপর উপায়ে অপরাপর পাপাচারগণের সর্ব্ব-নাশ সাধন করাও সেই স্বগতবাক্যের নিগূঢ় মর্ম্ম,—নিগূঢ় সারগর্ভ অর্থ!

পূর্ব্বেই পরিব্যক্ত, ওসমানকে সদাসর্ব্বদা প্রভুসদনে উপস্থিত থাকিতে হইত না, প্রয়োজন হইলে সময়মত কখন কখন কার্য্যালয়ে দর্শন দিতেন

মাত্র। তাহার উপর আবার কোনরূপ তদন্তভার সমর্পিত হইলে তাঁহার পক্ষে মণিকাঞ্চন-যোগ এবং শুভলগ্নে রাজ-যোটকের ন্যায় সুবিধা হইয়া দাঁড়াইত! প্রতিনিধি বিনিযোগে সে কার্য্য সমুদ্ধারের ব্যবস্থাবিধান করিয়া আপনি স্বয়ং নানা মূর্ত্তিতে নানা রঙ্গভূমে নানা প্রকার অভিনয় করিয়া বেড়াইতেন। দৃষ্টান্তস্থল, রঞ্জন সম্বন্ধে পরমলের ভীমগড়ের তদন্ত ব্যাপার।

কার্য্যগতিকে সহসা এক দিবস পরমলজীর সহধর্ম্মিনীর সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন। দূরস্থ প্রদেশ হইতে প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে সন্ধ্যা সমাগমে রঞ্জনলাল কোন এক অপরিচিত ভদ্রস্থাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার ব্রহ্মচারীবেশ। গৃহস্বামীর সহিত বিবিধ বাক্যালাপে অভিনিবিষ্ট, এমন সময় মলিন বদনা, মলিন বসনা, জীর্ণ শীর্ণ কলেবরা, একটী রমণী সঙ্কুচিতভাবে অকস্মাৎ সেই স্থানে প্রবেশপূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। গৃহস্থ সকলেই শশব্যস্ত। সময়োচিত সেবা শুশ্রূষা করাতে সেই সংজ্ঞাহীনা রমণীর অল্পে অল্পে চৈতন্যোদয় হইল। সে অবস্থায় সুতরাং তাহার সেই স্থানেই নিশাযাপন। সূর্য্যোদয়ের পর দয়ার্দ্র ব্রহ্মচারী নানামতে সান্ত্বনা করিয়া তাহার পূর্ব্বাপর অবস্থা স্নেহপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন। অনাথিনী কুণ্ঠিতভাবে সঙ্কুচিতা। বারবার উত্তেজনায়, "বিষণচাঁদের অত্যাচারে উৎপীড়িতা, কিছু দিবস পূর্ব্বে কারাগার হইতে পলায়ন, পতির নাম পরমল, জঙ্গুসরে মুক্তীর অধীনে কর্ম্ম করিত, আপাততঃ নিরুদ্দেশ।" ক্ষীণ মৃদুস্বরে এই মর্ম্মের কতকগুলি ছাড়া ছাড়া কথা অনাথিনীর বিশুষ্ক রসনা হইতে বহুকষ্টে বিনির্গত। রঞ্জনলাল সমস্তই বুঝিয়া লইলেন। পরমল ঘটিত সমস্ত তত্ত্ব পূর্ব্ব হইতে হৃদগত থাকাতে অসংলগ্ন বাক্যাবলীর প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করণে তাঁহার আর কিছুমাত্র কালবিলম্ব হইল না। "স্বামীর উদ্দেশে অবশ্য অবশ্যই যত্নবান হইব, শীঘ্রই সে সংবাদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে, আপাততঃ এই বাটীই তোমার আশ্রয়স্বরূপ হইয়া থাকুক।" এই কএকটী কথা সমুচ্চারণে গৃহস্বামীর হস্তে একমুষ্টি পরিমিত স্বর্ণমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক রঞ্জনলাল তথা হইতে বহির্গত হইয়া আসিলেন।

কিছুদিন পরেই পরমলজীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ।—যে দেবালয়ে

নিগৃহীত পলাতকের তখন আশ্রয গ্রহণ, দৈবযোগে ভ্রমণ করিতে করিতে রঞ্জনলাল ব্রহ্মচারীবেশে একরাত্রে সেই বাটীতেই সমুপস্থিত। পরমলজী তখন ব্যাধিশয্যায চৈতন্যশূন্য —ভীষণ সন্নিপাত,—জীবন সংশয়। রোগীর অবস্থা দর্শনে আশু প্রতিবিধান বাসনায তিনি তাহারে রত্নগিরিকৃত একমাত্র মহৌষধী সেবন করাইযা দিলেন। পরক্ষণেই প্রলাপ, রোগীর মুখ হইতে প্রলাপবাক্য সমুচ্চারিত হওযাতে এ-ই যে সেই নিগৃহীত পরমলজী, দীনদযালের তাহা নিশ্চিতরূপেই অবধারণ হইল। ঔষধের ক্রমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরমলের চৈতন্যলাভ, ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপেই আরোগ্য বিধান। দযার উপদেশে এবং ইষ্টসিদ্ধির ভাবী প্রত্যাশায সাগ্রহ যত্নে সেবা শুশ্রূষা করাতে তদবধি পরমল তাঁহার একান্তই বশীভূত, একান্তই অনুগত, এবং নিরুদ্দিষ্টা পত্নীর উদ্দেশ সাধনের একমাত্র কাণ্ডারী জ্ঞানে ওসমান আলির নিকটেও তিনি চিরকৃতজ্ঞ,—চিরানুগত,—আর তদবধি তাঁহার চরণে নিতান্তরূপেই ক্রীতদাস।

তৎপরেই অনুরোধপত্র সংগৃহীত। স্বাস্থ্যবিধানচ্ছলে বিষণচাঁদের যখন বরোজ-উদ্যানে নিভৃতে অবস্থান, সেই সময কি প্রকারে সে পত্র ওসমান-আলির হস্তগত হয, বিষণচাঁদের বিচারকালেই তাহা অতি বাহুল্যরূপেই বিবৃত হইযাছে।

সে পত্র সংগ্রহে যদিও আশানুরূপ উল্লাস জন্মিল না বটে, কিন্তু সমযে তদ্দ্বারা যে বিষণচাঁদের একাঙ্গছিন্ন হওযার সম্ভাবনা, ইহা ভাবিযাই মনে মনে কতক পরিমাণে আশ্বস্ত।

স্মরণ করুন, নিশাকালে নিজমূর্ত্তিতে পাথোজী ও বিষণচাঁদের শয়নকক্ষে পর্য্যাযক্রমে রঞ্জনলালের প্রবেশ। এবং শয্যা সমীপে তীব্রস্বরে তাহাদের প্রতি ভয়প্রদ বাক্যবিন্যাস করা। এরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিবার কারণ এই, উভযেরই চিত্তচাঞ্চল্য সমকালেই সমুৎপাদন।—দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, অসীম ক্ষমতাপন্ন, উভযেই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, অথচ লক্ষ্য শিকার, চক্ষে ধূলি প্রদানে অবাধে সুখ সচ্ছন্দে এই রাজ্যমধ্যে বিচরণ করিযা বেড়াইবে, ইহা তাহাদের পক্ষে একান্তই অসহনীয়, নিতান্তই চক্ষুঃ-

শূল! সুতরাং এই নিদারুণ উদ্বেগ-বিষানলে তাহারা অহরহ দগ্ধীভূত হইতে থাকিবে, ভীতিপ্রদর্শন করিবার ইহাই তাঁহার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য! তাঁহার অজ্ঞাতসারে এ কার্য্য কখনই বিসম্পাদিত হয় নাই, ষড়যন্ত্রের ভিতর তিনিও হয় ত সুসংলিপ্ত, বিষণচাঁদের চিন্তান্দোলিত হৃদয়ে যদি এরূপ কোন প্রকার সংশয় সন্দেহ সমুত্থিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে তিনি উন্নতমস্তকে নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে মুক্তকণ্ঠেই বলিতে পারিবেন, "উপস্থিত ছিলাম না, কোথা হইতে কখন কোন্ ব্যক্তি কিরূপ ছদ্মবেশে আগমন করিয়াছিল, সে বিষয়ের কণামাত্রও আমার সুপরিজ্ঞাত নহে,—দুই তিন ঘটিকারও অধিককাল এ গৃহমধ্যে অনুপস্থিত, সুতরাং আমার অজ্ঞাতে অসাক্ষাতে নানারূপ বিসদৃশ কাণ্ড বিসংঘটিত হইতে পারে, তাহার নিমিত্ত আমারে দায়ী করা কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ অথবা বিচারসঙ্গত হইবার কথা? কিন্তু এ সমস্ত পক্ষসমর্থনবাক্য আর তাঁহার সমুখে ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। বিষণচাঁদের নিজের বাক্যে পূর্ব্বাহ্ণেই তাহা কার্য্যক্ষেত্রে সুপ্রকাশিত। আর বিগত যামিনীতে যে ব্যক্তি সেরূপ বিভীষিকাপূর্ণ গুপ্তাভিনয়কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল, পর দিবস রজনীতে তাঁহার কণ্ঠস্বর তাহাদিগের কর্ণে আশু-পরিচিতের ন্যায় প্রতিঘাতিত হইল না কেন?—বিশ্বাস,—অটল বিশ্বাস! হৃদয়মধ্যে যে অখণ্ড বিশ্বাস একবার অকপটে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়া যায়, সহজে তাহার অপনোদন করা মানব প্রকৃতির পক্ষে একেবারেই সাধ্যাতীত। ওসমান আলিই যে ওসমান আলি, সে ব্যক্তি যে নিরীহ নির্ব্বিরোধী, এবং বহু পরীক্ষিত—বিশ্বাসভাজন প্রভুভক্ত, ইহা যখন নিঃসংশয়ে সকলের মনেই ধ্রুব প্রত্যয়, তখন আর অপরবিধ বিকৃত সন্দেহ সমুদ্ভবের অবসরই বা কোথায়? বিশেষতঃ রঞ্জনের স্বর জন্মেরমধ্যে একবারমাত্র বিষণচাঁদের শ্রবণগোচর, পাখোজীর পক্ষে ত সম্ভবমত চিরদিন নিতান্তই অগ্রাহ্য। অধিকন্তু পূর্ব্ব রজনীর কণ্ঠস্বর ঘৃণা ক্রোধব্যঞ্জক জলদ নিঃস্বন সুগভীর, দ্বিতীয় যামিনীর বাক্যবিন্যাস স্বাভাবিক! স্বভাবের গতিই এই, ভয়াকুল, শোকাকুল অথবা বিস্ময়াকুলচিত্ত কোন ব্যক্তি কোন প্রকার প্রাকৃতিক বেশ, স্বর কিম্বা অনুষ্ঠিত কার্য্য, প্রণালীক্রমে কোনরূপেই ধারণ করিতে

সুসমর্থ হয় না, ব্যতিক্রম অবশ্য অবশ্য ঘটিয়া থাকেই থাকে। এ ক্ষেত্রে তাহাদের পক্ষে অবিকলই তাহাই, তাহারই সম্পূর্ণ যোগাযোগ। সুতরাং তথ্যক্ষেত্র সে স্থলে সন্দেহরূপ মেঘবর্জিত উৎসাহবৃষ্টির অভাবে বিঘতে বিঘতে অনুর্ব্বরা।

যে উদ্দেশে ঐ ঐ উপায়ের অবলম্বন, সিরমোহরের পেটিকা মধ্যে গুপ্তভাবে ভীতিপ্রদ প্রতিজ্ঞাপত্র সংস্থাপনের প্রকৃত তাৎপর্য্যও তাহাই। আবদ্ধ পেটিকা, তন্মধ্যে পত্র সন্নিবেশ কিরূপে সম্ভাবিত? এ সন্দেহ সম্পূর্ণরূপেই অকিঞ্চিৎকর। দাতাজীর নিভৃতকক্ষে লৌহসিন্দুক গর্ভে স্বীকৃত-হণ্ডী ও হীরকাঙ্কর বিখচিত সুবর্ণপদক সংন্যস্ত করা যাহার পক্ষে নিতান্তই সহজ কার্য্য, একখানি যৎসামান্য সম্ভবমত ক্ষুদ্র পত্রিকা পেটিকার অভ্যন্তরে নিহিত করা তাহার পক্ষে বিচিত্র কথাই বা কি? বিশেষতঃ যিনি বিষয় কার্য্যে শান্তিরক্ষক বিষণচাঁদের দক্ষিণহস্তস্বরূপ,— স্বকীয় এবং সরকারী সমস্ত কার্য্যই যাহার হস্তে পূর্ণবিশ্বাসে সুসমর্পিত, আধারাদির আবরণ উন্মোচনে কেহই যাহাকে কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করিতে সাহস প্রাপ্ত হয় না,—কবাযন্ত্র পেটিকামধ্যে একখানি সামান্য পত্রিকা সংগোপনে বিন্যস্ত করিয়া রাখা তাহার পক্ষে কি এমন সবিশেষ দুরূহ ব্যাপার?

সেই রাত্রেই শোষকপত্র সংগ্রহ। যেরূপে সেখানি হস্তগত, ইতিপূর্ব্বেই পাঠক মহাশয় তাহা বিলক্ষণরূপেই সুবিদিত। মৃত্যুবান তূণমধ্যে সমাগত হইল বটে. আন্তরিক অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইবার যোগাড় হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু ক্ষেপণ করে কে? সে বান বিনিক্ষিপ্ত হয়ই বা কাহার দ্বারা? স্বয়ং প্রকাশ্যরূপে সম্মুখীন হওয়া যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয় না! কি জানি পাছে কার্য্যগতিকে তাহা অব্যর্থ হইয়াই না দাঁড়ায়। কারণ, অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রধান সহায় উচ্চপদস্থ মহা প্রতাপশালী দেলওয়ার খাঁ কার্য্যক্ষেত্রে পরিবিদ্যমান! অভিযোগ সম্বন্ধে কোনরূপ সামান্য ছিদ্র প্রাপ্ত হইলে সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সে সমস্ত বিষয় ধূলি মুষ্টির ন্যায় উড়াইয়া দিতে পারে। ছিদ্র প্রাপ্ত হওয়াও বড় বিচিত্র কথা নহে।

সাক্ষী কোথায়? পরমল্ ও শোভনলাল স্বীয় আয়ত্তের অধীন বটে, কিন্তু তাহারা ত অতি যৎসামান্য অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, ইহার মধ্যে আবার একজন দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত, অথচ পলাতক! তাহার সাক্ষ্যবাক্য কখনই বলবৎ হইবে না, একবারেই ধূমের ন্যায় বাতাসের সহিত বিলীন হইয়া যাইবে। স্বাধীন সম্ভ্রান্ত সাক্ষীর নিতান্ত আবশ্যক, সেরূপ সাক্ষী সংগ্রহ করিবার উপায় কি? পিতা যে ষড়যন্ত্রকারী, মথুরনচাঁদ ও সামন্তগিরি যে একই ব্যক্তি, ভীতিপ্রদ-পত্র দর্শনে চিত্ত বিচলিত হওয়াতে পাথোজীর সাক্ষাতে সে কথা যদিও বিষণচাঁদের বদন হইতে সহসা বিনির্গত হইয়াছিল, কিন্তু বিচারকালে সওদাগর পাথোজী সে কথা পরিব্যক্ত করিতে স্বীকার পাইবে কেন?—পরম সৌহৃদ্য, পরম বন্ধুত্ব, নানা রহস্য বিষয়ে তাহার সহিত নানা-রূপ প্রকারে বিজড়ী ভূত, স্বীকার পাইবে কেন?—তবে যদি কোনরূপ কল-কৌশলে তাহাকে বিষণচাঁদের প্রতিকূল পক্ষে আনয়ন করা যাইতে পারে, তাহা হইলে মনস্কামনা সুসিদ্ধ হইবার অনেকটা উপায় হইয়া উঠে। মনে মনে এই সকল বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে রঞ্জনলালের কতিপয় অহোরাত্র অতিবাহিত হইয়া গেল। ইন্দুবালার সহিত বিষণচাঁদ ঘৃণিত গুপ্ত-প্রণয়পাশে আবদ্ধ, ঘটনাক্রমে তিনি তাহা জানিতে পারিয়া মনে মনে প্রজ্বলিত উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। কোনরূপ বেনামপত্র অথবা তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা এই লজ্জাকর রহস্য বৃত্তান্ত পরিব্যক্ত করিলে অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে ততদূর আশা ভরসা নাই। এরূপ ঘৃণাকর ব্যাপার কর্ণগোচর হইলে অনেক পিতাই লোকলাজ ভয়ে প্রায়ই তাহা অন্তরাবরণে আবৃত করিয়া রাখেন। ইন্দুবালার পিতাও যদি সেই কুটিল পন্থার অনুগামী হইয়া সে বিষয় সেইরূপেই গোপন করিয়া ফেলে, তাহা হইলে ত সকল দিকেই হতাশ ও অমঙ্গল?—সমস্ত আশা ভরসা এককালেই ত সাগরশায়িনী? ইহা বিবেচনা করিয়াই তিনি সুবুদ্ধিকৌশলে ইন্দুবালার পরিণয়সম্বন্ধ অবধারিত করিয়াছিলেন। যে সামাজিক মর্ম্মাঘাত সওদাগর পাথোজী চিরজীবনেও বিস্মৃত হইতে পারিবে না, সেই আঘাত মর্ম্মান্তিক করিবার সংকল্পেই গর্ভজাত পুত্রের সহিত ইন্দু-বালার বিবাহ সম্বন্ধের সুসংঘটন। এই উপায়ে রঞ্জনলালের দুইটী প্রধান

উদ্দেশ্য এককালেই সংসাধিত।—এক লোষ্ট্র বিনিক্ষেপে উভয় ভুজঙ্গের এককালেই জীবন সংহার! পাথোজীর সামাজিক অধোগতি এবং সেই সঙ্গে বিষণচাঁদের প্রতিও তাহার বিষম বিদ্বেষের সমুৎপাদন। ঘটনা প্রবাহে তিনি কতদূর সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন, এ সময় তাহার আর দ্বিতীয় উল্লেখ অনাবশ্যক।

চতুর্দ্দিকের যোগাড়যন্ত্রে রঞ্জনলাল এইরূপ সংব্যাপৃত, ইত্যবসরে সহসা প্রধান শান্তিরক্ষক দেলওযার খাঁর পরলোক প্রাপ্তি!—বিলক্ষণই সুবিধা! সকল প্রকার উদ্বেগেরই আশু অবসান! অব্যবহিত পরেই অভিযোগের বিচার আরম্ভ। নিজে যেমন বিষণচাঁদের দ্বারা প্রতারিত,—তিনিও যেমন প্রলোভন প্ররোচনে প্রথম তদন্তের প্রারম্ভাবধি কারাগারে বিনিক্ষিপ্ত হইবার পর বহুকাল পর্য্যন্ত আশার আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া কালাতিপাত করিয়াছিলেন, অবস্থা পরিজ্ঞানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিষণচাঁদের উপর তাঁহার যেমন অটল অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস সমভাবেই বিরাজমান ছিল, বিচারকালে বিষণ-চাঁদকেও তিনি সেইরূপে আশার ছলনে বিমোহিত করিয়া কখন ঊর্দ্ধে কখন রসাতলে উত্থান পতনে ক্রীড়াশীল রাখিতে কণামাত্রও ত্রুটি করেন নাই। আর সেই নিমিত্তই তিনি বিচার-রঙ্গভূমে স্বয়ং প্রকাশ্যরূপে আত্ম প্রকাশ না করিয়া উত্তেজিত ত্যক্ত বিরক্ত আমীর ও ওমরাহগণদ্বারা অভীষ্ট কার্য্যের সমুদ্ধারসাধনে ততদূর যত্নশীল ও সুদৃঢ় স্থির প্রতিজ্ঞ!

বিচারকালে বহুদিন বিলুপ্ত নরহত্যার অভিযোগ উপস্থিত করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? রাজদণ্ডে জীবন বিনাশই যদি মনোগত অভিপ্রায় আকিঞ্চন, তবে আবার নিজে হইতেই পরিত্রাণের উপায় নির্দ্দেশ করিবার তাৎপর্য্যই বা কি ছিল?—না, প্রাণদণ্ডের অভিলাষে নহে। বিষণচাঁদ যে অচিরেই পৃথিবী হইতে জন্মশোধ বিদায় গ্রহণ করে, এরূপ ইচ্ছা তাঁহার অন্তরে একদিনের নিমিত্তও স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। ইহজগতে জীবিত থাকিবে, অথচ এই কার্য্যক্ষেত্রেই জীবনাচরিত মহাপাতকের সমুচিত নিরয়যন্ত্রণা অহরহ উপভোগে কালাতিপাত করিবে, ইহাই তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ। তবে হত্যাভিযোগ সমুত্থিত করিবার কারণ এই, লোকটা যে

ভীষণ পাপে মহাপাপী, বিচারপতির মনে এইরূপ নিশ্চিত ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারিলে, অপরাপর অভিযোগ সপ্রমাণে সবিশেষ সুবিধা! পাপীর পাপাচরণের প্রতি তাঁহাদিগের অন্তরে আর অণুমাত্রও সংশয় বাধা স্থান প্রাপ্ত হইবে না, সকল দিকেই গুরুত্ব হইয়া দাঁড়াইবে, অপরাধীর উচিত দণ্ড অনিবার্য্য,—সেই নিমিত্তই হত্যা প্রসঙ্গের সমুত্থাপন, প্রাণদণ্ডের অভিপ্রায়ে নহে।

লেবিরূপী বঞ্জনলাল পাথোজীর ভাবী জামাতার মৃত্যু দর্শনে প্রত্যাবর্ত্তন কালীন সহসা ঈষদ্ধাস্য করিয়াছিলেন কেন?—প্রথমে বিমর্ষভাব, পরক্ষণেই আবার ঐরূপ ভাবান্তর হইবার কারণ কি?—দুষ্ট নিপাতনের প্রথম অস্ত্র আপনা হইতেই হস্তায়ত্ত। বিষণচাঁদই যে গুপ্তহন্তা,—ভন্দুলালই যে সেই পাপিষ্ঠের মুখযন্ত্র, উভয়ের গুপ্ত কথোপকথন উপকর্ণনে পূর্ব্ব রজনীতেই বেশধারী ওসমান আলির হৃদয়মধ্যে তৎসম্বন্ধে কতক কতক সন্দেহের সমুদ্ভব হইয়াছিল। তৎপরে শয্যাশায়ী অভাগা যুবার মৃতদেহ দর্শনে সে সংশয় এককালেই তিরোহিত,—স্থির নিশ্চয় দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে হত্যাকারীর প্রতিকূলে অভিযোগ সমানয়ন করিতে তৎকালে তিনি সুবিবেচনামতেই বিরত হইয়াছিলেন।

আর একটী কথা।—নায়কের হস্তাক্ষর ও কণ্ঠস্বর। বহু মূর্ত্তিতে বহু রঙ্গভূমে বহু অভিনয়কার্য্যে ব্রতী হইতে হইলে এই দুইটী বিষয়ের নিতান্তই প্রয়োজন। একটীতে বঞ্জনলালের সবিশেষ পারদর্শিতা, অপরটী অনেকপরিমাণে পরিবর্ত্তন করিতে যত্নসহকারে কৃতকার্য্য। যৎকিঞ্চিৎ প্রয়াস পাইলেই বৈদেশিক ভাষা অপ্রাকৃতিকস্বরে সহজেই উচ্চারিত হইয়া থাকে, স্বাভাবিক মাতৃভাষাও অনেক অংশে বিকৃত করিতে যদিও তাঁহার এক প্রকার ক্ষমতা জন্মিয়া ছিল বটে, কিন্তু সে ছলন-কৌশল অপর ক্ষেত্রে, অপর সমীপে সুসিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর। ঘনিষ্ঠতা, স্নেহমমতা, এবং প্রেমানুরাগ ক্ষেত্রে সে কৌশল প্রায় অধিক সময়েই অকর্ম্মণ্য। বেশ পরিবর্ত্তন কল্পেও অবিকল সেইরূপ। উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, পরিচারিকারূপিণী ছদ্মবেশিনী চামেলি। মহারাজ বীরবিক্রমের অন্তঃপুরে ছদ্মবেশী লেবির বদন প্রতি ঈষৎ কটাক্ষপাত

করিবামাত্রই ম্রিয়মানা চামেলি আপন চিত্তরঞ্জন রঞ্জনলালকে তৎক্ষণাৎই চিনিতে পারিয়া ছিলেন। বহু যত্নের ছদ্মবেশ এবং বহু আয়াসসাধ্য কৃত্রিমস্বর কোনক্রমেই আর কার্য্যকর হইল না, একেবারেই তাহা অতল জলধিতলে নিমজ্জিত হইয়া গেল।—দাতাজীর পক্ষেও তাহাই।—রঞ্জনলাল তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রতুল্য স্নেহপাত্র, সততই তিনি অন্তরের সহিত রঞ্জনের শুভানুধ্যায়ী। রঞ্জনলাল জীবিত, কারামুক্ত হইয়া গুর্জ্জররাজ্যে সমাগত, ঘুণাক্ষরেও এ তত্ত্ব শ্রুতিগোচর হইলে যেরূপ ছদ্মবেশই হউক, তাঁহার উৎক্রোশ দৃষ্টির সন্ধান পথ হইতে পরিত্রাণ লাভে রঞ্জনের আর কিছুমাত্রই উপায়ান্তর থাকিত না। যদি এতই আশঙ্কা, গোপন করিবার যদি এতই অভিলাষ আকিঞ্চন, রঞ্জন তবে কি সাহসে ধনজীভাইরূপে দাতাজী সদনে প্রকাশ পাইয়াছিলেন?—কারণ ছিল,—বিশিষ্ট কারণ। ভীমগড়ে প্রেরিত হইবার সময় রঞ্জনের বয়ঃক্রম উনবিংশতি মাত্র, অবয়ব তখন যৌবনচিহ্ন অপ্রাপ্ত। যে সময় ধনজীবেশে পুনরায় তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ—কালের স্রোতে তখন অনূন চতুর্দ্দশবর্ষ তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে।—বালসুলভ নির্লোম ওষ্ঠ-চিবুকে সুকোমল লোমরাজী সমুদ্ভব।—গণ্ডস্থল ক্ষৌরপরিষ্কৃত হইলেও কেশরেখা অবিলুপ্ত, দেহযষ্টিও পূর্ব্বের ন্যায় সুকোমল নহে, শিরা ও মাংসপেশী সমস্তই পরিপুষ্ট,—পূর্ণযৌবনে তাঁহার সর্ব্বাবয়ব সম্পূর্ণরূপেই পূর্ণতা প্রাপ্ত। তুলনাংশে যৌবনসুলভ কণ্ঠস্বরও অপেক্ষাকৃত ধীর ও সুগম্ভীর। বিশেষতঃ কারাগারেই মৃত্যু হইয়াছে, সহস্র-মুখী জনরবের বিঘোষণক্রমে তাহাতেই তাঁহার সুদৃঢ় প্রত্যয়! সুতরাং ধনজী নাম ধারণে দাতাজীর অকস্মাৎ সংশয়স্থলে নিপতিত হইবার আশঙ্কা করেন নাই। সেই নিমিত্তই দাতাজীর নিকট হইতে সে যাত্রা রঞ্জনের বিনা প্রকাশে নির্ব্বিঘ্নরূপে অব্যাহতিলাভ।—বিনা প্রযাসে ধনরত্ন অকস্মাৎ হস্তগত, স্বাক্ষরিত হুণ্ডী সেইরূপে সিন্দুকমধ্যে পরিশোভিত, এবং পণ্যপূর্ণ অভিনব বাণিজ্যতরী অতি অভাবনীয়রূপে নিজ অধিকারায়ত্ত, এই সকল ঘটনা দর্শনে অল্পে অল্পে তাঁহার হৃদয় সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান,—অল্পে অল্পে তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতির প্রধূমিতরূপে সমুদ্দীপন। এ কার্য্য অপর আর কাহারই নহে,

নিশ্চয়ই সেই রঞ্জনলালের! চরম শয্যাশায়ী ভক্তিক্রোড়গত বৃদ্ধ শুকলালের সেই চরম দৈববাণী তখন তাঁহার শ্রুতি স্মৃতি উভয়পটে অতি সমুজ্জ্বলরূপে দেদীপ্যমান।—রঞ্জনলালই যে এই কার্য্য সমাধা করিয়াছে,—তাহার দ্বারাই যে এ যাত্রা নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছি,—আত্মসংহার পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবার কাণ্ডারীই যে সেই রঞ্জনলাল, তাহা তিনি তৎক্ষণাৎই হৃদয়মধ্যে নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করিয়া লইলেন। এ বিষয় কাহার দ্বারা সংসাধিত, শ্রীমান সুন্দরজী যখন হেমাভাই প্রেমাভাইয়ের গদীতে তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান লইতে শশব্যস্ত হইলেন, স্তোকবাক্যে সে সময়ে দাতাজীর প্রশান্ত সদুত্তর, "অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই, বৃথা চেষ্টা! হেমাভাইও নহে, প্রেমাভাইও নহে, ধনজীভাইও নহে, কেহই নহে! উদ্ধারকর্ত্তা সেই বৃদ্ধ শুকলালের পুত্র, শ্রীমান রঞ্জনলাল! তাহার সর্পাঘাত অমূলক, শৃগাল কুকুরে মাংসাস্থি ভক্ষণ, ইহাও এক ভয়ানক নিষ্ঠুর জনশ্রুতি! ধনজীভা-ই সেই রঞ্জনলাল! যদিও আকৃতি বিভিন্ন, স্বর বিভিন্ন, তথাপি আমার স্থির বিশ্বাস, সে-ই আমার পরম সুহৃদ বৃদ্ধ শুকলালের দুর্জ্জনপীড়িত প্রিয়পুত্র শ্রীমান রঞ্জনলাল! অনুসন্ধানে কালক্ষেপ করিও না, নিষ্ফল হইয়া যাইবে! সে ব্যক্তির সাক্ষাৎ-লাভ করা এক্ষণে আমাদের পূর্ব্বপুণ্যফলের বিশেষ সহায়তা সাপেক্ষ!"

চরমুখে পিতা পুত্রের এই সকল গুপ্তবার্ত্তা রঞ্জনলালের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল।—প্রকাশ হইবার ভয়ে সেই নিমিত্তই তিনি আর তদবধি দাতাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস প্রাপ্ত হন নাই। যখন জানিতে পারিলেন, দাতাজী ররোজনগরে,—দুই চারিমাসমধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন না। সেই সুযোগে পাথোজীর সর্ব্বনাশসাধক সংযোগ-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে সুন্দরজীর সহিত আলাপ পরিচয়,—পেস্তনজী নামে তাঁহার সহিত ব্যবসাকার্য্যে অনুলিপ্ত।

চারিচক্ষু একত্র হইলে সমস্ত মায়াবেশের তৎক্ষণাৎই তিরোধান,—মুখাবয়ব সন্দর্শনমাত্রেই সমস্ত কলকৌশল সেই মুহূর্ত্তেই চূর্ণায়মান;—বিশিষ্টরূপে পরিজ্ঞাত থাকিয়াও ওসমান আলিবেশে দাতাজী-সন্নিধানে উপস্থিত হইবার কারণ এই, যে নিমিত্ত ছদ্মবেশ, যে নিমিত্ত অপ্রকাশের

অকিঞ্চন, কার্য্যক্ষেত্রে তখন তাঁহার সে নিমিত্তের সম্পূর্ণরূপই অভাব, সুচারু কৌশল তখন অতি সুপক্করূপে সুসিদ্ধিকল্পেই সুপরিণত। তথাপি তখনও অপ্রকাশ থাকিবার বাসনা অন্তরে অন্তরে প্রতিনিয়তই ঐকান্তিক বলবতী। তন্নিমিত্ত রুমাল আবরণে আচিবুক নাসিকাগ্র অতি চতুরতাক্রমেই সমাচ্ছাদিত। পরিশেষে রহস্য-নিকেতনে বিষণচাঁদের সহিত রুক্ষ আলাপ অবসরে পূর্ব্ব সতর্কতা বিস্মৃত হওয়াতে অকস্মাৎ উত্তেজিতভাবে সমস্ত কথাই প্রকাশ করিয়া ফেলেন। নতুবা সেরূপে সে ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশে আত্মপরিচয় পরিব্যক্ত করা কোনমতেই তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। অগ্রে সুন্দরজী ও শৈলবালার শুভ পরিণয়ে যৌতুক প্রদান, তাহার পর স্থানান্তর হইতে পত্র প্রেরণে আত্মপরিচয় প্রকাশ করাই তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ! কিন্তু ঘটনাক্রমে উত্তেজনাবশে সেই নিগূঢ় মনোরথ সুসিদ্ধ করিতে অকৃত-কার্য্য হইলেন।

প্রভুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করাতে ওসমানের প্রতি দাতাজী মহাশয়ের ঘৃণাভাব সমুদ্রিক্ত হইবার সম্ভাবনা। সেইটী অপনোদন করিবার অভিলাষে শ্রেষ্ঠীপ্রবরকে উপক্রত-ভবনে লইয়া যাইতে রঞ্জনের সেইরূপ আগ্রহ ও যত্ন। আপন ঘৃণিতরিপু চরিতার্থ করিবার জন্য বিষণচাঁদ কি কি উপায় অবলম্বন করিত, তাহার আর আর ক্রিয়া কলাপেই বা কতদূর ঘৃণাকর,—এরূপ প্রকৃতির লোককে শাস্তি প্রদান করিবার হেতুভূত হইলে আপন চরিত্রে কখনই কলঙ্ক রেখা সমঙ্কিত হইতে পারে না, সেইটী হৃদ্‌বোধ করিয়া দিবার নিমিত্তই রঞ্জনলালের সেইরূপ পন্থা অবলম্বন। তবে প্রাগুক্ত কারণে আত্মবিস্মৃতিক্রমে আত্মমুখে পরিচয় দিয়া সমস্ত গুপ্ত-রহস্য প্রকাশ করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়া পড়েন।

ওসমান আলি, দীনদয়াল শাস্ত্রী এবং ডাক্তার লেরি যে কে, বিষণচাঁদের দীর্ঘকালব্যাপী বিচার অবসানে তত্ত্বানভিজ্ঞ অনুতাপী পরমলজীকে রঞ্জনলাল স্বয়ংই সে সমস্ত কথা অনুপূর্ব্বিক বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সেই নিমিত্তই সচ্চরিত্র সুধীর বিনত স্বভাব পরমলজীর তৎকালে ডাক্তার লেরিকে "প্রভু" বলিয়া সম্বোধন।

অতীত বৃত্তান্তের সহিত অতি অল্পমাত্র সংশ্রব থাকিলেও প্রথম পর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশ কাণ্ড-বিবর্ণিত প্রহেলিকাটীর সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য এই স্থলে পাঠক মহাশয়ের সংক্ষেপে অবগত হওয়া আবশ্যক।—আপনারা সুপণ্ডিত; যদিও তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম পূর্ব্ব হইতেই আপনাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তথাপি — আমরা ব্যাখ্যাবার্ত্তা,—আমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম পালন করা সর্ব্বতোভাবেই পরিকর্ত্তব্য। অতএব তদ্বিষয়ের স্থূল স্থূল অর্থ এই স্থলেই প্রকটিত করিয়া দিলাম।

"প্রবেশিতে পার যদি, বহু ভাগ্য ফলে
"বেদগর্ভে———"

গুপ্তধন বেদগর্ভে। ইহার প্রকৃত অর্থ এই, ব্রহ্মচারী কথিত, সেই অক্ষয় ধনরাশি ভিন্ন ভিন্ন চারিটী প্রকোষ্ঠে বিনিহিত।

"ধীরে ধীরে অবতরি মন্দরের তলে
"রত্নযোগে———"

মন্দর শব্দে, এ স্থলে মন্দর নামক গিরি। সেই গিরিকে তলভাগে,—অর্থাৎ শেষভাগে রাখিয়া তৎপূর্ব্বে রত্নযোগ করিয়া দিলে "রত্নগিরি" হয়। দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী-বিনির্দ্দেশিত অতুল গুপ্তধনরাশি যে দ্বীপে লুক্কায়িতভাবে সংরক্ষিত, সেই দুর্গম দ্বীপের নাম "রত্নগিরি"।

"একেতে তেত্রিশকোটি পাইবে দেখিতে।"

ইহার অর্থ তেত্রিশআনা পরিমিত এক একটী কাঞ্চনপদক। সেইরূপ সুবর্ণ-পদক এককোটি পরিমাণে স্তূপীকৃত। সুতরাং তেত্রিশকোটি রজত মুদ্রা।

শ্রীনারায়ণজীর ইচ্ছা-পত্রের সহিত মিলন করিয়া দেখিলেই এই তত্ত্বের সঙ্গে অপরাপর গুপ্ত-তত্ত্ব সুপ্রকাশিত হইবে।

এই পর্য্যন্তই আমাদের অতীত বৃত্তান্তের পরিসমাপ্তি।

অষ্টপঞ্চাশত্তম কাণ্ড।

—~~~—

শুভ সংমিলন,—শুভ পরিণয়।

পাঠক মহাশয়! রঞ্জনলালের আত্মপ্রকাশের পর অতীত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেই আমাদিগের বহু সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। রঞ্জনলাল কোথায়, দাতাজীই বা তৎপরে কি কি কার্য্যে ব্যাপৃত, এবং অপরাপর সকলেই বা কিরূপে কোন্ কোন্ কার্য্যে অভিনিযুক্ত, এ সকল বিষয়ের আখ্যান করিতে উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হই নাই, এক্ষণে শুভ অবসরে কে কোথায় কিরূপে কালাতিপাত করিতেছেন তাহার সবিশেষ তথ্যানুসন্ধান করিতে পর্য্যায়ক্রমে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

মহানুভব দাতাজী নিজ নিকেতনমধ্যে একটী সুপ্রশস্ত কক্ষাভ্যন্তরে একখানি প্রস্তরাসনে সমাসীন। সম্মুখে—অবনতমস্তকে রঞ্জনলাল, পশ্চাৎ-ভাগে সুন্দরজী এবং পার্শ্বদেশে প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ বৃদ্ধতম প্রেমচাঁদ ও অন্যতম বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ইদলজী নিঃশব্দে বিনীতভাবে সমুপবিষ্ট। রঞ্জনের বদনে নেত্রপাতপূর্ব্বক সহাস্যআস্যে দাতাজী মহাশয় কহিলেন, "তুমি অতিশয় অবাধ্য! সকল বিষয়েই তোমার উপেক্ষা প্রদর্শন! আমি তোমার সর্ব্বময় প্রভু, তুমি আমার নিতান্তই আজ্ঞাবহ, এ কথা শত সহস্রবার তোমারই মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যে তাহার শতাংশের একাংশও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। অতি অশিষ্ট বালক।"

তটস্থভাবে রঞ্জনলাল কহিলেন, "আজ্ঞা, কোন্ বিষয় প্রভু? সঙ্কল্পিত বিবাহের প্রস্তাবে?" এই কএকটী বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে বক্তার বিনম্র বদনমণ্ডল সহসা আলোহিতবর্ণ এবং স্বরও সেই সঙ্গে কিয়ৎপরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়া আসিল।

"হাঁ, সেই কথাই উল্লেখ করিতেছি। বারবার তোমার অস্বীকার, কিন্তু বারবারই আমাকে সে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে।

বলি, সে বিষয়ের কিরূপ স্থির মীমাংসা? পরিণয় সম্বন্ধের বিষয়ে তোমার নিশ্চিত অভিমত কি?”

রঞ্জনলালের প্রশান্ত মুখমণ্ডল ঈষৎ রক্তিমরাগে সুরঞ্জিত, মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দান করিলেন, “আজ্ঞা, পূর্ব্বেই ত শ্রীচরণে নিবেদিত হইয়াছে. তবে আবার লজ্জা প্রদান করিতেছেন কেন? স্নেহময় ভ্রাতা এবং স্নেহময়ী ভগিনীর শুভ পরিণয়ের অগ্রে দার-পরিগ্রহ করা কিরূপে আর যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়?”

“বিলক্ষণ! এ আবার কি অসঙ্গত কথা? জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের বিবাহ, এ আবার কোন্ শাস্ত্রের উপদেশ?”

“হাঁ, এ কথা অবশ্যই আপনি আজ্ঞা করিতে পারেন বটে, কিন্তু লোকে শুনিলে অতিশয় নিন্দাবাদ করিবে যে? বয়স্থা ভগিনী শৈলবালা অবিবাহিতা, অথচ দ্বিগুণাধিক বয়ঃপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরিণয় করিতে কাল-বিলম্ব করিল না, এরূপ কার্য্যে জনসমাজে অপযশ হইবে যে?”

“ইহাই যদি তোমার একমাত্র প্রতিবন্ধক, তবে এখনই তাহার খণ্ডন করিয়া দিতেছি! আগামীবর্ষে প্রাণাধিকারে পাত্রস্থ করিবার নির্দ্ধারিত সংকল্প।—তোমার অনুরোধে না হয় আগামীপক্ষেই সেই শুভ বিবাহকার্য্য সুসম্পাদন করিয়া লইব! কেমন, সমস্ত বাক্‌বিতণ্ডাই ত এক্ষণে দূরীভূত হইয়া গেল?”

অবসর প্রাপ্তে সোৎসুকে শ্রীমান রঞ্জনলাল কহিলেন, “আজ্ঞা, এই সঙ্গে প্রিয়তম সুন্দরের শুভ পরিণয় কার্য্যটীও সমাধা করিয়া লউন না কেন? তাহারও ত সকল দিকেই সুবিধা? তবে আর বিলম্ব করিবার ফল কি?”

“সুবিধা আর কোথায়? মূলেই যে অস্থিরপঙ্ক। উপযুক্ত সৎপাত্রীরই যে আদৌ অভাব! —তোমার মনোনীত পাত্রীটী রূপবতী গুণবতী বটে, জাত্যাংশেও উত্তম, প্রাণাধিকা মধুরীর জ্ঞাতি ভগিনী,—কিন্তু ওদিকে যে বিষম বৈষম্য?—পাপমতি ময়নার সংশ্রবে তাহার সামাজিক পরিচয় যে অতি শোচনীয়রূপে বিদূষিত? এ কলঙ্ক উন্মোচনের উপায় কি?—নিঃস্ব?—তাহার নিমিত্ত চিন্তা করি না। গোপনভাবে নিজ হইতেই যৌতুকাদি

প্রদানে সে ক্রটি অপনোদন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সামাজিক কলঙ্ক যে বিষম কলঙ্ক, তাহা দূরীভূত করিবার পন্থা কোথায় ?”

“আচ্ছা, ময়নার সংশ্রবেই কি বড়ই বলবৎ ?” কিঞ্চিৎ উত্তেজিত-ভাবে রঞ্জনলাল কহিলেন, “আচ্ছা, ময়নার সংশ্রবই কি এতই বলবৎ ? মহারাণী চন্দ্রাবতীর সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব কি কিছুই সাক্ষ্যদান করিবে না ? একত্রে ভোজন, একত্রে উপবেশন, একত্রে অবস্থান, এ সমস্ত নিত্য আচার ব্যবহার দর্শনে ভ্রমেও কি সমাজের চক্ষুঃকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইবে না ? সমাজ কি এতই অন্ধ ? এতই বধির ? এতই অজ্ঞান ? এবং এতই পক্ষপাতী ? একভাগ দর্শনে কোন বস্তুর প্রকৃত প্রকৃতি নিরূপণ করা নিতান্তই অবিবেকের কার্য্য ' অগ্রে উভয়দিক পরিদর্শন,—তৎপরে সে বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা। আপনি চিন্তিত হইবেন না, এ কার্য্যে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা সম্পূর্ণরূপেই অসম্ভব !”

“তর্কযুদ্ধে তুমি একজন দিগ্বিজয়ী মহারথ ! ভাল, তাহাই স্বীকার ! চন্দ্রভাগার সহিতই শ্রীমানের পরিণয়কার্য্য অবধারিত। কেমন, এখন ত সকল বাধা, সকল আপত্তিরই অবসান ?”

উত্তর প্রদানে বিরত রঞ্জনলালের যোড়হস্তে ভক্তিভাবে অভিবাদন। সুন্দরজীর বিনম্র বদনমণ্ডলে লজ্জা, হর্ষ এবং রঞ্জনের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞভাব যুগপৎ সুস্পষ্টরূপে ক্রীড়া করিতে লাগিল। দৃষ্টি ধরাভিমুখে, চিত্ত 'পরম পুলকে গদ্‌গদ্‌ভাবে পরিপূরিত। যাহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহার এতদূর উদ্বেগ, এতদূর চিন্তা, এতদূর আকিঞ্চন, যাহার অদর্শনে এই সুখময় ধরাধাম তাঁহার চক্ষে ঘোরতর অন্ধকারময় বলিয়া অনুমিত হইতে থাকিত, রঞ্জনলালের কৃপায় অদ্য সেই অমূল্য মহানিধি-সম্প্রাপ্তির স্থির নিশ্চয় জানিয়া লজ্জাবিনম্র সুন্দরজী বারবার অপাঙ্গ দর্শনে তাঁহার বদন প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কটাক্ষ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যুগলনেত্রে দুই একবিন্দু বিশুদ্ধ প্রেমাশ্রু অলক্ষিতভাবে বিগলিত।

পুলকপূর্ণ মৌনাবলম্বী দাতাজীর তখন কোন দিকেই দৃষ্টি—লক্ষ্য ছিল না; সহসা নিরবতা ভঙ্গ করিয়া রঞ্জনলালকে সম্বোধনপূর্ব্বক তিনি অতি

কোমলস্বরে সস্নেহবচনে কহিলেন, "বৎস! আর একটী অনুরোধ! কেবল অনুরোধ বলিয়া নহে, এক প্রকার তাহাতে আমার পূর্ণঅধিকার! পিতা বর্ত্তমানেও যখন আমি তোমার বিবাহ উপলক্ষে একবার বরকর্ত্তারূপে পরিগণিত হইয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার পিতা স্বর্গলোকগত, সুতরাং সে পদ প্রাপ্ত হওয়া আমারই এক্ষণে সম্পূর্ণ অধিকার। কেমন বৎস! ইহাতে বোধ হয়, তোমার পক্ষে কোনই আপত্তির পরিবিদ্যমান নাই?"

নিরুত্তরে অবনতমস্তকে বঞ্জনলালের পূর্ব্ববৎ সভক্তি প্রণাম।

* * * * * * * * *

শুভ অবসর উপস্থিত,—শুভ দিন শুভ লগ্ন সমাগত। মহারাজ বীরবিক্রমের রাজ-প্রাসাদে মহা সমারোহ। রাজ-নিকেতনের পৃথক পৃথক প্রাঙ্গণমধ্যে তিনটী বরপাত্রের পরিণয়োপযোগী তিনটী সুসজ্জিত বিবাহসভা। এক রজনীতেই এক সময়ে এক লগ্নে তিনটী শুভ পরিণয়। পাত্রীত্রয় রাজান্তঃপুরে রাণী চন্দ্রাবতীর মোহন-প্রকোষ্ঠেই সমুপস্থিতা।—বঞ্জনলালের হৃদয়-প্রতিমা শ্রীমতী মঞ্জুমতী,—সুন্দরজীর মানস-পুত্তলিকা, রাণী চন্দ্রাবতীর পালিতা, শ্রীমতী চন্দ্রভাগা,—এবং দাতাজীর যত্নলালিত পবিত্রস্বভাবা মাহজীর ভাবী প্রিয়তমা শ্রীমতী কুমারী শৈলবালা।—রাজমহিষী স্বয়ং স্বহস্তে একেএকে এই কুমারীত্রয়ের বিবাহযোগ্য বেশবিন্যাসবিধানে আগ্রহাতিশয়ে শশব্যস্ত।

পাঠক মহাশয়! পূর্ব্বে একবার আপনাকে একটী বিবাহসভায় উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। সে সভার সেইরূপ শোচনীয় পরিণাম দর্শনে আপনারা আমাদিগের প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সেই অসন্তোষের ক্ষতিপূরণ করিবার নিমিত্ত পুনরায় আপনাকে আর একটী বিবাহসভায় আহ্বান করিতে ত্রুটি করি নাই। ইচ্ছা,—পূর্ব্ব নৈরাশ্যের অপনোদন,—চিত্তসন্তোষ করিতে সফল মনোরথ হওয়া। কিন্তু কার্য্যগতিকে আমাদিগের দুরদৃষ্টক্রমে সকলই ব্যর্থ প্রয়াস,—সমস্ত আশাই একেবারে রসাতলগামিনী। বিবাহ পণ্ডের ত কথাই নাই। লাভে হইতে কন্যাকর্ত্তা পাথোজীর সামাজিক অধঃপতন—চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ। বারবার এইরূপে হতাশ, সুতরাং পুনরায় আপনাদিগকে পরিণয় সমতিস্থলে আমন্ত্রণ

করিতে কোনক্রমেই আমাদিগের আর সাহস হয় না। আসুন, একেবারেই আমরা বাসরগৃহের কৌতুকক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া দশের সহিত মিলিত হইয়া থাকি।

একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকার অতি সুন্দর দারুময় মঞ্চ। সম্ভবমত সুপ্রশস্ত এবং ঊর্দ্ধে প্রায় এক হস্ত পরিমাণ দারুময় মঞ্চ। গৃহপ্রান্তে ভিত্তিগাত্র হইতে ষট্পদ-ব্যবধানে সন্নিবেশিত।—উপবিভাগ কারুকার্য্যখচিত চিনাংশু-বসনে বিমণ্ডিত হইয়া অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। সম্মুখভাগে সমাগত রমণীমণ্ডলীর উপবেশনোপযোগী সুবিচিত্র কৌশেয আস্তরণে গৃহভূমি পরিপাটীরূপে সমাচ্ছাদিত। শয্যার অপর প্রান্তে এক ভিত্তি হইতে অপর ভিত্তিসহযোগে একটী পিত্তলদণ্ড সুসংলগ্ন।—চিত্রালঙ্কারশোভিত নীল লোহিত মখমলময়ী যবনিকা, তদাশ্রয়ে কুঞ্চিতভাবে বিলম্বিত। কক্ষভিত্তি, কক্ষশির, বাতায়ন প্রভৃতি প্রস্ফুটিত কুসুমজালে সমাবৃত হওয়াতে সেই গৃহ এবং নিকটবর্ত্তী প্রাঙ্গণভূমি সুরভি-পরিমলে পূর্ণরূপে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। মঞ্চাসনের মধ্যস্থলে শ্রীমান রঞ্জনলাল এবং শ্রীমতী মধুমতী। তাঁহার বামপার্শ্বে কিঞ্চিৎদূরে মাহুজী ও শৈলবালা। আর অদূরে দক্ষিণপার্শ্বে সুধীর সুন্দরজী এবং ভাগ্যবতী চন্দ্রভাগা সলজ্জভাবে সমুপবিষ্ট। নব-পরিণীতা যুবতীত্রয় লজ্জাবিনম্রবদনে অবগুণ্ঠনবতী। গৃহাগতা কুলকামিনীগণের উপবেশন নিমিত্ত সুখশয্যা বিস্তীর্ণ থাকিলেও তাঁহারা কেহই সেই আসনের অধিকারিণী হইতে সমুৎসাহিনী হয়েন নাই। শ্রেণীবদ্ধরূপে উভয়পার্শ্বে স্তরে স্তরে সকলেই প্রফুল্লবদনে দণ্ডায়মানা। কক্ষ-সভা সন্দর্শনে সহসাই এইরূপ আশু প্রতীতি, অমরাবতী-ধামে দেব-দম্পতির অভিনন্দন করিবার নিমিত্তই যেন সুরসুন্দরীগণ মানস প্রমোদে পুষ্পাগারে একত্রেই সুসম্মিলিতা।

ধীরে ধীরে করতালি প্রদানপূর্ব্বক কোকিলকণ্ঠী কামিনীমণ্ডলী বিদ্যাধরী বিনিন্দিত সমতানস্বরে সুমধুর রাগিণী সংলাপে পরমানন্দে আগ্রহবতী। নৃত্য করিতে করিতে এক দিকের একশ্রেণী সম্মুখভাগে অগ্রবর্ত্তিনী, পর্য্যায়-ক্রমে অপর শ্রেণীও তাঁহাদের অনুকরণে পূর্ণউৎসাহে যত্নশীলা। সময়ে সময়ে স্থান পরিবর্ত্তন, সময়ে সময়ে সংনর্ত্তন, আর সময়ে সময়ে সুকোমল

কণ্ঠে শোভান্তরী পবিবর্ষণ। অভিনব দম্পতিব মঙ্গলোদ্দেশে অমৃতভাষিণীরা এইরূপ অমিয়-ঝঙ্কারে কাকলী-লহরী সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

গীত।

রাগিণী সাহানা,—তাল খেমটা।

আজু মধুযামিনী, চন্দ্রমাশালিনী,
আও প্রাণ সজনী, আও সবে আও লো।
সুখময বাসর, সুবম সুন্দব,
উথল চিতসব, মন উধাও লো॥
শৈলবালা পাশ, মাহ-শশী ভাস,
পুরল মন আশ, প্রেম বিলাও লো।
মধুমতী মোহন, নাগর রঞ্জন,
প্রেম কি চিকণ, হার দোলাও লো॥
চন্দ্রভাগা সতী, মিলল প্রাণপতি,
নাগর সংহতি, প্রাণ মিলাও লো।
সবস হবষভরে, সই নব নাগবে,
প্রেম কি সাগবে, সুখে ভাসাও লো॥

নৃত্যপরা রমণীমণ্ডলী এই মঙ্গলগীত আলাপ করিতে করিতে দম্পতিত্রযের সুখাসন প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। কএক মুহূর্ত্ত এই ভাবেই অতিবাহিত। তৎপরে সকলে একেএকে আপন স্থানে পূর্ব্ববৎ শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডাযমান। গৃহ নিস্তব্ধ, কোমলভাবে আনন্দভরে যেন অতি প্রশান্তরূপেই নিস্তব্ধ। সহসা পার্শ্বগৃহ হইতে মৃদুমন্দস্বরে সুমধুর বংশীনিনাদ হইবামাত্র সম্মুখস্থ মখমলময়ী যবনিকা দুই ভাগে বিভক্ত হইযা গেল। কাষ্ঠ মঞ্চোপরি দুইটী অভিনব পুরুষমূর্ত্তি সকলেরই ঔৎসুক্য নয়নপথে অতি সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশ-মান। একজন মোগল, এবং অপর জন দ্বারবান বেশধারী। শেষোক্ত মূর্ত্তি সক্রোধে বাহ্বাস্ফোটনপূর্ব্বক মোগলরূপীকে সম্বোধন করিয়া কর্কশস্বরে

বলিতে লাগিল, "কাহার বলে এরূপ সাহস প্রাপ্ত ? ভদ্রলোকের বাটী.—অন্তঃপুর, ইহার মধ্যে কি সাহসে অসঙ্কোচে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইয়াছিস্ ? অন্তরমধ্যে অণুমাত্রও কি ভয়ের সঞ্চার হয় না ? প্রাণের মায়ায় বুঝি এককালেই ঔদাস্যভাব ?"

ভদ্রপরিচ্ছদধারী মোগলবেশী ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "প্রাণের মায়া ?—তাহা আবার আমার ?—শান্তিরক্ষকের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ওসমান আলির কোন্ বাটীতে না প্রবেশ করিবার অধিকার আছে ? কি আমীর ওমরা, কি গরিব গোর্‌বা, সকলের উপরই তাহার সমধিক অধিকার ! তদন্ত করিবার নিমিত্ত সকল স্থানেই তিনি অবাধে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারেন।"

"ঈঃ ! কি আমার ওসমান আলি গো !" বিদ্রূপসহকারে দ্বারপাল-বেশী উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ঈঃ ! কি আমার ওসমান আলি গো ! বলে, শান্তিরক্ষকের দক্ষিণহস্তস্বরূপ !—রেখে দে তোর দক্ষিণহস্ত ! অগ্রে আমার বামবাহুর সমধিক বল অবগত হইয়া, তৎপরে তোর দক্ষিণহস্তের ক্রিয়া কার্য্য প্রদর্শন করিতে যত্নবান হইস্ !" এই কএকটী কথা উচ্চারণ-পূর্ব্বক ত্রস্তভাবে দক্ষিণহস্তে আপনার বামবাহু সদর্পে বিমর্দ্দন করিতে লাগিল।

রঙ্গভূমির ওসমান আলি বিকৃতভাব প্রকাশে নীরসকণ্ঠে কঠোরস্বরে কহিলেন, "পুনরায় ঐরূপ ইতরের ন্যায় ব্যবহার ?—পুনরায় ঐরূপ অযথা বাক্য প্রয়োগ ?—আমি কে,—আমার পদ কি,—কতদূর কলকৌশলে আমি ক্ষমতাপন্ন,—কতদূর প্রভুত্ব প্রতাপ আমার ?—এ সমস্ত বিষয় একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিস্ নাকি ? সম্মুখ হইতে দূরীভূত হইয়া যা। পথরোধ করিবার অন্যায় প্রয়াস এই মুহূর্ত্তমধ্যেই পরিত্যাগ কর্ ! যা, অপসারিত হইয়া যা !"

"ঈঃ ! কি আমার অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি গো !" সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষপাতে রঙ্গভূমির দ্বারবান ক্রোধকম্পিতস্বরে কহিল "ঈঃ ! কি আমার অদ্ভুত ক্ষমতা-পন্ন ব্যক্তি গো !—শান্তিরক্ষক !—বিষণচাঁদ ! তাহার ত লীলাখেলা বহু

দিবস পূর্ব্বেই পরিসমাপ্ত ?—পাপকর্ম্মের সমুচিত ফলভোগ!—রাজদণ্ডে দণ্ডিত হওয়াতে তোর সেই পাপাচার নরাশয় প্রভুর পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্ষমতা যতদূর পর্য্যন্ত পরিবিদ্যমান, তাহার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিতে তোরে আর অধিক বাক্য ব্যয় করিতে হইবে না।—সে সংবাদ সকলেই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সুপরিজ্ঞাত!—বিষয় আশয় বিহীন,—পদমর্য্যাদা হইতে একেবারেই পরিভ্রষ্ট।—পলাতক,—গুর্জ্জররাজ্য হইতে চিরদিনের নিমিত্তই নিরুদ্দেশ!—উঃ!—সেই পাপিষ্ঠের আবার দক্ষিণহস্তস্বরূপ!—এ আবার কি ভাব?—কথা নাই, বার্ত্তা নাই, ইচ্ছামত যেখানে সেখানে গতিবিধি করিবার প্রয়াস?—চুরি করিবার অভিপ্রায়ে আগমন করিয়াছিস্ বুঝি?"

"শান্তিরক্ষকের প্রতি এরূপ বাক্য ব্যবহার?—ওসমান আলির প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধা ও অভক্তি?—উঞ্ছবৃত্তি ব্যবসায়ীর এরূপ দম্ভ ও আস্ফালন? —অসহ্য—অসহ্য—নিতান্তই অসহ্য!"

উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই আত্ম-পরিচয়দাতা ওসমান আলি দ্বাররক্ষকের শুভ্র উষ্ণীষ উভয়হস্তে দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন। রক্ষী-বীরেরও কুণ্ঠিতভাব নহে, "তবে রে ওসমান!" এইমাত্র বলিয়া সে ব্যক্তিও আক্রমণকারীর শুভ্র কৃষ্ণবর্ণের দীর্ঘ শ্মশ্রু এবং তাঁহার বিচিত্রবর্ণের শিরস্ত্রাণ ক্ষিপ্রহস্তে সমাকর্ষণ করিল। উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত। অঙ্গোৎক্ষেপণে উভয়েরই শ্মশ্রুরাজী ও উষ্ণীষদ্বয় স্বীয় স্বীয় স্থান হইতে তৎক্ষণাৎই পরিভ্রষ্ট। দ্বন্দ্বকারীদ্বয়ের এক্ষণে আর সে বেশ নাই, অতি কমনীয় সুঠাম রমণীবেশে এক্ষণে ইহাঁরা মঞ্চোপরি সহাস্যআস্যে দণ্ডায়মানা। সুশ্রাব্য সুমধুর হাস্য নিক্কণে গৃহ-রঙ্গভূমি পরিপূরিত হইবামাত্রই বিভক্ত যবনিকাদ্বয় পরস্পরে সুসংযত হইয়া যুগল অভিনেত্রীকে দর্শন পথ হইতে অন্তর্হিত করিয়া দিল। রমণীমণ্ডলীর বিরাম নাই, মানস মোহন ঝঙ্কারে পূর্ব্বমত অমৃত বর্ষণে দম্পতিত্রয়ের কর্ণকুহর সম্যকরূপে সুশীতল করিয়া দিতে লাগিলেন। পুনরায় পূর্ব্বমত সুখাসনের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া তালে তালে মহোল্লাসে নয়ন স্নিগ্ধকর মনোহর নৃত্য।

গীত।

রাগিণী আলেয়া ছায়ানট, তাল একতালা।

মোহন মিলন ভেল যুগল মিলন।
বহত হৃদয়কুঞ্জে প্রীত-সমীরণ॥
বিরহ বেদনা নাশ, সুখশশী পরকাশ,
উথল সো প্রেমোল্লাস, চিত্ত বিনোদন॥
মনোহর ফুলহার, দেও সখি উপহার,
বাঁধ লো প্রেম কি ডোরে নাগরী নাগরে—
ভরই সখি পরাণ, তুলই ললিত তান,
গাও সুমঙ্গল গান, মানসরঞ্জন॥

সুধাময় সুললিত সঙ্গীত পরিসমাপ্ত করিয়া বাসর-রঙ্গিনীগণ পুনরায় আপন আপন স্থান পূর্ব্বমত অধিকার করিয়া লইলেন। মোহন-প্রকোষ্ঠের পুনরায় পূর্ব্বেরন্যায় স্থির নীরব ও গভীরভাবে অবস্থান। ক্ষণকাল পরেই ঈষৎ আন্দোলনে যবনিকাদ্বয় এবারে ঊর্দ্ধভাগে সমুত্থিতা। একটী অশীতি-বর্ষীয়া পক্ককেশধারিণী স্থবিরা কুলাঙ্গনা এবং পাশ্চাত্য পরিচ্ছদধারী গোলাপ বিনিন্দিত বর্ণবিশিষ্ট একটী অভিনব নবীন যুবা ধীর গম্ভীর পাদবিক্ষেপে মঞ্চোপরি পরিক্রমণে সন্নিবিষ্টচিত্ত, দর্শকদিগের নয়ন দর্পণে ইহাই তৎক্ষণাৎ বিভাসিত হইয়া পড়িল।

সুপক্ককেশী অপর ব্যক্তিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কাতরবচনে কহিলেন, "এ অনুগ্রহ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবেন না। আপনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। মিনতি করি, আমার এই অনুরোধটী রক্ষা করিয়া আমারে কৃতকৃতার্থ করিতে অনুমতি করুন।"

বিজাতীয় বেশধারী সুমধুর নিস্বনে কোমলভাবে কহিলেন, "আমার দ্বারা কিরূপে সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা? স্থবিরাদিগকে যুবতীরূপে পরিণত করা, ঔষধ প্রয়োগে কিরূপে তাহা সংঘটিত হইতে পারে?

রোগ পীড়া জরাব্যাধি আরোগ্যের নিমিত্তই সুবিজ্ঞ ভিষকেরা নানারূপ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থা হইতে নবীনা যুবতীরূপে সমানয়ন করা চিকিৎসকের পক্ষে একেবারেই সাধ্যাতীত।"

"বিলক্ষণ মহাশয়। বার্দ্ধক্যদশাও ত এক প্রকার জ্বরার ন্যায়ই পরিগণিত? সুতরাং ইহাকে রোগ ভিন্ন আর কি বিশেষ শব্দে বাচ্য করিয়া লইবেন? আপনি ইচ্ছা করিয়া ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিতেছেন না. ডাক্তার সেরি মহোদয় সকল রোগেরই ত উপযুক্ত ঔষধ সম্যকরূপেই অবগত; আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই ত এ কথা বিঘোষণ করিয়া থাকে, তবে আপনি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন কেন? বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি, অনাথা দুঃখিনী কুরূপা বলিয়াই আপনার এইরূপ ঔদাস্যভাব।"

"সেটী তোমার নিতান্তই ভ্রম!—অনাস্থা প্রদর্শন নহে, ঔদাস্যক্রমেও নয়, যথার্থই আমি অসমর্থ। স্থবিরাকে নবীনা যুবতীর রূপলাবণ্যে বিভূষিত করিয়া দেওয়া আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের বর্দ্ধিতবিধির অন্তর্গতেও দৃষ্টিগোচর হয় না।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বঙ্গভূমির ডাক্তার সাহেব হাস্য করিতে করিতে পুনরায় কহিলেন, "এরূপ ইচ্ছা হইবার তোমার সবিশেষ কারণ কি? কি কারণে তোমার এরূপ অদ্ভুত আকিঞ্চন?—যুবতী হইবার নিমিত্ত তুমি এতদূর লালায়িত হইতেছ কেন?"

"স্বামীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত!" রূপযৌবনপ্রার্থিনী সলজ্জভাব প্রকাশে কথঞ্চিৎ কুণ্ঠিতস্বরে উত্তর করিলেন, "আপন স্বামীর মনোরঞ্জনের অভিপ্রায়ে। পুরুষমাত্রেই যুবতীদিগের এক প্রকার পক্ষপাতী! ন্যায় অন্যায় যে কোন বিষয়ই সংসাধন করিতে নব-যুবতীরা আদেশ প্রদান করেন, কায়মনোবাক্যে সে সমস্ত বিষয় সমাধা করিতে পুরুষপ্রবরেরা তৎক্ষণাৎই অগ্রসর হইয়া থাকেন। নবীনা যুবতীরূপ ধারণে আমার আগ্রহ ও আকিঞ্চনও সেই নিমিত্ত!"

"বটে, এরূপ?" এই কএকটী কথা উচ্চারণপূর্ব্বক প্রশ্নকারী সহাস্যআস্যে পুনরায় কহিলেন, "অবলা অনাথিনী! তোমার স্বামী গণিতাঙ্কের কোন্ কক্ষে পদার্পণ করিয়াছেন?"

সঙ্কুচিতভাব প্রকাশে স্থবিরার প্রত্যুত্তর, "আজ্ঞা, প্রায় শেষভাগ সমুত্তীর্ণ হয় হয় হইয়াছে! নবনবতীবর্ষ অতিক্রম করিতে দুই তিন সপ্তাহ-মাত্র অবশিষ্ট!"

"সে স্থলে আবার মনঃক্ষোভের কারণ কি?" প্রশ্নকর্ত্তা গম্ভীরভাবে প্রবোধবাক্যে কহিলেন, "সে স্থলে আবার মনঃক্ষোভের কারণ কি? বিলক্ষণই ত রাজ-যোটক, বয়সে বয়সে ত বিচিত্ররূপেই যোগাযোগ? তবে আবার যুবতীরূপ ধারণে একরূপ আগ্রহান্বিতা হইতেছ কেন?"

"কি উৎপাত। বলে, আগ্রহান্বিতা কেন?" দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মঞ্চস্থিতা বর্ষীয়সী হতাশবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "কি উৎপাত! বলে আগ্রহান্বিতা হইবার কারণ কি? যুবতীদিগের কতদূর যে বিমোহিনী শক্তি, সে বিষয় কি আপনি একেবারেই অনভিজ্ঞ?'

"কেন, অনভিজ্ঞ হইব কেন?" পাশ্চাত্য পরিচ্ছদধারী প্রশান্তভাবে কহিলেন, "কেন, অনভিজ্ঞ, হইতে যাইব কেন? যুবতী স্ত্রীলোকদিগের ক্ষমতা যে অতিবাদই অতিরিক্ত, তাহা আমার বিশেষরূপই জানা শুনা আছে। তাহারা যে পুরুষমাত্রেরই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, তাহা আমি বিশেষরূপেই সুপরিজ্ঞাত। কিন্তু উহার সহিত এ প্রশ্নের সবিশেষ সম্বন্ধ কি? স্বামী যখন নবনবতীবর্ষ অতিক্রম করিতে চলিয়াছে, তখন অশিতী-বর্ষীয়া কামিনীই ত তাহার পক্ষে একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু। তবে আবার ষোড়শী যুবতী রূপ ধারণে সবিশেষ ফল কি?"

"হায়। তাহা আবার ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইবে?" উর্দ্ধভাগে হস্তো-লন করিয়া স্বামী মনোরঞ্জনাভিলাষিণী কিঞ্চিৎ উত্তেজিতস্বরে কহিলেন, "হায়। তাহা আবার ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইবে? ইঙ্গিতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না? বলি, যাহার স্বামী অশিতীবর্ষীয়ার প্রতি একরূপ অনুরক্ত, ষোড়শী যুবতীর আঘ্রাণ প্রাপ্ত হইলে সে ব্যক্তি যে কতদূর পর্য্যন্ত আপ্যায়িত হইয়া যাইবে, তাহা কি একবারও আপনার মনে সমুদিত হইতেছে না?"

"বিলক্ষণ বোধগম্য হইয়াছে,—ভাবার্থ গ্রহণ করিতে এক্ষণে আমি

বিশেষরূপই সুসমর্থ হইয়াছি! কিন্তু দুরদৃষ্ট, আমার দ্বারা এ কার্য্য সমাহিত হইবার অণুমাত্রও উপায় নাই,—তোমার প্রার্থিত মহৌষধি আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া নিতান্তপক্ষেই অসম্ভব! তুমি তন্ত্র মন্ত্র যাগ যজ্ঞের আশ্রয় গ্রহণ কর,—কোন যোগী ঋষি অথবা সিদ্ধচারণের পদানত হইতে এই মুহূর্ত্ত হইতেই যত্নবতী হও।—অনুমান করি, তাহা হইলেই তোমার আশালতা সহজেই ফলবতী হইবার সম্ভাবনা, তুমি সেই পন্থাই অবলম্বন করিও!—আমার নিকট প্রার্থনা, তোমার পক্ষে একেবারেই অরণ্যে রোদন!"

পরামর্শদাতা এই সমস্ত বাক্য ধীর গম্ভীরভাবে সমুচ্চারণপূর্ব্বক রঙ্গভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উপক্রম করিলেন। বিদ্রুতগতিতে প্রধাবিত হইয়া বর্ষীয়সী কামিনী ডাক্তার সাহেবের গাত্রবস্ত্রের প্রান্তভাগ সমাকর্ষণ করিতে করিতে সংক্ষুব্ধচিত্তে উত্তেজিতভাবে বলিতে লাগিলেন, "আমি কি পঞ্চম-বর্ষীয়া বালিকা? স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখিবার পাত্রীই কি আমি?—তাহা হইবে না,—আঁ—আঁ—কিছুতেই আমি পরিত্যাগ করিব না!—আঁ—আঁ—মহৌষধী দানে আমারে কৃতকৃতার্থ করিতে হইবেই হইবে!—আঁ—আঁ—দল প্রকাশ করিতেছেন কেন?—না—না—কখনই না—কখনই আমি পরিত্যাগ করিব না!—আঁউঁ—আঁউঁ—ছায়ার ন্যায়ই এ অভাগী আপনার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতে ঘুরিতে থাকিবে!—কখনই না—কখনই না—ওরূপ করেন কেন? ক্রন্দন করিয়া ফেলিব যে?"

রঞ্জনলাল ঈষদ্ধাস্য করিলেন। সুপক্ককেশীর হাস্যোপদ্দীপক বাক্যাবলী শ্রবণে তিনি আর নীরবে অবস্থান করিতে পারিলেন না। রুমালসহযোগে মুখমণ্ডল সমাচ্ছাদনে উচ্চকণ্ঠ নিবারণের জন্য বহুবিধ প্রকারে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু বৃথা প্রয়াস!—কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।—আবরণীমধ্য হইতেই তাঁহার কণ্ঠস্বর মৃদুমন্দ নিনাদে ধ্বনিত হইতে লাগিল। এইরূপ পরিতুষ্টভাব দর্শনে দর্শক রমণীমণ্ডলী অপ্সরোবিনিন্দিত স্বরে হাস্য করিয়া মঞ্চোপস্থিত মূর্ত্তিদ্বয়ের পূর্ব্ব উৎসাহ শতগুণ পরিমাণে পরিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

রঙ্গভূমির মূর্ত্তিদ্বয়ের মধ্যে ভয়ানক—ভীষণ গণ্ডগোল। বর্ষীয়সীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত ডাক্তার সাহেব সবিশেষই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফল মনোরথ হইতে পারিলেন না। ভাব গতিক দর্শনে স্থবিরা কামিনী সাহেবের গাত্রবস্ত্র পরিত্যাগে তাঁহার গণ্ডস্থিত নবীন শ্মশ্রু উভয়হস্তে দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন। পলায়নপর ডাক্তার সাহেবের তাহাতে অণুমাত্রও কষ্টবোধ হইল না। হস্তদ্বারা আপন গণ্ডদেশ কোমলভাবে দাবনপূর্ব্বক গুল্‌ফদ্বয় পরিত্যাগে কোকিল-বিনিন্দিত সুমধুর হাস্যসহকারে কার্য্যভূমি হইতে অপসারিত হইয়া পড়িলেন।

কৃত্রিম গুল্‌ফের এদিক ওদিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে মঞ্চস্থিতা কামিনী বিস্ময়ভাব প্রকাশে সুগভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "দেখিতেছি সমস্তই ছলচাতুরী। ও ব্যক্তি তবে বহুরূপী—ছদ্মবেশী? গুপ্ত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই তবে উহার লেবিরূপে যথায় তথায় পরিভ্রমণ? কিন্তু উহার উপদেশবাক্যগুলি বড় অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অনুমিত হইতেছে না। তন্ত্র মন্ত্র হোম যাগের আশ্রয় গ্রহণ করাই অতীব পরিকর্ত্তব্য!—এ ক্ষেত্রে ইহাই আমার একমাত্র মঙ্গলজনক সুপ্রশস্ত পন্থা। তবে কথা এই, সেরূপ পুরোহিত অথবা উত্তরসাধক প্রাপ্ত হ-ই বা কি প্রকারে?—বিষম সমস্যা!—তাই ত!—কি করা যায়!" চিন্তান্দোলিত হৃদয়ে এই সমস্ত কথা সমুচ্চারণে ধীরে ধীরে মঞ্চোপরি পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

দুই তিন মুহূর্ত্ত অতীত।—রঙ্গভূমি নীরব নিস্তব্ধ!—সুপক্ককেশীর অতি ক্ষণ পদশব্দ ভিন্ন আর কিছুই তৎকালে শ্রুতিগোচর হইতেছে না। সহসা হৃদয়তৃপ্তিকর অমৃতরাশি পরিবর্ষণে বাসরগৃহ একেবারে পরিপূরিত হইয়া উঠিল।—মানস বিমোহন সুস্নিগ্ধ সঙ্গীতের মধুর নিক্কণ সমুত্থিত হওয়াতে সুখময় বাসর নব উৎসাহ প্রাপ্তে যেন মুহুর্মুহু হাস্য করিতে লাগিল। বিভূতি বিলেপিত অঙ্গ,—গৈরিকবসনে সর্ব্ব শরীর সমাচ্ছাদিত,—সুদীর্ঘ জটাজূটধারী একটী নবীন ব্রহ্মচারীমূর্ত্তি রুদ্রদেবের স্তব আলাপন করিতে করিতে পরক্ষণেই কাষ্ঠমঞ্চে অধিষ্ঠান হইলেন।

গীত।

রাগিণী বেহাগ, তাল কাওয়ালি।

জয় মুরারি পূজিত, সুরারি বন্দিত, পৃদাকু ভূষিত, উমেশ্বর।
জয় নরেশ পালক, ধরেশ শোভক, দ্বিজেশ ভালক, কৃপাকর॥
জয় কৃতান্ত নির্জ্জিত, মহেন্দ্র সেবিত, দ্বিভাব বর্জ্জিত, হতস্মর।
জয় স্বপক্ষ রক্ষক, বিপক্ষ ঘাতক, করোটী মালক, বিভাকর॥
জয় কৃশানু রেতস, প্রমুক্ত চেতস, অমর্ত্ত্য বেধস, গুণাকর।
জয় সতী মনোহর, গিরীশ শঙ্কর, দশাননেশ্বর, কৃত্তম্বর॥
জয় যুগান্ত দর্শক, কৃতান্ত কান্তক, পিশাচ রঞ্জক, ভয়ঙ্কর।
জয় কুমার ঈশ্বর, তুষার শেখর, স্বরূপ ভাস্কর, তেজস্কর॥
জয় অরাতি মর্দ্দক, বিভূতি ধারক, অভীষ্ট দায়ক, রণেশ্বর।
জয় পিনাক বাদক, বিঘোর নাদক, ত্রিলোক কারক, জটাধর॥
জয় স্বয়ম্ভু রঞ্জন, মহাদি কারণ, সুরারি নাশন, ভবেশ্বর।
জয় ত্রিকাল দর্শক, গিরীন্দ্র পালক, মহেশ নায়ক, সুধীবর॥
জয় শ্মশান আলয়, মহা মহাশয়, মহা মহোদয়, মহত্তর।
জয় চরাচরাশ্রয়, অরূপ অদ্বয়, বরাভয়ং ময়, দিগম্বর॥
জয় গিরীশ আলয় নিরাশ্রয়াশ্রয়, সদা সদাশ্রয়, মহেশ্বর।
জয় ভবানী ভাবক, ত্রিশূল ধারক, প্রকাশ পাবক, নিরীশ্বর॥
জয় বিরাট শঙ্কর, রতীশ্বরেশ্বর, শশাঙ্ক শেখর, যতীশ্বর।
জয় আজানুলম্বিত, দ্বিবাহু শোভিত, ত্রিলোক মর্দ্দিত, সুরেশ্বর॥
জয় অজাত চিন্ময়, অশেষ অক্ষয়, অবধ্য অব্যয়, পরাৎপর।
জয় অনাদি অক্ষর, অজেয় ঈশ্বর, উপেন্দ্র শ্রীকর চরাচর॥

স্তব সমাপনান্তে আগন্তুক, স্ত্রীলোক দর্শনে অতি কোমলভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা! তোমাকে এরূপ বিষাদিত দেখিতেছি কেন? কি বিষয়ের নিমিত্ত তোমার এরূপ বিমর্ষভাব? কোথা হইতে আগমন করিয়াছ মা?"

চিন্তান্দোলিতহৃদয়া কাতরবচনে করুণস্বরে কহিলেন, "প্রভু! আমি নিতান্তই চিরদুঃখিনী,—প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পর্য্যন্ত নিদারুণ যন্ত্রণা উপভোগ করিয়া আসিতেছি! আমার দুঃখের আর সীমা পরিসীমা নাই।" এই সমস্ত কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পরিতাপিনী কামিনী আপন ললাটদেশে বারবার করস্পর্শ করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারীর যেন দয়া হইল। বাৎসল্যভাব প্রকাশে তিনি সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, "বৎসে! অধীরা হইও না। সুখ দুঃখ কাহারও চিরস্থায়ী নহে, যাহার নিমিত্ত অদ্য তুমি এরূপ সকাতরা, ঈশ্বরের কৃপায় কল্য হয় ত তাহা হইতে সম্যকরূপেই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। সংসারের নিয়মই এই, অভিভূত হইও না,—ধৈর্য্য ধারণে আশা প্রতীক্ষা কর।"

"প্রভু! আমার এ বিপদ সেরূপ পদার্থে বিনির্ম্মিত নহে,—সময়ে ইহার তিরোধান হইবার আশা ভরসা নাই!—কালবশে সকল বিষয়ই প্রশান্তভাব ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু আমার এই উপস্থিত বিষয়ে তাহার অতীব বিভিন্ন ভাব! প্রতি মুহূর্ত্ত প্রতি লহমা প্রতি অনুপলের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার সুদৃঢরূপে বদ্ধমূল! অপনোদন হইবার নহে, হইবার নহে, হইবার নহে।"

জটাধারী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আবার কিরূপ অদ্ভুত ব্যাপার? —সময়বশে প্রশমিত হইবে না, এ আবার কি অলৌকিক কাণ্ড? যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে প্রকাশ করিয়া বল না মা?"

চির-দুঃখভোগিনী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "প্রতিবন্ধক? কিছুমাত্রই নাই? মনঃক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিলে হৃদয়ভার বরং অনেক পরিমাণেই লাঘব হইয়া যায়। প্রভু! আমি জনমদুঃখিনি! বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় হইতেই আমার এই ভয়ানক অমঙ্গল ঘটনার প্রথম সূত্রপাত। ক্রমে ক্রমে তাহা নিদারুণরূপে ব্যাপৃত হইয়া এক্ষণে আমাকে একেবারেই জড়ীভূত করিয়া ফেলিয়াছে! হায় হায় কিসে অপসারিত, কিসে অপসারিত, কিসে অপসারিত!"

"চিন্তা কি, সকল দিকেই সুবিধা হইয়া দাঁড়াইবে। যাগ যজ্ঞ তন্ত্র মন্ত্রে সমস্ত কুহকেই আমি দূরীভূত করিয়া দিতে পারিব। উতলা হইও না, পরিণামে সকল বিঘ্ন বাধাই বিতাড়িত হইবে সন্দেহ নাই।"

পূর্ণাশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া পক্ককেশী কৃতজ্ঞবচনে কহিলেন, "শরীর সুশীতল হইল, অমিয়বচন শ্রবণে কর্ণকুহরেরও একেবারে পরিতৃপ্তি লাভ। কিন্তু প্রভু! গ্রহযোগে ত আমার সে বিপদটী বিখণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা নাই? আমার বিষ্টানিষ্টের নিগূঢ় কারণ যে এক স্বতন্ত্র ব্যাপার? গ্রহযাগে তাহা বিতাড়িত করিবার উপায় হয় কৈ প্রভু?"

"গ্রহযাগে যদি বিতাড়িত হইবার তিলমাত্র উপায় না-ই থাকে, তেত্রিশকোটি দেবের পূজা করিলেও যদি তাহারে স্থানান্তরিত করিবার কোন পন্থাই অবলোকন করিতে না-ই পাই, তাহা হইলেও সে বিষয়ের নিমিত্ত চিন্তান্বিত হইবার কারণ নাই! ইন্দ্রজাল তন্ত্রমন্ত্রের অনুষ্ঠানে যে কোন কুহকই হউক না কেন, যে কোন বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত থাকুকই না কেন, তাহা আমি তৎক্ষণাৎই বিদূরিত করিয়া দিতে সুসমর্থ হইব। বৎসে! চিন্তা করিও না, সহজেই সেই দুর্ব্বিপাক হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ এ স্থলে একেবারেই পরিবর্জ্জিত। এক্ষণে তোমার মনঃক্ষোভের কারণটী কি, কাহার প্রাদুর্ভাবে অর্দ্ধশতাব্দীকাল পর্য্যন্ত তুমি এই দুঃসহ যন্ত্রণা উপভোগ করিয়া আসিতেছ?—একপ সমূহযন্ত্রণা প্রদান করিবার কে তোমার সেই একমাত্র মূলীভূত কারণ?" এই সমস্ত সুদীর্ঘ আশ্বাসবাক্য বিনিয়োগে গৈরিকবসনধারী উত্তর প্রতীক্ষায় স্থবিরা ললনার বদনমণ্ডলে বাৎসল্য দৃষ্টি বিনিক্ষেপ করিয়া রহিলেন।

"কাল!" উত্তরদায়িনীর অসঙ্কোচ প্রত্যুত্তর, "কাল!—কালমাহাত্ম্যেই আমার এইরূপ ঘোরতর নিদারুণ বিপত্তি! মহাকালের দৌরাত্ম্যেই আমি এইরূপ ভয়ানক প্রকারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি!"

"কালদৌরাত্ম্য?" আশ্বাসদাতা গম্ভীরভাবে পুনরুক্তি করিলেন, "কাল-দৌরাত্ম্য? তাহাতে আবার মহাকাল? তবেই ত দেখিতেছি বিষম সমস্যার কথা! কিন্তু যখন অভয়দান করা হইয়াছে, উপকার করিব বলিয়া যখন আমি এক প্রকার স্বীকার অঙ্গীকার করিয়াছি, তখন সে প্রতিজ্ঞা অবশ্য অবশ্যই পালন করা হইবে এ কথা বিশেষ করিয়া বলা একেবারেই নিষ্প্র-য়োজন। এক্ষণে বৎসে! তোমার আন্তরিক অভিপ্রায়টী কি, কি নিমিত্ত

তোমার এরূপ পরিম্লান ও বিমর্ষভাব ?—কোন্ বিষয়টী অপসারিত করিবার নিমিত্ত তুমি এরূপ নিতান্তপক্ষেই আগ্রহান্বিতা ?"

"আজ্ঞা, অপর কিছুই নহে, কেবল এই বার্দ্ধক্যদশা হইতে পরিত্রাণ প্রার্থনা! পূর্ণযুবতীরূপে যাহাতে পরিগণিত হইতে পারি,—রূপলাবণ্যবিশিষ্ট নবীনা ললনারূপে পরিণত হইয়া যাহাতে জীবনের অবশিষ্টকাল সুখ স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইতে পারে, এ ক্ষেত্রে ইহাই আমার একমাত্র আন্তরিক অভিলাষ! তন্ত্রমন্ত্র যাগযজ্ঞ, অথবা অপর কোন উপায়ে—"

"তন্ত্রমন্ত্র ?—কিছুমাত্রই আবশ্যক করে না! যাগযজ্ঞ ?—তাহাও এই সামান্য বিষয়ে একেবারেই অনাবশ্যক! সামান্য উপায়েই এই দীনদয়াল স্বামী এ কার্য্য সংসাধন করিতে এই মুহূর্ত্তেই কৃতকার্য্য হইবেন! বৎসে! উপবেশন কর, চক্ষু নিমীলনপূর্ব্বক যোড়হস্তে এই স্থানেই সমাসীন হও, এখনই তোমার আন্তরিক অভিলাষ, অবাধেই পরিপূরণ করিয়া দিতেছি!"

স্বতঃ পরিচিত দীনদয়াল শাস্ত্রীর বাক্যাবসান হইবামাত্রেই রূপযৌবন প্রার্থিনী ধ্যাননিমগ্ন যোগীঋষির ন্যায় মঞ্চোপরি সমুপবিষ্টা। জটাধারীর মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ইতস্ততঃ নাই। সুপক্ককেশীর সুপক্ককেশজাল ক্ষিপ্রহস্তে তিনি সমাকর্ষণ করিলেন। তুলারাশি বিনিন্দিত কেশপাশ শীর্ষস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া যথায় তথায় বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। পতিমনোরঞ্জিকার প্রার্থনাটী বর্ণে বর্ণে সুফলবতী। স্থবিরা মূর্ত্তি হইতে এক্ষণে তিনি নবযুবতীরূপেই সুপ্রকাশমানা।

গৈরিকপরিচ্ছদধারী গম্ভীরবদনে বলিতে লাগিলেন, "বৎসে! এক্ষণে তোমার সম্পূর্ণরূপেই অভীষ্টসিদ্ধি! দীনদয়াল শাস্ত্রীর কৃপায় এক্ষণে তুমি এক অভিনববেশেই সুসজ্জীভূতা! ভাগ্যবতি! গাত্রোত্থান কর!"

নববেশধারিণী ঔৎসুক্যে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যোড়হস্তে বিনীতভাবে কহিলেন, "হা! মহাপ্রভুর কি অলৌকিক ক্ষমতা! কি অসামান্য ক্ষমতাবিশিষ্ট সিদ্ধযোগী পুরুষই আপনি! গুরুদেব! এ ঋণ কোনকালেই পরিশোধ হইবার নহে। তথাপি—তথাপি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে আপনার চিত্ততোষ হইবার সম্ভাবনা, অনুকম্পা বিতরণে সেইটীমাত্র প্রকাশ করিয়া

বলুন, এখনই এ দাসী তৎকার্য্য সাধনে ঔৎসুক্যসহকারেই যত্নবতী হইবে। নিবেদন,—আগ্রহের সহিত নিবেদন, প্রকাশ করিয়া বলুন।"

"বৎসে! কোন বিষয়েই আমার আকাঙ্ক্ষা বা অভিলাষ নাই।" কোমল-ভাবে নব যুবতীর মস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক রঙ্গভূমির সিদ্ধচারণ মহাপুরুষ সুস্নিগ্ধবচনে উত্তরদান করিলেন, "বৎসে! কোন বিষয়েই আমার আকাঙ্ক্ষা বা অভিলাষ নাই। আমি একজন সংসারবিরাগী জটাধারী পরমহংস। পার্থিববস্তু অথবা মানবগণের কৃতজ্ঞতা বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সহিত আমার আর সম্বন্ধবন্ধন কোথায়?—ঈশ্বরের কৃপায় দীনদয়াল শাস্ত্রী যে আপন প্রতিজ্ঞাপালনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার পক্ষে সম্যকরূপে উপযুক্ত পারিতোষিক। বৎসে! তুমি স্থানান্তরে গমন কর, আমি এক্ষণে আপন ইষ্টদেবকে ধ্যান করিবার জন্য এই আসনে একাগ্রচিত্ত হই।"

আত্মশ্লাঘাকারী পরমহংস পদ্মাসনে সমুপবিষ্ট হইয়া নিমীলিত নেত্রে যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু তাঁহার শেষ উপদেশবাক্য কিছুমাত্র ফলপদ হইল না। অভিনব-যৌবনপ্রাপ্তা মঞ্চস্থিতা ললনা তাঁহার বাক্যে একেবারেই অনাস্থা প্রদর্শন করিলেন। স্থানান্তরে গমন না করিয়া সেই স্থানে পাদচারণ করিতে করিতে কথঞ্চিৎ ক্ষীণকণ্ঠে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "কি অদ্ভুত ক্ষমতা!—বার্দ্ধক্যদশা হইতে মুহূর্ত্তমধ্যেই ষোড়শী যুবতীরূপে সুপরিণত! কি অত্যাদ্ভুত অলৌকিক যোগবল!—ভাল, আপাততঃ যেন এ দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভে সুসমর্থ হইয়াছি কিন্তু ভবিষ্যতের বিষয়ে কিরূপ বিধি ব্যবস্থা?—সময়ক্রমে পুনরায় বৃদ্ধাবস্থায় সমারূঢ়া হইলে, তখন তাহার কিরূপ উপায় অবলম্বন? যোগীবরের সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন তখন আর কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? তাই ত, কি করা যায়?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া চিন্তাকুলিত হৃদয়ে তিনি কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত নীরব হইয়া রহিলেন।

কোনরূপ অভিনব আবিষ্কারের উপায় মনোমধ্যে সমুদিত হইলে লোকে যেমন সহসা সহর্ষে পুলকিত হইয়া উঠে, সেইরূপ আনন্দভাব প্রকাশে আশু-যৌবন-প্রাপ্তা অকস্মাৎ মহোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "উত্তম কল্প! তাহাই

করা যাউক! জটাগ্রভাগ সংগৃহীত হইয়া থাকিলে কোন বিষয়েরই আর চিন্তা করিতে হইবে না। যে লোকের একটীমাত্র বাক্য এরূপ প্রীতিপ্রদরূপেই অমোঘ, তাহার মস্তকের কেশাগ্রকণাও যে নানারূপ অনৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদন করিয়া দিবে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র কোথায়? কিন্তু ছিন্ন করিবার উপায় কি? ছেদনোপযোগী অস্ত্রই বা সংগ্রহ করি কি প্রকারে?—কেন, আপন সুতীক্ষ্ণ দন্তপাতি?—তাহাই করা যাউক!" এই কথা বলিয়া ধ্যান নিমগ্ন নবীন ব্রহ্মচারীর জটাজাল দন্তদ্বারা পরিগ্রহণ করিলেন। ছেদন করিতে সমুদ্যতা, সহসা তৃতীয় ব্যক্তির সমাকর্ষণে সুদীর্ঘ জটাজূট, ব্রহ্মচারীর মস্তক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া উদ্যমকারিণীর দন্তসহযোগে স্বরিতবেগে দোদুল্যমান। বঙ্গভূমির দীনদয়াল শাস্ত্রী এ কার্য্যে একেবারেই বিকেশ হইয়া পড়িলেন না, যোগীঋষির আশু পরিচয়স্বরূপ জটাজূটের পরিবর্ত্তে রমণী-জনদুর্লভ সুদীর্ঘ কেশপাশ এক্ষণে ইহাঁর মস্তকোপরি অতি সুন্দররূপেই শোভমান।

তৃতীয় ব্যক্তি কে? মঞ্চমধ্যে সংপ্রবিষ্ট হইয়া কোন্ ব্যক্তি সহসা ধ্যানমগ্ন যোগীঋষিকে এইরূপ পরমা সুন্দরী নারীবেশে পরিণত করিয়া দিল?—ইনি অপর কেহই নহেন, নবীন গুল্ফ পরিত্যাগী অদ্ভুত চিকিৎসাশাস্ত্র অবলম্বী স্বল্পপরিচিত সেই ডাক্তার সাহেব।

স্বগতভাষিণী নবীনাবালা পাশ্চাত্য পরিচ্ছদধারীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কথঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে কহিলেন, "এ কিরূপ আচার ব্যবহার? সহসা এরূপ কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিবার তাৎপর্য্য কি?—কি কারণে তুমি আমার গুরুজীকে পুরুষপ্রবর হইতে পরমা প্রকৃতিরূপে পরিণত করিয়া দিলে?"

"ইহাতে আর ক্ষতি বৃদ্ধি কি হইয়াছে? রূপান্তর করণে চিকিৎসকের হাতযশই বরং অতি বিশিষ্টরূপেই সুপ্রকাশ! বিষ্টানিষ্ট আর কি করিয়াছি?"

"ঈঃ! কি আমার অদ্ভুত চিকিৎসা ব্যবসায়ী গো!" অবজ্ঞাসূচক ভাব-ভঙ্গীসহকারে গুরুগতপ্রাণা শ্লেষপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ঈঃ! কি আমার অদ্ভুত চিকিৎসাশাস্ত্র ব্যবসায়ী গো!—তোমার যত বিদ্যাবুদ্ধি তাহা আমি পূর্ব্ব

হইতেই সুপরিজ্ঞাত! সাধ্য সাধনা কাকুতি মিনতিতেও যে লোক ঔষধাদি প্রদান করিতে অতিবাদই অনিচ্ছুক, সে ব্যক্তি আবার নাকি আত্মগুণ প্রকাশের নিমিত্ত এইরূপে আপনা হইতেই অগ্রসর হইবে? তোমার আবার হাতযশ! পলাতক আসামীর আবার আত্মপক্ষ সমর্থন! গুরুদেব ইচ্ছাক্রমেই নব-মূর্ত্তিধারণ করিয়াছেন। ইনি যে একজন পরম সিদ্ধ মহাপুরুষ, সেইটী প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই ইঁহার এইরূপ অদ্ভুত কার্য্যের স্বেচ্ছানুষ্ঠান! তোমার আবার হাতযশ! ঈঃ! বটেই ত।"

"ভাল, তাহাই স্বীকার।" পাশ্চাত্যবেশধারী সুমধুরস্বরে হাস্য করিতে করিতে উত্তর দান করিলেন, "ভাল, তাহাই স্বীকার! তোমার গুরুজী স্বইচ্ছায়ই যে অভিনব কমনীয় বেশধারণে আমাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া দিয়াছেন, ইহাই আমি মুক্তকণ্ঠে দ্বিরুক্তি ব্যতিরেকেই স্বীকার করিলাম। কিন্তু সে বিষয়ের সত্ত্বত্ব কি? আমার সেই নবীন সুমোহন গুল্ফদ্বয় কি কার্য্যে সংন্যস্ত করিলে, এক্ষণে তাহাই আমার একমাত্র জিজ্ঞাস্য। যদি তাহা নষ্ট বা ধ্বংস হইয়া না থাকে, যদি সেই নিরুপম বস্তুটীকে কোনরূপ বিকৃত ভাবাপন্ন করিয়া না থাক, তাহা হইলে এই লেবি ডাক্তার তোমার প্রতি যৎপরোনাস্তিই পরিতুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। প্রত্যর্পণ করিলে তিনি তোমাকে দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজনের উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী, এবং দক্ষিণা স্বরূপ এক একটী স্বর্ণপদক প্রদান করিতে এই মুহূর্ত্তেই অগ্রবর্ত্তী হইতে পারেন! কেমন, মনোমত হইয়াছে ত? প্রত্যর্পণ করিতে যত্নবতী হইবে কি?"

"লোভ প্রদর্শন?" ক্রুদ্ধ ফণিনীর ন্যায় ভাব প্রকাশে সম্বোধিতা কামিনী বিকৃতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "লোভ প্রদর্শন?—উৎকোচ প্রদানে বশীভূত করিবার চেষ্টা?—আমার প্রতি এইরূপ বাক্য ব্যবহার?—উৎকোচদাতার শাস্তিবিধান এইরূপেই হইয়া থাকে!" এই কথা সমুচ্চারণে ক্রোধকম্পিত কলেবরে গুল্ফ পরিত্যাগীর পাশ্চাত্য শিরস্ত্রাণ সবেগে ভূমিতলে বিনিক্ষেপ করিয়া দিলেন। উষ্ণীষ স্খলিত হইবামাত্র সাপিনীর ন্যায় বিজড়িত সুদীর্ঘ বেণীত্রয় তাঁহার উভয়স্কন্ধে, এবং পৃষ্ঠদেশে আলম্বিত হইয়া

পড়িল। একাধারে সংযুক্ত নিবিড় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ত্রিবেণীই প্রলোভন-দর্শিনীর কমণীয় বপুতে অতি সুন্দররূপেই সংস্পর্শিত।

ধ্যাননিমগ্না অভিনব যুবতী উন্মীলিত নয়নে ত্বরিতবেগে অপর দুই কামিনীর স্কন্ধদেশ বাহু দ্বারা পরিবেষ্টনপূর্ব্বক সুমধুর হাস্য করিতে করিতে রঙ্গভূমি হইতে ধীরে ধীরে অবতারিত। গৃহস্থিতা অপরাপর কামিনীর হাস্য-নিক্কণে অভিনব সুখ-মন্দির একেবারেই সমাচ্ছন্ন। সকলেরই প্রফুল্ল আনন, সকলেই সুশ্রাব্য সঙ্গীত এবং তালে তালে পরম উল্লাসে পরম পুলকে পূর্ব্বমত নৃত্যগীতে একেবারেই উন্মাদিনী।

গীত।

রাগিণী বিভাস তাল কাওয়ালি।

প্রেম-কুঞ্জ মাঝে সজনি।
উদয় ভেল—পেখলো অরুণমণি॥

ফুল্ল ফুলরাণী ললিত নয়ান, কাঁহেলো আঁচল ভরি ঢাকল বয়ান
প্রণয় সমাজ মাঝ লাজ কি সাজেলো,
নাগরী নব নলিনী॥

মিলন প্রাণপতি নবীন নাগর, সুরস রসিকবর সুরম সুন্দর,
মন ভরি প্রেম ডোরে বাঁধলো হৃদয়—
ধীরি ধীরি ফিরি ফিরি, পিরীতি সাগরে, ভাসলো সুরসবতী সরস অন্তরে,
পরাণ ভরই দোঁহে প্রেম সুধারাশি,
পিওলো চাঁদবদনী॥

* * * * * *

* * * * * * *

* * * * * *

রজনীর শেষ দশা উপস্থিত। বাসরগৃহের রমণীমণ্ডলীর অলুলায়িত বেশ ভূষা দর্শনে আকাশে নক্ষত্রমালা যেন ম্লানভাব ধারণপূর্ব্বক সুনীল গগন-গাত্রে একেএকে ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে লুকায়িত। সুকণ্ঠ নিনাদিনী প্রমদাকুলের

সুধাময় সঙ্গীত আলাপে ঈর্ষান্বিত হইয়াই যেন প্রভাত-বিহঙ্গমগণ অস্থির-চিত্তে সুমধুর সাহঙ্কার ঝঙ্কারে একেএকে সমুদ্যত। নক্ষত্র পুঞ্জের বিক্রস্ত-ভাবে পলায়ন, এবং বিহগ পরিবারের লাঞ্ছনাবাক্য শ্রবণে নিশাপতি চন্দ্রমা আর আপন আসনে স্থিরভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিলেন না। পরিম্লানবদনে তিনি গগন-প্রাঙ্গণ হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া জলধির অতলগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সকল ব্যাপার সন্দর্শনে ঊষা সতী মৃদুমন্দভাবে হাস্য করিতে করিতে মন্থরগমনে গুর্জ্জররাজ্যে উপস্থিতা। পাঠক মহাশয়! আমাদের আর এখানে ক্ষণকালের নিমিত্তও অপেক্ষা করিয়া থাকা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া অনুমান হইতেছে না। আমারই আপনাদের আহ্বান কর্ত্তা, উপযুক্ত সময় বিবেচনায় আমারই আবার আপনাদিগকে অপসারিত হইবার নিমিত্ত কর্ণে কর্ণে উপদেশ প্রদান করিতেছি। আসুন, দিনমণি সমুদিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা অলক্ষিতভাবে এস্থান হইতে প্রস্থান করি।

উপসংহার।

পাঠক মহাশয়! এতদিনের পর আমাদিগের অনুষ্ঠিত ব্রতটী এক প্রকার সমুদ্‌যাপিত প্রায়। যাহা যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট, তাহাও যে অতি শীঘ্র সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে আমাদিগের মনোমধ্যে আর অণুমাত্রও সংশয় সন্দেহ থাকিতেছে না। আপনারা যখন হোতা শ্রোতা, আপনাদিগের উৎসাহ আকিঞ্চন যখন এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রবর্ত্তী, তখন পূর্ণাহুতি দান কার্য্যটী অবাধেই যে পরিসমাপ্ত হইয়া যাইবে, এ ক্ষেত্রে তদ্বিষয়ে আর বিচিত্র কথা কি? এই বহোনাসের প্রধান প্রধান কার্য্যকারকদিগের ভাগ্যাভাগ্যের ফল ইতিপূর্ব্বেই মহাশয়েরা সম্যকরূপেই অবগত হইয়াছেন, তবে কএকটী সামান্য সামান্য অভিনেতা এবং অভিনেত্রীগণের ক্রিয়া কলাপ, আচার ব্যবহার, অবস্থা পরিণাম, বিবর্ণিত হইতে এই কার্য্য-রঙ্গভূমে অবশিষ্ট রহি-

য়াছে মাত্র। শুভ অবসর, শুভ সংযোগ, আসুন, আমরা এক্ষণে সেই সেই বিষয়ের আলোচনা করিতে যৎকিঞ্চিৎ ধৈর্য্যসহকারে যত্নবান হই।

সমৃদ্ধিশালী গুর্জ্জররাজ্যের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে একটী সাধারণ পান্থশালা। ভীমগড়ের পূর্ব্বতন দারোগা কএক দিবস হইতে এই স্থানে অপেক্ষা করিয়া আছেন। যান-বাহনের নিতান্তই অসুবিধা। সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইহাঁর এই স্থানে অগত্যাই অবস্থান। ভীমগড়ের পাতালপুরীর গুপ্ত তদন্তের সেই সমস্ত কথা ওসমান আলির প্রেরিত দূত প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া মহাক্রোধে বিষণচাঁদ উন্মত্ত হইয়া উঠে। ওসমানের অনুরোধ উপরোধে অনাস্থা প্রদর্শনে দারোগা সাহেবের প্রাণদণ্ডবিধান তৎক্ষণাৎই ধার্য্য করিয়া দেয়। সংবাদ প্রাপ্তে উদারচেতা রঞ্জনলাল হতভাগ্য অনুতাপী দারোগাকে পঞ্চবিংশতি সহস্রমুদ্রা প্রাদানপূর্ব্বক অপর কোন রাজ্যে পালয়নের নিমিত্ত সদুপদেশ প্রদান করেন। সেই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া এতদিন পর্য্যন্ত ইনি এই ভিন্ন দেশবাসী। বিষণচাঁদের পূর্ণঅবনতি শ্রবণে স্বীয় পদ প্রাপ্তির আশায় এক্ষণে ইহাঁর স্বদেশাভিমুখে আশু-যাত্রা। তবে পূর্ব্বোক্ত কারণে নিরুপায় হইয়াই সম্প্রতি ইনি এই সাধারণ পান্থনিবাসে প্রকাশ্যভাবে অবস্থান করিতেছেন।

বেলা অপরাহ্ণ তৃতীয় প্রহর। দারোগা সাহেব সট্‌কার আশ্রয় গ্রহণে ধূমপানে অভিনিযুক্ত। এমন সময় একজন ভদ্রবেশধারী আগন্তুক, তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া নানারূপ কথোপকথনে তাঁহার একাগ্রচিত্ততা ভঙ্গ করিয়া দিল। কএক মুহূর্ত্তকাল এইরূপেই অতিবাহিত। খাদ্যসামগ্রী সমানীত হইলে উভয়েই একত্রে পান ভোজন করিতে লাগিলেন। দক্ষিণহস্তের ব্যাপার পরিসমাপ্ত হইবার পর ভদ্রপরিচ্ছদধারী, দারোগা সাহেবকে সহসা সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়ের ইংরাজী ভাষায় কি সবিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে? কোনরূপ ইংরাজীপত্রের মর্ম্ম কি আপনি উর্দ্দু ভাষায় বুঝাইয়া দিতে পারেন?"

"পারি।" গম্ভীরবদনে গাম্ভীর্য্যসহকারে দারোগা সাহেব কহিলেন, "পারি! কিন্তু এরূপ প্রশ্ন বিনিয়োগ করিবার তাৎপর্য্য কি?"

"আজ্ঞা অপর কিছুই নহে, কলিকাতা হইতে আমাদিগের মহামান্য

বেদানা বেগমের নামে ইংরাজীভাষায় লিখিত একখানি উপদেশপত্র আসিয়াছে, তাহারই ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত।"

"যে আজ্ঞা, প্রদান করুন, এখনই তাহার ভাবার্থ মহাশয়ের সুবোধ করিয়া দিতেছি।'

"আজ্ঞা, সেখানি ত আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে না?—বাসায় আছে। বেগম সাহেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। মহাশয় যদি অনুকম্পা বিতরণে কিঞ্চিৎ কষ্টস্বীকারপূর্ব্বক তত্দূর পর্য্যন্ত গমন করেন, তাহা হইলে এই ধার্ম্মিকপ্রবর চিরদিনের নিমিত্তই মহাশয়ের ক্রীতদাস হইয়া থাকে। বাসাবাটীও বড় অধিকদূর নহে, অতি সন্নিকটেই সমবস্থিত। কি বলেন, আগমন করিবেন কি?"

দারোগা সাহেবের মুহর্ত্তের নিমিত্ত ইতস্ততঃভাব। বহুসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রাই তৎকালে তাঁহার নিকট গুপ্তভাবে পরিবিদ্যমান। বঞ্জনলালের প্রদত্ত পঞ্চ-বিংশতিসহস্র রৌপ্যমুদ্রার মধ্যে পঞ্চশত স্বর্ণপদকখণ্ড তৎকালে তাঁহার কটিদেশে দৃঢ়রূপে সন্নিবদ্ধ। যদি কোন প্রকার বিপদ ঘটে, আগন্তুকের বাক্য প্রমাণ সমস্ত বিষয় যদি সেইসেইরূপে পরিণত না-ই হয়, প্রবঞ্চকের প্রতারণাবাক্যে বিশ্বাস করিয়া পাছে কোনরূপ বিপদজালে জড়ীভূত হইয়া পড়েন, এই সমস্ত চিন্তা মনোমধ্যে সমুদিত হওয়াতে গৃহস্বামীর হস্তে মুদ্রাগুলি সমর্পণপূর্ব্বক আগন্তুক সমভিব্যাহারে তিনি তথা হইলে বহির্গত হইলেন।

যথা সময়ে উভয়েই গন্তব্য স্থানে উপনীত। প্রস্তাবিত পত্র পাঠ করিয়া তাহার প্রকৃত মর্ম্ম দারোগা সাহেব উর্দ্দূভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া এইরূপ প্রকারে লিপিবদ্ধ করিয়া দিলেনঃ—

"কলিকাতা, সুতানুটী।"

"মহাপরাক্রমশালিনী সুলক্ষণা বেদানা বেগম"

"দীন প্রতিপালকাসু"—

"অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালিনী মহাব্যক্তি!"

"কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে পদাশ্রয়ের নিবেদন, এ নগরীতে তিনকোটি মুদ্রা মূল্যের মণিমাণিক্য সংযুক্ত অলঙ্কারাদি বিক্রয় হইবার আশা ভরসা

নাই। সবিশেষ কষ্ট স্বীকার করিলেও যে পঞ্চষষ্টিলক্ষের অধিক হীরকরত্ন বিক্রীত হইবে, আকারে ত এরূপ কোনক্রমেই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। বস্ত্রবণিকদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলে অর্দ্ধেক মূল্যও প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত পক্ষেই দুরূহ ব্যাপার। আপনার উপদেশক্রমে ভুড়ভুড়ী সিংহকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে ব্যক্তির এক্ষণে একেবারেই ঔদাস্যভাব! পচাপাত্‌ গদীরও আভাস তদ্রূপ! পূর্ব্ব অনুজ্ঞা-মতে ত্রয়স্ত্রিংশৎলক্ষমুদ্রা চম্পটচাঁদকে প্রদান করিয়াছি।"

"পদানত অনুগত ভৃত্য"

"শ্রীশ্রীকতুরচাঁদ—ভাগলমল্‌।"

অর্থ অবগত হইয়া ভদ্রপরিচ্ছদধারী, হতাশস্বরে বলিয়া উঠিল, "তবেই ত বিষম বিভ্রাট। অকূল পাথারে ভাসমান হইলাম। এরূপ মুষ্টিমাত্র মুদ্রায় বেগম সাহেবের কি এমন সবিশেষ উপকার দর্শিতে পারে?—তাই ত?" এই কথা বলিয়া সে ব্যক্তি বিমর্ষবদনে চিন্তামগ্ন হইল।

বাক্য অবসান হইবার কিছুক্ষণ পরে একজন পরিচারিকা আসিয়া চিন্তামগ্ন হতাশ্বাসীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিল, "ভরপুর খাঁ বাহাদুর! উলটজ্ঞানবিবি আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন। পত্রের মর্ম্ম শ্রবণ করিবার নিমিত্ত তিনি নিতান্ত পক্ষেই সমুৎসুকা! পার্শ্বগৃহে প্রবেশ করিলেই তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারে।"

"আর দেখা সাক্ষাৎ!—আশা ভরসা সমস্তই জলাঞ্জলি!" সম্বোধিত ভরপুর খাঁ এই কএকটী কথা উচ্চারণ করিতে করিতে দ্রুতপদে সে গৃহ হইতে বহির্গত হইল। দুই তিন মুহূর্ত্ত পরে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া দারোগা সাহেবের প্রতি আগ্রহনেত্রপাতে সোৎসুকে বলিতে লাগিল, "মহাশয়ের অনুগ্রহ ভিন্ন এ ক্ষেত্রে আর ত কিছুমাত্রই উপায়ান্তর দেখিতেছি না। আপনি ভীমগড়ের শাসনকর্ত্তা,—গুর্জ্জরদেশ এক প্রকার আপনারই করায়ত্ত,—বহুতর সম্ভ্রান্ত লোকের সহিতই মহাশয়ের সবিশেষ আলাপ পরিচয়! অনুগ্রহ প্রকাশে আপনি যদি সেই দেবদুর্ল্লভ বস্তুগুলি বিক্রয় করিয়া দেন, তাহা হইলে বেগম সাহেব চিরকালই আপনার নিকট বিশেষঋণে আবদ্ধ হইয়া থাকেন।

স্বাছে মাত্র। শুভ অবসর, শুভ সংযোগ, আসুন, আমরা এক্ষণে সেই সেই বিষয়ের আলোচনা করিতে যৎকিঞ্চিৎ ধৈর্য্যসহকারে যত্নবান হই।

সমৃদ্ধিশালী গুর্জ্জররাজ্যের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে একটী সাধারণ পান্থশালা। ভীমগড়ের পূর্ব্বতন দারোগা কএক দিবস হইতে এই স্থানে অপেক্ষা করিয়া আছেন। যান-বাহনের নিতান্তই অসুবিধা। সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইহাঁর এই স্থানে অগত্যাই অবস্থান। ভীমগড়ের পাতালপুরীর গুপ্ত তদন্তের সেই সমস্ত কথা ওসমান আলির প্রেরিত দূত প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া মহাক্রোধে বিষণচাঁদ উন্মত্ত হইয়া উঠে। ওসমানের অনুরোধ উপরোধে অনাস্থা প্রদর্শনে দারোগা সাহেবের প্রাণদণ্ডবিধান তৎক্ষণাৎই ধার্য্য করিয়া দেয়। সংবাদ প্রাপ্তে উদারচেতা রঞ্জনলাল হতভাগ্য অনুতাপী দারোগাকে পঞ্চবিংশতি সহস্রমুদ্রা প্রাদানপূর্ব্বক অপর কোন রাজ্যে পালয়নের নিমিত্ত সদুপদেশ প্রদান করেন। সেই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া এতদিন পর্য্যন্ত ইনি এই ভিন্ন দেশবাসী। বিষণচাঁদের পূর্ণঅবনতি শ্রবণে স্বীয় পদ প্রাপ্তির আশায় এক্ষণে ইহাঁর স্বদেশাভিমুখে আশু-যাত্রা। তবে পূর্ব্বোক্ত কারণে নিরুপায় হইয়াই সম্প্রতি ইনি এই সাধারণ পান্থনিবাসে প্রকাশ্যভাবে অবস্থান করিতেছেন।

বেলা অপরাহ্ণ তৃতীয় প্রহর। দারোগা সাহেব সট্‌কার আশ্রয় গ্রহণে ধূমপানে অভিনিযুক্ত। এমন সময় একজন ভদ্রবেশধারী আগন্তুক, তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া নানারূপ কথোপকথনে তাঁহার একাগ্রচিত্ততা ভঙ্গ করিয়া দিল। কএক মুহূর্ত্তকাল এইরূপেই অতিবাহিত। খাদ্যসামগ্রী সমানীত হইলে উভয়েই একত্রে পান ভোজন করিতে লাগিলেন। দক্ষিণহস্তের ব্যাপার পরিসমাপ্ত হইবার পর ভদ্রপরিচ্ছদধারী, দারোগা সাহেবকে সহসা সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়ের ইংরাজী ভাষায় কি সবিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে? কোনরূপ ইংরাজীপত্রের মর্ম্ম কি আপনি উর্দ্দু ভাষায় বুঝাইয়া দিতে পারেন?"

"পারি।" গম্ভীরবদনে গাম্ভীর্য্যসহকারে দারোগা সাহেব কহিলেন, "পারি! কিন্তু এরূপ প্রশ্ন বিনিয়োগ করিবার তাৎপর্য্য কি?"

"আজ্ঞা অপর কিছুই নহে, কলিকাতা হইতে আমাদিগের মহামান্য

জটিলভাবে এই সমস্ত কথা সমুচ্চারণপূর্ব্বক সে ব্যক্তি সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

দুই তিন মুহূর্ত্ত অতীত। একটী পরিচারিকা সমভিব্যাহারে খাঁ বাহাদুর সেই গৃহমধ্যে প্রত্যাগত হইয়া মৃদুমন্দ হাস্যসহকারে দারোগা সাহেবকে কহিল, "এই—এখন সর্ব্বদিকে সুমঙ্গল বটে! বেগম সাহেব আপনার দর্শনাভিলাষিণী? এই পরিচারিকার সহিত গমন করুন!"

বিনা বাক্যব্যয়ে দারোগা সাহেব যবন-কিঙ্করীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুবর্ত্তী হইলেন। দুই তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ অতিক্রমে উভয়ে একটী অপ্রশস্ত অলিন্দের প্রান্তভাগে সমুপস্থিত। "সম্মুখের গৃহমধ্যেই বেগম সাহেব অপেক্ষা করিয়া আছেন, কথাবার্ত্তা চলাচলের পক্ষে একমাত্র উপযুক্ত স্থানই ইহা।" পরিচারিকার মুখ হইতে এই কএকটী শব্দ বিনির্গত হইবামাত্র দারোগা সাহেবের একেবারেই তটস্থভাব। সুলক্ষণা বেগমের উদ্দেশে তিনি সসম্ভ্রমে মৃত্তিকা চুম্বনপূর্ব্বক উভয়হস্ত বারবার শিরোদেশে সংস্পর্শ করিতে লাগিলেন। কথাবার্ত্তা রীতিমত চলাচল হইতে লাগিল। ক্রমে যবনিকা আন্দোলন, তৎপরে মণিবন্ধ বহিষ্করণ, অবশেষে বেগম সাহেবের সম্পূর্ণ অবয়ব হতবুদ্ধি দারোগা সাহেবের সোৎসুক নয়নপথে বিশিষ্টরূপে সুপ্রকাশিত হইয়া পড়িল।

বেগম সাহেব নিতান্ত অল্প বয়স্কা অথবা বৃদ্ধা বা প্রৌঢ়া নহে। তরুণী শব্দে বাচ্য করিয়া লইলেও বোধ হয় পাঠক মহাশয়দিগের নিকট আমরা অণুমাত্রও অপরাধী হইতে না পারি। কারণ, বয়স সম্বন্ধে এ কামিনী ত্রিংশতের সীমা এ পর্য্যন্তও অতিক্রম করে নাই, যৌবনসুলভ রূপমাধুরী না-ই থাকুক, কিন্তু এককালে যে রূপবতী বলিয়া দশের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইত, ললনার মুখমণ্ডল সন্দর্শনে সে বিষয়ের জীবন্ত পরিচয় তৎক্ষণাৎই প্রাপ্ত হওয়া যায়। দারোগা সাহেব একেবারেই বিমুগ্ধ, পৃথিবীমধ্যে এরূপ সুন্দরী যুবতীর অধিষ্ঠান যেন নিতান্তপক্ষেই অসম্ভব, তাঁহার মনে ইহা বলিয়াই অনুভূত হইতে লাগিল। পর দিবস প্রদোষ সময়ে মণি-মাণিক্যাদি প্রদান করা হইবে, উপসংহারকালে এই সমস্ত কথা স্থিরনির্দ্ধার্য্য করিয়া তিনি সে দিবসের নিমিত্ত তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দিনমান দ্বিপ্রহর উপাধি ধারণোন্মুখ। আহারাদি সমাপনান্তে দারোগা সাহেব ধূমপানে সমুদ্যত, এমন সময় ভর্‌পূর বাহাদুর তাঁহার নিকট আগমন-পূর্ব্বক মৃদুমন্দ হাস্যসহকারে কহিল, "আপনার অদৃষ্টের আর সীমা পরিসীমা নাই, একেবারেই আমীর হইয়া পড়িলেন!—উঃ!—এককালেই আমীর-উল-ওমরা!"

ধূমপানে বিরত হইয়া আশ্চর্য্যভাবে দারোগা সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার এ সমস্ত কথার ভাবার্থ কি? কি কারণে আপনার এরূপ সহাস্য আস্য? ধনবান আমীররূপে পরিগণিত হইয়া পড়িব, এরূপ বাক্য ব্যবহার করিবার আপনার সবিশেষ তাৎপর্য্যই বা কি?"

ভর্‌পূর খাঁর পুনরায় হাস্য, পুনরায় তাহার পূর্ব্বমত কুটিল কটাক্ষ বিক্ষেপ। পরক্ষণে আনন্দবিস্ফারিতলোচনে সহর্ষে বলিয়া উঠিল, "দশলক্ষ রৌপ্যমুদ্রা!—ওরূপ হৃদয়গ্রাহী সংবাদের প্রকৃত মূল্য দশলক্ষ রৌপ্যপাদক! উঁহুঁঃ! ইহার এক কপর্দ্দকও ন্যূনে প্রকাশ করিয়া বলা, এ ধার্ম্মিকপ্রবর কিছুতেই উচিত কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করেন না!—চমকিত হইবেন না, পীর পয়গম্বরের অনুকূল দৃষ্টি আপনার প্রতি বিশেষরূপেই সংস্থাপিত। বেগম সাহেব পাণিগ্রহণ করিতে নিতান্তপক্ষেই সমুৎসুকা! তাঁহার নির্ব্বাচিত সুমোহন বরপাত্রই আপনি! দুই দশক্রোর টাকার অধীশ্বর হওয়া অতি যৎসামান্য অদৃষ্টের পরিচয় স্থান বটে? উঃ! কি ভয়ানক কপাল-জোর!"

সংবাদ শ্রবণে দারোগা সাহেবের উষ্ণ শোণিত প্রবলতরবেগে বহমান হইতে লাগিল। কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎই তিনি আত্মপরিচিত বেগমের পদানত হইয়া পড়িলেন। কাজী মুন্‌সী সাক্ষিগণেরও অভাব রহিল না। বেগম সাহেব কর্ত্তৃক অবিধাদত্ত এই সমস্ত ব্যক্তিদ্বারা সেই দিন সন্ধ্যার পরই বিবাহকার্য্য পরিসমাপ্ত হইল।—দারোগা সাহেব আপন প্রিয়তমা বনিতার হস্তধারণপূর্ব্বক সুখময় বাসর মন্দিরে সংপ্রবিষ্ট হইলেন! মহাসুখেই প্রথম নিশা অতিবাহিত হইয়া গেল।

দ্বিতলস্থ কক্ষমধ্যে পরিচারিকা-উল্লিখিত উলট্‌জানবিবি এবং সেই অপূর্ব্ব বেগম সাহেব একাসনে সমাসীনা হইয়া মৃদুমন্দস্বরে কি কি বিষয়ের কথোপ-

কথনে সন্নিবিষ্টচিত্ত, পাঠক মহাশয়! আসুন, তাহা আমরা কিঞ্চিৎ মনো-নিবেশপূর্ব্বক উপকর্ণন করিতে সচেষ্টিত হই।

কথার প্রসঙ্গে সোৎসুকে বেগম সাহেব বলিয়া উঠিল, "ও ভাই ময়না! এ দিকের ত এক প্রকার জোটাজোট উত্তম! কিন্তু টাকাগুলি হস্তগত করিবার উচিত উপদেশ কি?"

"কেন, এ কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছিস্ কেন?" সেই গহস্থিতা অপরা কামিনী তাম্বুল চর্ব্বন করিতে করিতে বিজড়িতস্বরে কহিল, "কেন, এ কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছিস্ কেন? যেরূপ ধার্য্য হইয়া আছে, তাহা করিলেই ত সকল দিকে সুবিধা হইয়া দাঁড়াইবে? ছল ছল চক্ষে কিঞ্চিৎ করুণস্বরে বিজ্ঞাপন করিলেই ত আমাদিগের আশালতা নিশ্চয়ই সুফল প্রসূ?—তুই তাহা করিয়াই দেখ না কেন?"

"ভাল, তাহা যেন হইল।" সেই বাটীর বেগম সাহেব উভয়নয়ন বিঘূর্ণিত করিয়া সহাস্য আস্যে উত্তর দান করিল, "ভাল, তাহা যেন হইল। কিন্তু মঙ্গলচাঁদের উপায় কি হইবে? সে ব্যক্তি আমাদিগের সহিত কিরূপে সম্মিলিত হইতে পারিবে?"

"কোন চিন্তা নাই। সুধার্ম্মিক মঙ্গলচাঁদ বড়ই পরিণামদর্শী। পৃথিবী-মধ্যে এমন কোন দুষ্কর কার্য্যই নাই, যাহা সেই নির্ব্বিরোধী সুধীর মহাত্মা বিসম্পাদন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন। তোর শুভ পরিণয়ই এ ক্ষেত্রে তাহার অন্য একটী সুমজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।" ব্যঙ্গভাবে মুখভঙ্গীসহকারে এই সমস্ত কথা সমুচ্চারণপূর্ব্বক উলট্জানবিবি হি হি শব্দে হাস্য করিয়া উঠিল।

বেগম সাহেবেরও ত্রুটি নাই, সঙ্গিনীর দৃষ্টান্তের অনুসরণে সে কামিনীরও তৎকালে খিল্ খিল্ শব্দে নীরস হাস্য। বিকৃত হাস্যরসে গৃহটী ক্ষণকালের নিমিত্ত ভীষণরূপেই প্রতিধ্বনিত।

রাত্রি দশমঘটিকার পর দারোগা সাহেব আপন মনমোহিনীর শয়নকক্ষ-মধ্যে সংপ্রবিষ্ট হইলেন। বেগম সাহেবের বিমর্ষবদন দর্শনমাত্র দারোগা সাহেব উন্মনা হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে প্রণয়িনীর উভয়নেত্র ছল ছল করিয়া আসিল। বিস্তর সাধ্যসাধনা বিস্তর অনুনয় বিনয় করিতে করিতে

অবশেষে তরুণী কুণ্ঠিতভাব প্রকাশে কহিল, "উলটজানের যথেচ্ছাচারিতায় ত আর কিছুতেই তিষ্ঠিতে পারা যাইতেছে না! টাকাকড়ী ধনরত্ন সমস্তই তাঁহার হস্তগত করিবার ইচ্ছা! প্রায় অর্দ্ধকোটি মুল্যের জহরত অদ্য প্রত্যুষেই আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন! তিনি আমার সাক্ষাৎ পিষি ঠাকুরাণী, সুতরাং নিরুপায়! হায়! ক্রমে ক্রমে বুঝি সমস্ত মণিমাণিক্যগুলি হস্ত হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়ে! প্রাণেশ্বর! ইহার সদ্‌যুক্তি কি? কি করিলে তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভে সুসমর্থ হই?"

পলায়ন ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। বিস্তর তর্কবিতর্ক বিস্তর বাদানুবাদ, বিস্তর যুক্তি পরামর্শের পর সেই উপায়ই উভয়ে ধার্য্য করিয়া লইলেন। অবশিষ্ট হীরকবস্ত্র একটী পুটলিমধ্যে সংবদ্ধ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে পান্থনিবাসে বেগম সাহেব সমুপস্থিত হইবেন, অন্যান্য কথার সঙ্গে এ কথাও ধার্য্য হইয়া গেল। যেরূপ পরামর্শ কার্য্যটীও তদনুরূপে পরিণত। বেগমের আনীত পেটিকামধ্যে দারোগা সাহেবের পঞ্চশত স্বর্ণখণ্ড স্তরে স্তরে নিহিত করা হইতেছে, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত পরিচারিকা দ্রুতপদে সেই গৃহমধ্যে সমাগমনপূর্ব্বক ঘনঘন শ্বাস প্রশ্বাস বর্ষণাকর্ষণ করিতে করিতে ছাড়া ছাড়া কথায় কহিল, "সমস্ত বিষয়ই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে! উলট্‌জানবিবি শান্তিরক্ষক সমভিব্যাহারে এই স্থলে সমাগতা প্রায়! পলায়ন করুন, পলায়ন করুন! ধৃত হইলে আর নিস্তার থাকিবে না! বরদানগরে যথাসময়ে আমি আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিব।"

দারোগা সাহেবের আর কাণ্ডাকাণ্ড বোধ রহিল না। ভিন্ন দেশের শান্তিরক্ষক, আইন কানুনও বিশেষরূপই স্বতন্ত্র,—চৌর্য্যাপরাধে বন্দী হইলে হয় ত প্রাণ লইয়াই টানাটানি পড়িবে,—বেগমের পিতৃস্বসা হয় ত নানা ক্ষমতায় ভয়ানকরূপেই বিভূষিতা, তাঁহার অনুরোধে শান্তিরক্ষকের লোকেরা হয় ত নিয়মিত ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘনে তাঁহার অপমানের একশেষ করিয়া ফেলিবে, তড়িৎগতিতে মনে মনে এই সকল আন্দোলন করিয়া পেটিকা হস্তে আপন প্রণয়িণী সমভিব্যাহারে দ্রুতপদেই তাঁহার সে স্থান হইতে পলায়ন। দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই,—প্রকাশ্য রাজপথ কোথায়, কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে

কোন্ নগর বা কোন্ গ্রামে উপনীত হওয়া যায়, সে বিষয়ে একেবারেই কাণ্ড জ্ঞান বিরহিত।

কখন তীব্রবেগে গমন, কখন প্রণয়িণীকে স্কন্ধদেশে আরোপণ, আর কখন কখন বা শ্রান্তিদূর করিবার নিমিত্ত উপবেশন, এইরূপ উপায় অবলম্বনে দারোগা সাহেবের সমস্ত নিশাই অতিবাহিত হইয়া গেল। উষা সতীর সমাগমে চতুর্দ্দিকের পদার্থনিচয় নয়নগোচর হইবামাত্র পলাতক দারোগা সভয়ে শিহরিত হইয়া উঠিলেন। গহন কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত নিস্পন্দভাবে সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। নিবিড় জঙ্গল, কোন্ দিকে গমন করিলে এ স্থান হইতে বহির্গত হইতে পারিবেন, বহুকষ্টে প্রকৃতিস্থ হইয়া সেই বিষয়ের সমালোচনা করিতে করিতে হতভাগ্য দারোগা একটী অপেক্ষাকৃত সুপরিষ্কার ভূখণ্ডে সমুপস্থিত। উপায় উদ্ভাবনের নিমিত্ত মনোযোগী, এমন সময় এক ব্যক্তির বিকৃত কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণকুহরে সংপ্রবিষ্ট হইল। তিনি সোৎসুকে সাশ্চর্য্যে পশ্চাৎভাগে দৃষ্টিবিনিক্ষেপ করিলেন।

আগন্তুকের বেশ ইউরোপদেশীয়। কিন্তু পরিচ্ছদের পারিপাট্য কিছু-মাত্রই পরিলক্ষিত হয় না। তাহার সমস্ত গাত্রবস্ত্র স্থানে স্থানে অতি শোচনীয়রূপে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। সেই বিদীর্ণভাগ সংযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে সূত্রসূচী সাহায্যে অতি কদর্য্যরূপেই উভয়খণ্ড একত্রিত করা হইয়াছে। এ ব্যক্তি পাঠক মহাশয়ের পূর্ব্ব পরিচিত, নাম রাব্‌নিস্ বব্‌রোটী।

দারোগা সাহেবের নেত্রে নেত্র বিনিময় করিয়া রুক্ষস্বরে বব্‌রোটী উচ্চস্বর কহিল, “রাণি, কথার উত্তর প্রদান করিতেছ না কেন? কোন্ দিকে গমন করিলে নির্গমের পথ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইটীই প্রকাশ করিয়া বলিয়া দাও না, আমি আপন কার্য্যে চলিয়া যাই।” বলিতে বলিতে সহসা বেগম সাহেবের বদন প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সাশ্চর্য্যভাবে সে ব্যক্তি পুনরায় বলিয়া উঠিল, “একি? তুমি এখানে? আমার প্রাণপ্রিয়তমা অনাথিনীর ন্যায় বিজনবাসিনী হইয়াছেন কেন? অভিপ্রায় কি?”

"পাপিষ্ঠ, নরাধম! এতবড় যোগ্যতা?" সক্রোধে দারোগা সাহেব পুনরুক্তি করিলেন, "পাপিষ্ঠ, নরাধম! এতবড় যোগ্যতা? আমার ধর্ম্মপত্নির প্রতি এরূপ অন্যায় বাক্য প্রয়োগ? কে তুই?—সহসা তোর এরূপ আলাপ করিবার কারণ কি? উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি বুঝি?"

"উন্মাদ? আমি? তোরই বাহ্যজ্ঞান একেবারেই তিরোহিত! উহাকেই জিজ্ঞাসা কর্ দেখি, আমার এই সমস্ত বাক্য বর্ণে বর্ণে সত্য কি না, উহাকেই প্রশ্ন করিয়া দেখ দেখি?—বাক্সসমেতেই বিবাহকার্য্য সমাহিত হইয়াছিল কি না,—ঐ কামিনী আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী কি না, অনুসন্ধান করিয়া দেখ দেখি? বলে কি? ফুঃ! আমার ধর্ম্মপত্নি? ফুঃ!"

"এ আবার কি উন্মত্ত প্রলাপ? যদি প্রাণের ভয় থাকে, তবে এই মুহূর্ত্তেই অপসারিত হইয়া যা, আমার প্রণয়িণী সংক্ষুব্ধা হইলে তোর ঐ কলুষিত মস্তক অধিকক্ষণের নিমিত্ত তোর ঐ স্কন্ধদেশে শোভমান হইয়া থাকিবে না। জানিস্, এ রমণী কে? লক্ষ্ণৌয়ের সমুজ্জ্বলমণি,—বেদানা বেগম!"

"বেদানা বেগম?" বিদ্রূপবাক্যে অঙ্গভঙ্গী করিয়া উচ্চকণ্ঠে বার্‌নিস্ বর্‌বোটী কহিল, "বেদানা বেগম?—হো হো অগ্নি করবাল! বেদানা বেগম আবার কি? এ যে আমার পূর্ব্ব পরিচিতা সতী সাধ্বী হিন্দুবালা! বিষণচাঁদ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, আমা কর্ত্তৃক উচ্চতররূপে সম্ভ্রমপ্রাপ্তা, পাথোজী-কন্যা স্বধর্ম্মপরায়ণা শ্রীমতী ইন্দুবালা!—চাঁদী!—ভো নারকীদের! বেদানা বেগমই বটে? অপূর্ব্ব স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়াছ যে দেখিতে পাই?"

দারোগা সাহেব একেবারেই স্তম্ভিত। তাঁহার প্রশ্নপূর্ণ উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি তাঁহার প্রণয়িণীর মুখের প্রতি সংন্যস্ত হইয়া রহিল। কামিনীর অধোবদন ও নিরুত্তরভাব দর্শনে বেগম সাহেবই যে পাথোজী-কন্যা ইন্দুবালা, ইহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইতে আর মুহূর্ত্তের নিমিত্তও বিলম্ব রহিল না। মর্ম্মাহতের ন্যায় চীৎকারস্বরে সহসা বলিয়া উঠিলেন, "বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি, এক্ষণে সমস্তই হৃদ্‌বোধ হইয়াছে! সমস্তই ছলচাতুরীর আশ্রয়! হীরক ও মণিরত্নগুলি তবে প্রকৃত মণিমাণিক্য নহে, সে সমস্ত তবে যৎসামান্য কাচখণ্ড বিশেষ?

স্বর্ণমুদ্রা হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে তবে এইরূপ ছলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ? বুঝিয়াছি,—বুঝিযাছি! দে,—আমার স্বর্ণমুদ্রা দে!" এইরূপ অসংলগ্ন কথা সমুচ্চারণপূর্ব্বক তিনি সেই পেটিকাটী ত্রস্তহস্তে সংগ্রহ করণানন্তর দ্রুতবেগে সে স্থান হইতে অপসারিত হইয়া গেলেন।

"স্বর্ণমুদ্রা? পেটিকামধ্যে নিহিত? অংশ প্রদান কর্! সাধ্বী সতীর ধর্ম্মনাশের দণ্ডস্বরূপ এখনই আমাকে অর্দ্ধেক অংশ বিভাগ করিয়া দে!" উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বার্নিস্ তস্কর দারোগা সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিতে লাগিল।

কাননাভ্যন্তরে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ সংঘটিত। উভয়েই বলবান, উভয়েই অমিত সাহসে উন্মত্ত। দারোগা সাহেবের প্রচণ্ড মুষ্টাঘাতে বর্বোটীর বদন হইতে ত্রিধারে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহাক্রোধে উন্মত্ত বার্নিস্ বস্ত্রমধ্য হইতে একখানি সুশাণিত ছুরীকা বহিষ্করণপূর্ব্বক দারোগা সাহেবের বক্ষস্থলে আমূল পর্যান্ত প্রবেশিত করিয়া দিল। মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রাপ্তে দারোগা সাহেব অস্ফুট চীৎকারসহকারে ক্ষণকালমধ্যেই গতাসু হইয়া পড়িলেন।

রণজয়ী বর্বোটী জয়োল্লাসিতলোচনে পেটিকাটী সুসংগ্রহে শ্রান্তিদূর করিবার নিমিত্ত একটী বৃক্ষের তলভাগে সুমুপবিষ্ট হইল। পরিশ্রান্তভাব অপনোদন হইলে, ইন্দুবালার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত সবেমাত্র দণ্ডায়মান হইয়াছে, অমনি বৃক্ষ শাখা হইতে একটী প্রকাণ্ড অজগর সর্প তাহার উপরে নিপতিত হইয়া ত্বরিতগতিতে আপন দেহদ্বারা দুরন্ত বার্নিসের সর্ব্বশরীর দৃঢ়রূপে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল। দুর্ব্বৃত্ত দস্যুর আর্ত্তনাদে সমস্ত বন অতি ভীষণরূপেই প্রতিধ্বনিত। কিন্তু সাহায্য প্রাপ্ত হইবার আর সম্ভাবনা কোথায়? ইন্দুবালা ইতিপূর্ব্বেই অন্য দিকে প্রস্থিত হইয়াছে, আর উপস্থিত থাকিলেই বা এরূপ বিরাট জীবের গ্রাস হইতে কিরূপেই বা উদ্ধার সাধন করিতে পারিত? সুতরাং এ ক্ষেত্রে অরণ্যেরোদন বাক্যটী বর্বোটী সাহেবের দ্বারাই প্রমাণীকৃত হইয়া গেল। পাপকর্ম্মের উচিত ফল উপভোগ, অধর্ম্ম পথে বিচরণ করিলে অবশেষে তাহার যে এইরূপ শোচনীয় অবস্থা

সংঘটিত হইয়া থাকে, তস্কর সাহেবই এ ক্ষেত্রে আমাদিগের আর একটী সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। গহন কাননে উরগের করাল গ্রাসমধ্যে নিপতিত হইয়া দুর্ব্বৃত্ত দস্যুর কর্ম্মানুযায়ী সবিশেষ ফলভোগ। বহুকষ্টে বহু যন্ত্রণা উপভোগ করিবার পর, সর্পরাজ ক্রমে ক্রমে এই সুদুর্লভ ভক্ষ্যটীকে আপন উদরমধ্যে স্থান দানে পাপাচারীর সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিল।

পাঠক মহাশয়! উলট্জান ও ভরপূর খাঁ, এই অভিনব নামধারী যে কোন্ কোন্ সুবিমল পদার্থ, ইহাদিগের ক্রিয়া কলাপ আচার ব্যবহার দর্শনে তাহা আপনারা পূর্ব্ব হইতে বিশিষ্টরূপেই সুপরিজ্ঞাত। অপিচ, উলট্জান বা মধুমুখী ময়না, ভরপুর খাঁ বা সুধার্ম্মিক মঙ্গলজী, ইহারা উভয়ে যে কি কারণে এইরূপ কাল্পনিক অভিধায়ে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট অংশ অভিনয় করিতে যত্নবান হইয়াছিল, তাহাও ইতিপূর্ব্বে আপনাদিগের সম্যকরূপেই সুবিদিত। তবে উভয়ের ভাগ্যাভাগ্য,—নবগ্রহ বৈগুণ্য বা উভয়ের পক্ষে অতিবাদই সুপ্রসন্ন, সেইটীই কেবল ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে অবশিষ্ট রহিয়াছে মাত্র। সেই উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া সেই কার্য্যই সম্পাদন করিতে আমরা সবিশেষই যত্নবান হইলাম।

দুষ্টমতি ময়না বাটী হইতে বহির্গত হইয়া স্থিরীকৃত নির্দ্দিষ্ট স্থানে ইন্দুবালার আগমন প্রত্যাশায় বহুক্ষণ পর্য্যন্তই অপেক্ষা করিয়া থাকে। দারোগা সাহেবের পঞ্চশত স্বর্ণপদক, তাহার সুশিক্ষিতা ছাত্রী কতক্ষণে সমানয়ন পূর্ব্বক তাহার সেই চির-সংগ্রাহকহস্তে সমর্পণ করিবে, সেই চিন্তাতেই কএকদণ্ড অতিবাহিত হইয়া গেল।—অদ্য কোনক্রমেই ঘটিয়া উটিল না,—ইন্দুবালা হয় ত এ পর্য্যন্ত সফল মনোরথ হইতে পারে নাই, ইত্যাদি আন্দোলনে কুলকলঙ্কিনী ক্ষুব্ধমনে আপন আবাসভবনমধ্যে আসিয়া সংপ্রবিষ্ট হইল। সেখানে এক অদ্ভুত ব্যাপার সমাচরিত! মূল্যবান অথচ স্থানান্তরোপযোগী তৈজষপত্র এবং আর আর দ্রব্যনিচয় যেন ইন্দ্রজাল মন্ত্র প্রভাবে প্রতি কক্ষ হইতে এককালেই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। পুণ্যশীল মঙ্গলজীই যে এই বিষয়ের একমাত্র প্রকৃত অধিনায়ক, প্রতিবাসীর প্রমুখাৎ তৎসংবাদ শ্রবণে পাপমতি একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িল। পূর্ব্ব সঙ্কেত,

দারোগা সাহেবের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ, তাঁহার সে সমস্ত মুদ্রারাশি হস্তগত হইবার পর উভয়ে একত্রে অপর স্থানে প্রস্থিত হইবার নির্দ্ধারিত কথাবার্ত্তা। সে নিয়মের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শনে মঙ্গলচাঁদের যখন এরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন, তখন যে তাহার আন্তরিক অভিপ্রায়টী কি, তাহা ময়নার ন্যায় চতুরা স্ত্রীলোকের হৃদয়ঙ্গম হইতে ক্ষণকালের নিমিত্তও আর বিলম্ব রহিল না। মঙ্গলচাঁদ অতিশয় পরিণামদর্শী ভবিষ্যতের দিকে ঘনঘনই তাহার দৃষ্টিপাত,—আশুলভ্যজনক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা তাহার একটী স্বভাবসিদ্ধ সুমহৎ দিব্যগুণ! সে ব্যক্তি সেই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া আপন অন্তরঙ্গ মিত্রকে দ্বিতীয়বার দিব্যচক্ষু প্রদানে চিরদিনেরমতই যে পলায়নপর হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কথা কি? মঙ্গলচাঁদ একেবারেই নিরুদ্দেশ। আজিও নিরুদ্দেশ,—কালিও নিরুদ্দেশ,—ময়নার পক্ষে চিরজীবনের নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপেই নিরুদ্দেশ।

পাপমতি ময়না জঠরজ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে এ গ্রাম, সে গ্রাম পরিভ্রমণ করিতে করিতে ঘটনাক্রমে এক দিবস একটী যৎ-সামান্য পণ্যব্যবসায়ীর কুটির সমীপে সমুপস্থিতা। কুটির স্বামী অপর কেহই নহে, তাহারই পলাতক প্রাণপতি পাপাশয় জয়করণ মহাপাত্র। প্রভূত ক্ষমতাশালী আমীর ওমরাহগণের মনোরঞ্জনের একমাত্র হেতুভূত জয়করণ, এক্ষণে এই যৎসামান্য ব্যবসায়ের আশ্রয় গ্রহণে কোন প্রকারে জীবিকা অর্জ্জন করিয়া আসিতেছে। মলিনবেশা, শীর্ণকলেবরা ময়নার আগমন দর্শনে তাহার স্বামী তাহারে অকাতরেই আশ্রয় প্রদান করিল। ময়নারে আর পায় কে? স্বামী সন্নিধানে আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়াতে তাহার আনন্দের আর সীমা পরিসীমা রহিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এ হর্ষ তাহার পক্ষে অল্পদিন স্থায়ী। এক রজনীতে স্বামীর সহিত অধিক পরিমাণে মদিরা পান করাতে তাহার চিত্ত যেন মহোল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিল। এবং যেমনই সে স্খলিতপদে অন্দরমধ্যে সংপ্রবিষ্ট হইবে, দিক্‌ভ্রমে প্রাঙ্গণস্থিত সলিল কূপমধ্যে অধঃমস্তকে দারুণ বেগসহকারে অমনিই সে রসাতলের আশ্রয় গ্রহণ করিল। লোক নাই, জন নাই, স্বামী মহাশয়ও তখন বারুণীর প্রভাবে

একেবারেই সমাচ্ছন্ন! সুতরাং সমুদ্ধার প্রাপ্ত হইবার আর আশা ভরসা কোথায়? কএক মুহূর্ত্তমধ্যে পঙ্কিল জল উদরস্থ করিয়া শ্বাসরোধে সুপ্রসিদ্ধা ময়না বেগমের এইরূপেই মানবলীলা পরিসমাপ্ত।

পত্নির ঔর্দ্ধদেহিকক্রিয়া যথারীতি সমাপন করণানন্তর জয়করণলাল আপন জীবিকা নির্ব্বাহে পূর্ব্বের ন্যায়ই অভিনিবিষ্টচিত্ত। কিন্তু তাহার পানাশক্তির বিরাম হইল না। বরং উত্তরোত্তর দিন দিন প্রবলতরবেগে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ঘটনাক্রমে এক দিবস একজন ক্রেতার সহিত সহসা তাহার বাক্‌বিতণ্ডা বিসংঘটিত। জয়করণ তখন সুরাদেবীর মাহাত্ম্যে এক প্রকার বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য। সুতরাং বিনা কারণে উন্মত্ত প্রায় হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বির প্রতি নানারূপ দুর্বাক্য ব্যবহার এবং দুই চারিটী চপেটাঘাত করিতেও ক্ষান্ত থাকিল না। শাস্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত আক্রমিত ব্যক্তি তুলাদণ্ড গ্রহণে পণ্যজীবীরে বিলক্ষণরূপেই শিক্ষা প্রদান করিল। সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্তে জয়করণের মস্তক ভয়ানকরূপেই ক্ষত বিক্ষত। বিদীর্ণ স্থানগুলি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে পচিত গলিত হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা উপভোগের পর, পাপাচারী জয়করণলালের জীবন-দীপ অবশেষে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

ময়নাবিবির সঞ্চিত অর্থাদি অপহরণে সুধার্ম্মিক মঙ্গলচাঁদের নানাস্থানে নানা উপাধিতে কিছুদিন অবাধেই অতিবাহিত। অবশেষে তাহার অপেক্ষা সমধিক পুণ্যশীল অপর একটী সচ্চরিত্র লোকের প্ররোচনাবাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করাতে তাহার সেই কৌশলার্জ্জিত দ্রব্যনিচয়ের সহসা এক দিবস সম্পূর্ণরূপেই তিরোধান। মঙ্গলচাঁদ হতাশ্বাস হইবার লোক নহে, এক বিষয়ে নৈরাশ হইলে অপর পন্থা অবলম্বন করিতে সে ব্যক্তি বিলক্ষণরূপেই সুতৎপর। বিনা অনুমতিতে গৃহস্থদিগের অজ্ঞাতসারে নানারূপ আশুবিক্রয়দ্রব্য হস্তগত করিয়া তাহারই সাহায্যে কিছুদিন তাহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু সামাজিক নিয়ম কি শোচনীয়রূপেই বিভিন্ন,—এরূপ স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বীদিগকে তাহারা কি ভয়ানকরূপেই নিপীড়িত করিয়া থাকে, বিশেষতঃ নির্ব্বিরোধী মঙ্গলচাঁদের প্রতি তাহাদিগের কি নিদারুণ হিংসা ও বিদ্বেষ? কারণ, যাহাতে তাহার সেই লভ্যজনক ব্যবসা বাণিজ্যটীর একে-

যাবেই মূলচ্ছেদ হইয়া যায়, সেই নিমিত্ত গৃহস্থমণ্ডলী তাহার নামে ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া সেই কার্য্য হইতে তাহাকে তৎক্ষণাৎই বিরত করিয়া দিল। এবং কোন একটী বিশেষ স্থানে সংবদ্ধ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরাদি ভগ্ন বিভগ্ন করিতে কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহার প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মঙ্গলচাঁদের সেই কার্য্যে অগত্যাই হস্তক্ষেপ। তবে সত্য কথা বলিতে কি, ধার্ম্মিকপ্রবর নাকি সে ধাতুতে বিনির্ম্মিত নহে, তাহার কার্য্যপ্রণালী নিতান্তই নাকি অন্য প্রকার,—এক স্থানে চিরজীবনের নিমিত্ত সংবদ্ধ হইয়া থাকা, তাহার ন্যায় স্বভাবচরিত্র লোকের পক্ষে নাকি নিতান্তই অসম্ভব, সুতরাং রক্ষিদিগের অগোচরে, তাহাদিগের সহিত বিনা ভদ্রতা বিনিময়ে, এক রজনীতে সহসা তাহার অবাধেই তিরোভাব। অবশেষে তাহার পরিণাম কিরূপে পরিসমাপ্ত হইল, সবিশেষ অনুসন্ধানে তাহা আমরা এ পর্য্যন্তও নিরাকরণ করিতে সক্ষম হই নাই।

কুলকণ্টকা ইন্দুবালা গহন কাননমধ্যে দারোগা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কএক মুহূর্ত্তকাল সোদ্বেগে স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান। পাছে বর্ব্বরোটী তস্কর প্রত্যাগত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় তাহারে তাক্ত বিরক্ত করিতে সচেষ্টিত হয়, এই ভয়ে কুলটা রমণী সে স্থান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়নপর হইল। ভয়বিহ্বলচিত্তে দ্রুতবেগে পথবাহিত করিতে করিতে পদস্খলনে অকস্মাৎ একটী সুগভীর জলশূন্য গহ্বরমধ্যে নিপতিতা। দারুণ আঘাতে তৎক্ষণাৎই তাহার চৈতন্যলোপ! চেতন প্রাপ্ত হইলে তন্মধ্য হইতে সমুত্থান করিবার নিমিত্ত নানামতে চেষ্টা পাইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। সাগ্রহে বারম্বার উদ্যম করাতে লাভে হইতে গাত্রের ত্বক এবং মাংস ও পেশী স্থানে স্থানে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। নৈরাশ্যে নিপতিতা দ্বিচারিণীর চীৎকার শব্দে অবিরত রোদন, এবং সাহায্য প্রাপ্তির আশায় উচ্চৈঃস্বরে লোকজনকে সকাতরে বারবার আহ্বান। ফললাভের প্রত্যাশা কোথায়? নিবিড় জঙ্গল, নিভৃততম প্রদেশ, সুতরাং তাহার সেই আর্ত্তনাদ কোন কার্য্যেই পরিণত হইল না। বহুজন মনোরঞ্জিকা ইন্দুবালা আহারাভাবে ক্রমে ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া নরকযন্ত্রণা উপভোগের পর, অবশেষে বহুকষ্টেই তাহার প্রাণ বিয়োগ!

মহারাজ বীরবিক্রম মহারাণী চন্দ্রাবতীর সহিত স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আত্মীয় স্বজনবর্গের সহিত জীবনের অবশিষ্টকাল পরমসুখে অতিবাহন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনধামে গোপীনাথবাগে একটী অত্যুৎকৃষ্ট অট্টালিকামধ্যে দাতাজী-পরিবারসহ সস্ত্রীক রঞ্জনলালের অবস্থান। তীর্থযাত্রা উপলক্ষে সকলেরই এই স্থানে আগমন। প্রাত্যহিক নিয়মিত দান এবং অনাথ দীন দুঃখীদিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া শ্রীমান রঞ্জনলাল বাটীমধ্যে প্রবেশ করিতে সমুদ্যত, এমন সময় একটী ভিক্ষুক নিজ হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা ভূমি নির্ণয় করিতে করিতে পথবাহী লোকদিগকে গোবিন্দজীবাগে উপস্থিত হইবার পথ অতি কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। স্বর শ্রবণে রঞ্জনলালের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সমুদ্ভব! সে ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী হইলে তাহার অবয়ব দর্শনে তিনি সহসা চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অনুজ্ঞানতে ভৃত্যেরা সেই অভুক্ত অনাথকে গৃহমধ্যে সমানয়নপূর্ব্বক অতি পরিপাটীরূপে আহারাদি করাইল।—উপযোগকার্য্য সমাপনান্তে বিদায়গ্রাহী ভিক্ষুক নানামতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে, তদ্দর্শনে রঞ্জনলাল পদ্মলক্ষ্মীর প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিক্ষেপ করিলেন। মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বিনম্রস্বভাবা পদ্মলক্ষ্মী ভিক্ষুককে সম্বোধন করিয়া কোমলকণ্ঠে কহিলেন, "বিষণচাঁদ! তোমার এরূপ শোচনীয় অবস্থা কেন? সহসা দর্শনেন্দ্রিয় বিনষ্ট হইল কি প্রকারে? কি এমন উৎকট রোগে সমাক্রান্ত, যাহাতে তোমার দৃষ্টিশক্তির এরূপ বিপর্য্যস্ত ঘটিয়া উঠিয়াছে? কি এমন উৎকট রোগ?"

ভিক্ষুক অবস্থায় পরিণত বিষণচাঁদ সে প্রশ্নের উত্তর দান না করিয়া আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে? আমার নাম আপনি কি প্রকারে অবগত হইলেন?"

"সে কথা পরে বলিতেছি!" গম্ভীরভাবে পদ্মলক্ষ্মী কহিলেন, "ক্রমেই সে বিষয় অবগত হইতে পারিবে! এক্ষণে আমার প্রশ্নের উত্তরদান কর! কি কারণে তোমার দর্শনশক্তির এরূপ ব্যতিক্রম, তাহারই উত্তর প্রদান করিতে যত্নবান হও। কি রোগে এরূপ অবস্থা বিসংঘটিত?"

হতাশব্যঞ্জকস্বরে বিবর্ণচাঁদ কহিল, "আজ্ঞা, রোগও নহে এবং কোন প্রকার দৈবঘটনাক্রমেও নহে, কেবল মানবগণের নিদারুণ নৃশংস ব্যবহারের নিমিত্ত! কোন কারণে ধর্ম্মাধিকরণের অনুজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করাতে পাপিষ্ঠেরা আমার প্রতি এইরূপ দণ্ডবিধান করিয়াছে।—হায়! লঘুপাপে গুরুদণ্ড, নারকীদিগের অত্যাচারেই আমার এই শোচনীয় দুরবস্থা!"

"তাহাদিগের আর দোষ কি? বৃথা বৃথা তাহাদিগের উপর দোষারোপ করিতেছ কেন? পাপ বিপুর আরাধনা করিলে পরিণামে তাহার এইরূপ অবস্থাই সংঘটিত হইয়া থাকে, ইহা সেই সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের অনিবার্য্য নিয়ম!—তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্তস্থলই তোমার এই লোমহর্ষণ পরিণাম!"

পরমলক্ষ্মী আরও দুই একটী কথা বলিবার উপক্রম করিতেছেন, কিন্তু রঞ্জনলালের নিষেধ ইঙ্গিত দর্শনে সে কার্য্য হইতে অগত্যাই তিনি বিরত হইলেন। বাক্যাবলীর অবশিষ্টভাগ শ্রবণে আশ্চর্য্যভাব প্রকাশে রুদ্ধকণ্ঠে বিবর্ণচাঁদ কহিল, "আপনি কে? কি নিমিত্ত আপনি একপ বাক্য ব্যবহার করিতেছেন?—কিসের পাপ?—কি পাপে আমি একপ দুরবস্থা প্রাপ্ত?"

"নির্দ্দোষীর প্রতি ভয়ানক অত্যাচার সমাচরিত করিবার নিমিত্ত!—বিনা অপরাধে অধীনস্থ বিশ্বাসী লোকজন অথবা ঘটনাক্রমে তোমার কর কবলে নিপতিত নিঃসহায় ব্যক্তিদিগকে উৎপীড়ন করিবার কারণে!—আমার নাম পরমল্!"

মর্ম্মভেদী হতাশস্বরে বিবর্ণচাঁদ কহিল, "হা! সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভয়ানকরূপেই সমুদ্‌যাপিত! মহাচক্রীর অভেদ্যচক্রে বিঘূর্ণিত হইয়া সে ব্রত আমার অতি সুন্দররূপেই পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। নিদারুণ অনুতাপে আমার জীবাত্মা অহরহই দগ্ধীভূত! হায়!"

"তবে অদ্য হইতে আমিও তোমাকে ক্ষমা করিলাম!" এতক্ষণের পর শ্রীমান রঞ্জনলাল গম্ভীরবদনে বলিয়া উঠিলেন, "তবে অদ্য হইতে আমিও তোমাকে ক্ষমা করিলাম! আমার প্রতি যে সমস্ত অত্যাচার বিনিযোগ করিয়াছিলে, তাহা আমি অন্তরের সহিতই মার্জ্জনা করিলাম! এক্ষণে জগদীশ্বর পরকালে তোমার মঙ্গলবিধান করুন!"

"ঐ স্বর—ঐ স্বর—আপনি কে?—ওসমান—না না রঞ্জনলাল—নিগৃহীত রঞ্জনলাল! এতদিনের পর তোমার জিঘাংসাবৃত্তির অতি পরিপাটীরূপেই চরিতার্থতালাভ!—সে সমস্ত অহিত অত্যাচারের প্রতিফল অতি ভয়ানকরূপেই উপভোগ! তোমার আন্তরিক ইচ্ছা ও আকিঞ্চন এতদিনের পর অতি নির্ব্বিবাদেই সফলতা প্রাপ্ত! আমারও কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ, জগদীশ্বর তোমাকে সর্ব্ব সুখে সুখী করুন!"

"নরহন্তা—পাপিষ্ঠ—"

পরমলের উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই হস্ত সঞ্চালনে বাধা দিয়া শ্রীমান রঞ্জনলাল দীর্ঘনিশ্বাসসহকারে বিমর্ষবদনে কহিলেন, "বিষণচাঁদ! তোমার এই উপস্থিত অবস্থা দর্শনে আমার হৃদয় যে কি পর্য্যন্ত ক্ষত বিক্ষত, তাহা আমি পরিব্যক্ত করিতে নিতান্ত পক্ষেই অক্ষম! কর্তৃপক্ষদিগের নিকট হইতে তুমি যে এরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইবে,—তাহারা যে তোমার এরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা করিয়া তুলিবে, তাহা আমি একদিনের নিমিত্ত ভ্রমক্রমেও হৃদয়মধ্যে স্থান দান করি নাই!—আমার ইচ্ছাও তাহা নহে। ক্ষমতাধীন হইলে তোমার দৃষ্টিশক্তির বিপর্য্যস্ত এখনই আমি অপনোদন করিয়া দিতাম। কিন্তু আমার সে ক্ষমতা নাই, সুতরাং সে স্থলে অনুতাপ ব্যতীত আমার পক্ষে অপর পন্থাই বা আর কোথায়? তবে এ অবস্থায় এইমাত্র বলিতে পারি যে, ভবিষ্যতে ভরণপোষণের নিমিত্ত তোমার আর চিন্তার বিষয় নাই। পঞ্চশত রৌপ্যমুদ্রা প্রতি মাসেই তোমার নিঃস্ব পিতার নিকট যথারীতিক্রমেই প্রদান করিতে থাকিব। ইহাই আমার যা হয় যৎকিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত, এ ক্ষেত্রে ইহা ভিন্ন আমার আর অন্য উপায়ই বা কি আছে? এক্ষণে যাও, তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত পরমলজীর সহিত গমন কর।"

নিগৃহীত বিষণচাঁদকে সঙ্গে লইয়া পরমলজী সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আসিলেন।

রঞ্জনলালের প্রশান্তচিত্ত ক্রিয়া নিদারুণরূপেই সংঘাত প্রাপ্ত। বিষণচাঁদের সেই কএকটী হতাশবাক্য শ্রবণে তিনি মর্ম্মাহত হইয়া দিনযামিনী সেই বিষয়ের আন্দোলনেই অতিবাহন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদাই ম্রিয়মাণ, সর্ব্বদাই

তাঁহার বিষণ্ণভাব, —তীর্থধর্ম্ম পরিসমাপ্ত হইলে স্বদেশে প্রত্যাগত হইবার নিমিত্ত দাতাজী মহাশয় উপরোধ অনুরোধ করাতে তিনি বিষণ্ণবদনে কহিলেন, "প্রত্যাগত হইবার কিছু কালবিলম্ব আছে! বহুতীর্থ, বহু দেব দেবীর চরণ বন্দন করিতে এখনও আমার অধিক পরিমাণেই অবশিষ্ট।—আপনিই গৃহাভিমুখে প্রস্থান করুন। তবে একটী বিষয়ে আমার সবিশেষ অনুরোধ! বিষণচাঁদের পুত্রের প্রতি অনুকূলনয়নে দৃষ্টিপাত করিবেন। জারজ জ্ঞানে তাহারে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা করিবেন না, আপনার চরণে ইহাই আমার একমাত্র নিবেদন। বিবেচনা করুন, পিতা মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত অপোগণ্ডের আর উপায়ান্তর নাই!"

"সে বিষয়ের নিমিত্ত চিন্তা করিও না। কিন্তু বৎস! সহসা তোমার এরূপ ভাবান্তর কেন? ধীর প্রকৃতি প্রাণাধিক রঞ্জনের অকস্মাৎ এরূপ বিচলিতচিত্ত হইবার কারণ কি?"

"প্রভু! এ নরাধমকে আপনি আর এরূপ বাৎসল্যভাবে সম্বোধন করিবেন না; আপনার ন্যায় পুণ্যবান সাধু ব্যক্তির দ্বারা এরূপে সম্বোধিত হইবার উপযুক্ত পাত্র আমি নহি। হায়! এ পাপিষ্ঠ মহাপাপেই পাপগ্রস্ত! জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত এ নারকীপ্রেত বহুজনকেই নিপীড়িত করিয়াছে! এ পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই!" করুণস্বরে এই সমস্ত কথা উচ্চারণ করিতে করিতে রঞ্জনলালের উভয় চক্ষু নয়নবারিতে পরিপূরিত হইয়া উঠিল। তিনি রুমালসহযোগে বদনমণ্ডল সমাচ্ছাদনপূর্ব্বক নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

নানামতে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া দাতাজী মহাশয় কোমস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! এরূপ অদ্ভুতবাক্য ব্যবহার করিলে কেন? কি কারণে তুমি মহাপাপী? কি এমন নিন্দনীয়কার্য্য তোমার দ্বারা সমাহিত হইয়াছে, যাহার নিমিত্ত তুমি এতদূর পর্য্যন্ত সকাতর? সে কার্য্যটী কি?"

"আজ্ঞা, বিষণচাঁদের সেইরূপ অবস্থা দর্শনে। আমারই ক্রোধাগ্নিতে সে ব্যক্তি ভস্মীভূত,—আমারই কৌশলজালে বিজড়িত হওয়াতেই তাহার সেই শোচনীয় দুরবস্থা! তাহার অধঃপতনের একমাত্র মূলীভূত কারণেই আমি?"

"সেকি বৎস? ইহাতে তোমার আর সবিশেষ অপরাধ কি? আপন কর্ম্ম-দোষেই সে ব্যক্তির সেইরূপ হৃদয়ভেদী অবস্থা! তজ্জন্য তুমি আর অপরাধী হইলে কি প্রকার?"

এইরূপ অশেষবিধ হেতুবাদ প্রদর্শনপূর্ব্বক দাতাজী মহাশয় রঞ্জনলালের চিত্তবেগ অনেক পরিমাণে প্রশমিত করিয়া আনিলেন। এবং তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার নিমিত্ত নানামতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু সে বিষয়ে কিছুমাত্রই সফল মনোরথ হইতে পারিলেন না। সস্ত্রীক রঞ্জনলালের তীর্থপর্য্যটনে নিতান্ত আকিঞ্চন দর্শনে অবশেষে আপন পুত্র সুন্দরজীকে তত্ত্বাবধান করিতে এবং যে পর্য্যন্ত না রঞ্জনলাল প্রত্যাগত হয়েন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় থাকিতে আদেশ প্রদান করিয়া তিনি আর আর পরিজনসহ ক্ষুণ্ণমনে স্বদেশাভিমুখে শুভ যাত্রা করিলেন।

এই ঘটনার পর ছয় মাস অতীত। রঞ্জনলাল শ্রীশ্রী৺ কাশীধামে। পিতার অনুজ্ঞাক্রমে সুন্দরজী মহাশয় তাঁহার সঙ্গ ক্ষণকালের নিমিত্তও পরিত্যাগ করেন না। একত্রে ভোজন, একত্রে উপবেশন, এবং রাত্রিকালে অধিক সময় পর্য্যন্তই তাঁহার সহিত অতিবাহিত হইয়া থাকে। স্বদেশে প্রত্যাগত হইবার প্রসঙ্গ সমুত্থাপিত হইলে, "এ মাসে হইবে না, আগামী মাসে চেষ্টা করিয়া দেখিব" এইরূপ উত্তর প্রদানে ব্যথিতহৃদয় রঞ্জনলাল শ্রীমান সুন্দর-জীকে এযাবৎকাল প্রবোধিত করিয়া আসিতেছেন। বেলা প্রায় একাদশ ঘটিকা, ভোজনের সময় সমাগত। রঞ্জনলালকে সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত সুন্দরজী মহাশয় উপবেশনগৃহে প্রবেশ করিতে অগ্রসর, নিবারণ করিয়া পরমলজী মহাশয় কহিলেন, "প্রভুর সহিত আপাততঃ সাক্ষাৎ হইবে না। তিনি শয়নকক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহার সবিশেষ অনুরোধ, অদ্য আপনি একাকীই আহারাদি সমাপন করেন।"

সুন্দরজী আশ্চর্য্যভাবে কহিলেন, 'শয়নকক্ষে প্রবেশ? কেন, কি হই-য়াছে? একাকী আহার করিতে আদেশ করিয়াছেন ইহারই বা তাৎপর্য্য কি?"

"আজ্ঞা, অপর কিছুই নহে, কেবল তাঁহার শরীরের অপটুতা প্রযুক্তই! চলুন, আহার করিবেন চলুন!"

"অপটুতা? পীড়া? তবে অগ্রে সে সংবাদ অবগত হইয়া তৎপরে তখন আহারের বিষয়ে বিবেচনা করা যাইবে।"

নীরসকণ্ঠে ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক পরমলজী মহাশয় কহিলেন, "বিশ্রাম ভঙ্গ করিবেন না, বিগত রজনীতে সুচারুরূপে নিদ্রা না হওয়াতেই তিনি এক্ষণে শয়নকক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্রাম ভঙ্গ করিতে তাঁহার সবিশেষই নিষেধ!"

সুন্দরজীর অগত্যাই প্রত্যাবর্ত্তন। সন্দিগ্ধচিত্তে বিমর্ষবদনে উপযোগকার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া রঞ্জনলালের তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত তৎপরে তিনি পরমলজীর প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। পরমলজীর ক্ষণেক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃভাব। অবশেষে পরিম্লানবদনে একখানি সুবৃহৎপত্র বসনমধ্য হইতে বহিষ্করণপূর্ব্বক সুন্দরজীর প্রসারিত হস্তে সমর্পণ করিয়া অধোবদনে গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান রহিলেন। পত্রখানি এইরূপে বর্ণবদ্ধ ছিল :—

"প্রাণাধিক শ্রীমান সুন্দর!"

"যে সময়ে এই পত্রখানি তোমার করকমলে সমর্পিত হইবে, সে সময় বহুক্রোশ অতিক্রমে তোমাদিগের অজ্ঞাত স্থানে আমি এবং আমার পরিবারের সমুপস্থিতি একেবারেই সন্দেহশূন্য। এরূপ চাতুরী করিবার একমাত্র কারণ, তোমাদিগের স্নেহজাল বিচ্ছিন্ন করা। এবং সেই অভিলাষের অনুবর্ত্তী হইয়া আমার পরমারাধ্য দেবতা দাতাজী মহাশয়কেও তীর্থযাত্রাছলে প্রতারিত করিতে বাধ্য হইয়াছি! তজ্জন্য বিনীতভাবে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা। আমার দ্বারা যে সমস্ত অহিত অত্যাচার সমাচরিত হইয়াছে, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কিছুদিন আমারে দূরদেশে নির্জ্জনবাসে ঈশ্বর আরাধনায় কালাতিপাত করিতে হইতেছে। ভবিষ্যতে পুনরায় তোমাদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিব কি না, সে বিষয়টী নিতান্তপক্ষে ভবিষ্যগর্ভে নিহিত!"

"ভাই! আর একটী কথা! ভগিনী শৈলবালা এবং চন্দ্রভাগার শুভ বিবাহকালীন কণামাত্র যৌতুক প্রদান করিতে একেবারেই অসমর্থ হইয়াছিলাম। ইচ্ছা সত্ত্বেও অসমর্থ,—সময়াভাব! "রত্নগিরি" উপদ্বীপে গুপ্ত উপত্যকাগর্ভে যৎকিঞ্চিৎ মণিমাণিক্যাদি সংগৃহীত হইয়া আছে, যদিও

তাহা তোমাদিগের ন্যায় মহাত্মা ব্যক্তির পক্ষে একেবারেই অকিঞ্চিৎকর; কিন্তু ভ্রাতৃপ্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া সেইগুলিকে গ্রহণ করিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হইবে না, ইহাই আমার আন্তরিক আশা। সুবর্ণাদি ধাতুতে বিজড়িত করিয়া যথাযথ অলঙ্কারে পরিণত করিবার ব্যয়স্বরূপ সার্দ্ধ এককোটিমুদ্রা প্রীতচিত্তে প্রদান করিলাম। তদ্গ্রহণে আমার চিত্তসন্তোষ করিও। ভগিনী শৈলবালা এবং ভাগ্যবতী চন্দ্রভাগারে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিলে আমার ঐকান্তিক ইচ্ছাই সফলতা প্রাপ্ত হয়। সংরক্ষিত গুপ্তস্থান বিনতস্বভাব পরমলক্ষী বিশেষরূপেই সুপরিজ্ঞাত। আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হও।"

"চন্দ্রভাগা ও শৈলবালাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম। হতভাগিনী মধুমতীর আশীর্ব্বাদ তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিতে কোনমতেই বিস্মৃত হইও না।"

"আমার পরমারাধ্য গুরুদেব দয়ানন্দ স্বামী, পবিত্র তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত। প্রত্যাগত হইলে আমার সভক্তি প্রণাম তাঁহার যুগল শ্রীচরণ-কমলে বিজ্ঞাপন করিও। আমার এই সহসা নিরুদ্দেশের নিমিত্ত তিনি যেন আমার উদ্দেশে সকোপনয়নে দৃষ্টিপাত না করেন।"

"ভাই সুন্দর! এ জগৎমধ্যে দুইটীমাত্র কথা অনুধ্যানে মানবমণ্ডলী অহরহই কালাতিপাত করিয়া থাকে। হতাশে আশ্বাস, উৎপীড়নে প্রতি-হিংসা, বিপদে অভয়, এক কথায় সমস্ত বিষয়েই ঐ দুইটীমাত্র শব্দ মানবগণের একমাত্র সার অবলম্বন! তুমিও তাহারই অনুধ্যানে, তাহারই জল্পনায়, তাহারই অভিনন্দনে সময় অতিবাহিত করিলে, সকল বিষয়ে শান্তিলাভ করিতে সক্ষম হইবে। সেই অমূল্য সুনির্ম্মল বিমোহন শব্দ, আশা—প্রতীক্ষা।"

"মহানুভব দাতাজীর চিরানুগত ভৃত্য"
" তোমার স্নেহময় ভ্রাতা "
শ্রীরঞ্জনলাল।

পত্রখানি পাঠ করিতে করিতে বিষাদতরঙ্গে শ্রীমান সুন্দরজীর হৃদয় ভয়ানকরূপে বিলোড়িত হইয়া উঠিল। পাঠ পরিসমাপ্তি হইবার পর, বাষ্প-রুদ্ধকণ্ঠে নয়নাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে গদ্‌গদ্‌বচনে কহিলেন, "হা! সমস্ত

আশা হইতে কি একেবারেই হতাশ্বাস ?—তবে কি তাঁহার চরণবন্দন করিবার পথ একেকালেই সংরুদ্ধ ?—জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্নেহ মমতা হইতে তবে কি আমারে চিরকালের নিমিত্তই বিবর্জ্জিত হইতে হইল ? হায় !"

"মহাশয় ! কাতর হইতেছেন কেন ?" গম্ভীরবদনে প্রবোধবাক্যে ধীর প্রকৃতি পরমলজী মহাশয় কহিলেন, "আপনি একপ নৈরাশ্যব্যঞ্জকবাক্য ব্যবহার করিতেছেন কেন ? প্রভু রঞ্জনলালের পত্রের মর্ম্ম হৃদয়মধ্যে অনুধ্যান করিয়া প্রশান্তভাব ধারণ করুন। সাক্ষাৎ সন্দর্শন যে নিতান্ত পক্ষেই দুরূহ ব্যাপার, তাহার আর স্থির নিশ্চয় হইতেছে কোথায় ? উত্তেজিত হইবেন না, কাতর হইবার কারণ নাই, তাঁহার সার উপদেশ, সার বাক্যের অনুসরণপূর্ব্বক আশ্বস্তচিত্ত হইতে কৃতসংকল্প হউন। সেই চিরস্মরণীয় একমাত্র সমুজ্জ্বল নীতিবাক্য, আশা—প্রতীক্ষা।"

চতুর্থ পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

অন্ত্য স্তবক ।

বিদায় ।

পাঠক মহাশয় ! বহু পরিশ্রমে, সবিশেষ সতর্কে, নানারূপ ভয়াবহপথ অতিক্রমপূর্ব্বক অবশেষে আমরা গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইয়াছি । স্তোকবাক্যে আশ্বাস প্রদানে অনুনয় বিনয়ে বাধ্য করিয়া সহযাত্রীরূপে আপনাদিগকে এতদূরে সমানয়ন করিলাম । রহোন্যাসরঙ্গভূমির অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের কার্য্য সুচারুরূপে দর্শন করিতে পারা যায় বলিয়াই এ স্থানে আনয়ন করিবার আমাদিগের একমাত্র অভিপ্রায় । অভিনীত রঙ্গ ভঙ্গ দর্শনে আহ্লাদ প্রাপ্ত হইলেন, কি বিরাগের ভগিনী ঘৃণা ও অবহেলার বিমোহন মন্ত্রে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাদেরই পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিলেন, সে বিষয়টী বিনির্ণয় করিয়া বলিতে আমরা নিতান্তপক্ষেই অসমর্থ । তবে এ ক্ষেত্রে আমাদিগের একমাত্র পক্ষসমর্থনবাক্য,—বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ! ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই উভয়বিধ পথে বিচরণ করিলে অবশেষে তাহার পরিণাম কিরূপে পরিণত হইয়া পড়ে, সেইটীই আপনাদিগের চক্ষে বিশিষ্টরূপে প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই আমা-

দিগের এইরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন। আন্তরিক উদ্দেশ্য যদি সফল হইয়া থাকে,—ভারতবর্ষের দ্বাবিংশতিকোটি মানবমণ্ডলীমধ্যে এই রহোন্যাসের বলক্রমে অন্ততঃ যদি একজনকেও সৎপথে আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদিগের এই সমস্ত পরিশ্রমের উচিত পুরস্কার, এবং তাহা হইলেই সকল আগ্রহ, সকল আকিঞ্চন, ও সকল যত্নের সম্পূর্ণরূপেই সফলতা লাভ।

নীতিকথা,—বিদায়গ্রাহীর প্রতি আরক্তনয়নে দৃষ্টিপাত করিতে নাই। ভীষণ অপরাধে অপরাধী হইলেও তাহার সেই অপরাধ ঔদাস্যভাব প্রকাশে ক্ষমা করাই যুক্তিসিদ্ধ কার্য্য। আমরাও এক্ষণে বিদায়গ্রাহী, সুতরাং আপনাদিগের হস্তে যে সেইরূপ সাধু-ব্যবহার প্রাপ্ত হইব, তাহা আমরা অতি সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারি। যেরূপ উৎসাহ দানে যেরূপ আগ্রহসহকারে রত্নগিরিকে আপনারা হৃদয়মধ্যে স্থানদানপূর্ব্বক আমারে নিতান্তপক্ষে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন, তাহাতে ভিন্ন বেশে, বিভিন্ন অবয়বে, মহাশয়দিগের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ সন্দর্শন যে সুদুর্লভ ব্যাপার নহে, এরূপ ভরসা আমাদিগের মনোমধ্যে পরিষ্কাররূপেই সমুদিত। তবে ভবিষ্য বিষয় পূর্ব্ব হইতে সুনিশ্চিতবাক্যে পরিব্যক্ত করা

কোনক্রমেই বিধেয় বলিয়া অনুমিত হব না। এরূপ অবস্থায় অগত্যাই আমাদিগের পূর্ব্ব ধূয়া,—আশা—প্রতীক্ষা!

কলিকতা।
শোভাবাজার, রাজবাটী।
৩০শে আষাঢ়, ১২৯০ সাল।

আপনাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত
বিদায়প্রার্থী
শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।

[গ্রন্থ সমাপ্ত]